www.Moner Sathe.Com

উনিশ কুড়ির প্রেম

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

www.MonerSathe.Com

উনিশ-কুড়ির প্রেম

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

www.MonerSathe.Com

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

সূচি

আমাদের সেইসব খেলাধুলো ৯

ভানুসিংহের বিপদাবলী ১৭

র‍্যাগিংয়ের দিনগুলোয় প্রেম ২৭

মিকি মাউসের গল্প ৩৬

আমাদের পাড়ার স্পাইডারম্যান ৫২

হোমার যখন ঘোড়সওয়ার ৭১

রবিনহুডের বন্ধু-বান্ধব ৯৩

একা এবং তিনজন ১০৪

ক্রাইম-মাস্টার গোগো ১১৯

গোল্লা ১৩৬

প্রিন্টেড ১৫৪

টুকি ১৬৮

www.MonerSathe.Com

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

আমাদের সেইসব খেলাধুলো

বিকেলবেলায় এদিকটাতেই এসে বসি আমরা। আমরা মানে আমি আর বিরূপাক্ষ। সামনেই নদী। ঘটঘট করে মোটর লাগানো নৌকো চলে যায় ওইদিকে। ওইদিকে হাওড়া। আমরা কোনওদিন ওদিকে যাইনি। আমার জলে খুব ভয়। শ্রীময়ী বলে, গত জন্মে নিশ্চয়ই আমায় পাগলা কুকুরে কামড়েছিল। আসলে, শ্রীময়ী অনেক কিছুই বলে। কখনও বলে, 'তুই পার্থিব পটেলের চেয়েও বেঁটে।' আবার কখনও বলে, 'তোর মাথার চামড়াটা কি গন্ডারের থেকে ধার নিয়েছিস?' এইরকমই আর কী! তবে করেও দেয়। ফিজিক্সের হার্ডার প্রবলেমস, অ্যাপলিকেশন অব ক্যালকুলাসের কঠিন-কঠিন অঙ্ক, মাথার চুলের মধ্যে রিগলিসের গাম লাগিয়ে দেওয়া। আর, আমি রেগে গেলেই হিহি করে হাসে, দৌড়ে চলে যায়। শুধু যেতে-যেতে একবার পিছন ফিরে তাকায়, একটু অন্যরকমভাবে। আর আমি ভীষণ থতমত খাই। তাই দেখে পুরনো একটা গানের সুরে বিরূপাক্ষ বলে, 'এমন মুরগি আর কে আছে, তোমার মতো বন্ধু।'

ক্লাস ইলেভন পর্যন্ত জীবনে বিরূপাক্ষর তিনটি সমস্যা। ও কিছুতেই অরগ্যানিক কেমিস্ট্রির কনভারশন করতে পারে না। আমাদের স্কুলের ক্রিকেট টিমের অজিত স্যার ওকে টুয়েলফ্‌থ ম্যানই রেখে দিয়েছেন। আর তৃতীয় সমস্যাটা একটু গুরুতর। সমস্যাটির নাম লিভানো। লিভানো মুখার্জি। আমি কতবার বিরূপাক্ষকে বলেছি, এরকম লিভারের ওষুধমার্কা নামের একটা মেয়েকে তোর কেন ভাল লাগে আমি বুঝি না। কিন্তু বিরূপাক্ষ অনড়। প্রতিদিন বিকেলে বিরূপাক্ষ আমায় বোঝাতে চেষ্টা করে কেন লিভানোকে ওর ভাল লাগে। লিভানো খুব ভাল সাইকেল চালায়, দারুণ গান করে, ওর হাতের আঙুলগুলো খুব সুন্দর আর লিভানো অরগ্যানিক কেমিস্ট্রির

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

কনভারশন ভীষণ ভাল করে। যদিও কথাগুলো আমাকেই বলে, তবু কেন জানি না আমার মনে হয় ও নিজেকেই এসব বোঝায়।

আমি বলি, "এভাবে ফ্রাস্ট্রু খেয়ে মাঠের ঘাস ছিঁড়ে কোনও লাভ নেই বস। লিভানো তো তোকে বলেই দিয়েছে, ও ভাবতেই পারে না বিরূপাক্ষ নামের কোনও ছেলে ওর বয়ফ্রেন্ড হতে পারে!"

বিরূপাক্ষ নিজেও অবশ্য এটা মানে। এই জন্য নিজের ঠাকুরদার উপর ওর একটা রাগও আছে। ওর মতে, ঠাকুরদা এরকম একটা নাম রাখার জন্যই লিভানো ওকে পছন্দ করে না। সেই কারণে মাঝেমধ্যে প্রতিশোধও নেয়। ঠাকুরদার নস্যির কৌটো লুকিয়ে রাখে, বাইরে যাওয়ার জুতোর একপাটি কুকুরকে দিয়ে অনেক সাধ্যসাধনা করে চিবিয়ে রাখে। ঠাকুরদার ভেজানো দাঁতের মধ্যে যত্ন করে ঢেলে দেয় সুলেখা ব্লু-ব্ল্যাক। আর ফাঁক পেলেই আমার কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান করে।

পুজোর পরেই আমাদের প্র্যাকটিস শুরু হয়ে যায়। স্কুলের লাগোয়া মাঠে নেট লাগিয়ে ক্রিকেট চলে। আমি খেলিও না, টিমেও নেই। তবে কর্মকর্তা টাইপের হাবভাব নিয়ে ঘুরে বেড়াই। বেমক্কা উঠে আসা বলে ব্যাটসম্যান থতমত খেলেও বলি, গুড শট। আমাদের বিরূপাক্ষ একটু ওপেনার গোছের। মানে, স্যারের অভিমত তাই আর কী। রনিই হল স্যারের প্রথম পছন্দের ওপেনার। রনি লম্বা, স্মার্ট, ভাল গিটার বাজায়। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল, রনি মাঝে-মাঝে লিভানোকে ডবল ক্যারি করে বাড়ি পৌঁছে দেয়। বিরূপাক্ষর মতে, পৃথিবীর সীমানায় থাকার অধিকার রনির নেই। অবশ্য রনি সরাসরি বিরূপাক্ষর কোনও ক্ষতি করেনি কখনও, শুধু মাঝে-মাঝে একটু পিছনে লাগে। বিরূপাক্ষের দৃঢ় ধারণা, অজিত স্যার পারশিয়ালিটি করেই রনির বদলে ওকে খেলান না। আজকাল এই কথাটা ও প্রায়ই বলছে। আর বলছে, একদিন মজা দেখাবে। কী মজা? কখনও বলে, স্যারের বউকে টেলিফোনে ভয় দেখাবে, কখনও বলে, স্যারের সাইকেলের পাম্প খুলে দেবে, আবার এ-ও বলে, স্যারের চাকরিটাই খেয়ে নেবে।

আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কী দিয়ে খাবি? ভাত দিয়ে, না রুটি দিয়ে?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

তাতে খুব রেগে গিয়ে বলেছিল, "যখন খাব, তখন দেখবি। দেখবি আর জ্বলবি, লুচির মতো ফুলবি। তখন চাইলেও দেব না।" তো, এইসব প্ল্যানগুলো কাজে না লাগিয়ে বদলা নেওয়ার অন্য রাস্তা ধরল ও। আমাদের ইংরেজি ক্লাস টেস্ট। অজিতবাবুই আমাদের ইংরেজি পড়ান। সবাই লিখছি, কেবল চোখ তুলে তাকালেই দেখতে পাচ্ছি বিরূপাক্ষ লিখছে না। যা-ই হোক, খাতা-টাতা জমা দিয়ে টিফিনে বেরিয়েছি। ও আমার দিকে তাকিয়ে কনফিডেন্টলি হাসল। খুব অবাক হলাম। বিরূপাক্ষর তো কনফিডেন্স ছিল না, কেস কী? জিজ্ঞেস করলাম, "পরীক্ষায় লিখছিলি না কেন!"

ও গুলশন গ্রোভারের মতো মুখ করে শুধু বলল, "রিভেঞ্জ।" ব্যাপারটা পরিষ্কার হল এক সপ্তাহ পর। খাতার বান্ডিল নিয়ে ক্লাসে ঢুকেই স্যার বলল, "এই যে বাবু বিরূপাক্ষ চট্টোপাধ্যায়, তোমার বাবাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বোলো।" শুরুটা নরমভাবে করলেও খানিক বাদেই স্যার ব্যাপক গরম হয়ে গিয়ে ইংরেজিতে বাছা-বাছা গালাগালি দিতে শুরু করলেন। আমরা কিন্তু কিছুই বুঝছি না স্যার কেন এত রেগে গেছেন। অবশেষে পরিষ্কার হল। বিরূপাক্ষ সাদা খাতা জমা দিয়েছে। অবশ্য ঠিক সাদা নয়। প্রতিটা পাতায় লাল কালি দিয়ে লিখেছে, "অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।" সারা ক্লাস বোম মেরে গেছে, শুধু রনি মুখ-চোখ লাল করে খিকখিক করে হাসছে।

সেদিন পূর্ব দিক দিয়ে সূর্য ডুবল। বিরূপাক্ষ আমাকে রেহাই দিয়ে একা-একাই বাড়ি চলে গেল। আর হঠাৎ শ্রীময়ী আর লিভানো আমার সঙ্গে ফেরার পথ ধরল। আমি বেশ অবাক হলাম।

শ্রীময়ীকে জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, "কী রে, লিভানোকে রনি লিফট দিল না?"

শ্রীময়ী বলল, "দিল না মানে? ও নিল না।"

আমি বললাম, "কেন!"

শ্রীময়ী হঠাৎ তেরিয়া হয়ে বলল, "ছেলেরা দিলেই মেয়েদের নিতে হবে? জেন্ডার ইকুয়ালিটির যুগে এসব বললে কিন্তু মেরে পাট্টি করে দেব।"

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বললাম, "কীসের কী!" লিভানো কোনও কথা বলছিল না।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

শ্রীময়ী আবার বলল, "বিরূপাক্ষটা গাধা।"

আমি প্রতিবাদ করতে গিয়েও সাহস পেলাম না। শুধু জানতে চাইলাম, "কেন?"

শ্রীময়ী খানিকক্ষণ থেমে বলল, "যে কারণে তুই গাধা।"

এইখানে আমাদের বাড়ির পথগুলো ভাগ হয়ে যায়। ডান দিকে দুটো বকুলগাছ। তার ফাঁক দিয়ে ওরা দু'জন নেমে গেল ওদের বাড়ির রাস্তায়। শুধু যাবার মুখে শ্রীময়ী ফিক করে হাসল, বলল, "গাধা।"

এই সময়টা ওর চোখ দুটো একটু পালটে গেল যেন। আমি আবার থতমত খেলাম। কিন্তু বাড়ি ফেরার পথটুকু পার হতে-হতে আমার কেন জানি না খুব ভাল লাগতে শুরু করল হঠাৎ।

সামনেই 'উইন্টার ফ্লাওয়ার' ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, আর তার আগেই ফার্স্ট টার্ম। সেদিন আলি স্যার অঙ্কের কোয়েশ্চন পেপারে কী কী আসতে পারে, আমাদের হিন্ট দিচ্ছিলেন। দেখি, লিভানো সামনের বেঞ্চে বসে ডান হাতের সাত নম্বর করটা ধরে প্রতিবার নতুন-নতুন অঙ্কের সঙ্গে চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করছে। আমার খুব কৌতূহল হল। স্যারের অঙ্ক-টঙ্ক গোল্লায় গেল। আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, "এই লিভানো, মন্ত্র পড়ছিস?"

লিভানো কটমট করে তাকিয়ে সটান স্যারকে বলল, "স্যার, স্মরণজিৎ আমায় ডিসটার্ব করছে।"

ছোট্টখাট্ট চেহারার আলিবাবু, যাঁর নাম দুর্ভাগ্যক্রমে মহম্মদ আলি, ট্যাঁ করে চিৎকার করে উঠলেন, "মেয়েদের বিরক্ত করা আমি ভীষণ অপছন্দ করি। আর তোমরা মেয়েদের কারণে-অকারণে...।" আমি মনে-মনে ভাবলুম, কী মেয়ে রে ভাই। ডেঞ্জারাস!

টিফিনে শ্রীময়ী আমায় টানতে-টানতে স্কুলের গোল জলট্যাঙ্কির পিছনে নিয়ে গেল। গম্ভীর মুখে বলল, "তোরও হাওয়া লেগে গেছে?"

আমি খুব অবাক হয়ে বললাম, "মানে?"

"তুইও লিভানো...?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

আমি ওকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বললাম, "না রে না! ও হাতের কর ধরে কী সব বিড়বিড় করছিল। তাই আমি ওকে জিজ্ঞেস করছিলাম ব্যাপারটা কী?"

শ্রীময়ী অবিশ্বাসী চোখে বলল, "সত্যি? অন গড?"

আমি বললাম, "শুধু অন কেন? অব, আন্ডার, বিহাইন্ড, বিসাইড—সমস্তরকম গড। আমার বলে জলে ভয়, আমি নাকি কুমির ডাঙা খেলব।"

শ্রীময়ী একটা অদ্ভুত নিশ্বাস ছাড়ল। বলল, "ও, এই ব্যাপার। আসলে ওটা লিভানোর অভ্যাস। মাঝেমধ্যেই ও ওরকম ছোট্ট করে প্রেয়ার সেরে নেয়। আজও নিচ্ছিল, যাতে স্যারের দাগ দিয়ে দেওয়া অঙ্কই পরীক্ষায় আসে। তোর 'গিফ্‌ট অব দ্য মেজাই'-এর ডেলাকে মনে নেই!"

আমি ভাবলাম, মেয়েটা শুধু ডেঞ্জারাসই নয়, মাথার সার্কিটেও প্রচুর শর্ট আছে।

পরীক্ষাগুলো চিরকালই খুব তাড়াতাড়ি আসে, আর দেরি করে যায়। আমাদের পরীক্ষাও হুড়মুড় করে এসে গেল। দু' সপ্তাহ ক্রিকেট-টিকেট বন্ধ, শুধু পড়াশোনা। পরীক্ষা শেষ হলে ক্রিকেটের টিম সিলেকশন, ডিসেম্বরের শেষেই টুর্নামেন্ট শুরু। আমার আর বিরূপাক্ষর সিট আলাদা ঘরে পড়েছে। তবে, পরীক্ষার পর আমরা একসঙ্গেই ফিরি। সেদিন বায়োলজি পরীক্ষার পর বাড়ি ফিরতে-ফিরতে ওকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী রে, কর্ডাটা আর নন কর্ডাটার ডিফারেন্স লিখেছিস?"

ও বলল, "ট্রায়ালে এমন ব্যাট করব না।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "লিভারের ডাইজেস্টিভ প্রসিডিয়োর লিখেছিস?"

ও বলল, "লিভানোকে দেখাব কভার ড্রাইভটা আমিও সৌরভের মতোই মারি।"

আমি শেষ চেষ্টা করলাম, "হুগো দ্য ভ্রিসের মডেল..."

বিরূপাক্ষ আমায় শেষ না করতে দিয়েই বলল, "ক্রিকেটের মডেলই বদলে দেব এবার। চালাকি!"

আমি ভাবলাম, এটার সার্কিট-টার্কিট নয়, পুরো ট্রান্সফর্মারটাই গেছে। শেষ পরীক্ষার দিনই আমার জ্বর এল। দু'-তিন দিন একদম বিছানায়। ঘর থেকে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

বেরোনো বন্ধ, নদীর দিকে ঘুরতে যাওয়ার প্রশ্নই নেই। তারপর একদিন জ্বর কমল। শরীর একটু সুস্থ হলে আমি আবার বিকেলে নদীর দিকে যেতে শুরু করলাম। কিন্তু সেখানে বিরূপাক্ষর দেখা নেই। দু'দিন দেখা নেই, তিন দিন দেখা নেই। আমার চিন্তা হল, খারাপ কিছু হয়নি তো? পরদিন বিকেলে সোজা চলে গেলাম ওর বাড়ি। দেখি, বিরূপাক্ষ নিজের ঘরে চুপচাপ বসে আছে।

জিজ্ঞেস করলাম, "কী রে, শরীর খারাপ?"

উত্তর নেই।

"পরীক্ষা খারাপ হয়েছে?"

তাও কোনও কথা বলে না। অনেক চেষ্টা চরিত্তির করে জানা গেল, কেস পুরো কালিদাস। নদীর বাঁধের উপর ও লিভানো আর রনিকে সাইকেল চড়ে যেতে দেখেছে, একটা ডাব দু'জনকে খেতে দেখেছে।

আমি বললাম, "ও এই। এতেই তুই ভড়কে গেলি?"

খিঁচিয়ে উঠল, "হ্যাঁ গেলাম। তুই ভাগ!"

"কাল ট্রায়াল ম্যাচ কিন্তু।"

ও শুধু বলল, "কাল দক্ষযজ্ঞ।"

ট্রায়ালে বিরূপাক্ষ চার রানে আউট। স্যার একটা মিনি দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে বললেন, "তোর চরিত্রে টুয়েলফথ ম্যান ঢুকে গেছে। তুই ড্রিংকসে লেবু-জল নিয়েই ঢুকবি, তুই ওটারই যোগ্য।"

লিভানো হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হয়ে বলে গেল, "হুঁঃ। বাহাদুর!"

যখন বাড়ি ফিরছিলাম, দাঁত কিড়মিড় করে বিরূপাক্ষ বলল, "অফ ড্রাইভটা সৌরভের মতো না হয়ে কোর্টনি ওয়ালশের মতো হয়ে গেল। আচ্ছা, দেখা যাবে।"

দেখতে-দেখতে খেলার দিন চলে এল। প্রথম ম্যাচ হবে বার্মাশেল মাঠে, সেন্ট অ্যান্টনিও কলেজিয়েট স্কুলের সঙ্গে। টিম মাঠে চলে যাবে আর আমি মিনারেল ওয়াটার, পাতিলেবু, অরেঞ্জ স্কোয়াশ, চিকেন স্যান্ডউইচ, চপ আর আলুর দম নিয়ে মাঠে যাব। রবিবার বলে বাজারে বেশ ভিড়। তবে আগে থেকে অর্ডার দেওয়া ছিল বলে বিশেষ দেরি হল না। মাঠে গিয়ে দেখি, স্টুডেন্টরা প্রায় সবাই এসে গেছে। আমাদের ত্রিপল ঢাকা প্যাভিলিয়নের সামনে বেশ ভিড়।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

আমি ঢুকতেই স্যার রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এত দেরি করলি কেন? লেবু গাছ পুঁতছিলি? যা, নিলডাউন হ'।"

আমি বললাম, "স্যার, এটা মাঠ, আর হাতে যথেষ্ট সময় আছে।"

চোখের সমস্ত রাগি অস্ত্র প্রয়োগ করে স্যার মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

আমি বুঝলাম আবহাওয়া খারাপ। কেন খারাপ তা বুঝলাম একটু পরে। রনি আসেনি। বিরূপাক্ষ ঝলমল করতে-করতে জানাল, আর পনেরো মিনিট দেখেই স্যার ওকে প্যাড পরতে বলবেন।

যথেষ্ট অবাক হলাম, "তোকে?"

"হ্যাঁ, কারণ রনির নো পাত্তা। আসলে বুঝলি তো, এদের বিগ ম্যাচ টেম্পারামেন্টটাই নেই। ডরপোক। আরে বাবা, মেয়েদের নিয়ে ডবল ক্যারি করে বেড়ালেই কি আর ক্রিকেটার হওয়া যায়? আজ দেখবি সচিনের স্ট্রেট ড্রাইভ। কোনও ফিল্ডারকে নড়তে দেব না।"

আর থাকতে না পেরে বলে ফেললাম, "সিলেকশনে সৌরভের কভার ড্রাইভটা ভুলে গেলি? মনে নেই, কীরকম ল্যাজে-গোবরে করেছিলি? নিজের খেলাটা খেল, তা হলেই হবে।"

বিরূপাক্ষ কিছু শুনল বলে মনে হল না। একবার ঘড়ি দেখল, তারপর টেন্টের দিকে যেতে-যেতে বলল, "আজ বোঝা যাবে কে বাহাদুর, আর কে অরণ্যদেব।"

বুঝলাম, কেস জমে দই।

রনির পাত্তা নেই। টসে জিতে অপোনেন্ট টিম আমাদের ব্যাট করতে পাঠিয়েছে। অগত্যা বিরূপাক্ষ। ওকে বেস্ট অব লাক জানিয়ে টেন্টের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। ভিড় আরও বেড়েছে। বিভিন্নরকম খাবার-দাবারের গাড়িও এসে গেছে মাঠের একপাশে। চারদিকে একটা হইচই কাণ্ড। হঠাৎ কে জানি আমার জামা ধরে টানল, "এই জলাতঙ্ক।"

শ্রীময়ী। ওঃ জ্বালালে দেখছি।

বিরক্ত হয়ে বললাম, "তোর আবার কী! শীতে পিকনিক করতে এসেছিস, পিকনিক কর। আমার কত কাজ জানিস? প্লেয়ারদের ফিটনেস আমার উপর।"

একটু ভেংচে শ্রীময়ী বলল, "যা লেবু এনেছিস অর্ধেক পচা।"

আমি বললাম, "যা যা।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

হঠাৎ চোখেমুখে একটা সতর্কতা এনে ও বলল, "শোন না, সিরিয়াস কথা আছে।"

"সিরিয়াস। বেশ বল।" আমি অবাক হলাম।

শ্রীময়ী ভুরু নাচিয়ে বলল, "জানিস রনি কেন আসেনি?"

"না তো! তুই জানিস?"

"শোন তবে," শ্রীময়ী শুরু করল, "কাল রনির সঙ্গে লিভানো বিকেলে ঘুরতে গিয়েছিল। ক'দিন ধরেই যাচ্ছিল। ডবল ক্যারিতে লিভানো সামনে ছিল। হঠাৎ কী হল, ও ছিটকে নেমে পড়ে সাইকেল থেকে। টাল সামলাতে না পেরে রনি সাইকেল নিয়ে বাঁধ থেকে গড়িয়ে একদম নীচে। হাঁটু ভেঙে গেছে।"

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, "তোকে কে বলল!"

চাপা গলায় শ্রীময়ী উত্তর দিল, "কেন লিভানো নিজে! আরও কী বলল জানিস? রনিটা এত অসভ্য জানত না। তা হলে অনেক আগেই ওকে টাইট দিত। লিভানোকে ও এমন একটা প্রপোজাল দিয়েছে... বিরূপাক্ষ ঠিকই বলেছিল, রনিটা খুব খারাপ।"

আমার মুখ তো হাঁ।

শ্রীময়ী সেটা দেখে বলল, "এই যে হাঁদারাম, কথাটা সিক্রেট কিন্তু। শুধু তোকেই বললাম। আর কাউকে বলবি না।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আমায় তবে বললি কেন?" কোনও উত্তর না দিয়ে গম্ভীর হয়ে চলে গেল শ্রীময়ী। যেতে যেতে, না, আর পিছন ফিরে তাকাল না এবার। কিন্তু কেন জানি না হঠাৎ খুব ভাল লাগতে আরম্ভ করল আমার। এদিকে খেলাও প্রায় শুরু। টুকটুকে লাল বল হাতে বোলার রান-আপ থেকে দৌড় শুরু করেছে। বিরূপাক্ষ স্টান্স নিয়ে দাঁড়িয়ে। ভিড়ের মধ্যে একটা দারুণ হইচই ছড়িয়ে পড়ল সারা মাঠে। এরই মধ্যে আমার চোখ চলে গেল ভিড়ের এক কোণে লিভানোর দিকে। অবাক হয়ে দেখলাম ডান হাতের সাত নম্বর কর ধরে লিভানো বিড়বিড় করে কী সব বলছে, ওর চোখ দুটো বন্ধ।

না, এই ম্যাচেও বিরূপাক্ষ কোনও রান করতে পারেনি। তবে তাতে এখন আর কিচ্ছু এসে যায় না।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

ভানুসিংহের বিপদাবলী

বৃষ্টিটা ধরে এসেছে, মাথার উপরের শেড চুঁইয়ে জল পড়ে চলেছে অনবরত। সামনেই একটা দোমড়ানো প্লাস্টিক থেকে জল পড়ে জমছে নীচের ভাঙা খুরিটাতে। সেইদিকে তাকিয়ে ভাইকিং বলল, "দশ দিন হয়ে গেল মাইরি, তবু কিছুতেই হচ্ছে না। সিগন্যাল রেড তো রেড, কোনও প্ল্যাটফর্মই দিচ্ছে না যেখানে গাড়ি ঢোকাব। রাজা, তুই কিছু কর ভাই। মনের অবস্থা একেবারে পোড়া কার্বাইডের মতো হয়ে গেছে।"

ভাইকিংয়ের ভাল নাম ভানুসিংহ রায়চৌধুরি। কীভাবে যে সেটা ভাইকিং হয়ে গেছে নো বডি নোজ়। ওর কথা শুনে আমি মনে-মনে হেসে ফেললাম। তারপর বললাম, "একই ক্লাসে পড়ে পাশের রোয়ে বসেও কিছু করতে পারছিস না! সিগন্যালের কথা বলছিস, তুই কি অ্যাট অল চেষ্টা করেছিলি?"

ভাইকিং অবাক হল, "চেষ্টা? চেষ্টা করেই তো কেসটা খেলাম গুরু।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "এর মধ্যে কেসও খেয়ে গেছিস! তুই তো করিৎকর্মা ছেলে ভাই। কেন, কী হয়েছিল?"

"আর বলিস না," ভাইকিং শুরু করল, "সেকেন্ড দিনেই ভাবলাম ইয়েটা না জানিয়ে রাখলে যদি কেউ লাইনে ঢুকে আমাকে বেলাইন করে দেয়। তাই ফার্স্ট বলেই ছয় মারতে গিয়েছিলাম। টিফিনে গিয়ে ধরলাম, নাম-ফাম দেওয়া নেওয়া হল। তারপরই, বুঝলি, একটু ভুল করে ফেললাম। মানে আমি সরাসরি বলে ফেললাম যে, আমি ওকে ইয়ে করি।"

"ইয়ে করিস! হা কপাল, একেবারে সেকেন্ড দিনেই ব্যাপারটা ইয়েতে নিয়ে ফেললি! "তোর মাথার মধ্যে ইয়েতির ব্রেন আছে নাকি রে?" আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম।

ভাইকিং মুখটা কাঁচুমাচু করে বলল, "আরও কেলো হয়েছে রে। তুই তো

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

দেখেছিস ওকে কেমন দেখতে, ছাইরঙা চোখ, ব্রাউন রঙের চুল, ফ্লুরোসেন্ট বাল্‌বের মতো স্কিন। আমি প্রশংসাই করছিলাম, ও মিটিমিটি হাসছিল। কিন্তু মুখ ফসকে হাইব্রিড আম বলতেই সব জন্ডিস। তুই বিশ্বাস কর রাজা, এর আগে আমি ওকে ক্যাটরিনা কাইফ থেকে ইয়ানা গুপ্তা, সব বলেছি। কিন্তু ওর বিলিতি ধাঁচের চেহারাটা মনের মধ্যে খোঁচা মারছিল কিনা, তাই হাইব্রিডটা স্লিপ করে বেরিয়ে গেছে। ওকে কত বোঝালাম যে, এটা আদৌ খারাপ নয়, ভাল হাইব্রিড, ওই বাংলায় যাকে বলে 'উচ্চ ফলনশীল', তাই-ই। কিন্তু আরও খচে গেল।"

"আমি হলে তোকে চড়িয়ে লাল করে দিতাম, গা... মানে ধা", আমি রেগে বললাম।

ভাইকিং বলল, "রাজা প্লিজ, ও তো তোর ল্যাব পার্টনার, একটু ম্যানেজ করে দে গুরু, ডোমিনোজ-এর পিৎজা প্রসাদ চড়াব। ড্রিউ ব্যারিমোরের সিনেমা দেখাব। এ যাত্রা ত্রাণ করে দাও নাথ, গুরুদেব আমার, পিসেমশাই।"

আমরা এবারে ক্লাস ইলেভনে উঠেছি। দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাটের কাছে আমাদের স্কুল। এইচ এস বলে নতুন ছেলেমেয়ে ভরতি হয়েছে অনেকে। এর মধ্যে ইলিনা রায় বলে একজনও আছে। তাকে নিয়েই আমাদের এতক্ষণ আলোচনা হচ্ছিল। আমাদের এইসব কথাবার্তা সাধারণত স্কুলের ছাদেই হয়। ছাদের এক কোনায় জলের ট্যাঙ্কের উপরে কোরোগেটেড ফাইবারের শেড। এই শেডের তলায় বসেই আমি আর ভাইকিং যাবতীয় প্ল্যান-প্রোগ্রাম করি। এখানে রোদ নেই, কিন্তু বেশ হাওয়া আছে। প্রথম দিনই ইলিনাকে দেখে ভাইকিং বলেছিল, "রাজা দেখেছিস, স্কুলের ভাগ্য খুলে গেল। এই মেয়ে পৃথিবীর হতেই পারে না। গালের টোল দুটো দেখেছিস, একেবারে খুনখারাপি। এ শিয়োর প্লুটোর মেয়ে। ওরকম ঠান্ডা ফ্লুরোসেন্ট গায়ের রং। ওঃ গুরু।" আমি সেদিন আর জিজ্ঞেস করিনি প্লুটোর মতো গায়ের রং মানে কী। কিন্তু এরই ভিতরে যে ও একটা জিলিপি পাকিয়ে রেখেছে আমি আন্দাজই করতে পারিনি।

আমার সঙ্গে অবশ্য ইলিনার আলাপ খুব স্মুদলিই হয়েছে। একটু ফ্রি

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

হওয়ার পরে একদিন ইলিনা বলেছিল, "রাজা, তোর চশমার ফ্রেমটা খুব আনকমন।"

আমিও অমনি ক্যারদানি দেখাতে গিয়ে বলেছিলাম, "আনকমন না? জানিস অনেক খুঁজে খুঁজে বের করতে হয়েছে ফ্রেমটা। দারুণ বল।"

ইলিনা সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে বলেছিল, "আনকমন হলেই দারুণ হয় না।"

আমার মুখ চুপসে ফুটো বেলুনের মতো হয়ে গিয়েছিল সেদিন। পাশের একটা মিষ্টি দেখতে মেয়ে বলেছিল, "না রে, খুব সুন্দর। ইলিনাটার কথায় পাত্তা দিস না তো, ও ওইরকমই।" এই মেয়েটার নাম সেঁজুতি। ও আগেও আমাদের স্কুলেই পড়ত, তবে অন্য সেকশনে। ও অদ্ভুত ভাল আর খুব সহজ। যেমন দু'-চার দিন পরেই আমায় বলেছিল, "তোকে না ভীষণ ভাই-ভাই দেখতে।" পাশেই ভাইকিং ছিল সেদিন। ব্যাটা ফুট কেটে বলেছিল, "ঠিক বলেছিস, এখন তো দুটোই ভাই, রাজাভাই আর দাউদভাই।"

এই দশ-বারো দিনে সবই ঠিকঠাক হয়েছে, শুধু ভাইকিংয়ের ব্যাপারটা ছাড়া। এই নিয়েই আমরা কথা বলছিলাম স্কুল থেকে ফেরার সময়। আমি ট্রামে করে ফিরি আর ভাইকিং একটা মোপেডের মতো গাড়িতে করে ফেরে। সেদিনও ফিরছিলাম, হঠাৎ সেঁজুতি এসে ভাইকিংকে বলল, "অ্যাই, আমাকে একটু পৌঁছে দিবি? বাবা আজকে গাড়ি পাঠায়নি।" ডাহা ঢপ। আমি নিজে দেখেছি ওদের হলুদ ফিয়াট পালিওটাকে। কিন্তু বেমালুম চেপে গেলাম। সেঁজুতি তখন ক্রমাগত ভাইকিংয়ের মাথা খেয়ে চলেছে লিফট পাওয়ার জন্য। ভাইকিং বিন্দুমাত্র পাত্তা না দিয়ে বলল, "ভাগ, আমি এখন গাড়ি সার্ভিসিংয়ে নিয়ে যাব, তুই বরং রাজার সঙ্গে ট্রামে কাট।"

সেঁজুতিও দুম করে বলল, "একদম রাজা-প্রজা দেখাবি না, হুঁঃ।"

ও চলে যেতে আমি ভাইকিংকে বললাম, "কী বদ রে তুই, নিলি না কেন?"

ভাইকিং মুখ বাঁকিয়ে বলল, "এটা সরকারি পরিবহন না আমি-ওর মাইনে করা ড্রাইভার? গত সপ্তাহে ছ'দিন লিফট দেওয়া হয়ে গেছে জানিস। তাও যদি ইলিনা হত!"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

আমি বললাম, "ইলিনা চাইবে কী করে, ও তো প্লুটোর মেয়ে। তাই মোপেড চড়ে না। গাধা কোথাকার, ওদের ল্যান্সারটা রোজ আসে দেখিস না, আর হাইব্রিড আমের কথা ভুলে গেলি?"

ভাইকিং উদাসী মুখ করে বলল, "কী করি বল তো? টায়ারটা পাংচার করে দেব?"

"হ্যাঁ, তা হলে ওর ড্রাইভার তোর কাছে লিফট চাইবে। ওর দাদা ক্যারাটের ব্ল্যাকবেল্ট জানিস? এইসান প্যাঁদাবে না, তখন মারের চোটে বৃন্দাবন দেখবি।"

আমার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে ভাইকিং নিজের মনে বলল, "বৃন্দাবন, বাঃ বৃন্দাবনই তো চাই।"

॥ ॥

ভালভাবে বন্ধুত্ব হওয়ার পর বুঝলাম যে, ইলিনাও খুব ভাল মেয়ে। শুধু একটু ঠোঁটকাটা। একদিন ছুটির পর ও বলল, "রাজা, আমাদের বাড়ি একবার যাবি প্লিজ, একটু তোর হেল্প দরকার।" আমি ভাবলাম— এই সুযোগ ভাইকিংয়ের ব্যাপারটা সেটেল করার। ব্যাটা যা ঘ্যানঘ্যান শুরু করেছে। তাই রাজি হয়ে গেলাম। সদার্ন অ্যাভিনিউয়ের উপর ইলিনাদের বাড়ি। অনেকটা বাংলো টাইপ, পাঁচিল দেওয়া, ভিতরে বাগানও আছে। সামনের বারান্দায় চারজন বসে ছিল। দু'জন যে ইলিনার বাবা-মা, তা বলে দিতে হবে না। ইলিনা আলাপ করিয়ে দেওয়ার পর জানলাম যে, আর-একজন ওর দাদা। আর অন্যজন দাদার বন্ধু, সৌম্য বাসু। শেষের জন একদম যাকে বলে টল, ডার্ক, হ্যান্ডসাম। চোখে সরু ফ্রেমের চশমা। বয়সের তুলনায় একটু বেশিই গম্ভীর মনে হল। ইলিনার ঘরটাও বেশ সুন্দর। দেওয়ালে স্টিভ ওয়'র বড় ছবি। জানলায় লেমন কালারের ড্রেপারি।

ইলিনা জিজ্ঞেস করল, "স্কুল থেকে এলি, চিকেন স্যান্ডুইচ খাবি?"

আমি বললাম, "না, লুচি খাব।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

ইলিনা একটু হেসে চলে গেল অন্য ঘরে। আমি মনে-মনে ছক কষতে থাকলাম ভাইকিংয়ের হাইব্রিডকে কীভাবে লো ব্রিড করা যায়। এর মধ্যেই ইলিনা ফিরে এল, "রাজা একটা হেল্প করবি?"

আমি বললাম, "করব, কিন্তু আমারও একটা কথা শুনতে হবে।"

ইলিনা চোখ ছোট করে মাথার ব্যান্ডটা খুলে টেবিলে রাখতে রাখতে বলল, "শুনব, তবে আমার আটটা অঙ্ক করে দিতে পারলে তবেই।" ও অঙ্কগুলো এগিয়ে দিল আমার দিকে, তারপর বলল, "সবকটা সলভ করে দে, তা হলে যা বলবি শুনব।"

এক ঘণ্টার ধস্তাধস্তিতে মাত্র ছ'টা অঙ্ক হল। ইতিমধ্যে ফরমায়েশ মতো লুচি, আলুর দম, মিষ্টি এসে গেলেও ছুঁতে পারিনি। আমি শেষে দু'হাত তুলে বললাম, "দুটো কিছুতেই হচ্ছে না, ডেটায় গন্ডগোল আছে শিয়োর।" ইলিনা হাসল। আমি বললাম, "তবে কথাটা বলি?"

ইলিনা মাথা নেড়ে বলল, "উঁহু, আটটা না হলে কোনও কথা নয়।"

আমি চুপ করে গেলাম। ভাবলাম, যাক গে, ভাইকিং ভ্যান্ডাল হয়ে যাক, আমি লুচি সাঁটাই।

চলে আসার সময় ইলিনা গেট অবধি ছেড়ে দিল আমায়। বারান্দায় এখন আর কেউ নেই। সন্ধে হয়ে গেছে। ইলিনা বলল, "রাজা, ভাইকিংকে বলিস, অন্যের কাঁধে বন্দুক রেখে চালানো যায় না। ওই যে দাদার বন্ধুকে দেখলি, আই আই টিতে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। প্রতি সপ্তাহে একবার এখানে আসে। বুঝতেই পারছিস। কাল ওর সঙ্গে ডিস্কে যাওয়ার কথা আছে। ও যে চিঠিগুলো লেখে আমায়, তাতে পৃথিবীর সব প্রেমের কবিতা পেয়ে যাবি, বুঝলি?"

আমি বললাম, "বুঝলাম, তোরও কি ওকে ভাল লাগে?"

ইলিনা হাসল, "চশমা পরা মানুষ আমার ভাল লাগে। এবার যা, যা মেঘ হয়েছে বৃষ্টি হতে পারে।"

আমি বেরিয়ে পড়লাম। বেশ হাওয়া দিচ্ছে। মেনকা সিনেমার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম পোস্টার থেকে ঋত্বিক রোশন হাসছে। চশমা পরা ঋত্বিক— 'কোই মিল গয়া' ছবিতে। ঋত্বিক রোশনের সঙ্গে সৌম্য বাসুর মুখের অনেকটা মিল আছে। ও-ই নির্ঘাত ইলিনার 'ইয়ে'। সেই জন্যই

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

চশমা পরা মানুষ ভাল লাগে ইলিনার। আমি আবার পোস্টারটা দেখলাম। মনে হল, ঋত্বিক নয়, সৌম্য বাসুই আমার দিকে তাকিয়ে বলছে, 'মুঝে মিল গয়া'।

॥ ৩ ॥

"কাকা, তুমি খরচের খাতায়। ইঞ্জিনিয়ার ছেলের সঙ্গে টক্কর, পারবে? তার চেয়ে ওয়াক-ওভার দিয়ে দে, নয়তো বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের মতো অবস্থা হবে, বুঝলি। সামনেই ফেস্ট, তুই বরং সেদিকে মন দে।"

আজও আমরা স্কুলের ছাদে বসে আছি। ফেস্টের জন্য ক্লাস আগেই ডিজল্‌ভ হয়ে গেছে। আজ আকাশে মেঘ নেই একদম। দূরে দক্ষিণাপণের কাছে ইন্ডিয়ান অয়েলের বোর্ড দেখা যাচ্ছে। অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে যাওয়া একটা রুপোলি এরোপ্লেন আকাশের গায়ে সাদা টুথপেস্টের মতো ধোঁয়া লাগিয়ে দিয়েছে। ভাইকিং সেদিকে তাকিয়ে বলল, "আমিও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ব।"

আমি বললাম, "ততদিনে সৌম্য স্টেটসে।"

"আমিও স্টেটসে যাব" ভাইকিং গম্ভীর হয়ে গেছে।

আমি আবার বললাম, "ততদিনে হয়তো সৌম্য কোনও মাল্টিন্যাশনালে ষাট-সত্তর হাজার টাকার চাকরি করছে।"

"আমি আশি-নব্বই হাজার টাকার চাকরি করব", ভাইকিং একেবারে মরিয়া।

আমিও ওকে আরও রাগিয়ে দেওয়ার জন্য বললাম, "ওরে নাড়ু, ততদিনে সৌম্য-ইলিনার সেকেন্ড জেনারেশন তোকে 'মামা, ক্যাডবেরি খাব', 'মামা, মিকি মাউস কিনব' বলে অস্থির করে তুলবে।"

ভাইকিং এবার একটু ভড়কে গিয়ে সিরিয়াস গলায় বলল, "তবে উপায়?"

আমি বললাম, "সরে পড়। এইচ এস বেশ টাফ, সে দিকে মন দে। ইলিনা তোর জন্য নয়।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

ভাইকিং চোখ পাকিয়ে বলল, "ইয়ারকি, শেষ না দেখে...," সেঁজুতিকে দূর থেকে আসতে দেখে কথাটা বেমালুম চেপে গেল ও।

"কী রে নন্টে-ফন্টে, কী হচ্ছে?"

ভাইকিং ভুরু কুঁচকে বলল, "তাতে তোর দরকার কী? ভাগ, দেখছিস না আমরা জরুরি আলোচনা করছি?"

"তোর আলোচনা?" সেঁজুতি মুখ বাঁকাল, "সে তো শুধু ভাট বকা। 'আলো' চলে গিয়ে 'চনা' পড়ে থাকা। তার চেয়ে বরং আমায় বাড়ি পৌঁছে দে, আজ আমার গাড়ি আসেনি।"

"ইল্লি, আমি তোর পোষা বিল্লি নাকি? ভাগ এখান থেকে।" ভাইকিং একটা সেমি চিৎকার দিল।

সেঁজুতি হঠাৎই চুপ করে গেল। তারপর ছলছল চোখে তাকিয়ে বলল, "দিবি না তো? ঠিক আছে।"

সেঁজুতি চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই ভাইকিং বিরক্তি আর বিব্রত ভাব মিশিয়ে বলল, "উফ, কী ঝামেলা রে বাবা, ঠিক আছে চল।"

আমি অবাক হয়ে সেঁজুতির দিকে তাকাতেই ও আমায় ফিসফিস করে বলল, "ভাইকিংকে তো আর ভাই-ভাই দেখতে না।"

AMARBOI.COM

॥ ৪ ॥

ফেস্ট-এ বিশেষ ঝামেলা হয়নি। শুধু ডিবেটে 'নৃত্যকলা মেয়েদের একচেটিয়া নয়'-এর পক্ষে বলতে গিয়ে ভাইকিং রবিশঙ্করের দাদার নাম অন্নদাশঙ্কর বলে ফেলেছিল। তা ছাড়া আর সব ফার্স্ট ক্লাস। মাঝে-মাঝে বৃষ্টি হচ্ছিল, আমাদের আড্ডায় অবশ্য তাতে কোনও ছেদ পড়েনি। সেঁজুতির লিফট নেওয়াও চলছিল আর ভাইকিংও প্লুটোর মেয়েটির সঙ্গে মোটামুটি গোছের একটা র‍্যাপো বানিয়ে ফেলেছিল। আর এসবের মধ্যেই ছোট্ট একটা বাঁক নিল আমাদের জীবন।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

ইলিনা আমাকে বলেছিল রবিবার ওদের বাড়ি যেতে। ওর ফিজিক্সের কিছু অঙ্ক করে দিতে হবে। আর আমার লুচিপ্রীতির কথা জানতে পেরে ওর মা আমাকে লুচিও খাওয়াবেন। ওদের বাড়িতে যাওয়ার আগে কী মনে করে আমি ভাইকিংদের বাড়ি গিয়েছিলাম। গিয়ে পুরো ভূত দেখলাম। খাটে ভাইকিং বসে, সামনে হ্যারিকেন হাতে কাকিমা আর কাপড়ের পট্টি হাতে সেঁজুতি। আমায় দেখে কাকিমা বললেন, "দ্যাখো তো কী কাণ্ড, তুমি বসে কথা বলো, আমি ভিতরে যাই।"

উনি যেতেই আমি বললাম, "কী রে হাতে হ্যারিকেন, কেস কী?"

সেঁজুতি ফিক করে হেসে বলল, "ইলিনা।"

ভাইকিং দপ করে জ্বলে উঠে বলল, "খবরদার, ওই নাম বলবি না আমার সামনে। যেমন বিচ্ছিরি মেয়ে, তেমন বিচ্ছিরি নাম— দিলিনা, নিলিনা, দুর দুর।"

ব্যাপারটা জানা গেল সেঁজুতির কাছ থেকে। গতকাল, অর্থাৎ শনিবার সন্ধেবেলা ইলিনা, সৌম্য, ইলিনার দাদা আর সেঁজুতি সবাই মিলে ডিস্কে গিয়েছিল। ভাগ্যক্রমে ভাইকিংও হাজির ছিল। ব্যাস, সৌম্যকে আইডেন্টিফাই করতে পেরেই ভাইকিং টং। 'কাঁটা লগা' গানের সঙ্গে সবাই যখন নাচছে, ভাইকিং তখন এক গ্লাস কোক নিয়ে ঢেলে দিয়েছে সৌম্য বাসুর গায়ে। নিমেষে ডিস্ক কুরুক্ষেত্র। ভাইকিং-ও 'ফাটিয়ে দেব, লোপাট করে দেব' বলে রং দেখাতে গেছে। আরও ঝাড় খেত, স্রেফ সেঁজুতি গিয়ে বাঁচিয়েছে।

আমি সব শুনে বললাম, "এতে ইলিনার দোষ কই?"

"দোষ কই? ও আমাকে বাঁচাল না কেন? সেলফিশ, রুথলেস, লেডি ম্যাকবেথ।"

আমি বুঝলাম, কোনও কথা বলাই বৃথা। তাই শুধু বললাম, "ওকে। তুই রেস্ট নে। সত্যি তোর বয়স বাড়ল না রে ভাইকিং। ঠিক হ্যায়, আমি আসি।"

ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে জুতো পরতে-পরতে শুনলাম সেঁজুতি আস্তে-আস্তে বলছে, "অত নড়ছিস কেন! সেঁকটা দিতে দে না।"

ভাইকিং তার চেয়েও আস্তে, নরম গলায় বলছে, "সেই তখন থেকেই তো দিচ্ছিস, তোর কষ্ট হচ্ছে না?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

॥ ৫ ॥

বাইরে এসে দেখি ঝলমলে আকাশটার অর্ধেকটা ধূসর রঙে ঢাকা। শরৎকালের এই বিপদ। তবে বাকি অর্ধেক আকাশ এখনও নীল। আর কী আশ্চর্য, আজকে ও অনেক-অনেক উঁচু দিয়ে একটা রুপোলি প্লেন উড়ে যাচ্ছে। মনটা হঠাৎই খুব ভাল হয়ে গেল। তবে বৃষ্টি আসতে পারে ভেবে দ্রুত পা চালালাম।

ইলিনাদের বাড়িটা আজ একটু চুপচাপ, ইলিনা ওদের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছিল। আমায় দেখে নীচে নেমে এসে বলল, "এত দেরি করলি যে, চল ঘরে চল।"

আজ ঘরে এসি চলছে। একটা সুন্দর গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। কীসের গন্ধ কে জানে!

ইলিনা বলল, "আগে অঙ্ক কর, তারপর লুচি খাওয়াব।"

আমি বললাম, "এটা কিন্তু ঠিক হল না, কালকে ভাইকিংকে না মারলেই চলছিল না?"

ইলিনা বলল, "দাদার সঙ্গে বাঁদরামো করলে ওরকম হয় আর সেঁজুতি তো সামলেই দিয়েছে ব্যাপারটা।"

আমি বললাম, "তুই কিছু বললি না কেন?"

ইলিনা একটু থমকাল, তারপর বলল, "যার জিনিস সে সামলাবে। আমার কী দায়?"

আমি বললাম, "আসলে ভাইকিং একটু শর্ট টেম্পারড। এমনিতে কিন্তু দারুণ। ভেরি রেয়ার অ্যান্ড আনকমন কাইন্ড অফ আ বয়।"

ইলিনা গম্ভীর হল, "আনকমন হলেই কিন্তু দারুণ হয় না।"

আমি ওকে আশ্বস্ত করে বললাম, "না না, ভাইকিংয়ের ঘোর কেটেছে। আর আমি তো ওকে বলেও দিয়েছি যে, তোর সৌম্য বাসুকে পছন্দ।"

ইলিনা শক খেল যেন, "সৌম্য? আমি? ইউ মাস্ট বি আউট অফ ইয়োর মাইন্ড।"

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললাম, "কেন? তুই যে বললি তোর চশমা পরা মানুষ... সৌম্য তোকে প্রপোজ.... একসঙ্গে ডিস্কে যাওয়া..."

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

"তো?" ইলিনা চিৎকার করল যেন, "আর তুই জানিস যে, সৌম্য এখন কন্ট্যাক্ট লেন্স পরে?"

আমি আর চাপতে পারলাম না, জিজ্ঞেস করে ফেললাম, "তবে কাকে ভাল লাগে তোর?"

ইলিনার চোখ দুটো নরম হয়ে এল হঠাৎ। হাসির সঙ্গে গালে জেগে উঠল দুটো টোল। খুনখারাপি। তারপর আস্তে-আস্তে বলল, "দ্যাখ, তোর পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে।"

আমি চট করে পিছনে ঘুরলাম। একটা ড্রেসিং টেবিল। বড় বেলজিয়ান গ্লাসের আয়না। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে হালকা গোঁফ ওঠা সতেরো বছরের একটা হতভম্ব ছেলে। তার চোখে একটা আনকমন ফ্রেমের চশমা।

AMARBOI.COM
www.MonerSathe.Com

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

র‍্যাগিংয়ের দিনগুলোয় প্রেম

লাল একটা সরলরেখা। টেবলে পড়ে-থাকা কেকের গুঁড়ো থেকে দরজার গোড়া অবধি টানা। কখন কে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কে জানে! তবে ভালভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, রেখাটি কেউ টানেনি, অন্যভাবে তৈরি করা হয়েছে। আর তৈরি করেছে লাল পিঁপড়েরা। তারা তাদের অদ্ভুত পরিবহন পদ্ধতি ব্যবহার করে কেকের টুকরোগুলো নিয়ে যাচ্ছে আস্তানায়। খাদ্য মজুত করছে তারা। সামনে হয়তো বৃষ্টির দিন আসছে। লোকে বলে, ভারতের এই দক্ষিণাঞ্চলে বছরে দু'বার বর্ষাকাল। তাই পিঁপড়েদের এই খাদ্য সংগ্রহ।

এই খাদ্য সংগ্রহ দেখেছিল পালক। পালককুমার। দুপুরে ওর খাওয়া কেকের গুঁড়ো নিয়েই পিঁপড়েরা টানাটানি করছে। তখনই বলেছিলাম পরিষ্কার করো। করেনি। আর দ্যাখো, সেই সন্ধে থেকে এত রাত অবধি পিঁপড়েদের রেশনের লাইন চলেছে।

আমি অধৈর্য হয়ে বললাম, "দেখলি তো কীরকম পিঁপড়ে হয়েছে। তখনই বললাম, পরিষ্কার কর। নাও, ঠেলা সামলাও। শের শাহ যেমন ডাকব্যবস্থা শুরু করেছিল তুইও তেমনি পিঁপড়েদের রেশনিং সিস্টেম চালু করলি।"

অন্য সময় হলে পালক হয়তো অনেক কিছু বলত, কিন্তু আজ কেমন ঘোরের মধ্যে ও তাকিয়ে ছিল পিঁপড়েদের দিকে। তারপর হঠাৎ বলতে শুরু করল, "জানিস, ছেলেবেলায় দেখেছিলাম, একটা লাল পিঁপড়েকে ছোটকাকা কাচের গ্লাস দিয়ে আটকে রেখেছিল। পিঁপড়েটা ছটফট করছিল বেরোবার জন্য। পারছিল না। হঠাৎ কী কারণে গ্লাসটা মায়ের দরকার হল বলে ছোটকাকা গ্লাসটা তুলে নিয়েছিল। আর আমি আশ্চর্য হয়ে দেখেছিলাম, পিঁপড়েটা ছাড়া পেয়ে সটান এসে কামড়ে দিয়েছিল ছোটকাকার আঙুলে। কী জানি কীভাবে ব্যাপারটা হয়েছিল! কিন্তু হয়েছিল!"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

আমি দেখলাম পালক কেমন অন্যমনস্ক। বললাম, "পিঁপড়ের বিহেভিয়ার চর্চা করলে হবে? মনে নেই, কাল ক্লাসটেস্ট। ইলেকট্রনিক্সের এই ছ'টা অঙ্ক তাড়াতাড়ি করে ফ্যাল। আর ঘণ্টাখানেক সময় আছে বড়জোর, তারপর তো যেতে হবে।"

হ্যাঁ, আর ঘণ্টাখানেক। ঘণ্টাখানেক সময় আছে আমাদের। তারপরই শুরু সেই ভয়ের। মানে র‍্যাগিংয়ের।

॥ ২ ॥

আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি। বাঙ্গালোর শহর থেকে দূরে ছোট্ট পাহাড়ঘেরা এক জায়গায় আমাদের কলেজ। আমাদের ক্যাম্পাসে বয়েজ হস্টেল, গার্লস হস্টেল, সুইমিং পুল, জিমনাশিয়াম, লাইব্রেরি, সবই আছে। দেখলেই মনে হয় ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া কোনও ছবি। এই ছবির মধ্যে আমরা ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াই তটস্থ হয়ে। কারণ, ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট মানেই আসতে-যেতে সিনিয়রদের চড়চাপড়, গালিগালাজ খাওয়া। ভয় ধরানো র‍্যাগিং।

রাত সাড়ে বারোটা থেকে দুটো আড়াইটে অবধি রোজ র‍্যাগিং চলে। সিনিয়ররা রুম বলে দেয় আর আমরা সেইমতো তাদের রুমে হাজিরা দিই। সেখানে গান গাইতে হয়, নাচতে হয়, অদ্ভুত-অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। যেমন, একবার আমাকে একজন প্রশ্ন করল, প্রমাণ করো ভরতি গ্লাস = খালি গ্লাস। ভাগ্যক্রমে উত্তরটা জানতাম। বললাম, ১/২ ভরতি গ্লাস = ১/২ খালি গ্লাস। দু'দিকেই ১/২ কেটে দিলে হয়, ভরতি গ্লাস = খালি গ্লাস।

সিনিয়ররা খুশি। সেই রাতে আমাকে আর কেউ র‍্যাগিং করেনি। ফলে আমিও খুশি।

কিন্তু এইসব নয়। আসল র‍্যাগিং অন্য, যা খুবই অশ্লীল। সেখানে অনেক আজেবাজে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। শুধু আন্ডার গারমেন্টস পরে যেতে হয় গার্লস হস্টেলের মেন গেটে। মদের দোকানে বসে থাকতে হয় মেঝেতে নিল ডাউন হয়ে। একবার একজন সিনিয়র মেয়ে আমাকে অদ্ভুত র‍্যাগিং

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

করেছিল। কলেজ থেকে একটু দূরে ঝরনার ধারে নিয়ে গিয়েছিল আমায়। তারপর পাথরে শুয়ে ওর ফরসা পেটের উপর এক টুকরো ক্যাডবেরি চকোলেট রেখে বলেছিল, শুধু মুখ দিয়ে ওটাকে তুলে নিতে। আমি কী করেছিলাম? না, সেটা গল্পের বিষয় নয়। কারণ, এ গল্প আমার গল্প নয়। এ গল্প পালককুমারের। এ গল্প রণজয় কওশলের। এ গল্প রিকান মুরুলিরাজনের।

॥ ৩ ॥

হস্টেলের পিছনের মাঠে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। আমরা মানে, আমি, পালক, কল্যাণ, রুচির, অভিষেক, সায়ন্তন, ময়ূখ। কিছুটা দূরে দু'-তিনজন সিনিয়রের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছ' ফুট লম্বা, বিরাট চেহারার রণজয় কওশল। আমার আর ময়ূখের র‍্যাগিং হয়ে গেছে। এবার পালক। কওশল ওকে বলল, "আমার জুতো মুখে নিয়ে লেডিস হস্টেলে যা।" পালক চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কওশল জুতো খুলে এগিয় এসে আবার কথাটা রিপিট করল। পালক তখনও চুপ। কওশল হঠাৎ একটা থাপ্পড় মারল পালককে, আর তারপরই এক লাথি। আমরা এগোতে গিয়েও সাহস পেলাম না। কওশল পালকের মুখে জুতো গুঁজে দিয়ে ঘাড় ধরে নিয়ে চলল লেডিজ হস্টেলের দিকে। শনিবার বিকেল। কলেজ প্রায় ফাঁকা। তাই পালককে হ্যাঁচড়ানোটা কারও নজরে পড়ল না। আমরা নিরুপায় হয়ে পিছন-পিছন চললাম। আর শেষ বিপত্তিটা ঘটল হস্টেল গেটে। রিকান আর দু'-তিনজন বেরোচ্ছিল। এমন সময় কওশল তাদের পায়ের কাছে পালককে ছুড়ে দিয়ে বলল, "ইয়ে রাহা মেরা দুবলা কুত্তা।" দুর্বল রোগা পালক তখন প্রায় আধমরার মতো। বলতে গেলে রিকানই উদ্ধার করল ওকে। তারপর সটান কওশলকে বলল, "তুমি কুকুর।"

প্রায় সন্ধে হয়ে আসা আলোয় আমরা সেই প্রথম লক্ষ করলাম রিকানকে। জিন্‌স পরা পাতলা চেহারার মিষ্টি দেখতে একটা মেয়ে। কিন্তু সাহসটা বড় বেশি। রণজয় কওশলকে এইরকম ডোজ! কওশল কেমন

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে। তারপর চুপচাপ চলে গেল। আমরা পালককে নিয়ে ফেরার পথ ধরলাম। রিকান আমাদের সঙ্গে এল কিছুটা। বলল, "পুয়োর বয়। আই অ্যাম রিকান। তোমাদের নাম কী?" আমরা আমাদের পরিচয় দিলাম। পালক চুপ করেই ছিল। কথা বলতে পারছিল না। হঠাৎ ওর ঘড়িটা কোঁ কোঁ করে অ্যালার্ম বাজাতে শুরু করল। ক্যাসিয়ো ইন্ডিগ্লো। সবুজ পান্নার মতো আলো ছড়িয়ে পড়ল। শীতকালের সন্ধে, তাই ছ'টাতেই অন্ধকার। রিকান জিজ্ঞেস করল, "অ্যালার্ম কেন?"

এবার পালক শুকনো গলায় বলল, "ওষুধ খেতে হবে। গ্যাসট্রিকের। মনে রাখতে পারি না তাই..."

রিকান শুধু বলল, "পুয়োর বয়।"

॥ ৪ ॥

সেই দিনই প্রথম রিকানের নজরে পড়েছিল পালক। কিন্তু পালকের নজরে কিচ্ছু ছিল না, আতঙ্ক ছাড়া। তার কারণ, রণজয় কওশল। কী কারণে কে জানে, রণজয় প্রথম থেকেই যেন পালককে টার্গেট করেছিল। যেখানে দেখত সেখানে হেনস্থা করত। কিন্তু পালক কিছু করতে পারত না। স্যারদের কমপ্লেন করতে বললে বেজায় ভয় পেত। আরও র‍্যাগ্‌ড হওয়ার কথা বলত। রণজয় পালকের সঙ্গে কী না করেছে! পিঠে সিগারেটের ছ্যাঁকা থেকে উলঙ্গ করে রাস্তায় হাঁটানো— সব।

কিন্তু এইসব ছাড়িয়েও ছিল রিকান। ওই ঘটনার পর আমরা সবাই দেখতাম, যেখানে পালক সেখানে রিকান। সবসময় একসঙ্গে। ছোট পাহাড়ের দিকে ঘুরতে যাওয়া, পোস্ট অফিস মাঠের সূর্যঘড়ির পাশে, গ্রিন ফল্‌সের রাস্তায়— দু'জন আমাদের ছোট্ট টাউনে একসঙ্গে ঘুরে বেড়াত।

একদিন একটা খবর পেয়ে আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম! রাত্রে ঘরে বসে আমি পালককে বললাম, "তোকে রিকান বলেছে যে, রণজয় ওকে প্রপোজ করেছে?" পালক চুপ।

"কী রে?" আমি আবার বললাম।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

পালক ছোট্ট করে বলল, "হ্যাঁ।"

আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "রিকান কী বলেছে?"

পালক এবার একটু হাসল, "তোর কী মনে হয়? আর ডগ্‌স কেপেবল্ অফ গেটিং লাভ?"

আর এর পরদিনই ঘটল ভয়ংকর এক ঘটনা! সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আমি আর পালক ড্রয়িং ক্লাস থেকে ফিরছিলাম। বড় মাঠের শেষ প্রান্তে আমাদের হস্টেল। মাঠের অর্ধেক এসেছি, হঠাৎ প্রায় অন্ধকার ফুঁড়ে তিন-চারটে ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল সামনে। চিনত পারলাম সিনিয়ার। একজন বলল, "এই পালক চল, রণজয় ভাই ডাকছে।" আমি বাধা দিতে গিয়ে বললাম, "এইমাত্র ক্লাস শেষ হল, হোস্টেলে ফিরছি, ভেরি টায়ার্ড..."

চটাস করে এক থাপ্পড় এসে পড়ল আমার গালে, তারপর হিসহিসে গলায় একজন বলল, "কেয়া রে, তুঝে ভি ঠোকু কেয়া?" ওদের গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে, আমি চুপ করে গেলাম। গাল জ্বলছে, শিরদাঁড়া বেয়ে নীচে নামছে বরফের শুঁয়োপোকা। পালক ওর বইয়ের ব্যাগ আমার হাতে দিল। তারপর আস্তে-আস্তে চলে গেল ওদের সঙ্গে। বাকি পথটা একা-একা ফেরার সময় মনে হল, অর্ধেক মাঠটা আজ তেপান্তর হয়ে গেছে।

॥ ৪ ॥

চার দিনের মাথায় জ্বর কমল পালকের। তবে পিঠের কালশিটে ভাবটা এখনও যায়নি! এর মধ্যে হস্টেল সুপার এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন কী করে এসব হল। পালক চুপ করে ছিল। এই ক'দিন আমরা সবাই পালককে পালা করে দেখেছি। রাত জাগা, ওষুধ খাওয়ানো— সব করেছি। চার দিনের মাথায় পালক একটু সুস্থ হলে আমি রাতে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "কেসটা কী বল তো, এভাবে আড়ংধোলাই দিল কেন তোকে?"

পালক আস্তে-আস্তে বলল, "রণজয় রিকানকে ছেড়ে দিতে বলেছে আমাকে। কারণ রিকান ওকে বলেছে যে, ও আমায় ভালবাসে। আমি না করায় এরকম মারল।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

আমি বেশ অবাক হলাম, "না করলি কেন? কোথাকার কে একটা মেয়ে, তার জন্য এরকম ক্যালানি খেলি? তোর মাথায় ছিট আছে। কোথায় চাচা আপনা প্রাণ বাঁচা, তা না, খাঁচার মধ্যে ঢুকে প্যাঁদানি খেয়ে মাচায় উঠতে গেলি!" আমি গড়গড় করে বলতে-বলতে থামলাম। দেখলাম পালক চুপ করে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে। আমি থমকালাম, বললাম, "তবে কী?... তবে কী?... তোরও... ফেদার, অ্যাই ফেদার... তোর কি রিকানকে..." কথা শেষ হওয়ার আগেই দেখলাম পালক হাসছে! দুর্বল, রোগা, ভিতু, ফরসা একটা ছেলে হাসছে! অদ্ভুত, সুন্দর একটা হাসি!

॥ ৬ ॥

রণজয়ের এত মার, থ্রেট কোনও কাজে দেয়নি। সুস্থ হওয়ার পর পালক আরও নতুন এবং বাড়তি উদ্যমে রিকানের সঙ্গে ঘুরতে শুরু করেছে। সবাইকে খানিকটা দেখিয়ে-দেখিয়েই। আমাদের এই ক্যাম্পাসে এমনিতেই ফ্রি-মিক্সিং, প্রকাশ্যে চুমু খাওয়া, জড়িয়ে ধরা কোনও ব্যাপারই নয়! পালকরাও সেই পথেরই পথিক।

এইরকমই একদিন আমাদের সামনেই রণজয় পালককে ধরল, "এবার তুই মরবি, বুঝলি? এক সপ্তাহ সময় দিলাম, রিকানের থেকে মাইনাস হ। নইলে ইউ উইল বি সাবস্ট্র্যাক্টেড।"

পালক নিচু গলায় বলল, "পারব না।"

রণজয় যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। বলল, "কেয়া বোলা তু?" সঙ্গে মা তুলে গালিও দিল একটা।

পালক বলল, "মা তুলবেন না, যা বলার আমায় বলুন।" রণজয়ের চেয়ে আমরাই বেশি আশ্চর্য! পালকের হলটা কী? রণজয় চিৎকার দিল একটা, "এক সপ্তাহ। জাস্ট আ উইক!"

আর ঘটনাটা ঘটল ঠিক এর আট দিনের মাথায়। এক রবিবার। বিকেলে কাছের একটা ছোট দোকান 'আন্টিজ় শপ'-এ আমরা টিফিন খাব। কলেজের মেসের জঘন্য খাবার থেকে ওয়েলকাম ব্রেক। হঠাৎ একটা বাজাজ সানি এসে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

থামল দোকানের সামনে। রিকান। ও এসেই হঠাৎ এক টান মারল পালককে, "কাম পালক, লেটস গো।" বলেই চকাস করে চুমুও খেল একটা।

পালক একটু অপ্রস্তুত। যতই হোক, বাঙালি মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে তো। রিকান আবার বলল, "লেটস গো না। আই হ্যাভ সামথিং টু টেল ইউ। লেট আস নট ওয়েস্ট টাইম।" প্রায় ছিনতাই করে পালককে নিয়ে চলে গেল রিকান। আমরা গোলাপি বাজাজ সানিকে নিমেষে রাস্তার বাঁকে মিলিয়ে যেতে দেখলাম।

পালকরা একটু খেয়াল করলে আর-একটা জিনিস দেখতে পেত, দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা কালো মোটরবাইক। যা পালকরা যাওয়ার মিনিটখানেকের মধ্যেই স্টার্ট দিয়ে ওদের যাওয়ার পথেই চলে গেল। এই বাইকটাকে আমরা সবাই চিনি। এটা রণজয় কওশলের।

জীবনের শ্রেষ্ঠ দৌড়টা আমি দৌড়োলাম। হিসেব করে দেখলাম বন্ধুরা এই সময় জিমে টেবল টেনিস খেলছে। ফলে ওদিকেই গেলাম। সংক্ষেপে সব বললাম। ওরাও খেলা ছেড়ে দৌড় দিল সিনিয়র হস্টেলে। সব সিনিয়রই তো আর ওরকম খারাপ নয়।

জড়ো হয়ে গেল কিছু সিনিয়র আর বেশ কিছু জুনিয়র। মোটরবাইকের একটা কনভয় চলল পালকের উদ্দেশে। এতসব করতে আধ ঘণ্টার মতো লেগে গেছে। আমি আবিরদার মোটরবাইকের পেছনে বসে ভাবলাম দেরি করে ফেললাম না তো?

কিন্তু না, সত্যিই দেরি হয়ে গেছে। গ্রিন ফল্‌সের কাছাকাছি দেখলাম, গোলাপি বাজাজ সানি রাস্তার পাশে কাত হয়ে আছে। আর উত্তেজিত রিকান পাগলের মতো হাত নাড়ছে। বাইক থামতেই রিকান চিৎকার করল, "ওরা পালককে ফল্‌সের দিকে নিয়ে গেছে। জানোয়ারগুলোর হাত থেকে ওকে বাঁচাও। প্লিজ..." কান্না এসে ঢেকে দিল রিকানের গলার স্বর। আমরা আর দাঁড়ালাম না।

প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে। ঝরনার অবিরাম শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। আমরা চিৎকার করলাম, "পালক, পালক।"

কোনও উত্তর নেই। শুধু একটানা জলের শব্দ। আমরা ছোট-ছোট দলে ভাগ হয়ে খুঁজতে শুরু করলাম। আমি, আবিরদা আর বিশ্বদীপ

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

খুঁজতে-খুঁজতে চলে এলাম ঝরনার থেকে বেশ কিছুটা দূরে। ওখানে জলের শব্দ ক্ষীণ। বরং ঝিঁঝি ডাকছে খুব। হঠাৎ কাঁ-কোঁ করে একটা শব্দ এল ডান দিক থেকে। শব্দটা আমার খুব চেনা। সন্ধে ছ'টায় আমাকে রোজই শুনতে হয়। আমি চকিতে ডান দিকে ঘুরলাম। কিছু দূরে ঝোপের আড়াল থেকে একটা হাত বেরিয়ে আছে। তার কবজিতে সবুজ আলো জ্বলা এক ঘড়ি আমাকেই ডাকছে বলে মনে হল। আমি দৌড়োলাম। আস্তে আস্তে পুরো শরীরটা দেখতে পেলাম এবার। পোলো স্পোর্টের সবুজ গেঞ্জি। ক্যাসিয়ো ইন্ডিগ্লো। অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে আমাদের পালককুমার।

॥ ৭ ॥

এখন শীতকাল। তবু গত চার দিন ভীষণ বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু মজাটা হচ্ছে, এখানে বেলেমাটি বলে কাদা হয় না। আজ সকালে খানিক বৃষ্টি হলেও এখন বেশ রোদ উঠেছে।

আজ আমরা গাড়ি করে বাঙ্গালোরে যাচ্ছি। আমরা মানে আমি, পালক, পালকের বাবা আর মা। পালকের একটা এক্স-রে করতে বে। বাঁ হাতের কবজিতে। প্রায় বারো দিন পর গত পরশু পালক খানিকটা নর্মাল হয়েছে। আর এই দশ-বারো দিন কলেজে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড। আমি সেই কথাই বলছিলাম পালককে। দক্ষযজ্ঞ শুনে পালক প্রশ্ন করল, "কেন, কী হয়েছে?"

আমি গুছিয়ে শুরু করলাম, "তুই হসপিটালে ভরতি হওয়ার পরেই তো আমরা সবাই, রিকান এবং বেশ কিছু সিনিয়রও প্রিন্সিপালের কাছে রণজয়ের নামে কমপ্লেন করি। তোর বাবা-মা আসার আগেই কলেজ থেকে স্যারেরা তোকে দেখে যান হসপিটালে। সেখানেও ডাক্তাররা বলেন যে, এটা ব্রুটাল ফিজিক্যাল অ্যাসল্টের কেস। কলেজ থেকে রণজয়কে তিন বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে এবং পুলিশে রিপোর্টও করা হয়েছে। যেদিন ওর সাসপেনশন হয়, সেদিন রণজয় কলেজে এসেছিল। প্রিন্সিপালের ঘর থেকে বেরোবার পর রিকান ডেকে ওকে প্রায় সব স্টুডেন্টের সামনে ধরে। স্যান্ডাল দিয়ে মারেও। গালাগালি তো সঙ্গে আছেই। রণজয় বোধহয় এতটা ভাবেনি।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

সে ব্যাটাও নিজের রুমে ফিরে ব্লেড দিয়ে হাতের শিরা-টিরা কেটে যাচ্ছেতাই অবস্থা। এখন ও বেল পেয়ে জেলের বাইরে। তবে শরীর বেশ খারাপ। তোকে টাইট দিতে গিয়ে এমন টাইট খেল যে, নিজের প্যাঁচই কেটে গেছে। বেশ হয়েছে। তবে একটা দুঃখের দিকও আছে। রিকানের বাবা ওকে অন্য কলেজে ট্রান্সফার করিয়ে নিয়ে গেছেন। রিকানকে নিয়েই যে আসল গন্ডগোল, তা ওর বাবা জেনে গিয়েছিলেন। যাওয়ার আগে রিকান খুব কেঁদেছে। তোর তো বিশেষ সেন্স ছিল না। আমাকে বলে গেছে যে, ও তোকে কোনওদিন ভুলবে না। আসলে তোর সঙ্গে আর দেখা হবে না তো। তা ছাড়া ও নিজেকে তোর এই অবস্থার জন্য দায়ী মনে করে। ইশ্, তোকে খুব ভালবাসত রে। আমার খারাপ লাগছে।"

পালক বলল, "আমার তো লাগছে না।"

"মানে?" আমি হতভম্ব।

"মানেটা হল, রিকানের সঙ্গে আমি আর অ্যাক্টিং করতে পারছিলাম না। কাঁহাতক পারা যায়!" আমার হাঁ হওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে পালক বলল, "রণজয়কে টাইট দেওয়ার এর চেয়ে ভাল উপায় ছিল না রে। গায়ের জোরে, লোকবলে ওকে আমি কিছু করতে পারতাম না। তাই ওর পছন্দের জিনিস দিয়েই ওকে বধ করো। ব্যাস, রিকানকে পেয়ে গেলাম। তাই তো আমি অত মার খেয়েও কিছু বলিনি। জানতাম, সময় আসবে। সেদিন আন্টিস শপে রিকানের সঙ্গে আমি যেতামই না। কিন্তু দেখলাম দূরে রণজয় বাইক নিয়ে লক্ষ করছে। ফলে সঙ্গে-সঙ্গে ডিসিশন নিই। লাকটাও ফেভার করল। বুঝলে ডিয়ার, রিকান ইজ নাথিং। দাবা খেলায় চেকমেট করার জন্য একটা পণ ছাড়া আর কিছুই নয়।"

আমি বললাম, "তা বলে মেয়েটাকে ইউজ় করবি?"

পালক হাসল। তারপর বলল, "কোথায় ইউজ়? আর ও তো জানে না। জানলি তুই। ও তো মহান প্রেমের সেন্টিমেন্ট নিয়েই আছে। শোন, পৃথিবী ঠিক সেরকম, যেভাবে তুই তাকে দেখবি।"

আমি অবাক হয়ে নিষ্ঠুর ছেলেটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। পালক বুঝল বোধহয়। আলতো করে বলল, "ছোটকাকা বড় বেশিক্ষণ পিপড়েটাকে আটকে রেখেছিল রে!"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

মিকি মাউসের গল্প

দু'বার হর্ন শুনেই বুঝলাম, সাড়ে ন'টা বেজে গিয়েছে। মাসুদা এসে গিয়েছে মিকিকে পিক-আপ করতে। মিকি মানে মিকাই বন্দ্যোপাধ্যায়— আমার দিদি। একটা ছোট প্রাইভেট ফার্মে অ্যানিমেশন ডিজাইনারের চাকরি করে। আর আমি হলাম মুকুর। ইংরেজি অনার্স নিয়ে পড়ি। সাহির বলে, আমার নামটায় নাকি একটা সাব-হিউম্যান ব্যাপার আছে। কেমন নাকি প্রভুভক্ত, প্রভুভক্ত গন্ধ! সাহির রায় আমাদের এই 'প্যাগোডা এনক্লেভ'-এর নর্থ ব্লকে থাকে। যাদবপুরের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্ট। কিন্তু কখন পড়াশোনা করে কে জানে! কলেজের সময়টা বাদ দিলে তো বাকি সময়টা কমপ্লেক্সেই টো-টো করে দেখেছি। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, সব বাড়িতেই ওর দারুণ অ্যাক্সেস! মাসিমা, কাকিমা, আন্টি, ভাবি। মানে মাল্টিলিঙ্গুয়ালভাবে যা খুশি ডেকে একেবারে অন্দরমহলে এন্ট্রি নেয়। শুধু তা-ই নয়, মাথা ধরার ওষুধ থেকে শুকনো লংকা, যে যা বলে, ও তা-ই দোকান থেকে এনে দেয়। ওর ভাষায় এ হল 'সমাজসেবা'! এ ব্যাপারে কোনও এন জি ও খুলবে কি না, তাও মাঝে মাঝে ভাবে! তবে কখনও সখনও ঝামেলা যে পাকায় না, তাও নয়। তার কারণ অবশ্য কিছুই নয়, সাহির দুমদাম ভুলভাল কথা বলে ফ্যালে। এই সেদিনই তো মন্দার আন্টিদের ফ্ল্যাটেই এক ঝামেলা। কী কারণে সাহির ওখানে গিয়েছিল। ফেরার সময় আন্টির হাজব্যান্ডের সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোকের বিয়ে একটু বেশি বয়সের। আর মন্দার আন্টি ফাঁপরে পড়ে আন্টি। আসলে, দুর্দান্ত দিদি বলাই ভাল! ফলে ভদ্রলোক একটু ইনসিকিওরড থাকেন বউকে নিয়ে। তো সেদিন উনি ধরলেন সাহিরকে। জিজ্ঞেস করলেন, "এখন এই ভর সন্ধেবেলা তুমি এখানে কী করছ?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

সাহির একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেল, "সত্যি, খুব লজ্জার ব্যাপার।"

"মানে?" ভদ্রলোক কটমট করে প্রশ্ন ছুড়লেন। সাহির নার্ভাস হয়ে গিয়ে এবারই গন্ডগোলটা পাকাল, "মানে, মন্দাকিনী তো আমাকে খুব চায়।"

"মন্দাকিনী মানে? তোমাকে চায় মানে? আমি থাকতে তোমাকে চায় মানে?" ভদ্রলোক তেরিয়া হয়ে স্যান্ডো গেঞ্জির হাত গোটাতে গিয়েছিলেন। ভাগ্যিস, মন্দার আন্টি এসে ব্যাপারটা সামলেছিলেন। না হলে সাহিরের কপালে খুব দুঃখ ছিল। তবে তারপর থেকে ভদ্রলোক সাহিরকে দেখলেই টং হয়ে যান। তো এই হল সাহির রায়— আমাদের কমপ্লেক্সের সবচেয়ে কমপ্লেক্স চরিত্র।

বাবা এই এনক্লেভে ফ্ল্যাট কিনে আসার চার মাসের মাথায় মারা যান। মিকি তখন সদ্য বিদেশ থেকে অ্যানিমেশনের উপর পড়াশোনা করে এসেছে। ওকে তড়িঘড়ি একটা চাকরি জোগাড় করে ফেলতে হয়েছিল। আমিও ভেবেছিলাম, টিউশনি করে পকেটমানি তুলব। তাতে মিকি আর মা দু'জনেরই আপত্তি। আর এর মধ্যে সাহির পজেটিভ ক্যাটালিস্ট হয়ে এই অ্যান্টি-টিউশন এজেন্ডা আরও জোরদার করেছে। আমার টিউশন করার বিপক্ষে অনেক যুক্তি সাজানোর পর ও এটাও বলেছে যে, স্টুডেন্টদের বাবা-কাকারা সবাই নাকি শক্তি কপূরের মতো লোকজন! এজন্য আমি ওকে একদিন ধরেওছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আমি টিউশন করলে তোর কী?"

সাহির গম্ভীর হয়ে বলেছিল, "নিজেকে আয়নায় দেখিস না? সানিয়া মির্জাকেও কমপ্লেক্স দিবি। এরপরও বুঝিস না কেন না করছি?"

আরও দু'বার হর্ন বাজল। আশ্চর্য, মিকিটা করছে কী? আমি চিৎকার করলাম, "মিকি, মাসুদা ইজ ওয়েটিং।"

মিকি কাঁধে ব্যাগ নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বলল, "ওর হর্নটা একদিন ভেঙে দেব। ওকে কে বলেছে আমায় রোজ-রোজ অফিস অবধি লিফ্‌ট দিতে? ঝামেলার একশেষ।" মিকি গটগট করে নেমে গেল। একটু পরে গাড়ির আওয়াজে বুঝলাম, ওরা বেরিয়ে গেল।

মাসুদা বা মওসম গঙ্গোপাধ্যায়ও এই এনক্লেভেই থাকে। আমাদের বাড়ির খুব ঘনিষ্ঠ মাসুদা। মিকির অফিসের দিকে ওর অফিস বলে ও রোজ

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

মিকিকে ড্রপ করে দেয়। মিকি কখনও মাসুদাকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে কোনও কথা বলে না। কিন্তু এই বছর দোলের দিন মাসুদা সিদ্ধির প্রভাবে একটু দোদুল্যমান অবস্থায় আমায় বলে ফেলেছিল, "বুঝলি মুকু, এই মাউসকে তোর মিকি যে কেন নিজের কমিকস্ট্রিপে একটুও জায়গা দেয় না!" মওসম থেকে মাউস! কিন্তু কার্টুনের মিকি তো পুরুষ ইঁদুর! তারপরই ভাবলাম, মজার মধ্যে জেন্ডার লজিক ঢুকিয়ে ব্যর্থ, অম্বল আক্রান্ত, খিটখিটে ক্রিটিক নাই বা হলাম।

॥ ২ ॥

আমাদের এই মিকি আর মাউসের গল্পের কিন্তু আর-একটা অ্যাঙ্গলও আছে। আর সে হল ব্র্যাড পিট। না, হলিউডের নয়, কলকাতার! অন্তত মিকির তা-ই মত। এই ব্র্যাড পিটটির নাম ঋতুরাজ পাহাড়ি। আমাদের কমপ্লেক্সেই থাকে। তবে ঋতুরাজ মিকিকে কিছুই মনে করে না। আর করবেই বা কেন? ওর একজন স্টেডি গার্লি আছে, রামী। ঘটনাচক্রে সে আবার সাহিরের স্কুলের বন্ধু। এখন রামী এম বি এ পড়ছে। তবে ঋতু-রামীর কিস্‌সা মিকি জানে না। সাহির কথাটা আমায় বললেও আমি স্রেফ চেপে গিয়েছি। শুনলে মিকি দুঃখ পাবে। আর মিকি এত ভাল যে, ও দুঃখ পাক, আমি চাই না। ঋতুরাজ আমাদের এখানে এসেছে প্রায় মাস দশেক। তার বাবা নেই। মা আর ছেলে থাকে। ওদের ফ্ল্যাটটা 'এ' ক্যাটাগরির, বিশাল বড়। ঋতুরাজ ভাল চাকরিও করে। তবে কীরকম একটা স্নব টাইপের ছেলে। একবার দোলে আমরা ওকে আবির দিতে গিয়েছি, ও হঠাৎ ফস করে বলল, "এসব অসভ্য কালচারকে কেন যে তোমরা সেলিব্রেট করো! কিপ মি আউট অফ দিস।" যাঃ বাবা! যার নিজের এত রং, তাকে আর রং দিয়ে লাভ কী? মিকির মাথায় সত্যি ইঁদুরের ব্রেন, না হলে এই আপস্টার্ট ছেলেটার প্রেমে পড়ে!

আর রামী সম্পর্কে যা শুনেছি, তাতে তাকেও খুব একটা চণ্ডীদাস টাইপের মনে হয়নি। সে ঝকাস্টিক জিনিস। ঋতুরাজকে সে পাইকারি হারে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

প্রেম দিলেও অন্য দিকে খুচরো বিক্রেতা হিসেবেও তার যথেষ্ট নাম আছে। আর সাহিরের ভাষায়, রামীর অ্যাসেট হল ওর ফিগার। আর আমি জানি, এখানেই মিকি পাঁচ গোল খাবে। কারণ, মিকি মোটা, খুব কিছু ডানা কাটা পরিও নয়। কিন্তু বিউটি যে 'স্কিন ডিপ', ছেলেরা তো সেটা এই ছ'হাজার বছরেও বুঝল না।

দুপুরবেলা এইসব ইকিরমিকির চিন্তাই করছিলাম। আকাশ তেতে আছে। বর্ষাকাল, তবু তেমন বৃষ্টি নেই। শুনছি গ্লোবাল ওয়ার্মিং। আস্তে-আস্তে পৃথিবীর জ্বর বাড়ছে! চিন্তাটা ভেঙে গেল বেল বাজায়। খুলেই দেখি, বিখ্যাত সমাজসেবী। ঘরে ঢুকেই সাহির বলল, "যা গরম, ওঃ। আজ রথ তো, দেখবি ঠিক বৃষ্টি হবে। যাক গে, মিকির ইন্টারভিউ কেমন হয়েছে, খবর দিয়েছে?" টিপিক্যাল সাহির! অন্যের চিন্তায় সদা ব্যস্ত। এক বিদেশি কোম্পানি কলকাতায় তাদের ব্রাঞ্চ খুলছে। মিকি অ্যাপ্লাই করেছিল অ্যানিমেশন ডিজাইনারের পোস্টের জন্য। আজ তারই ইন্টারভিউ ছিল। আমি বললাম, "না, খবর দেয়নি।"

সাহির বলল, "এবার হয়ে যাবে। তবে মিকি মাসুদার ব্যবস্থা করে দেওয়া চাকরিটা করতে পারত, না?"

আমি বললাম, "দ্যাখ, মিকি কারও দয়া নেবে না। নিজের ক্যালিতে যা পাবে, সেটাই করবে। তুই তো জানিস, মিকি কেমন জেদি। কারও কাছে মাথা নোয়াবে না। তা ছাড়া, চিরকাল ছেলেদের হাত ধরে চলতে হবে নাকি? এখন পাওয়ার ব্যালান্সের যুগ। তোদের মেল শভিনিজ়ম ব্যালান্স করতে আমাদের গার্ল পাওয়ার, বুঝলি?"

সাহির থতমত খেয়ে গেল, "আরে মাসুদা তো মিকিকে ভালবাসে, মানে তা-ই তো মনে হয়। তাই দয়ার প্রশ্নও নেই। এর মধ্যে এত ইংরেজি শব্দ আসে কোত্থেকে? কেন মিকি মাসুদার ফিলিংস বোঝে না?"

আমি বললাম, "তার আমি কী জানি?"

সাহির একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল, "তোরা মেয়েরা কিছু বুঝিস না কেন বল তো?" সাহিরের এই বহুবচনের ব্যবহারটা পাত্তা না দিয়ে বললাম, "দাঁড়া, তোর সিডিগুলো ফেরত দিই।" পাশের ঘর থেকে নোরা জোন্‌স আর পিঙ্ক ফ্লয়েডের দুটো সিডি নিয়ে এসে দেখি, সাহিরের

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

হাতে একটা খোলা ডায়েরি। দেখেই বুঝলাম, ওটা মিকির। কড়া গলায় বললাম, "তোর লজ্জা করে না অন্যের ডায়েরি পড়তে?" সাহির কোনও পাত্তাই দিল না কথাটার। বরং বলল, "ও... ও এই কেস! ঋতুরাজ! শেষে ঋতুরাজ! আচ্ছা সেই জন্যই তুই রামীর খবর নিতিস। কিন্তু ঋতুরাজ তো ঝাড় কেস। তবে... যদি মিকির সেটাই ইচ্ছে হয়, তবে তথাস্তু।" কিন্তু তখন আমি বুঝিনি এই তথাস্তুই বদলে দেবে আমাদের বাকি দিনগুলো।

॥ ৩ ॥

'তুমি খুশি থাকো। আমার পানে চেয়ে-চেয়ে খুশি থাকো'— গানটা ফাটাফাটি গাইছিল মিকি। কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল। তারপর আচমকা চিৎকার করে উঠল, "মওসম, তোমায় বলেছি না আমার মোবাইল ধরবে না। একটা কথা কতবার বলতে হবে?"

মাসুদা থতমত খেয়ে মোবাইলটা নামিয়ে রাখল। প্রায় সন্ধেতেই আমাদের বাড়িতে একটা মিনি আড্ডা বসে। মিকি গান করে, সাহির ছ্যাবলামো করে, এরকমই আর কী। আজ হচ্ছিল রবীন্দ্রসংগীত। আর মিকির গানের কথার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাসুদা মিকির 'পানে চেয়ে-চেয়ে' খুশিই ছিল। কন্তু তার মধ্যেই মিকির এই বজ্রনির্ঘোষ। আসলে মোবাইলটা মিকির খুব সেনসেটিভ পজেশন। বাবা মারা যাওয়ার দু'দিন আগে ওটা মিকিকে কিনে দিয়েছিল। একবার অফিসের কেউ একজন মোবাইলটা হাত থেকে ফেলে খারাপ করে দিয়েছিল। অনেক কষ্টে সারানো গিয়েছে। তারপর থেকেই মিকি ওটা কাউকেই ধরতে দেয় না। এমনকী, মা'কেও না। মাসুদাকে অকওয়ার্ড পজিশন থেকে বের করার জন্য মা বলল, "মিকি, তোর আজকের ইন্টারভিউটা কেমন হল মওসম জানে?"

মিকি এখনও গম্ভীর। বলল, "না, ও জানবে কেন আর ওকে স্পেশ্যালি জানানোর দরকারই বা কী?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

মিকিটা মাঝে-মাঝে খুব রুক্ষ হয়ে ওঠে। তবু মাসুদা জিজ্ঞেস করল, "কেন মিকাই, ইন্টারভিউ ভাল হয়নি?"

মিকি আবার ঝাঁঝিয়ে উঠল, "শুধু নেগেটিভ চিন্তা কেন তোমার? যথেষ্ট ভাল হয়েছে।" মাসুদা চুপ করে গেল।

এরপর আড্ডাটা আর জমল না। মাসুদা দু'-একটা কথা প্রসঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কথা এগোয়নি। হঠাৎ মিকি বলে উঠল, "মওসম, ক'টা বাজে খেয়াল আছে? তোমার বাড়িঘর নেই?"

মাসুদাকে একতলা অবধি ছেড়ে এলাম আমি। বললাম, "মাসুদা, ডোন্ট মাইন্ড। তুমি তো জানো, মিকি একটু শর্ট টেম্পার্ড।"

মাসুদা আবছা হাসল, "না মুকু, আমি কিছু মনে করিনি। আমি তো জানি, মিকি একটু খেপি। তুই উপরে যা, গুড নাইট।"

উপরে উঠেই দেখি আফগানিস্তান! মা ভার্সাস মিকি! কথাবার্তা শুনে বুঝলাম, মা বলছে, মিকির উচিত নয় মাসুদাকে হেলাফেলা করা। কারণ, ও যে মিকিকে পছন্দ করে, তা স্পষ্ট। আর মাসুদার মতো ছেলে পাওয়া মুশকিল। মা'র চিন্তা মিকির ভাল বিয়ে হবে কী করে। একে বাবা নেই, তার উপর মোটা মেয়ে। আর এই শেষের কথাতেই মিকি খেপে লাল। আমি ঘরে বসেই শুনলাম মিকি চিৎকার করছে, "আমি মোটা তো কার কী? বেশ হয়েছে আমি মোটা। কেউ আমায় পছন্দ না করলে না করবে। আর মা, বাবা থাকলে তুমি এসব বলতে পারতে?" আমার আর ভাল লাগছিল না। দেওয়ালে টাঙানো বাবার ফোটোর দিকে তাকালাম। মনে হল, আবার ছোট্ট হয়ে দৌড়ে বাবার কোলে গিয়ে উঠে পড়ি। কিন্তু কোনও কোনও দূরত্ব সারাজীবনের। আমি ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম।

অনেক রাতে সবাই যখন ঘুমে অসাড়, হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। বুঝলাম, বাইরে খুব হাওয়া দিচ্ছে, প্রচণ্ড বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আর সেই আলোতেই দেখলাম, বারান্দায় মিকি দাঁড়িয়ে কাঁদছে। অঝোরে কাঁদছে। আর তখনই বৃষ্টি শুরু হল। চারদিক ঝাপসা করা বৃষ্টি। হঠাৎ মনে পড়ল, সাহির বলেছিল না আজ বৃষ্টি হবে! ও কী করে জানল? কোথায় জানি পড়েছিলাম, সাহিরের অর্থ জাদুকর!

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

॥ ৪ ॥

আমাদের কমপ্লেক্সের দুর্গাপুজো এবার অন্যবারের চেয়ে একটু বেশি বড় করেই হবে। আর তার ভার নিতে হবে ইয়ং জেনারেশনকে। আজ তারই মিটিং। রবিবার বলে আজ সবারই ছুটি। আমরা কমপ্লেক্সের মাঠেই জড়ো হয়েছি। মিটিংয়ে সব ঠিক হতে ঘণ্টা দুয়েক লাগল। তারপর খানিকক্ষণ চলল আড্ডা। আড্ডা ভাঙলে সবাই যে যার মতো চলে যাব। আর ঘটনাটা তখনই ঘটল। দেখি, ঋতুরাজ হন্তদন্ত হয়ে মিকির দিকে আসছে। ব্যাপারটা কী? ঋতুরাজ মিটিংয়ে ছিল না অ্যাজ় এক্সপেক্টেড। কিন্তু এখন ও এখানে কেন? এসব ভাবতে-ভাবতেই ঋতুরাজ একেবারে মিকির সামনে! মিকি একটু হাসল। উত্তরে ঋতুরাজ জিজ্ঞেস করল, "তুমি মিকাই?"

মিকি বলল, "হ্যাঁ।"

ব্যাস, ঋতুরাজ বোমার মতো ফেটে পড়ল, "হাউ ডেয়ার ইউ? তুমি ভালবাসো আমায়? তুমি কী ভেবেছ? একে-ওকে দিয়ে তুমি আমার সঙ্গে সম্পর্ক করবে? আয়নায় দেখেছ নিজেকে? তুমি তো মেয়ে কম, বস্তা বেশি। শোনো নিজের মাত্রায় থাকো, এসব ফালতু ফ্যান্টাসি বাদ দাও।" ঋতুরাজ যেভাবে এসেছিল, সেভাবেই চলে গেল।

কেসটা কী হল? আমরা অবাক। মিকির হতভম্ব ভাবটা কাটতে মিনিটখানেক সময় লাগল। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োল আমাদের ফ্ল্যাটের দিকে। আমিও মাথায় আগুন নিয়ে দৌড়োলাম ঋতুরাজের দিকে। ওর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "এই যে মিস্টার, আমার দিদিকে অপমান করার অধিকার কে দিল তোমায়? দিদির হয়ে কে প্রপোজ় করেছে তোমার কাছে?"

ঋতুরাজ থমকাল সরু চোখে। তাকাল একবার, তারপর বলল, "সাহিরকে জিজ্ঞেস করো। আমাদের বাড়িতে ও প্রায়ই আসে। ও-ই বলেছে আমায়। আর শোনো, আই অ্যাম নট ডিসকাসিং ইট এনি ফারদার।"

সাহির! আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার জিবে যেন কেউ সিমেন্ট ঢেলে দিয়েছে। এদিকে দু' পা এগিয়ে ঋতুরাজ আবার ফিরে এল। আমার আপাদমস্তক মেপে ঘিনঘিনে গলায় বলল, "তুমি যদি চাও, তবে...।" ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি দিয়ে ঋতুরাজ চলে গেল। আমার মাথা দপদপ করতে লাগল

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

রাগে। আজ সাহিরের একদিন, কি আমার একদিন! ওর সমাজসেবার আজ শ্রাদ্ধ করবই। আমি এবার দৌড়োলাম সাহিরের ব্লকের দিকে। আজ আশ্চর্যজনকভাবে সাহির মিটিংয়ে ছিল না। তবে যেখানেই থাক, একটা হেস্তনেস্ত আজ হবেই। তথাস্তু! ভগবান সাজা! দাঁড়াও বের করছি।

মেঘ না চাইতেই জল। দেখলাম, সাহির এদিকেই আসছে হন্তদন্ত হয়ে। আমায় দেখেই হাত তুলে দৌড়ে এল আমার কাছে। সামান্য হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, "ওঃ, তোকেই খুঁজছি। স্যারের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ক্যাম্পাস সিলেকশনের ভিতরের খবর পেলাম। বোধহয় পাস করার পর মুম্বইয়ের কেমিক্যাল কোম্পানির চাকরিটা হয়ে যাবে। পে-প্যাকও ভাল। বছর দু'য়েক পর আমেরিকা যাওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে। আই অ্যাম ভেরি হ্যাপি। এতদিন তোকে একটা কথা আমি বলতে পারিনি। মুকুর, তোর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। একটু প্রাইভেটলি আর কী। কাল যদি লেক ভিউ রেস্তোরাঁর রেস্তোরাঁয় বিকেল পাঁচটা নাগাদ আসিস, তা হলে...।"

ঠাশ! থাপ্পড় বসিয়ে দিলাম সাহিরের গালে। খুব ঘাবড়ে গেল সাহির। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। কিছু বলতও বোধহয়। কিন্তু আমি সে সুযোগই ওকে দিলাম না। টানা পনেরো মিনিট ধরে ওকে ঝাড়লাম। মিকির কষ্ট, আমার কষ্ট সব যোগ করে সাহিরকে ঝাড়লাম। সাহির একটা কথাও বলল না আর। গুটিগুটি পায়ে চলে গেল। আমি শেষ পর্যন্ত চেঁচিয়ে বললাম, "তোর মতো ছেলের সঙ্গে আমার কোনও কথা থাকতে পারে না। আর কোনওদিন তোর মুখ দেখাবি না আমায়। বুঝলি?"

॥ ৫ ॥

সেই রাতে মিকি কিছু খেল না। পরদিন সকাল থেকে মিকি পালটে গেল একেবারে। কারও সঙ্গে কথাই বলে না। মাসুদার সঙ্গে অফিস না গিয়ে নিজেই চলে যায়। বাড়ি ফিরে বই নিয়ে বসে থাকে। এই মিকিকে আমরা একেবারে চিনি না। আগে এত ভাল গান গাইত মিকি, সেটাও বন্ধ।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

মাঝে-মাঝেই দারুণ সব রান্না করত, তাও বন্ধ। অনেক গভীর রাতে মাঝে-মাঝে দেখি, বাবার ছোট ফ্রেম করা একটা ছবি হাতে ধরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে মিকি। কিন্তু এভাবে কত দিন? সাত দিনের মাথায় আর পারলাম না। চলে গেলাম মাসুদাকে ডাকতে। মাসুদা বুঝেছিল যে, মিকি ওকে এড়িয়ে যাচ্ছে, তাই দু'-তিন দিন পর আর মিকিকে পিকআপ করতে আসত না। আমি গিয়ে ডাকতে, একটু দ্বিধা নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "মিকাই রাগ করবে না তো আমায় দেখে?"

আমি শুধু বললাম, "মাসুদা, প্লিজ় চলো।"

মাসুদাকে দেখামাত্র সাত দিন প্রায় বোবা হয়ে থাকা মিকি রি-অ্যাক্ট করল। চেঁচিয়ে বলে উঠল, "কেন এসেছ তুমি এই মোটা মেয়ের কাছে? বেরিয়ে যাও, দূর হয়ে যাও এখনই।"

মাসুদা চেয়ার টেনে শান্তভাবে বসল। তারপর বলল, "মিকাই, তুমিও এই শরীরটুকু নিয়ে চিন্তা করলে? তুমি তো এমন ছিলে না। শোনো, যে তোমায় অপমান করেছে, তুমি তাকে শাস্তি দাও। তুমি তোমার ক্ষমতার মধ্যে থেকেই তাকে শাস্তি দাও। কিন্তু মা, বোন বা নিজেকে এমনভাবে শাস্তি দিয়ো না। গ্রো আপ, মিকাই। আর শরীরের চেয়ে মনটা সুন্দর হওয়া বেশি জরুরি, বুঝলে। যাক, কাল ঠিক সময় রেডি হয়ে থাকবে।"

পরদিন সাড়ে ন'টায় সত্যিই মিকি রেডি হয়ে থাকল। আর তারপর ধীরে-ধীরে ফিরে আসতে লাগল গল্প, দু'-এক পদ রান্না। ফিরে আসতে লাগল আমাদের আড্ডা। তবে সাহির আমাদের বাড়ির দিকে আর আসে না এখন। আমিও কলেজ ফেস্ট নিয়ে মেতে উঠলাম। দিন কাটতে লাগল।

এর মধ্যেই একদিন সন্ধেয় দেখলাম, মিকির সঙ্গে কথা বলছে সাহির! মিকিকে পরে ধরতে ও বলল যে, সাহির 'সরি' বলতে এসেছিল। আমি অবাক হলাম! 'সরি' বলতে এক ঘণ্টা লাগল!

এর দু'দিন পর কলেজ থেকে ফিরে অবাক! ও মা! এ কে বসে আছে আমাদের ঘরে? ঋতুরাজের মা! দেখি, আমার মা খুব হাসিখুশি মুখে ওঁর সঙ্গে কথা বলছে। আমি ঢুকতেই মা বলল, "দিদি, এই আমার ছোটটা।"

ভদ্রমহিলা আমায় বললেন, "শোনো, মা আর দিদিকে নিয়ে সামনের শুক্রবার আমাদের বাড়িতে যাবে। জন্মাষ্টমীর পুজো আছে। কমপ্লেক্সে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

কারও সঙ্গেই তো বিশেষ আলাপ নেই, তাই এই সুযোগে সেটাও হয়ে যাবে।"

ভদ্রমহিলা চলে যেতেই আমি বেঁকে বসলাম। মা'কে বললাম, "ওই ছেলেটার বাড়িতে আমি যাব না। তুমি আর মিকিও যাবে না।"

মা বলল, "দ্যাখ, যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। সম্পর্কটা তেতো রাখলে তেতোই থাকে। খারাপ কথা ভুলে যেতে হয়।"

আমি দাঁত চেপে গোঁজ হয়ে বসে থাকলাম। ভাল কথায় কাজ হচ্ছে না দেখে, মা আবার আফগানিস্তান খুলে বসল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢুকল মিকি। আমি যেন হাতে চাঁদ পেলাম! মিকিকে আমার দলে টানার জন্য ঝগড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলাম। মিকি সময় নিয়ে সব শুনল। তারপর শান্ত গলায় বলল, "মুকু, আমাদের যাওয়া উচিত। ঋতুরাজের মা যখন নিজে এসেছিলেন, তখন আমাদের যাওয়া উচিত। তাঁর সঙ্গে তো কোনও সমস্যা নেই আমাদের। মা, আমরা যাব।"

বলে কী মিকি! আবার গাল বাড়িয়ে থাপ্পড়! কিন্তু বুঝলাম, ভোটে আমি হেরে গিয়েছি। সত্যিই আমাদের দেশে কে যে কখন পালটি খাবে, কেউ জানে না।

॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলতেই কৃষ্ণ দেহবর্ণের এক মানুষের ছবি আমরা ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছি। অবশ্য ঠিক কৃষ্ণ দেহবর্ণ না বলে নীলাভ দেহবর্ণও বলা যায়। শুধু তা-ই নয়, তাঁকে দেখতে ভাল এবং তাঁকে সব সময়েই একটা ঘ্যামা পজ়িশনে থাকতে দেখেছি। আচ্ছা টল-ডার্ক অ্যান্ড হ্যান্ডসামের কনসেপ্টটা কি এই ঠাকুরের থেকেই ঝেঁপে দেওয়া? কে জানে? আমি পাশে বসা মিকিকে যথাসম্ভব নিচু গলায় কথাটা জিজ্ঞেস করলাম। মিকি চাপা ধমক দিয়ে বলল, "চুপ, খালি বাজে কথা।"

আজ জন্মাষ্টমী। আমরা এসেছি ঋতুরাজদের বাড়িতে, সেই নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। ওদের ফ্ল্যাটটা বেশ বড়। প্রায় আড়াই হাজার স্কোয়্যারফিট।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

বাইরের হলেই অনুষ্ঠান। একজন গুরুদেব এসেছেন। তিনিই বোঝাচ্ছেন কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য। বেশ বলছেন কিন্তু। আমি চারপাশে চোখ ঘুরিয়ে দেখলাম, বয়স্কদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ইয়ং ছেলেমেয়েও আছে। এরই মধ্যে আমার চোখ পড়ে গেল সাহিরের চোখে। আশ্চর্য! আমার দিকেই ড্যাবড্যাব করে দেখছিল। চোখে-চোখ পড়তেই অবশ্য চোখ ঘুরিয়ে আবার গুরুবাণী শুনতে শুরু করল। আরও মিনিট কুড়ি পরে শেষ হল অনুষ্ঠান। ভাবছি এবার উঠব। আর তখনই ঘটল ঘটনাটা। ঋতুরাজের মা হঠাৎ সবার সামনে ঘোষণা করলেন যে, মিকি এবার দু'টো ভজন গেয়ে শোনাবে। এবং এও বললেন, মিকির গানের গুণটা ওঁকে সাহির বলেছেন। আবার সাহির! আচ্ছা কানকাটা ছেলে তো! ভাবলাম, মিকি নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যান করবে ব্যাপারটা। ও মা, দেখি, ও দিব্যি সকলের সামনে বসে ভজন গাইতে শুরু করেছে। আচ্ছা কানকাটা মেয়ে তো! ধ্যাত্তেরি, ভজন আমার ভাল লাগে না। গানটান শেষে খাওয়াদাওয়া। মিকি দেখলাম, ঋতুরাজের মা'র সঙ্গে হাত লাগিয়ে, গুছিয়ে পরিবেশন করে ফাটিয়ে দিল। আদিখ্যেতার চূড়ান্ত! তোকে একজন অপমান করল আর তুই কিনা সেখানে ল্যাজ নাড়তে-নাড়তে হেল্প করছিস। মনে-মনে ঠিক করলাম, আজ রাতে মিকিকে ঝাড়ব।

বাড়ি চলে আসার সময় ঋতুরাজের মা এবং আরও কয়েকজন অচেনা মহিলা মিকির খুব প্রশংসা করল। আমাদের আবার আসতেও বলল। আমি হাঁ-হুঁ করে চলে এলাম। রাতে আমি মিকিকে ধরলাম, "হ্যাঁ রে, তুই অমন আদেখলামো করছিলি কেন? প্রথমবার ওদের বাড়ি গেলি আর গিয়েই একেবারে ঘরকন্না করতে শুরু করে দিলি? ডিজগাস্টিং!"

মিকি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, "বেশ করেছি।"

আমি বললাম, "দেখিস, মিঠু মুখার্জির মতো বাকি গানটা গেয়ে দিস না। আর ওই সাহির ব্যাটাকে এমন শিক্ষা দেব। তুই গান করিস, সেটা ওর ঋতুরাজের মা'কে বলার কী দরকার ছিল?"

মিকি এতক্ষণ ক্লেনজার দিয়ে মুখটা পরিষ্কার করছিল। এবার তুলোয় খানিকটা টনিক ঢেলে মুখে ঘষতে-ঘষতে বলল, "যা! ওকে আবার টানছিস কেন? হি ইজ আ কিউট বয়। তোর সবটাতে বাড়াবাড়ি।"

আমি ভাবলাম, আমি পাগল, না মিকি? আচ্ছা, মিকির তো আগে এত

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

স্কিন-কেয়ারের দিকে মন ছিল না। তবে কি ও সত্যিই সুন্দর হওয়ার রেসে নেমে পড়ল? বাই এনি চান্স, ও কি এখনও ঋতুরাজের মনোযোগ আশা করে? আমার ভিতর রাগ আবার পাকাতে লাগল।

॥ ৭ ॥

পুজো প্রায় এসে গেল, কিন্তু বৃষ্টি কমছে না কিছুতেই। পুজোতেও কি ভাসাবে? সেই নর্থ ক্যালকাটার কলেজ থেকে সাউথে ফিরতে জান কয়লা হয়ে যায় একেবারে। এরই মধ্যে দু'-তিন দিন দেখি, সাহির রামীর সঙ্গে কফি হাউজের কাছে ঘুরঘুর করছে। আশ্চর্য! সাহিরের নামে আমার শুধু পিত্তি নয়, গ্যাসট্রিক অ্যাসিড থেকে সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুয়িড, সব জ্বালা করে! তার মধ্যে এই ঘ্যানঘেনে বৃষ্টি। এরই মধ্যে একদিন বাড়িতে ফিরেছি, দেখি সেখানেও কেলো! কমপ্লেক্সের গেটের কাছে বিরাট জটলা। দৌড়ে গিয়ে দেখলাম মিকি! হাতে অফিসের একগাদা ফাইল, কাঁধে ব্যাগ। কিছু লোকের সঙ্গে কথা বলছে। আর ওর বাহনের মতো পাশে দাঁড়িয়ে সাহির। ওদের পাশে ভাঙাচোরা বাইকসহ রক্তাক্ত ঋতুরাজ। এ ছাড়াও এনক্লেভের অনেকেও আছে। খানিক কথাবার্তার পর বুঝলাম, ঋতুরাজের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কমপ্লেক্সের সামনেই। খোলা ম্যানহোলে বাইকের টায়ার আটকে যাচ্ছে তাই অবস্থা।

"মুকু, তুই এগুলো নিয়ে বাড়ি যা তো। আমি একটু পরে আসছি," মিকি আমার হাতে ওর ব্যাগ এবং ফাইলপত্তর ধরিয়ে দিল। দেখলাম, সাহির আর দু'-একজনের সঙ্গে মিকি ঋতুরাজকে ধরে ওদের ফ্ল্যাটের দিকে এগোচ্ছে। আমি ভুরু কুঁচকে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। খেয়ালই করিনি, কখন জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ একটা গলার আওয়াজে হুঁশ হল, "আজ মুকু দেবীর মাথা গরম মনে হচ্ছে?" দেখি, মাসুদা পাশে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে।

আমি দাঁত চেপে বললাম, "দেখলে, দেখলে মাসুদা, মিকির কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। একেবারে ল্যা ল্যা পার্টি হয়ে গিয়েছে। এত ঝামেলার পরও...।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

মাসুদা থামিয়ে দিল আমায়। বলল, "শোন, শোন। মিকি যা করেছে, ঠিক করেছে। বিপদের সময় কোনওদিন শত্রু-মিত্র বিচার করতে নেই। আর মুকু, তুই তো বড় হয়েছিস। বুঝিস না, প্রেম মানুষকে কত কী করিয়ে নেয়? মিকি ঠিকই করেছে।"

আমি এবার রেগে গিয়ে বললাম, "তা তো তোমায় দেখেই বুঝেছি। মিকির সব ঠিক! আচ্ছা মাসুদা, তুমি যে মিকিকে ভালবাসো, কোনওদিন ওকে বলো না কেন?"

মাসুদা হঠাৎ নিভে গেল। বলল, "সবাই কি সব কাজ পারে মুকু? ধরে নে, এটা আমি পারি না।" এরপর সাত দিন মিকি হয়ে গেল ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল! অফিস যেতে-আসতে ও রোজ ঋতুরাজের সঙ্গে দেখা করে যেতে লাগল। মানে, অফিস যাওয়ার রুটটা ঋতুরাজদের বাড়ি হয়ে যেতে লাগল আর কী। মাসুদার গাড়ির লিফট মিকি আর নেয় না।

দিন দশেকের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠল ঋতুরাজ। আর মিকির সবুর গাছে মেওয়া ফলল তার দু'দিন পরে।

পুজোর আর হপ্তাখানেক বাকি। সেদিন লাইব্রেরি থেকে বাড়ি ফিরে দেখি, বাড়ির ভোল পালটে গিয়েছে। কী কেস? না, ঋতুরাজের মা এসেছিল। তাতে মা আনন্দে বেলুনের মতো ফুলে প্রায় সিলিংয়ে ঠোক্কা খেতে-খেতে আমায় বলল, "মুকু, ঋতুরাজের মা এসেছিলেন মিকির সঙ্গে ঋতুরাজের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে। আমি তো হ্যাঁ বলে দিয়েছি। ওঃ, মিকির কী ভাগ্য বল!"

আমি শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "হ্যাঁ বলেছ মানে? মিকিকে জিজ্ঞেস করেছ, এতে ওর মত আছে কি না?"

মা কথাটা পাত্তাই দিল না, "ওসব জিজ্ঞেস করতে হয় না। আমি দেখেই বুঝতে পারি। মুকু, জানিস তো, ঋতুরাজরা খুব বড়লোক। মিকি খুব ভাল থাকবে।"

"ভাল থাকবে মানে? আর মা, তুমি শুধু টাকাটাই দেখলে?" আমি ঝাঁঝিয়ে উঠলাম। সিলিংয়ে ঠেকে থাকা বেলুনটা মিসাইলের মতো মাটিতে ফাটল। হিটলারকে মহিলা সাজালে যেমন দেখাত, মা'কে ঠিক সেরকম দেখাচ্ছিল! মা গম্ভীর হয়ে বলল, "একেবারে মুখে-মুখে কথা বলবি না।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

বাংলা সিনেমার ডায়ালগ বলতে হলে বায়োস্কোপে নাম লেখা। মাথার উপর বাবা নেই, হাতের লক্ষ্মী আমি পায়ে ঠেলব? দু'টো মেয়ে নিয়ে এই বাজারে আমার অবস্থাটা চিন্তা করেছিস?"

আমি চুপ করে গেলাম। সত্যিই তো, মিকিও যা শুরু করেছে। আমি কে? শুধু মনটা খারাপ হয়ে গেল এই চিন্তা করে যে, ঋতুরাজ খারাপ ছেলে। আমাকে অসভ্য ইঙ্গিত করে যা বলেছিল, সেগুলো আমি কোনওদিন ভুলতে পারব না। এই ছেলে কি মিকির যোগ্য?

॥ ৮ ॥

আজ সপ্তমী। দেখতে-দেখতে দুর্গাপুজো এসে গেল। আমাদের কমপ্লেক্সে দারুণ পুজো হয়। এই সময়টা আমার মন সবচেয়ে ভাল থাকে। লাইটিং, প্যান্ডেল, ফাংশন, সব মিলিয়ে দারুণ ব্যাপার। গতকাল বোধন হয়ে গিয়েছে। আজ সকাল থেকেই স্নান করে পৌঁছে গেলাম প্যান্ডালে। চারদিকে ডিমের কুসুমের মতো আলো। কেন কে জানে, তার মধ্যেও মিকিকে আরও আলোর মনে হচ্ছে। সেই মোটা, গম্ভীর মেয়েটার কোথায় জানি একটা পরিবর্তন হয়েছে। একেই বোধহয় বলে অ্যাম্বিয়েন্সের প্রভাব! মাসুদা বসে আছে কোনায়। মুখে বিসর্জনের ছায়া। আর ছায়াটা আরও গাঢ় হল যখন দেখলাম, ঋতুরাজ এগিয়ে গেল মিকির দিকে। ঋতুরাজ মিকির দিকে তাকিয়ে আস্তে বলল, "মিকাই, তোমার সঙ্গে আমার একটু প্রাইভেট কথা আছে। একটু এদিকে আসবে?"

মিকি বলল, "আমার কোনও প্রাইভেট কথা নেই তোমার সঙ্গে।"

ঋতুরাজ একটু থমকাল। তারপর বলল, "দ্যাখো, সবার সামনে এসব কথা বলা যায় না! আমাদের তো বিয়ে হচ্ছেই, তাই কিছু প্রাইভেট কথা তো থাকবেই।"

"বিয়ে হচ্ছেই! আরে কে বলল বিয়ে হচ্ছে? সম্বন্ধ হওয়া মানেই বিয়ে? শোনো, তোমায় বিয়ে করার কোনও প্ল্যানই আমার নেই। এখন চলে যাও এখান থেকে," মিকি অন্যরকম গলায় বলল।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

ঋতুরাজ অপ্রস্তুত। একটা বোকা হাসি দিয়ে ম্যানেজ করার চেষ্টা করে বলল, "কাম অন মিকাই, ডোন্ট জোক।"

মিকি এবার গম্ভীর গলায় কেটে-কেটে বলল, "আয়াম নট জোকিং, আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ জোকার।"

ঋতুরাজ আর পারল না। তার আসল রূপ বের হয়ে গেল, "কী বললি? বিয়ে করবি না? তোর জন্য রামীকে ছাড়লাম, মা'র কথা মেনে নিলাম। শোন, তোর বাপের ভাগ্য তোকে আমি বিয়ে করব। বুঝলি?" বলেই মিকির ডান হাতটা ধরে মারল হ্যাঁচকা।

ততক্ষণে ওদের চারদিকে ভিড় হয়ে গিয়েছে। মাইকের সোনু নিগমও ভয় পেয়েই বোধহয় চুপ। মিকি হাতটা ছাড়াল না। বরং বাঁ হাতে রাখা মোবাইলটা মাসুদার দিকে দিয়ে বলল, "এটা ধরো তো।" মাসুদা আগের মোবাইল কাণ্ড ভোলেনি, তাই সাপ দেখার মতো মোবাইলটা দেখল মাসুদা। মিকি নিজেই জোর করে মোবাইলটা ওর হাতে গুঁজে দিল। তারপর ঘুরেই সপাটে এক চড় ঋতুরাজকে। মিকির ওয়েট আর চড়ের ভেলোসিটির থেকে তৈরি মোমেন্টাম সামলাতে পারল না ঋতুরাজ। কলকাতার ব্র্যাড পিট মাটিতে পড়ে গেল। শুধু কে যেন কানের কাছে ফিসফিস করে বলে উঠল, "একেই বলে গার্ল-পাওয়ার, রিভেঞ্জ।" না তাকিয়েও বুঝলাম, আমাদের বিখ্যাত সমাজসেবী মহাশয়ের কণ্ঠস্বর।

॥ ৯ ॥

এর পরের কমিকস্ট্রিপটা খুব ছোট। ঝামেলা মিটবার পর এককোনায় গিয়ে মিকি আমাদের বলল, "যাক, মিশন ঋতুরাজ অ্যাকমপ্লিশড! ঋতুরাজকে টাইট দিতে অনেক কিছু করতে হয়েছে আমায়। সাহির না থাকলে অবশ্য হত না এতসব। ও-ই আমাকে ঋতুরাজদের বাড়িতে এন্ট্রি করিয়ে দিয়েছে। ও-ই রামীকে ঋতুরাজের থেকে কাটিয়ে ওর এক বন্ধুর এন আর আই দাদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। আর অ্যাক্সিডেন্টটা বোনাস হয়ে এসেছে। এভরিথিং ওয়াজ টেলর-মেড। তবে আমি লাকি যে, ঋতুরাজ এক প্যাডেল

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

লোকের সামনে কায়দা করতে এসেছিল। তবে মাসিমা, মানে ওর মা'র জন্য খারাপ লাগছে। কী আর করা যাবে। যাকগে, মুকু শোন, সাহির সত্যিই খুব ভাল। ফরগিভ হিম। হি ইজ় আ ডার্লিং।"

ও হরি, সেই জন্যই সাহির রামীর সঙ্গে ঘুরঘুর করত। হঠাৎ খুব ভাল লাগল আমার। আমি সাহিরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সাহির কোনও কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললাম, "গার্ল-পাওয়ার মানে রিভেঞ্জ নয়, ব্যালান্স। বুঝলি? কী বলছিলি সেদিন, মুম্বই চলে যাবি? তা হলে কলকাতায় সমাজসেবার কী হবে? এন জি ও খুলবি না ষড়যন্ত্রকারী? কাল ঠিক পাঁচটায় ক্যাফে কফি ডে-তে আসবি। তোর প্রচুর শাস্তি পাওনা আছে।"

সাহির এবারও কোনও কথা বলল না। শুধু ডান হাতটা তুলল। অর্থাৎ 'তথাস্তু'।

মিকির ফোনটা বেজে উঠল এবার। মিকির ইশারায় মাসুদাই ধরল। কথা শেষ করার পর মাসুদার মুখে চওড়া হাসি। বলল, "মিকি, তোমার চাকরিটা হয়ে গিয়েছে। নেক্সট উইকে ওরা জয়েনিং লেটার পাঠাবে। বিদেশি কোম্পানি তো, তাই পুজোয় ওদের ছুটিটুটি নেই।" মিকি কোনও কথা বলল না। শুধু তার মাউসের দিকে তাকিয়ে ট্রেন্ড-সেটিং হাসি দিল একটা। কিন্তু এই হাসিটা দুর্গাপুজোর আনন্দে না চাকরির আনন্দে না কি আরও অন্য কিছুর আনন্দে? আমি ঠিক জানি না। প্রিয় ওয়াল্ট ডিজনি, আপনি কি জানেন?

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

আমাদের পাড়ার স্পাইডারম্যান

শেষ বিকেলের রোদটা আর সব জায়গাতে পড়লেও এই রকটায় পড়ে না কখনও। কারণ সামনেই ইয়াব্বড় একটা ছাতিম গাছ বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার ঝাঁকড়া মাথার ছায়াটা ঢেকে রাখে রকটাকে এবং তার সঙ্গে আমাদেরও। আমাদের মানে আমি, বেদ আর স্পাইডারম্যান।

প্লিজ, আশ্চর্য হওয়ার কোনও কারণ নেই। শুধু আমেরিকাতেই যে স্পাইডারম্যান থাকবে তার কোনও মানে নেই। আমাদের, এই দক্ষিণ কলকাতার এস পি মুখার্জি রোডেও স্পাইডারম্যান থাকে। যদিও তার আসল নাম পিটার পার্কার নয়। তার নাম জিমূত কোঙার। ইন ব্রিফ জিকো।

জিকোর বাবা নেই। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগও ক্ষীণ। থাকার মধ্যে কেবল মা। বাবার মৃত্যুর পর জিকোদের দুই কাকা ওদের সবকিছুই প্রায় জোর করে কেড়ে নিয়েছে। জিকো আর ওর মা, ওদের ভাগের দুটো ঘরে কোনওমতে থাকে। বাবার পেনশনটুকু মা পায় আর জিকো পাঁচমেশালি কাজকর্ম করে রোজগারপাতির চেষ্টা করে। তবু, এই কষ্টের মধ্যেও কখনও জিকোকে আমরা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখি না। কখনও দেখি না ও বিরক্ত বা ফ্রাসট্রেটেড। একবার ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "হ্যাঁ রে জিকো এই যে সবসময় এত চাপের মধ্যে থাকিস তোর বিরক্ত লাগে না? কিছু মনে করিস না, কিন্তু তোদের টাকাপয়সার তো একটা প্রবলেম আছেই। এতে তোর মন খারাপ হয় না? আমার তো, তোদের কথা চিন্তা করলে পুরো ব্যাপারটাই খুব জটিল মনে হয়।"

জিকো সামান্য হেসে বলেছিল, "তুই এই বলছিস বুড়া? আচ্ছা ১ = ৫, ২ = ২৫, ৩ = ১২৫, ৪ = ৬২৫ হলে ৫ সমান কত বল তো?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

খেয়েছে। অঙ্কে আমি খুব কিছু পোক্ত নই। আর ক্যালকুলেটর ছাড়া এভাবে বলিই বা কীভাবে? বললাম, "৪ = ৬২৫ হলে ৫ সমান হবে... কত হবে বল না।"

জিকো আবার হেসে বলেছিল, "৫ = ১। মনে নেই ১ = ৫ বলেছিলাম? শোন, জীবনকে কমপ্লেক্স করে দেখলেই কমপ্লেক্স, নয়তো একদম জলের মতো।"

এই ছেলেকে আমি কী বলব? অবশ্য বেদ, মানে বেদান্ত, মাঝে মাঝে ওকে খোঁচায়, বলে, "আর কতদিন এইসব ফালতু কাজকর্ম করবি? ডু সামথিং রিয়েল।"

জিকো এখানেও মুচকি মুচকি হাসে আর বলে, "তোর রিয়েলিটি আর আমার রিয়েলিটি এক নয় রে। যাক, বাদ দে। কফি খাওয়াবি?" বেদ হাসে, সামনের দোকান থেকে তিন কাপ কফি নিয়ে আসে।

বেদ কিন্তু খুব খারাপ কিছু বলে না। সত্যিই তো, জিকো যা কাজকর্ম করে তাতে তো সারাজীবন চালানো যায় না। কী কাজ করে জিকো? কিন্তু সেটা বলার আগে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে হবে। এটা জরুরি। কারণ ওর কাজের সঙ্গে ওর স্পাইডারম্যান নামকরণের একটা গভীর যোগ আছে।

আমাদের এই পাড়াটায় বারো ভূতের বাস। প্রচণ্ড বড়লোকদের সঙ্গে জিকোদের মতো আর্থিক অবস্থার মানুষজনদের একটা সহাবস্থান আছে এখানে। আর এই বারো ভূতের একশো চুয়াল্লিশ ছানা হলাম আমরা। ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেট, ফুটবল, ঘুড়ি, সরস্বতী পুজো সবকিছুই আমাদের একসঙ্গে। আর গোটা গ্রুপের মধ্যে আমি, জিকো আর বেদ যাকে বলে 'কিউ ইউ' ফ্রেন্ড। জিকো কিন্তু কোনও খেলাধুলোই বিশেষ পারত না বা এখনও পারে না। কালো, বেঁটে আর রোগা শরীরটা নিয়ে আমাদের খেলার সময়টা ও বসে থাকত ওই ছায়া রকটায়। আর যখনই আমাদের ভুলভাল শটে ফুটবল উঠে যেত বিনিদিদের তিনতলার বারান্দায় বা ক্রিকেট বল উঠে যেত লোহা জেঠুর বাড়ির ছাদে, তখনই ডাক পড়ত জিকোর।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

আর আমাদের সবার চোখের সামনে দিয়ে ড্রেন পাইপ, দেওয়ালের খাঁজ, ঝুলন্ত গাছের ডাল, বারান্দার রেলিং-এ পা দিয়ে তরতর করে তিনতলা বা চারতলায় বল উদ্ধার করতে উঠে যেত জিকো। এরকম করেই কতবার যে ও ল্যাম্পপোস্টে আটকে থাকা ঘুড়ি নামিয়ে এনেছে, পুজোর সময় ফেস্টুন টাঙিয়ে দিয়েছে উঁচুতে, তার ইয়ত্তা নেই। ওর এইসব কীর্তিকলাপ পাড়ার লোকেরা অবাক হয়ে দ্যাখে। একটা ছেলে কী অবলীলায় মাকড়সার মতো বেয়ে-বেয়ে উঠে যায় এখানে ওখানে! ক্রমশ একজন থেকে দু'জন, দু'জন থেকে চারজন— ওর এই অদ্ভুত ব্যাপারটা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। কে যেন ওর নামও দিয়ে দিল স্পাইডারম্যান। নামটাও ছড়িয়ে পড়ল একই ভাবে। আর সত্যিই জিকো অবিকল মাকড়সা মানুষ যেন। যে-কোনও উচ্চতায় উঠে যায়।

যেহেতু পড়াশুনোয় বিশেষ ভাল নয়, তাই টেনেটুনে পাস কোর্সে বি এ পাস করেছে জিকো। কিন্তু এতে কে চাকরি দেবে ওকে? তাই রোজগারের ধান্দায় অদ্ভুত সব কাজকর্ম করে ও। যেমন কেব্‌ল টিভির তার লেয়িং। উঁচু উঁচু বাড়ির মাথা দিয়ে কেব্‌ল টিভির তার নিয়ে যাওয়া। খুব বিপজ্জনক কাজ। তারপর উঁচু জায়গায় বিল বোর্ড লাগানো। একবার তো হাওড়া ব্রিজের মাথায় উঠে রংও করে এসেছে। আমি জানি এসব কাজ কতটা কঠিন। কিন্তু পয়সার জন্য মানুষ কী না করে! অবশ্য জিকোর কাছে এসব মোটেই বিপজ্জনক নয়। ওর কাছে এসব উচ্চশ্রেণির কাজকর্ম। স্বাভাবিক, অত উঁচুতে উঠে কাজ করাটা উচ্চশ্রেণির না হয়ে যায় না।

বেদ বিশাল বড়লোকের ছেলে। ওদের অনেক কিছুর ব্যাবসা আছে। মাঝে মাঝে বেদ বলে জিকোকে ও ওদের কোথাও কাজ দিতেই পারে। বাবাকে একবার বললেই হবে। কিন্তু জিকো এসব হেল্প নিতে চায় না। একদিন আলাদা করে ওকে বলেছিলাম, "কেন তুই বেদের কথা শুনিস না? একবার বললেই একটা চাকরি হয়ে যায় তোর!"

জিকো হেসে বলেছিল, "ধ্যাৎ, বন্ধুত্বের মধ্যে এসব কেউ করে?"

আমি তেজি গলায় বলেছিলাম, "এসব মানে? তুই একটু হেল্প নিতেই তো পারিস। এতে তো আর মহাভারত অশুদ্ধ হয় না।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

খানিক চুপ করে থেকে জিকো বলেছিল, "নাহ্ বন্ধুত্বের মধ্যে এসব না আনাই ভাল। আর হেল্প বলছিস? সে তো বেদের কাছ থেকে আমি নিয়েই থাকি। দেখিস না বেদ আমায় রোজ কফি খাওয়ায়!"

আমি আর কিছু বলিনি। কী হবে বলে? ও যা পারে তা-ই করুক। ফলে জিকো নিজের স্পাইডারম্যান নামের সার্থকতা বজায় রেখে উচ্চশ্রেণির কাজকর্ম করে চলে। আমাদের আড্ডাও চালু থাকে। সূর্য আকাশের এ মাথা থেকে ও মাথায় পিং পং বলের মতো দৌড়াদৌড়ি করে। আমাদের জীবন চলে এবং চলছিলও, কিন্তু গোল বাধাল পাড়ার ১০০ কিউ নম্বরের বাড়িটা। ওটা বাড়ি না বলে রাজবাড়ি বলাই ভাল। বিশাল এক চারতলা বাড়ি। আর সেটা কিনেই উঠে এল রতন বন্দ্যোপাধ্যায় আর তার রাবণের মতো পরিবার। রাবণের মতো মানে 'খল' নয়, বিশাল। ওদের জয়েন্ট ফ্যামিলি। তাই ওই পেল্লায় বাড়িটা ওরা কিনেছে। ফ্যামিলিটা আমাদের পাড়ায় উঠে আসামাত্র আমাদের পাড়ার প্রেস্টিজ থেকে শুরু করে হকিন্স সব এক ধাক্কায় বেড়ে গেল। কারণ রতনবাবুর মেয়ে হেমন্তী। ছোট্ট করে হই। এই যে হই এল, এবার আমাদের গল্প একটা ইমপেটাস পাবে। কারণ হই, মেরি জেন-এর ফ্লেভার আনবে ঘটনায়।

AMARBOI.COM

॥ ২ ॥

মাত্র মাস চারেক পাড়ায় এলেও, হৈমন্তীদের ফ্যামিলি খুব মিশুকে। আসার কয়েকদিনের মধ্যেই পাড়ার প্রায় সবার সঙ্গেই ওদের আলাপ হয়ে গেছে। তবে এই যে আমরা, মানে পাড়ার যুবক সম্প্রদায়, যারা হাতে ইট আর বুকে গিট নিয়ে হই-এর স্বয়ংবরে লাইন দেব ভেবেছিলাম, তারা কয়েকদিনেই বুঝে গেছি যে হই-কে ম্যানেজ করা মুশকিল। এর দুটো কারণ, এক, হই-রা ভীষণ কনজারভেটিভ ফলে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের কথা বলাটা পৃথিবীর প্রধান তিনটে অন্যায়ের মধ্যে পড়ে আর প্রেমজ বিবাহ করলে তাকে কালাপানির সাজা দেওয়া হয়। আর দু নম্বর কারণটা হল ফিজিকাল। অর্থাৎ

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

হই-এর দুই কাকা। দুটো যেন আস্ত পর্বত। যেমন লম্বা, তেমন চওড়া। গায়ে অ্যাটম বোমার শক্তি। পাড়ার ক্লাবে ক্যারম খেলতে এসে দু' আঙুলের চাপে স্ট্রাইকার ভেঙে দিয়েছে একদিন। ফলে সেদিনই আমরা বুঝে গেছি, হই-এর পেছনে লাইন লাগাতে গেলে অচিরেই ক্যাওড়াতলায় আমাদের নতুন করে লাইন লাগাতে হবে। ফলে হই-কে দূর থেকে দেখেই আনন্দ। হ্যাঁ, দেখেও আনন্দ। কারণ সত্যিই হই দেখবার বস্তু। কেমন দেখতে হই? নাঃ, তা আর বলব না, কারণ তাতে পাঠকদের ফ্রাসট্রেশন আর পাঠিকাদের কমপ্লেক্স বাড়বে বই, কমবে না। তো, এরকম হই ও তার ফ্যামিলির সঙ্গে কিন্তু নিমেষে ভাব করে ফেলল আমাদের স্পাইডারম্যান!

অবশ্য এই ভাবটাও হয়েছে কিন্তু ওই মাকড়সাগিরির জন্যই। তখন হই-রা সবে এসেছে এ পাড়ায়। সে দিন রোববার। রকের সামনে ক্যারমবোর্ড নিয়ে আমরা খেলছিলাম। হঠাৎ হই-দের বাড়ির চারতলার ওপর থেকে প্রচণ্ড চিৎকার চেঁচামেচি শুনলাম। সবাই মাথা উঁচু করে দেখলাম চারতলার ছাদ থেকে হই-এর ঠাকুমা চিল্লিয়ে এ তল্লাটের তো বটেই দিল্লি বোম্বেরও কাক জড়ো করে ফেলেছে। আমাদের কালো কালো মাথাগুলো নীচে জড়ো হতে দেখেই ঠাকুমা চেঁচিয়ে বলল, 'দ্যাখো না কাকেরা আমার গোপাল ঠাকুরের জামা নিয়ে গাছে ফেলেছে।" আমরা দেখলাম উঁচু কৃষ্ণচূড়া গাছের প্রায় মগডালে ছোট্ট একটা লাল কাপড়ের টুকরো ঝুলছে। বুঝলাম ওটাই গোপাল ঠাকুরের জামা। এখন কে উদ্ধার করবে ওই জামা? অত ওপরে কে উঠবে? গোপাল ঠাকুরের জামা পাড়তে গেলে, গোপাল ঠাকুরের কাছে পৌঁছে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। ওদিকে ঠাকুমার চিৎকার বাড়ছে। এবার ইরাক, ইরান থেকেও কাকেরা চলে আসতে পারে। কিন্তু সেইসব কাকেদের আর পরিশ্রম করতে দিল না জিকো। জুতোটা খুলে অদ্ভুত দক্ষতায় ও কৃষ্ণচূড়ার শরীর বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। বেদ আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "ব্যাটার পরোপকারের বাতিকটা যাবে না দেখছি। ও কি সত্যিই নিজেকে স্পাইডারম্যান ভাবে নাকি?" আমি কী বলব? ততক্ষণে যে গোপাল ঠাকুরের জামা উদ্ধার হয়ে গেছে।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

সেই গোপাল ঠাকুরের জামা হয়ে গেল হই-দের বাড়িতে জিকোর কমপ্লিমেন্টারি পাস। প্রথমে ঠাকুমা, তারপর রতনবাবু, তারপর সেই পার্বত্য কাকা যুগল এবং সবশেষে হৈমন্তী, সবার সঙ্গে দহরম মহরম হয়ে গেল জিকোর। ও হয়ে উঠল হইদের বাড়ির ঘটে কাঁঠালি কলা। ওদের বাড়ির র‍্যাশন আনা থেকে ঠাকুমার সঙ্গে নাম সংকীর্তন শুনতে যাওয়া, সবেতেই জিকো হয়ে উঠল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ওর কাছ থেকেই আমরা হই-দের বাড়ির কথা শুনতাম। সারা বাড়িতেই নাকি দামি জিনিসের ছড়াছড়ি। ওরা নাকি খুব গান শোনে। ছাদের ওপর হই-এর ঘরটা নাকি খুব সুন্দর। বেদ একদিন কড়া গলায় বলল, "আচ্ছা জিকো, তোকে ওদের বাড়ি থেকে ডাকলেই তুই ল্যাজ তুলে ছুটিস কেন রে? তোকে দিয়ে সব হাবিজাবি কাজ করায়।"

জিকো হেসে জবাব দিল, "হাবিজাবি কোথায়? সব ভাল কাজ। এই যেমন তুই করিস। মানে আমায় কফি খাওয়া এখন এক কাপ। খাওয়াবি?"

সেদিন কথাটা কাটিয়ে দিলেও একদিন সন্ধেবেলা জিকোকে একা ধরলাম আমি, "জিকো কী কেস বল তো? দিনে দিনে ও বাড়িতে যাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াচ্ছিস? কোনও ঘাপলা আছে নাকি?" জিকো প্রথমে কিছু বলল না। কথা ঘোরাবার জন্য ভুলভাল বকতে লাগল। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। শেষে অনেক কষ্টে ও বলল, "আসলে হই-কে একদিন না দেখলে আমার মন খারাপ হয়। তাই..."

"অ্যাঁ!" আমার হাঁ করা মুখের মধ্যে একটা সিংহও ঢুকে যেতে পারত।

"মানে আমার হই-কে খুব ভাল লাগে। মানে, ওকে ভালবাসি আমি।" কোনওরকমে মাটির দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলে ফেলল জিকো।

আমার বিস্ময় তখনও কাটেনি। বললাম, "পাগলা হিপোপটেমাস কামড়েছে তোকে? শেষে হই? কিছু মনে করিস না, তোদের স্টেটাসের ডিফারেন্সটা ভেবে দেখেছিস তো?"

জিকো লাজুক গলায় বলল, "আমার তো মনে হয় ও আমায় পছন্দ করে। আমার দিকে খুব তাকায় ও। মানে ওই ঝারি আর কী!"

"ঝারি? তোকে? শোন ফালতু রিস্কে যাস না কিন্তু, ঝাড় হয়ে যাবে।"

জিকো নিচু গলায় বলল, "কিন্তু আমি তো ওকে ভুলতে পারি না।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে ওর মুখটাই প্রথম মনে পড়ে আমার। অমন গায়ের রং, অমন চোখ, হাসিটা দেখেছিস? বুড়া, আয়াম ইন লাভ।" আমি আর কিছু বললাম না। বুঝলাম এ 'গন কেস'।

এর কিছুদিন পর জিকো উত্তেজিত হয়ে এল আমার কাছে। সেদিন কাজে বেরোয়নিও। কেন? না হই-কে নিয়ে পার্ক স্ট্রিটের কোনও এক কমপিউটার সেন্টারে যাবে ও। হই ওখানে ভরতি হয়েছে। সে দিন প্রথম ক্লাস। প্রথম দিন বাড়ির থেকে কেউ যেতে পারবে না বলে দায়িত্ব পড়েছে জিকোর ঘাড়ে। আমি তখন বেদের সঙ্গে বসে ছিলাম। জিকো হই-এর কেসটা বেদকে বলেনি। কারণ তা হলেই বেদ ওকে ঝাড় দেবে। কিন্তু জিকো হই-এর সঙ্গে বেরোবার উত্তেজনায় বেদের সামনেই বলে ফেলল কথাটা, "জানিস আজ হই-কে নিয়ে যাব আমি।"

বেদ অত্যন্ত শার্প ছেলে। ব্যাপারটা বুঝতে ওর সময় লাগল না। ও বলল, "ও—ও সেই জন্যই তোর ও বাড়িতে অত ছোঁক ছোঁক। শালা, মাকড়সার বাচ্চা, এবার লাথ খাবি। জিকো, এখনও সময় আছে. নিজেকে সামলা।" কিন্তু কে কাকে সামলায়?

সে দিন সন্ধেবেলা জিকো লাফাতে-লাফাতে এল আমাদের রকে। বেদ আর আমি তখন সৌরভের বাদ পড়া নিয়ে তর্ক করছিলাম। জিকো এসেই নাচের ভঙ্গিতে এক চক্কর ঘুরে নিল আমাদের সামনে। তারপর বলল, "আজ তোরা কী সব পাতি ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছিস? জানিস আজ কী হয়েছে?"

বেদ মুখ ব্যাজার করে বলল, "কী হয়েছে? নেতাজি ফিরে এসেছেন?"

"তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। হই আজ আমার হাত ধরেছে।"

"মাইরি?" এবার আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম।

বেদ আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল, "বুড়া, তোর নাল পড়ছে কেন? আর জিকো এটা এমন কী ব্যাপার?"

জিকো স্বপ্নের মধ্যে থেকে বলল, "শুধু ভাব একবার, এক রাস্তা লোকের মধ্যে মিউজিক ওয়ার্ল্ডের সামনে দিয়ে হই আমার হাত ধরে রাস্তা পার হল! আমার আজকে রাতে ঘুমই আসবে না। জানিস, যখন ও হাত ধরেছিল, কত

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

কাছে এসে গিয়েছিল আমার! ওর চুলের থেকে কী সুন্দর গন্ধ পাচ্ছিলাম! আমার নাকে এখনও লেগে আছে গন্ধটা।"

বেদ নাক কুঁচকে বলল, "ভুখা, শালা। বাদ দে, কফি খাবি?"

জিকো গম্ভীরভাবে বলল, "আজ আমি খাওয়াব তোদের।"

বেদ এবার অবাক হয়ে বলল, "মালটা সত্যি প্রেমে পড়েছে রে বুড়া!"

॥ ৩ ॥

দেখতে দেখতে সরস্বতী পুজো এসে গেল। মাঘ মাস হলেও ঠান্ডাটা হঠাৎই কমে গেছে এবার। ভেবেছিলাম ছুটির দিন একটু দেরি করে ঘুম থেকে উঠব। কিন্তু সাত সকালে জিকো এসে হাজির। আমার ঘরে ঢুকে, আমাকে ঠেলেঠুলে বিছানায় বসে বলল, "একটা জরুরি দরকারে এলাম, বুঝলি? একটা হেল্প করবি আমায়?"

আমার ঘুমের রেশ তখনও কাটেনি। কোনওমতে বললাম, "কী হেল্প? কফি খাওয়াতে হবে?"

জিকো সিরিয়াস হয়ে বলল, "ইয়ার্কি মারিস না। একটু টাকা জমাবি?"

"একটু কেন আমার তো অনেক জমানোর ইচ্ছে। কিন্তু কী কেস বল তো ইনসিওরেন্সের দালালি শুরু করলি নাকি?"

"ভ্যাট" জিকো ভুরু কোঁচকাল, তারপর বলল, "পুরো কথাটা শোন না। আমার কিছু টাকা রোজ তোর কাছে রেখে যাব। মানে আজ থেকে ভ্যালেন্টাইনস ডে-র আগে অবধি। আসলে আমার কাছে থাকলে তো খরচ হয়ে যাবে। জানিস তো কী হাল আমাদের। টাকাটা অনেক কষ্ট করে জমাতে হবে, বুঝলি?"

আমি এবার সত্যিই অবাক হলাম, "কেন রে জিকো? হঠাৎ এমন ফোর্সড সেভিং করছিস কেন?"

জিকো লাজুক গলায় বলল, "আসলে আমার তো কোনও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই, তাই তোকে বলছি। এবারে ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে হই-কে একটা গিফট কিনে দেব ভাবছি।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

"ধুর, ফালতু পয়সা নষ্ট করবি কেন?"

জিকো ভরপুর আবেগ দিয়ে বলল, "সেদিন গিফট আর ফুল দিয়ে ওকে আমি প্রপোজ় করব।"

"কেলো করেছে! মাইরি, ব্যাপক রিস্ক হয়ে যাবে কিন্তু। অমন আডভারটাইজ়ের মতো দেখতে মেয়ে আর তুই কোথাকার কে এক ন্যাংলা প্যাংলা। ভাল করে ভেবে দেখেছিস তো?"

"শোন প্রেমে বড়লোক গরিব লোক হয় না। প্রেম হল প্রেম। আর হই যে আমায় পছন্দ করে সে ব্যাপারে আমি শিয়োর।"

আমি এবার বিরক্ত হলাম, "কী ১৯৫০ সালের বাংলা ছবির ডায়ালোগ বলছিস? তোকে প্র্যাকটিকাল ছেলে বলে জানতাম। যখন লাথ খাবি না, তখন বুঝবি। ফুল-টুল দেওয়া বেরোবে তখন।"

জিকো হেসে বলল, "ঠিক আছে দেখা যাবে। এখন এই রাখ আজকের কুড়ি টাকা। শুধু ভাবছি কী ফুল দেব? কিন্তু ফুলটা তো প্রপোজ়ের সময় মাস্ট। কথায় আছে না— 'সে ইট উইথ ফ্লাওয়ারস'!"

জিকো চলে যাওয়ার পর চুপ করে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। কোনওদিন কোনও ব্যাপারে জিকোকে এতটা সিরিয়াস দেখিনি।

সেদিন থেকে সত্যিই রোজ জিকো আমার কাছে কখনও দশ কখনও কুড়ি টাকা করে জমাতে শুরু করল। আমি জানি ওর কষ্ট হচ্ছে, তবু কিছু বলতে পারতাম না। আসলে প্রেম এমন এক চক্কর যে তাতে বহু মানুষ তলিয়ে যায়।

ভ্যালেন্টাইনস ডে-র সকালে জিকো এল আমার কাছে। বলল, "ওঃ, আমার আজ যা হচ্ছে না! মনে হচ্ছে পেটের মধ্যে ডব্লু ডব্লু ই-র কুস্তি চলছে। আচ্ছা, কত টাকা জমল বল তো?"

আমি টাকাগুলো গুনে বললাম, "একশো ষাট টাকা।"

জিকো একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল, "কী কেনা যায় বল তো?"

"গিফট আইটেম কেন। আর কী কিনবি?"

জিকো বলল, "ঠিক আছে। আর শোন আজ বিকেলে কিন্তু তোকে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

আমার সঙ্গে যেতে হবে। আজ হই-এর কমপিউটার ক্লাস আছে। ক্লাসের শেষে ওকে ধরব।"

আমি দেখলাম বিপদ। বললাম, "আমায় এর মধ্যে টানছ কেন গুরু? আর বাবা অফিস থেকে ছুটি দেবে না।"

"আবার ঢপ? নিজেদের ব্যাবসা তোদের। একটা দিন আমার জন্য ম্যানেজ করতে পারবি না? তোকে যেতেই হবে। কোনও বাহানা শুনব না।" জিকো নাছোড়বান্দা হয়ে বলল। আমি আর না করতে পারলাম না। আমতা আমতা করে রাজি হয়ে গেলাম। জিকো বলল যে ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় ও রাসবিহারীর মোড়ে 'মেলডি' দোকানটার সামনে থাকবে। আমি যেন অফিস থেকে সোজা ওখানে চলে আসি। এরপর যাও য়ার সময় জিকো ফিক করে হেসে বলল, "বুড়া মেট্রোর টিকিটটা আজ তুই কাটিস, কেমন?"

মিউজিক ওয়ার্ল্ডের সামনের প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে আমরা উলটো দিকের ফুটপাথে উঠলাম। দেখলাম জিকো খুব টেনসড হয়ে আছে। "কীরে কই মাছের মতো খাবি খাচ্ছিস কেন?" আমার প্রশ্নে জিকো ফ্যাকাশে মুখ করে হাসল তারপর আঙুল দিয়ে সামনে দেখাল। দেখলাম নামকরা একটা কমপিউটার ইন্সটিটিউট-এর দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসা স্টুডেন্টদের ভিড়ে হৈমন্তী।

হই আমাদের দেখতে পায়নি। আমি জিকোকে ঠেললাম, "যা কথা বল।"

জিকো ঠোঁট চেটে বলল, "একটু ফাঁকা হোক। এতজনের সামনে... মানে ইয়ে আর কী।"

আমি ভাবলাম, ঠিকই তো। হই ফুটপাথ ধরে পার্ক হোটেলের দিকে হাঁটতে শুরু করল। আমরা ওকে অনুসরণ করতে লাগলাম একটু দূর থেকে। ভ্যালেন্টাইনস ডে-র জন্য আজ দারুণ ভাবে সেজেছে পার্ক স্ট্রিট। প্রতিটা দোকানেই যেন আলো আর রিবনের উৎসব। এই জমজমাট আবহাওয়ার মধ্যে হাঁটতে খারাপ লাগছিল না আমার!

"ওই দ্যাখ হই দাঁড়িয়ে পড়েছে।" জিকোর কথায় সংবিৎ ফিরল আমার। দেখলাম সত্যিই হই 'ট্রিঙ্কাস'-এর সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কেন দাঁড়িয়ে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

পড়ল ও? তবে কি আমাদের দেখতে পেয়েছে? পেলে, ভালই। আমি বললাম, "জিকো এবার যা। এটাই তোর শেষ সুযোগ।"

জিকো দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে এগিয়ে গেল হই-এর দিকে। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম একটু দূরে। জিকোর টেনশন এবার আমার মধ্যে সঞ্চারিত হল। কী হবে কে জানে! শুনলাম জিকো হই-কে বলল, "তোমায় একটা কথা বলতে এসেছি আজ।"

হই খুব স্বাভাবিক মুখ করে বলল, "কী কথা? আর সেটা বলতে এখানে আসতে হল? বাড়িতে বা পাড়ায় বললে না কেন?"

"না, পাড়ায় এসব বলা যায় না।"

"এসব মানে? কী সব বলা যায় না?"

"হই আমি তোমায়... মানে, তোমায় আমি... ভীষণ ভালবাসি। খুব ভালবাসি। তোমায় ছাড়া কিচ্ছু ভাবতে পারি না আমি। ভীষণ মন খারাপ লাগে আমার। আমি জানি না তুমি কী ভাবছ আমায়, কিন্তু তুমি আমার কাছে যে কী। আমি তোমায় সারাজীবন ভালবাসব হই। তুমি দেখো সারাজীবন ভালবাসব। আর এ... এগুলো তোমার জন্য।" দেখলাম জিকো ওর হাতের গিফট আর ফুল হই-এর দিকে এগিয়ে দিল। হই গিফটটা নিল। র‍্যাপিংটা ওখানে দাঁড়িয়েই খুলল। প্যাকেট থেকে বেরিয়ে এল ছোট একটা কাচের ডলফিন। হই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ডলফিনটা দেখল একবার, তারপর বলল, "কত দাম হবে এটার? একশো টাকা বড়জোর। তোমার স্টেটাস এর থেকেই প্রমাণিত হয়। জিকো তুমি কল্পনা করলে কী করে যে তোমাকে ভালবাসব আমি? তোমার আমার মধ্যে কোনও তুলনা হয়? বামন হয়ে চাঁদ ধরতে এসেছ? তোমার মাসে যা রোজগার তা দিয়ে আমার একটা ড্রেস হয় মাত্র। গায়ে মানুষের চামড়া থাকলে এ মুখ আমাকে দেখাবে না আর। তোমাদের মতো ছোটলোকদের সঙ্গে এই এক প্রবলেম। একটু হেসে কথা বললেই সেটাকে প্রেম বলে ধরে নাও।" কথাগুলো বলে ফুল আর ডলফিনটা ফুটপাথের ওপর ছুড়ে ফেলল হই। তারপর এগিয়ে গেল এরই মধ্যে সামনে এসে দাঁড়ানো একটা হন্ডা সিটি গাড়ির দিকে। গাড়ির মধ্যে রাজপুত্রের মতো একটা ছেলে বসে আছে। হই তার দিকে তাকিয়ে বলল,

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"চল জাস্টিন।" জাস্টিন জানলা দিয়ে আমাদের দিকে তাকাল, তারপর সামান্য হাসল। গাড়ি স্টার্ট করে ওরা চলে গেল মল্লিক বাজারের দিকে। জাস্টিন কে বুঝতে আর বাকি রইল না আমার।

জিকো ওদের চলে যাওয়াটুকু দেখল তারপর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। ও কাঁদতে পারছে না, কিন্তু ওর মুখ দেখে বুঝলাম ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ওর। হই এত রুডলি না বললেও পারত। আমি কী বলব ভেবে পেলাম না, শুধু দেখলাম উৎসবের পার্ক স্ট্রিটে নিয়নের জ্বলা-নেবা, জ্বলা-নেবার তলায় ভেঙে টুকরো হয়ে যাওয়া ডলফিন আর ছড়ানো ফুলের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের পাড়ার স্পাইডারম্যান। আমি বুঝলাম উৎসবের কলকাতা এমনই ছোট ছোট দুঃখের পাংচুয়েশন দিয়ে তৈরি।

॥ ৪ ॥

এর পরের এক সপ্তাহ আমি আর কলকাতায় ছিলাম না। আমাদের ব্যাবসার কাজে বাবা আমাকে চেন্নাই পাঠিয়েছিল। আসলে গত বছর ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে পাস করে বাবার ব্যবসায় জয়েন করেছি। তাই বাবা, ব্যাবসার সঙ্গে আমাকে অ্যাক্লেমেটাইজ করার জন্য মাঝেমধ্যেই এখানে ওখানে পাঠায়।

যা-ই হোক, কলকাতায় ফিরে এসে দেখলাম পাড়ার সবকিছু আপাতভাবে ঠিক থাকলেও কোথায় যেন ছন্দ কেটেছে। পাড়ায় এসে সারাদিন কারও টিকির দেখা পেলাম না। সব কোথায় কে জানে। প্রায় রাতের দিকে গিয়ে বেদকে ধরলাম আমি।

এখন খাতায় কলমে বসন্তকাল হলেও কলকাতায় বেশ গরম পড়ে গেছে। তবে সন্ধের দিকে মিষ্টি হাওয়া দেয় একটা। তীব্র হয়ে ওঠে ফুলের গন্ধ। দক্ষিণ কলকাতায় এই এক সুবিধে, এখানে প্রচুর গাছ। আমি আর বেদ এইসব সুন্দর গাছ দিয়ে সাজানো রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে কথা বলছিলাম।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

বেদের কাছেই জানলাম আজকাল জিকো বিশেষ পাড়ায় থাকে না। ওর ওইসব 'উচ্চশ্রেণি'র কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে একটা কেটারিং হাউসেও ঢুকেছে। ফাল্গুন মাস, সামনে ভরা বিয়ের মরশুম, তাই কাজের চাপ সামলাতে কেটারিং হাউসগুলো নতুন ছেলেদের রিক্রুট করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এ ছাড়া আর কী খবর বল? ভাল কথা হই-এর কোনও খবর জানিস?"

বেদ রাস্তার দোকান থেকে একটা কোল্ড ড্রিংকসের ক্যান কিনল। ফস করে সেটার মুখ খুলে এক চুমুক দিয়ে বলল, "হই-এর তো বিয়ে, আর আট ন'দিন বাকি আছে।"

"বিয়ে? এত তাড়াতাড়ি? সে কী?" আমি ভীষণ অবাক হলাম।

"ও তুই জানিস না, না? আসলে হই-রা তো বহুত কনজারভেটিভ, তার মধ্যে ওর নাকি আবার একটা খ্রিস্টান ছেলের সঙ্গে ভাব ছিল। এমনিতেই হই-এর জন্য পাত্র দেখা হচ্ছিল, কিন্তু এই অ্যাফেয়ারের কথা শুনে তো ওদের বাড়িতে ব্যাপক ক্যাচাল। মাইরি এমন চিল্লামেল্লি হয়েছিল না যে আমরা রকে বসেও সব শুনেছিলাম। এখন তো হই প্রায় বন্দি। ওরাও তাড়াহুড়ো করে কানাডা থেকে এক এন আর আই পাত্রর সঙ্গে হই-এর বিয়ে ঠিক করেছে। আমাদের তো সপরিবারে নেমন্তন্ন করেছে। তোদের করেনি?"

আমি ভাবলাম সপ্তাহখানেকের মধ্যে এত কিছু ঘটে গেল। বেচারা জিকোটা নিশ্চয়ই খুব দুঃখ পেয়েছে। অবশ্য যার সঙ্গে বিয়ে হত তাতেই তো ও দুঃখ পেত। আমি বেদের সঙ্গে বাড়িতে ফিরে জানলাম যে আজকে হই-দের বাড়ি থেকে এসে আমাদেরও নেমন্তন্ন করে গেছে। আমি ভাবলাম যাক একটা এপিসোড শেষ হল তা হলে। কিন্তু তখনও আমি জানতাম না যে এটা সামান্য ব্রেক মাত্র। আসল ঘটনা শুরু হল এর দু'দিন পর, এক রবিবার।

এই ক'দিন কিছুতেই জিকোর সঙ্গে দেখা হয়নি আমার। রবিবার, ছুটির দিন বলে ওকে গিয়ে ধরলাম দুপুরবেলায়। জিকো খাটের ওপর বসে একটা খবরের কাগজ পড়ছিল। অনেক বাহানা করছিল, কিন্তু ধমক ধামক দিয়ে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

টানতে টানতে ওকে নিয়ে এলাম আমাদের রকে। আজ আর ক্লাব ঘরে নয়, এই রকের সামনেই আমরা ক্যারম খেলব। আমি আর জিকো একদিকে, বেদ আর টিনু বলে আরেকটা ছেলে অন্যদিকে পার্টনার। এ ছাড়াও চার-পাঁচজন আছে পরে খেলবে বলে। টুকটাক ইয়ারকি ফাজলামোর মধ্যে খেলা শুরু হল। কিন্তু আমি লক্ষ করলাম জিকোর যেন খেলায় মন নেই। এমনি ক্যারম খেলতে বসলে ও 'রেড রেড' করে পাগল হয়ে যায়। আর আজ বেস-এ পেয়েও রেড ফেলছে না। আমি দু'-একবার খোঁচাও দিলাম। কিন্তু জিকোর তবুও কোনও হেলদোল নেই।

পাঁচ নম্বর বোর্ড শুরু হওয়ার সময়ই ঘটনাটা ঘটল। স্ট্রাইক ছিল জিকোর। ও ঘুঁটি সাজিয়ে 'হিট' করতে গিয়ে, বোর্ড থেকে স্ট্রাইকার তুলে নিল। আমি পার্টনার হিসেবে ওর উলটোদিকে ছিলাম। দেখলাম ও আমার কাঁধের ওপর দিয়ে পেছন দিকে তাকাচ্ছে। অন্যরাও বোর্ড থেকে চোখ সরিয়ে সেদিকেই তাকিয়ে। কেসটা কী? আমি চকিতে পেছন দিকে ঘুরলাম, আর ঘুরেই থাপ্পড় খেলাম যেন। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে হৈমন্তী আর জাস্টিন!

হৈমন্তীই প্রথম কথা বলল, "জিকো, আমার ভীষণ বিপদ, তোমার হেল্প দরকার।"

জিকো আমতা আমতা করে বলল, "আমার?" আমি ওর মুখ দেখে বুঝলাম ও ঘাবড়ে গেছে।

হই বলল, "প্লিজ় জিকো, তুমি না কোরো না।"

জিকো ঢোঁক গিলে বলল, "ঠিক আছে, বলো।"

হই একবার পেছন দিকে তাকিয়ে কী দেখল যেন, তারপর বলল, "তোমরা নিশ্চয়ই জানো আমার আর ক'দিন পরেই বিয়ে। কিন্তু ওকে, মানে জাস্টিনকে ছাড়া আর অন্য কাউকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আজ আমরা চলে যাচ্ছি। এতদিন বাড়িতে প্রায় বন্দি অবস্থাতেই ছিলাম। আজ দুপুরে ওরা সবাই ঘুমিয়েছে, এই সুযোগে আমি বেরিয়ে এসেছি। কিন্তু একটা গন্ডগোল হয়ে গেছে, সেইজন্যই তোমার হেল্প চাইছি। না হলে, তোমাকে এত কথা বলতাম না।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

জিকো স্ট্রাইকারটা বোর্ডে রেখে এগিয়ে এল, বলল, "কী হেল্প দরকার তোমার?"

হই রুমাল দিয়ে ঠোঁটের ওপরটা মুছল একবার, তারপর আবার পেছনে দেখল। এবার বুঝলাম বাড়ির থেকে কোনও লোক আসছে কি না সেটাই দেখছে ও। হই বলল, "তাড়াহুড়োয় আমি আমার সার্টিফিকেটের ফাইলটা ঘরের টেবিলে রেখে এসেছি। ওটা না নিয়ে যাই কেমন করে বলো? মানুষের ওটাই তো সব। জানি খুব রিস্ক নিচ্ছি কিন্তু কোনও উপায় নেই। জিকো তুমি তো জানো ছাদের ঘরটাই আমার। আসলে আমাদের মেন দরজাটায় তো ইয়েল লক লাগানো। আমি ওটা টেনে বেরিয়ে এসেছি। আর ঢুকতে পারছি না। তুমি একটু দেয়াল বেয়ে উঠে ফাইলটা নিয়ে আসবে? প্লিজ, এটুকু তোমায় করতেই হবে।"

বলে কী মেয়েটা? এ তো সাংঘাতিক প্রস্তাব। জিকো ধরা পড়লে তো ম্যাগনাম কেস খাবে। না, এটা জিকোকে করা উচিত নয়। বিশেষ করে হই-এর মতো মেয়ের জন্য। এখন দরকার পড়েছে, খুব এসেছে। কী স্বার্থপর রে বাবা! আমি ভাবলাম জিকোকে না করব। কিন্তু তার আগেই দেখলাম বেদ উত্তেজিত হয়ে বলল, "না, না জিকো ওসব করবে না। তোমাদের ম্যাও তোমরা সামলাও। ওসব টুনিটাল কেসে জিকো নেই।"

হই বেদকে পাত্তা না দিয়ে আবার বলল, "প্লিজ জিকো, প্লিজ।"

বেদ আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু জিকো ওকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করল, "যেতে পারি, কিন্তু ছাদের দিকে তোমার ঘরের দরজা খোলা আছে তো?"

হই বলল, "কিছু চিন্তা কোরো না। দরজা খোলা আছে। আর বাড়ির সবাই এখন ঘুমোচ্ছে। তুমি শুধু বেয়ে-বেয়ে ওপরে উঠে টেবিলে রাখা ব্রাউন ফাইলটা নিয়ে বেয়ে-বেয়ে নেমে আসবে, ব্যাস। আমি জানি, তুমি পারবে। কেউ বুঝতে পারবে না। তুমি তো আমাদের পাড়ার স্পাইডারম্যান।"

আমার ব্যাপক মটকা গরম হয়ে গেল। কী খচ্চর মেয়ে! কাজ হাসিল করার জন্য বার খাওয়াচ্ছে। আমি বললাম, "জিকো, ফালতু ঝাড় হবে কিন্তু। যাস

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

না।" জিকো অদ্ভুত ভাবে তাকাল আমার দিকে। ওর চোখে এমন কিছু ছিল যাতে আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। জিকো আমাকে অবাক করে এগিয়ে গেল হইদের বাড়ির দিকে। ভাবলাম বলি যাস না। এতে তোর গোটাটাই লস। একটা এদিক ওদিক ঘটলে তোর মায়ের কী হবে? কিন্তু বলব কাকে? স্পাইডারম্যান কি কারও কথা শোনে?

জিকো গিয়ে দাঁড়াল হইদের বাড়ির সামনে। চটিটা খুলে ফেলল পায়ের থেকে। তারপর মাকড়সা হয়ে গেল। জানলা, দেওয়ালের খাঁজ, বারান্দার রেলিং ধরে-ধরে ওপরে উঠতে লাগল ও। আমরা, নীচে দাঁড়ানো মানুষেরা, অবাক হয়ে দেখলাম চারতলার ওপরের ছাদে নিমেষে উঠে গেল জিকো। আমি বুঝলাম প্রেম মানুষকে দিয়ে কত কিছু করায়!

ভেবেছিলাম মিনিট পাঁচ-দশেক লাগবে বড়জোর। কিন্তু পনেরো মিনিট হয়ে গেলেও জিকো নামল না। দেখলাম হই-এর সুন্দর মুখটা টেনশনে কই মাছের রূপ ধারণ করেছে। আমি মনে-মনে বললাম বেশ হয়েছে, কাঁদ বেটা। এটাই তোর শাস্তি। কিন্তু কুড়ি মিনিট হয়ে যাওয়ার পর, ভয়ে আমারও ব্রহ্মতালু শুকিয়ে গেল। মালটা ফাইল খুঁজে পায়নি নাকি? ক্যাদ্দানি দেখিয়ে উঠে এখন ফেঁসেছে নিশ্চয়ই। দেখলাম বেদের মুখ লাল হয়ে উঠেছে। জাস্টিনও উশখুশ করছে। স্বাভাবিক, মেয়ে ভাগাতে এলে তো এসব হ্যাপা সামলাতেই হবে চাঁদ।

আমাদের কী করণীয় ভাবতে-ভাবতেই হঠাৎ হইদের বাড়ির ভেতর থেকে একটা প্রচণ্ড চিৎকার শুনলাম। তারপরই ওদের মেন দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল। দেখলাম হই-এর অ্যাটমকাকুরা নেংটি ইঁদুরের মতো নিয়ে আসছে জিকোকে। বুঝলাম ধরা পড়েছে। অ্যাটমকাকুরা তাদের অ্যাটমিক সংবর্ধনা শুরু করল এর পরেই। ন্যাকড়া কাচার মতো পেটাতে লাগল জিকোকে। আমরা প্রথমে কতকটা ঘাবড়ে গেলেও, পরে সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম জিকোকে বাঁচাতে। খানিকটা চড়চাপ্পড় খেলেও কোনওমতে ছেঁড়াখোঁড়া জিকোকে উদ্ধার করলাম আমরা। বেদ হাত পা

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

নেড়ে সমস্ত ঘটনাটা বোঝাল কাকুদের। আমরাও সম্পূর্ণভাবে সাপোর্ট করলাম ওকে। হই ততক্ষণে ফুটপাথে বসে পড়েছে। আর হাওয়ায় রেডিয়েশন দেখে জাস্টিন জাস্ট কেটে পড়েছে। ক্ষতবিক্ষত জিকোকে আমরা যখন ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছি, দেখলাম কাকুরা একরকম হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে হই-কে বাড়ির মধ্যে টেনে নিয়ে গেল। দূর থেকে আমি দেখলাম, এখন ফাঁকা হয়ে যাওয়া ফুটপাথের ধুলোয় পড়ে আছে হই-এর গোলাপি রুমাল।

॥ ৫ ॥

গল্পটা যদি এখানেই শেষ হয়ে যেত, তবে তোমাদের চেয়ে আমিই বেশি খুশি হতাম। কিন্তু তার উপায় নেই। আর একটু বোর করব তোমাদের, কারণ আজ হৈমন্তীর বিয়ে। ওরা নহবত বসিয়েছে। সানাই-এর হালকা সুর মন খারাপের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে পাড়ায়। খানিকটা যে চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেপাড়ায়ও ঢুকে যাচ্ছে না তাও নয়। কেন যে মানুষেরা বিয়েতে সানাই বাজায়! নেমন্তন্নে আমার বাবা মা আগে চলে গেলেও আমি এই বেরোলাম।

সে দিন মার খাওয়ার পর ধুম জ্বর এসেছিল জিকোর। ওর মা খুব কান্নাকাটি করছিল। কিন্তু ব্যাপারটাই এমন যে কেউ আর এ নিয়ে বিশেষ ঘাঁটায়নি। আমি দু'দিন দেখতে গিয়েছিলাম ওকে। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও জিকোকে কোনও কথা বলাতে পারিনি। ফলে আর আমি ওকে ডিস্টার্ব করিনি।

এখন রাস্তায় বেরিয়ে নেমন্তন্ন বাড়ির দিকে যেতে গিয়ে দেখলাম আমাদের রকে বসে আছে জিকো। ওর তো আর নেমন্তন্ন নেই। আমি ভাবলাম যাক ওর জ্বর ছেড়েছে তা হলে। আমি পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়ালাম ওর কাছে। দেখলাম এখনও চোখ ফুলে আছে ওর। ভুরুতে স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

আমি কাছে যেতেই ও সরে বসল একটু। বলল, "বুড়া, বসবি একটু? দেরি হয়ে যাবে?"

আমি ওর পাশে বসে বললাম, "কেমন আছিস বল। জ্বর কমেছে?"

জিকো গভীর নিশ্বাস ছাড়ল, বলল, "সমস্যাটা শরীর নয়, সমস্যাটা মন। খারাপ লাগছে বুঝলি, ভীষণ খারাপ লাগছে।"

আমি বললাম, "কী করবি বল? হই-এর বিয়ে তো হতই। আর ও তো তোকে পছন্দ করে না। ফালতু মন খারাপ করিস না।"

"না রে সে জন্য নয়। আসলে মন খারাপ লাগছে অন্য কারণে।"

"কেন রে?" আমি অবাক হলাম।

জিকো মাটিতে পড়ে থাকা একটা কৃষ্ণচূড়ার ডাল থেকে পাতা ছিঁড়তে-ছিঁড়তে বলল, "সে দিন ছাদে উঠে আমি ফাইলটা নিয়ে বেয়ে-বেয়ে নেমে আসতেই পারতাম বুঝলি। কিন্তু ওর ঘরে ঢুকতেই সব কেমন জানি বদলে গেল। সারা ঘরটায় হই-এর সেই চুলের গন্ধটা যেন ছড়িয়ে আছে। আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। মনে হল হই যেন আমার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি চুপ করে বসে ছিলাম ঘরে। হঠাৎ আমার খুব রাগ হতে লাগল। এত কষ্ট হচ্ছিল আমার, মনে হচ্ছিল দুম করে ফেটে যাবে মাথাটা। ভাবলাম হই-কে যেমন আমি পাইনি, তেমনই হই-কেও জাস্টিনকে পেতে দেব না। ও বুঝুক, প্রেমের কষ্টটা বুঝুক। ধরিয়ে দেব ওকে। তাই মাথায় একটা আইডিয়া এল। আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। একটা পোর্সিলিনের দামি ফুলদানি আছড়ে ভাঙলাম কাকাদের ঘরের সামনে। জানতাম এভাবে জাগালে ব্যাপারটা অন্য মাত্রা পাবে। সেটাই পেল, তারপর তো তোরা জানিস। আমি জানতাম বাইরে আছিস তোরা, আমায় ঠিক বাঁচাবি।" জিকো চুপ করে রইল খানিকক্ষণ, তারপর আবার বলল, "কিন্তু এখন এত খারাপ লাগছে না! নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে। হই বিশ্বাস করে দায়িত্ব দিয়েছিল আমায়। আর আমি ওর বিশ্বাস ভাঙলাম! বুড়া, আমি এ কী করলাম বল তো, আমার যে কী হয়েছিল সেদিন!"

আমি দেখলাম জিকোর চোখে জল। ও বলল, "আর স্পাইডারম্যান বলে ডাকিস না আমায়। ফ্রেন্ডলি নেবারহুড স্পাইডার কখনও এমন করে?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

জিকো মাথা নিচু করে বসে রইল। ওর পিঠ ফুলে-ফুলে উঠছে। সানাইটা হঠাৎ জোরদার হয়ে ছড়িয়ে পড়ল পাড়ায়। দমকা হাওয়ায় ভেসে আসা ফুলের মিষ্টি গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল আমার। রকের কোনায় মাথা নিচু করে কাঁদতে থাকা জিকোকে দেখে বুঝলাম মেরি জেন-রা গল্পেই থাকে। আর এও বুঝলাম কেন স্পাইডারম্যানের মুখোশ দরকার হয়।

AMARBOI.COM
www.MonerSathe.Com

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

হোমার যখন ঘোড়সওয়ার

"চিন্তা নেই, কোনও চিন্তা নেই। এবার দুর্ভিক্ষের দিন শেষ হবে, দেশ থেকে বিদায় নেবে মহামারি, ঘুসখোর বদলোকগুলোকে ধরে-ধরে শায়েস্তা করা হবে। কারণ, নেতাজি ফিরে আসছেন। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আসছেন।" লম্বা বারান্দার ওপাশের ঘরটা থেকে আজ সকালবেলাই চিৎকারটা আসছে। এই রে, ন্যাড়াদাদু আজ আবার শুরু করেছেন! টুলের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের পা-ভাঙা টিয়াপাখিটাকে লংকা খাওয়ানোর চেষ্টা করছিলাম আমি। নেতাজির ফিরে আসার খবর শুনে টুল থেকে লাফ দিয়ে নেমে আমি ন্যাড়াদাদুর ঘরের দিকে ছুট লাগালাম। ন্যাড়াদাদু সাধারণত এরকম চিৎকার-চেঁচামেচির সময় আমায় দেখলে একটু শান্ত হন। আজও হলেন। প্রশ্ন করলেন, "কী রে, এসেছেন? নেতাজির পায়ের শব্দ শুনলাম মনে হল।"

আমি বললাম, "আসবেন, আসবেন। চিন্তা কোরো না। দ্যাখো, হয়তো ট্রেন লেট আছে, তাই দেরি হচ্ছে। এখন ওষুধটা খেয়ে নাও তো। ওষুধ খাওনি শুনলে, নেতাজি কিন্তু ভীষণ রাগ করবেন।"

টেবিলের উপর ওষুধের ফয়েল দেখেই বুঝেছি, দাদু আজ ওষুধ খাননি। আমার কথা শুনে দাদু তাড়াতাড়ি ওষুধটা তুলে নিলেন। দাদু চান না, নেতাজি রেগে যান। ওষুধটা খেলে এই সব চিৎকার-চেঁচামেচি কম থাকে। আমি নিজের মনে হেসে টিয়ার খাঁচার কাছে ফিরে এলাম।

ন্যাড়াদাদু আমার নিজের দাদু নন। মায়ের, টেলিস্কোপ দিয়ে দেখার মতো, দূর সম্পর্কের এক কাকা। ১৯৮৪ সালে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় দাদুর বউ আর একমাত্র মেয়ে মারা যান। দাদুর স্মৃতিও লোপ পায়। সাতকুলের কেউ এই দাদুর দায়িত্ব নিতে না-চাওয়ায়, অষ্টম কুলের প্রতিনিধি হিসেবে মা

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

দাদুকে আমাদের বাড়ি নিয়ে আসেন। আজ মা-ও নেই। মারা গিয়েছেন। কিন্তু দাদু থেকে গিয়েছেন আমাদের সঙ্গে। ছেলেবেলা থেকেই দাদু নেতাজির খুব ভক্ত ছিলেন। আই এন এ-তে যোগ দেওয়ার জন্য প্রথম কৈশোরে একবার বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেনও শুনেছি। কিন্তু তা অবশ্য হয়ে ওঠেনি। ওই অ্যাক্সিডেন্টের পর দাদুর মাথা থেকে আর সব মুছে গিয়েছে, কিন্তু জেগে উঠেছেন নেতাজি। নেতাজি আদৌ আসবেন, নাকি তাঁর আসা আর সম্ভব নয়— এসব কেউ জানে না, তবু ন্যাড়াদাদু বলে যান। তোশিবা বলে, আমার দাদু নাকি 'হোপলেস অপটিমিস্ট'। বলে, এই পচে যাওয়া সমাজটার ব্যাপারে দাদুই একমাত্র আশার কথা শোনান। আসলে তোশিবার সব কিছুতেই গোরুর রচনা লেখার মতো ব্যাপার। পায়েস রান্নার রেসিপি জানতে চাইলেও ও সেটা সমাজব্যবস্থায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে। আবার নেলপলিশের রং বাছতে গেলেও সেটা শেষমেশ সমাজের অবক্ষয়ে নিয়ে যাবে। এই টেম্পারামেন্ট নিয়ে ও প্রেম করে কী করে, ভগবানই জানে! কিন্তু না, এখনই তোশিবার কথা নয়। ওর কথা যথাসময়ে বলা যাবে। এখন আমার প্রধান কাজ, টিয়াপাখিটাকে লঙ্কা খাওয়ানো।

আমি আবার টুল রেখে খাঁচার নাগাল পেতে উপরে উঠলাম। আমাদের এই উত্তর কলকাতার বাড়িটা খুব পুরনো, সেই মিউটিনির সময়ের। এই বাড়ির সিলিং যেমন উঁচু, অন্যান্য জিনিসগুলোও সব উঁচুতে। যেমন উঁচুতে খাঁচা, সুইচবোর্ড, কাপড় মেলার তাক, খাবার রাখার তাক...। আর মুশকিলটা সেখানেই। মাটিতে দাঁড়িয়ে আমি কিছুতেই এসবে হাত পাই না, মানে আমার হাত পৌঁছোয় না। কারণ, আমার উচ্চতা, মানে হাইট সাড়ে চার ফুট। অর্থাৎ একটা দু'শো লিটারের ফ্রিজের হাইট। আমাদের বাড়ির অন্যান্যদের গড় উচ্চতা পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি। সেই গড় আমি পাংচার করে ছেড়েছি। কী করে যে আমি এত বেঁটে হলাম, তা নিয়ে তদন্ত কমিটি বসতেই পারে। আর, সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের বাড়িতে কয়েকবার তা বসেছেও। কারণ, একটা বাইশ বছরের ছেলেকে যদি এখনও 'চার ফুট দশ'-এর ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলতে ডাকে, বা প্রায় রুমালের মতো একটা কাপড় দিয়ে যদি তার ফুলপ্যান্ট তৈরি হয়, তবে তো তা নিয়ে কথা হবেই। আমায় ডাক্তারের কাছেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গুচ্ছের ইঞ্জেকশন ফুটিয়ে আমার অবস্থা

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

ছাঁকনির মতো করে দিয়েছেন তাঁরা, তবু কিছু হয়নি। শেষে পিসিমা বলেছেন, "ওকে জুতিয়ে লম্বা করতে হবে।" এসব শুনে সকলে বেশ হ্যা-হ্যা করে হেসেছে, কিন্তু আমার সমস্যা কাটেনি। চানাচুর নিতে আমায় তাক থেকে কৌটো পাড়তে হয়, লাইট জ্বালাতে সুইচ টিপতে হয়, স্নানের পর তোয়ালে মেলতে হয় তারে, আর দিনে দু'-তিনবার জল বা লংকা খাওয়াতে হয় এই পা-খোঁড়া টিয়াপাখিটাকে। আর এই সমস্ত কাজ করার জন্য আমায় টানতে হয় মান্ধাতার আমলের একটা ভারী টুল।

ওই টুলটা বেয়ে উঠেই আমি এখন খোঁড়া পাখিটাকে লংকা খাওয়াতে চেষ্টা করছি। পাখিটার নাম দিয়েছি 'খোকাবাবু'। পাখিটা মোটেই ভদ্র-সভ্য নয়, ভয়ানক ত্যাঁদোড়। এই যে এতক্ষণ আমি লংকা নিয়ে গুঁতোগুঁতি করে লঙ্কাকাণ্ড বাধাচ্ছি, সেজন্য ওর একটুও সহানুভূতি নেই। শুধু একপায়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে একবার দাঁড়ের এদিকে আসছে, আর-একবার ওদিকে যাচ্ছে। আমি হাতের ছড়িটা দিয়ে একবার খোঁচা দিলাম, "খা না ব্যাটা। তোর খাওয়া না হলে মাঠ থেকে ফিরে বাবা এই লংকা আমাকেই খাইয়ে ছাড়বেন।" আমার খোঁচা খেয়ে টিয়াটা ডানা ঝাপটিয়ে তারস্বরে চিৎকার করে উঠল, "নেতাজি, নেতাজি!" আর, ঠিক সেই সময়ই গাড়ির শব্দটা পেলাম। পুরনো ফিয়েট। এই রে, বাবা মাঠ থেকে ফিরলেন! কোনওমতে টুলটাকে রেখে বারান্দা থেকে ঘরে এলাম। বাবা যদি দ্যাখেন, এখনও টিয়াপাখিকে লংকা খাওয়ানো হয়নি, তবে আমার কপালে ঝাড় নাচছে। দেখলাম, বাবার সঙ্গে রাহু (ল) আর আমাদের নায়িকা, মানে তোশিবাও আছে। হয়তো আজও পথে দেখা হয়েছে।

এখানে একটু পড় দিই। কারণ, পাঠকদের জানানো দরকার যে, রাহু (ল) লেখাটার মধ্যে কোনও ছাপার ভুল নেই! আসলে মালটার নাম রাহুল। কিন্তু ওর কাজকর্মের জন্য 'ল'-টাকে আমি মনে-মনে ব্র্যাকেট করে দিয়েছি। মালটা সাক্ষাৎ রাহু। আমাদের সব ব্যাপারেই বাগড়া দেবে। একটু পরেই অবশ্য বোঝা যাবে আমার ব্র্যাকেট লাগানোর সার্থকতা।

ঘরে ঢুকে আমাকে দেখে তোশিবা বলল, "কী রে লাট্টু, তিনি কই? সকাল দশটা বাজে, এখনও ঘুমোচ্ছেন? এই দেশের কী হবে বল তো? চারিদিকে এত অশিক্ষা, অনাহার, গুন্ডামি, সেখানে একটা সাতাশ বছরের

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

জোয়ান ছেলে এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোয় কী করে? কাকু পর্যন্ত মাঠ থেকে ফিরে এলেন! তুই আজ দোকানে যাবি না? এখনও ঘুরঘুর করছিস কেন? তোরা দু'জনে মিলে তো এই বাড়ির সব কিছু নষ্ট করে দিবি দেখছি! শেম অন ইউ।"

আমি দেখলাম, বাবা মাথা থেকে ফেল্ট হ্যাটটা খুলে সম্মতিসূচক ভঙ্গি করছেন, আর রাহুল দাঁত দেখাচ্ছে। সত্যিই দোকানে যেতে দেরি হয়ে গিয়েছে। খোঁড়া টিয়াটার জন্যই তো এরকম হল। দেব কোনওদিন লফঝার ভিতরে তুঁতে পুরে খাইয়ে। সব ল্যাঠা চুকে যাবে।

আমাদের গয়নার দোকান আছে একটা। কিন্তু সাংঘাতিক কিছু চলে না। আসলে প্রায় ছ'-সাত লাখ টাকা ঢাললে, তবে দোকানটার ভোল বদলাবে। বাবা লাখ তিনেক জোগাড় করেছেন, আরও তিন-চার লাখ টাকা লাগবে। নতুন ডিজাইনের গয়না, শ্বেতপাথরের মেঝে, লাইট লাগানো ঝিংচ্যাক শো-কেস, স্প্লিট এসি— এসবই খুব খরচসাপেক্ষ।

আমি এই দোকানটায় বসি। বছর-দু'য়েক আগে কোনওরকমে বি কম পাস করার পর, আমার পড়াশোনার প্রতিভা দেখে বাবা বা ইউনিভার্সিটি কেউই আমাকে আর পড়াশোনা করানোর রিস্ক নেননি। জুয়েলারি শপের জুয়েল বানিয়ে ছেড়েছেন। তবে দোকান নিয়ে বাতেলাই করছি বেশি, দোকানের সবটাই কিন্তু সামলান দিনুকাকা, আমাদের বহু পুরনো লোক। আমার তো মাঝে-মাঝে সন্দেহ হয় যে, চিড়িয়াখানায় মরে যাওয়া কচ্ছপটা দিনুকাকার চেয়ে ছোটই হবে। দিনুকাকা বিয়ে করেননি। দোকান নিয়েই সারাদিন থাকেন। দিনুকাকাই আমায় স্বর্ণবাণিজ্যের গুপ্তকথা শেখান। কিন্তু অধিকাংশই ট্যান হয়ে যায় আমার। বাবা নামকাওয়াস্তে আসেন একবার। কারণ, বাবা অন্য একটা কাজ করেন, আর সেটা নিয়েই সব সময় ব্যস্ত থাকেন। বাবা রেসের ঘোড়ার ট্রেনার। আর, মোটামুটি ভালই ট্রেনার।

আমায় বকা শেষ করে তৃপ্ত মুখে ডাইনিং টেবিলের একটা চেয়ার টেনে তোশিবা বসল। আর, তখনই বেজে উঠল রাহুলের মোবাইল। তোশিবাকে খুব স্টাইল করে "এক্সকিউজ় মি" বলে বারান্দায় চলে গেল কথা বলতে। আমি মনে-মনে বললাম, আপদ তোকে আমি এমনিই এক্সকিউজ় করলাম। তুই দূর হ। আমিও তোশিবার পাশে একটা চেয়ার টেনে বসলাম। খেতে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

হবে। পিসিমা এসে খাবার বেড়ে দিলেন আমায়। পিসিমা বিধবা। ছেলেপুলে নেই। আমাদের সঙ্গেই থাকেন। আর ছেলেপুলে না থাকার অভাব পূরণ করেন বাড়িসুদ্ধ সকলকে সন্তানজ্ঞানে শাসন করে। মেজাজের দিক থেকে পিসিমা সাক্ষাৎ মুসোলিনি। সর্বক্ষণ যেন অদৃশ্য মুশল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। একটু বেচাল হয়েছে কী ভয়ানক ঝাড়! এমন ঝাড় যে, ন্যাড়াদাদুও তখন নেতাজিকে ডাকতে সাহস পান না।

খেতে-খেতে শুনলাম বাবা তোশিবাকে বলছেন, "বুঝলি, বারিকবাবু আবার বলছেন ওঁর ঘোড়াদের ট্রেনিং দিতে। জানিস তো, আর কয়েকদিন পরেই ডার্বি রেস। আর, টাকাটাও এখানকার চেয়ে বেশি দেবেন বলছেন।"

তোশিবা ব্যাগ থেকে একটা সিডি বের করে বলল, "অফারটা যখন ভাল, করলেই পারো।"

"না রে পাগলি," বাবা বললেন, "সেনসাহেবদের ঘোড়া ট্রেনিং দিই আমি। এতদিনের সম্পর্ক, সেটা পয়সার চেয়েও বেশি।"

খেতে-খেতে আমি চট করে একবার রাহুলকে দেখলাম। ও কথাটা শুনতে পেল কি? আসলে রাহুল সেনসাহেবের ছেলে তো! আমি দেখলাম ও একমনে মোবাইলে বকে যাচ্ছে তখনও। তোশিবা আমার খাবারের প্লেট থেকে একমুঠো আলুভাজা তুলে নিয়ে ঠোঁট ওলটাল। তারপর বলল, "পারো বাবা।" তারপর আমায় লক্ষ করে বলল, "এই গ্যাঁড়া, তোদের প্রিন্টারে কালি আছে? কয়েকটা পেজ প্রিন্ট নেব। একটা প্রোজেক্টের সিনপসিস আছে।"

গ্যাঁড়া মানে? আমার মাথা গরম হয়ে গেল! বললাম, "পার পেজ দশ টাকা করে পড়বে কিন্তু। মাগনা প্রিন্ট নিতে দেব না।"

তোশিবা খেঁকিয়ে উঠল, "যেমন চেহারা ছোট, তেমন মনটাও বানিয়েছিস। ভাগ।" ও গটগট করে কম্পিউটারের ঘরের দিকে চলে গেল। আসলে এই বাড়ির সব কিছুর উপরেই তোশিবার অগাধ অধিকার।

বাবাও আর দাঁড়ালেন না। মাথার টুপিটা হাতে ঘোরাতে-ঘোরাতে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন। আর ঠিক তখনই কথা শেষ করে বারান্দা থেকে ঘরে এসে আমার সামনে দাঁড়াল রাহুল।

বলল, "কী রে লাট্টু, খুব সাঁটাচ্ছিস? এরকম ছোট চেহারায় এত খাস কী করে রে?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

এই শুরু হল। আমায় দেখলেই ওর মুখ চুলকোয়। আমি গম্ভীরভাবে বললাম, "তোর তাতে কী?"

রাহুল হাসল, "না, আমার আর কী? তবে গেলার কম্পিটিশনে গোল্ড বাঁধা তোর।"

আমি কোনও উত্তর না-দিয়ে দ্রুত খেতে লাগলাম।

রাহুল আমায় বলল, "তা লাট্টু, কোনও মেয়েফেয়ের ধান্দা করতে পারলি, নাকি শুধু দেখেই গেলি? সত্যি, তোদের বাড়িটা চিড়িয়াখানা। বুড়ো ট্রেনার, খোঁড়া টিয়া, গোঁফওলা পিসিমা, ন্যাড়াদাদু, গ্যাঁড়া খোকা..."

ওকে কথা শেষ না করতে দিয়ে আমি বললাম, "তুই কোনও মেয়ের ধান্দা করতে পারলি, শালা গলাকাটা রাহু?"

রাহুল গলা নামিয়ে দাঁত চেপে ফিসফিস করে বলল, "হচ্ছে রে বামন, হচ্ছে। আর যখন হবে, তোদের দু'টোর..."

"আবার তুমি লাট্টুর পিছনে লেগেছ?" এবারও রাহুল কথা শেষ করতে পারল না। কারণ, হাতে কয়েকটা প্রিন্টআউট নিয়ে তোশিবা এসে গিয়েছে। এবার তোশিবা আমার দিকে ফিরল। বলল, "এই, তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে দোকানে যা। আর, যাওয়ার আগে নবাবপুত্তুরকে ডেকে দিয়ে যাবি।"

আমার খাওয়া প্রায় শেষ হয়েই গিয়েছিল। আমি উঠে পড়লাম। মুখ ধুয়ে ঘরে গেলাম। বেরোনোর আগে মানিব্যাগ নিতে হবে। এই সকালেও ঘরটা নিকষ অন্ধকার। হবেই, সব জানলা বন্ধ যে! আমি হাতড়ে-হাতড়ে টেবিলের উপর রাখা মানিব্যাগটা খুঁজতে গিয়ে অন্ধকারে বুঝতে না পেরে, হাতের ধাক্কায় একটা গ্লাস ফেললাম মাটিতে। স্টিলের গ্লাসটা ঝনঝন করে উঠল। আর সেই শব্দে খাটের উপরে লেপের তলা থেকে একটা ঘুমজড়ানো গলা বলে উঠল, "লাট্টু, ক'টা বাজে রে?"

যে আমার কাছে সময় জানতে চাইল, সে হল তোশিবার প্রেমিক, হর্স রেসের নামকরা জকি, আমার দাদা এবং এই কাহিনির নায়ক, হোমার।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

॥ ২ ॥

হোমার— এই ট্যান টাইপের নামটা দিয়েছিলেন মা। অবশ্যই আদর করে, ডাকনাম হিসেবে। হোমারের আসল নাম হেমব্রত। আনকমন নাম বলেই বোধহয় হোমার নামটা বেশি গ্রহণযোগ্য হয়েছে। তবে নাম শুনে এটা ভাবার কোনও কারণ নেই যে, হোমার পদ্য লিখে ফাটিয়ে দিচ্ছে। হোমার ওসবের ধারকাছ দিয়েও যায় না। কলেজের পাট চুকিয়ে ও আর পড়াশোনা করেনি। এখন রাতের বেলায় হোমার কম্পিউটার গেম খ্যালে আর রেসের সময় ঘোড়া ছোটায়।

জকি হিসেবে হোমার কলকাতায় প্রথম পাঁচজনের মধ্যে আসে। না, হোমার কোনও চাকরিবাকরি করে না। এমনকী, আমাদের দোকানের পথও মাড়ায় না। আসলে ঘোড়া ছুটিয়ে মোটামুটি আয় হয় ওর। তবে কিছুই জমায় না প্রায়। হাবিজাবি গেম কিনে, আর বন্ধুদের খাইয়ে খরচ করে। এই ভুলভাল খরচ নিয়েই তোশিবা ঝাড় দেয় হোমারকে। তোশিবা একতরফা বলে যায়, আর হোমার শুধুই হাসে। ওর হাসি দেখে তোশিবা আরও রেগে যায়। বলে, "আসল হোমার অন্ধ ছিলেন, আর এই নকলটা কালা।"

হোমার এরকমই, ঠান্ডা। কিন্তু আমি জানি যে, এই ঠান্ডা ছেলেটার মধ্যে একটা ভীষণ জেদি ছেলে লুকিয়ে আছে। অবশ্য এই জেদের জন্যই হোমার-তোশিবার প্রেমটা হয়েছে। ব্যাপারটা প্রায় বছর তিনেক আগে ঘটেছিল। হোমার সেনসাহেবের ঘোড়ায় প্র্যাকটিস করত বিকেলে। তারপর ছেলে রাহুলের সঙ্গে ওদের বাড়িতে যেত আড্ডা দিতে। রাহুলরা ঘ্যামা বড়লোক। আলিপুরে উঁচু পাঁচিলঘেরা বাড়ি ওদের। আর ওদের পাড়াতেই থাকত তোশিবা। মানে, এখনও থাকে আর কী। তোশিবা ভয়াবহ সুন্দরী। তোমরা সালমা হায়েককে দেখেছ তো? সালমা হায়েককে একেবারে তোশিবার মতো দেখতে। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, তোশিবার পিছনে লাইন এবং বে-লাইন দু'টোই মারাত্মক বড়। আমার ঠান্ডা দাদাটাও সেই লাইনের অংশ হয়ে গেল। হোমার আর ওর মোটরবাইক রাহুলদের পাড়ার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে উঠল। আর এই পুরো ব্যাপারটায় রাহুল রাহুর মতো বাগড়া দিত। যদিও মুখে তা স্বীকার করত না। কিন্তু আমার সব সময় মনে হয়েছে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

যে, রাহুল ওই বে-লাইনের অংশ। তাই ও চাইত না যে, হোমার আর তোশিবার কোনও সম্পর্ক তৈরি হোক।

এভাবে পাঁচ-ছ' মাস চলার পর হোমার একদিন সরাসরি প্রপোজ় করল তোশিবাকে। কিন্তু ব্যর্থ হল। যুবসমাজের উন্নতিতে প্রেম যে কত বড় বাধা, সেটাই হোমারকে বুঝিয়ে দিল তোশিবা। কিন্তু হোমার বুঝল না। ফলে আবার প্রপোজ়। এবার ছাত্র রাজনীতি ও সমাজে তার প্রভাব নিয়ে উনিশ পাতার বক্তৃতা শুনতে হল হোমারকে। হোমার তবু হাল ছাড়ল না। এবং ক্রমান্বয়ে প্রপোজ় করে যেতে লাগল। মানে, হোমার অবস্থা এমন করে তুলল যে, রবার্ট ব্রুস হিস্ট্রি থেকে নিজের নাম উইথড্র করার কথা ভাবতে শুরু করলেন। তোশিবাও বোধহয় মনে-মনে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল, তাই এক বর্ষার বিকেলে এক অদ্ভুত প্রস্তাব দিল হোমারকে। সেবার প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল কলকাতায়। আমাদের ঠনঠনের সামনে এমন জল জমল যে, আমি প্রায় সাঁতার কেটে বাড়ি ফিরলাম। আর আমি যখন ঠনঠনেতে সাঁতার কাটছি, তখন রাহুলদের পাড়ায় গোলাপি ছাতা মাথায় হোমারকে শর্ত দিচ্ছিল তোশিবা। অবশ্য গোলাপি ছাতাই ছিল কি না, জানি না। তবে সমস্ত সুন্দরী মেয়েই গোলাপি ছাতা নেয় বলে আমার ধারণা।

তোশিবা দাদাকে বলেছিল, "হোমার, তুমি যদি এখন থেকে কাল সকাল পর্যন্ত ছাতা ছাড়া আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারো, তা হলে আমি তোমার ব্যাপারটা ভেবে দেখতে পারি।" অর্থাৎ ওই কলকাতা ঝাপসাকরা বৃষ্টির মধ্যে বিকেল থেকে পরের দিন সকাল পর্যন্ত হোমারকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তোশিবার বাড়ির সামনে! অন্য কোনও ছেলে হলে হয় কেটে পড়ত, নয়তো তোশিবাকে গালাগালি করে একটা স্ক্রু ড্রাইভার কিনে দিত। কিন্তু হোমার সেসব কিচ্ছু করল না। বরং ও দাঁড়িয়ে রইল। বিকেল ঘুরে সন্ধে হল। বৃষ্টি বাড়ল। কলকাতা আরও কয়েক মিলিমিটার ডুবে গেল জলের তলায়। সারি সারি ট্রাম থেমে গেল মাঝপথে। মিটারে লাল কাপড় জড়িয়ে ট্যাক্সিচালক বাড়িয়ে দিল ভাড়া। প্রেমিক-প্রেমিকারা এই সুযোগে জড়াজড়ি করে হাঁটতে লাগল এক ছাতার তলায়। হোমার কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল। সন্ধে রাতে মিশল। বাবা পায়চারি বাড়িয়ে দিলেন। পিসিমার প্রেশার বেড়ে গেল। হোমারকে ওর মোবাইলে ধরতে গিয়ে বুঝলাম, মোবাইলটা

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

বাড়িতেই ফেলে গিয়েছে ও। রাহুলকেও ফোনে পাওয়া গেল না পুরোটা সময়। আমি ওয়াটারপ্রুফ পরে রিকশা করে হোমারকে খুঁজতে বেরিয়েও ফিরে এলাম জলের জন্য। জলের জন্যই আমাদের পুরনো ফিয়েট নড়ল না এক ইঞ্চিও। রাত গভীর হল। কলকাতা ডুবে গেল ঘুমে। আমার শোয়ার ঘরের খাটে আমি জেগে বসে রইলাম। আর খোঁড়া টিয়াটা সারারাত কেন জানি না, প্রাণপণে নেতাজিকে ডেকে গেল।

পরের দিনও পলিমাটি রঙের আকাশ থেকে একনাগাড়ে বৃষ্টি হয়ে চলল। আর তার মধ্যে বেলা বারোটার সময় ভিজে প্রায় ন্যাতা হয়ে হাসিমুখে ফিরল হোমার। এর পরের আধ ঘণ্টা চলল হোমারকে শাসন করার পালা। মূল উদ্যোক্তা পিসিমা আর বাবা। আধ ঘণ্টা পর সমস্ত আক্রমণ সহ্য করে হোমার আমাদের ঘরে এল। তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছলেও চুল তখনও শুকোয়নি। ও খাটের উপর উঠে বসল। ওর হাসিমুখ দেখে আমি প্রশ্ন করলাম, "কী রে দাদা, ব্যাপারটা কী?"

হোমার ধীরে-ধীরে পুরো ঘটনাটা আমায় বলল। তারপর ফাঁস করল আসল ব্যাপার, তোশিবা ওর প্রপোজাল অ্যাকসেপ্ট করেছে। আমি মনে-মনে ভাবলাম, যাক, রবার্ট ব্রুস বেঁচে গেলেন এই যাত্রায়! ব্যাপারটার শুরুটা খুব রোমান্টিকভাবে হলেও পরবর্তী অধ্যায়ে কিন্তু অতটা রোমান্টিক নয়। কারণ, তোশিবা ক্রমাগত বকে যায় আর হোমার হেসে চলে। আর তোশিবা যে হোমারকে এতটা ঝাড়ে, এতে পজিটিভ ক্যাটালিস্টের কাজ করে রাহুল। নেহাত বাবা ওদের ঘোড়া ট্রেন করায়, না হলে কী যে করতাম, আমি নিজেই জানি না। ব্যাটা ছ'ফুটের উপর লম্বা। ইয়া মোটা-মোটা বাইসেপ। আমায় টোকা মারলে আমার ব্রহ্মাণ্ড দর্শন রকেট ছাড়াই হয়ে যাবে। তবে একদিন আর থাকতে না পেরে আমি ওকে বলেছিলাম তোশিবা-হোমারের ব্যাপারে না থাকতে। তাতে ও আমায় বলেছিল যে, ওদের পাড়ায় একটা বামন কাগজকুড়ুনি মেয়ে আসে। ও নাকি আমার জন্য তাকে ঠিক করেছে। কারণ, আমি নাকি লম্বা মেয়েদের হ্যান্ডেল করতে পারব না।

রাহুল তোশিবাকে যখন-তখন দামি-দামি গিফ্‌টও দেয়। তোশিবা অবশ্য নেয় না। উলটে হোমারের উপর ঝাড়ের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। বলে, হোমারেরও পয়সা জমানো উচিত। ঘোড়সওয়ারি ছেড়ে কোনও সিকিওর্ড

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

কাজ খোঁজা উচিত। কারণ, এ হল ওয়েস্টেজ অফ ইয়ুথ। আর সারাজীবন কেউ তো জকির কাজ করতে পারে না। এত সব পরেও হোমার হাসে। আর প্রায় সন্ধে নেমে আসা আমাদের বারান্দায় হাত-পা নেড়ে ভূতের মতো চিৎকার করতে থাকে তোশিবা। খোঁড়া টিয়াটা সিটিয়ে থাকে খাঁচার মধ্যে। ঘরের জানলা দিয়ে জুলজুল চোখে তাকিয়ে থাকেন ন্যাড়াদাদু। পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হওয়ার আগেই দেখি, তা নিয়ন্ত্রণ করতে বারান্দার ওই মাথা থেকে খাবারের ট্রে হাতে এগিয়ে আসছেন পিসিমা।

॥ ৩ ॥

এই দুই অধ্যায় ধরে যেভাবে লিখলাম, ঠিক সেভাবেই আমাদের জীবন বেশ চলছিল। কিন্তু গোল বাধল, এই গল্পটা যে পয়েন্টে শুরু হয়েছিল, সেই পয়েন্টে বা সেই দিনে। হোমারকে সময় বলে আমি তো দোকানে চলে গেলাম। তারপর সারাদিন দিনুকাকার বাজার মুখ, সোনার ভরির হিসেব, মেকিং চার্জ নিয়ে দরাদরি, পান বাদ দিয়ে সোনার ওজন— এই সব ঠেলে সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে এলাম। আর এসেই বুঝলাম, একটা গন্ডগোল হয়েছে কোথাও।

বারান্দায় চুপচাপ বসে আছে তোশিবা, আর হোমার মোবাইলে কাকে যেন ঘোড়ার উপর কী সব বোঝাচ্ছে। এটা প্রায়ই সামলাতে হয় হোমারকে। বিশেষ করে এই শীতকালটায়। এটা রেসেরই মরশুম। যেহেতু ও জকি, তাই ওর কাছে প্রচুর লোক আসে, রেসে কোন ঘোড়ার উপর টাকা লাগাবে, তা জানতে। হোমার হাসিমুখে সাধ্যমতো তাদের ভুজুংভাজুং দেয়। হোমার বলে, "পাবলিকও যেমন! আমি যদি জানতাম, তা হলে আমি নিজেই টাকা লাগিয়ে বড়লোক হতাম না কি? কোন ঘোড়া কবে কীরকম দৌড়োবে, তা ঘোড়ারা নিজেরাও জানে না!" কিন্তু রেসুড়েরা কি সেসব বোঝে? তারা রাতারাতি বড়লোক হবে! অবশ্য আর-একটা ব্যাপারেও অনেকে আসে হোমারের কাছে, ডার্বি রেসের পাসের জন্য। ওই রেসের সময় বাবা আর হোমার চারটে করে পাস পান। ডার্বি রেসের পাস ঘ্যামা জিনিস। মেম্বার

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

গ্যালারিতে বসে খেলা দেখা, ইচ্ছেমতো খাওয়াদাওয়া, ব্যাপক মেয়ে দেখা— ওঃ, দারুণ ব্যাপার!

কিছুক্ষণ বসে কথা শুনে বুঝলাম, ফোনের অন্য প্রান্তের মানুষটা ডার্বি রেসের পাসের জন্যই ঝুলোঝুলি করছে। এমনকী, টাকা অফারও করছে। আর, হোমার সমানে 'না, না' করে তাকে বুঝিয়ে যাচ্ছে। আমি জানি, এখন এরকম উপদ্রব শুরু হবে। কারণ, আর কয়েকদিন পরেই ডার্বি রেস। তার একটা রেসে হোমার রাইড করছে।

কোনওমতে লোকটাকে কাটিয়ে ফোনটা বন্ধ করে টেবিলে রাখল হোমার। এই গোল টেবিলটা আমাদের বাড়িতে সত্তর-আশি বছর ধরে রয়েছে। এই বারান্দাতেই রাখা থাকে এটা। এর চারপাশে চেয়ার পেতে চলে আমাদের রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স। কিন্তু আজ সব চুপচাপ। হোমার টেবিলে আঙুল দিয়ে দাগ কাটছে, আর তোশিবা ভুরু কুঁচকে চুপ করে বসে রয়েছে। জটিল কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই। এরই মধ্যে পিসিমা এসে লুচি, আলুভাজা দিয়ে গেলেন। আমি খেতে শুরু করলাম। কিন্তু তোশিবা ওর প্লেট টাচ করল না। হোমার কিছু খাচ্ছে না। জকিদের নাকি দুবলা-পাতলা থাকতে হয়। না হলে ঘোড়াদের দৌড়োতে সমস্যা হয়। ফলে নিজেকে রোগা রাখতে হোমার খুব কম খায়।

আমি এবার এই নিস্তব্ধতা ভাঙলাম। তোশিবাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোর এম এসসি-র পড়া কেমন এগোচ্ছে রে?"

"তোর কী দরকার, গ্যাঁড়া গবেট?" তোশিবার খেঁকিয়ে ওঠা শুনেই বুঝলাম, ওর মাথায় ডিম ভেঙে দিলে তা ওমলেট হয়ে যাবে।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "আমার আর কী? এমনিই জিজ্ঞেস করলাম। মেজাজ এত খারাপ কেন?"

এবার তোশিবা আমায় অবাক করে হঠাৎ কেঁদে ফেলল। এ কী রে! কী হল?

আমি হোমারকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে রে দাদা? কিছু বলেছিস তুই?"

হোমার বলল, "লাটু, আমি কোনওদিন কাউকে কিছু বলি?"

আমি ভেবে পেলাম না, কী হল? তবে এটুকু বুঝলাম, হয়তো এই

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

ব্যাপারে আমার না থাকাই ভাল। আমি খাওয়ার প্লেটটা নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় তোশিবা ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, "চেয়ার ছেড়ে নড়বি না গ্যাঁড়া। তোর জেনে রাখা উচিত, তোর এই দাদা কত বড় পাষণ্ড!"

"কেন?" আমি থতমত খেয়ে আবার চেয়ারে বসে পড়লাম।

তোশিবা ফোঁপানি আর তেজ মেশানো গলায় বলল, "জানিস, আজ রাহুল আমায় প্রপোজ় করেছে!"

আমি বললাম, "তো? প্রতিটা মেয়েই উনিশ হাজার প্রপোজ়াল পায়।"

"না, এভাবে কেউ করে না। রাহুলের বাড়ি থেকেও আমাদের বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। সেটা তোর দাদাকে বলেছি, আর সেই শুনে ও হাসছে!"

"হাস্যকরই তো। তুই দাদাকে ভালবাসিস। সেটাই ইম্পর্ট্যান্ট। যে যা-ই বলুক, তোর কী? তোরা ঠিক থাকলেই হল," আলুভাজার শেষ স্লাইসটা মুখে দিয়ে আমি বললাম।

তোশিবা রুমালে চোখ, নাক মুছে বলল, "ব্যাপারটা হলিউডের সিনেমা নয়। বাবা আমায় আর মাস ছয়েক সময় দিয়েছেন। আমি কি বাবাকে বলব যে, যাকে আমি ভালবাসি, সে ঘোড়া চালায়? তুই তো জানিস, আমাদের সোসাইটিতে হর্স রেস সম্বন্ধে এখনও ট্যাবু আছে! তুই বল লাট্টু, এসব শোনার পর কেউ এত ইনডিফারেন্ট থাকতে পারে? ও এমন ভাব করছে, যেন কিছুই হয়নি! কতবার বলেছি, এই ঘোড়দৌড় ছাড়ো। কিন্তু ও এত পাষণ্ড যে..." আবার কান্না এসে ডুবিয়ে দিল কথাগুলো। আমি ভ্যাবলা হয়ে বসে রইলাম। দেখলাম, একটু দূরে ঝুলিয়ে রাখা খাঁচার মধ্যে খোঁড়া টিয়াটা নিজের পালকের মধ্যে ঠোঁট গুঁজে বসে আছে। ন্যাড়াদাদুর ঘরটাও খুব চুপচাপ। ছায়াময় এই বারান্দার হাওয়ায় তোশিবার ফোঁপানির টুকরো-টাকরা ছড়িয়ে যাচ্ছে। আমার জল তেষ্টা পাচ্ছিল, কিন্তু উঠে যে নিয়ে আসব, সেই ইচ্ছেটাই করছিল না।

তোশিবা এবার হোমারের দিকে ঘুরল। "কী ঠিক করলে তুমি?"

"কীসের কী ঠিক করব?" হোমার নিস্পৃহ গলায় জিজ্ঞেস করল।

"মানে?" তোশিবার চিৎকারে খোঁড়া টিয়াটা চমকে উঠে দাঁড় থেকে পড়ে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

গেল। তারপর তোশিবা গুছিয়ে শুরু করল, "তোমার লজ্জা করে না? ঘোড়া ছোটানো ছাড়া আর কোনও যোগ্যতা আছে তোমার? এই আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে বুড়ো বয়সে তোমার বাবাকে ঘোড়াদের ট্রেনিং দিয়ে সংসার চালাতে হয়। ভাইটা দোকান দ্যাখে। আর তুমি এদের উপর ভর করে মজা লুটছ? দেশের কোটি-কোটি বেকারের মতো অবস্থায় পড়লে বুঝতে! সব খুব সহজে পেয়েছ তো! এমনকী, আমাকেও। একটা রাত বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও বাহাদুরির ব্যাপার নয়। কত ছেলে আমার জন্য আত্মহত্যা করতে গিয়েছে, জানো? আমার ভালবাসা পাওয়ার যোগ্যতা তোমার নেই। রাহুলের প্রপোজ়াল অ্যাকসেপ্ট করে নিলেই ভাল হত। একটা অযোগ্য, ফাওয়ার্ড আমার প্রেমিক হতে পারে না। নির্লজ্জ, বেহায়া..."

তোশিবা আরও কিছু বলে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি শুনছিলাম না। বারান্দার কমজোরি বাল্‌বের আলোয় আমি শুধু দেখছিলাম হোমারের মুখ। ইতিহাস বইয়ের হোমারের মতোই কেমন যেন পাথর-পাথর লাগছিল। আমাদের হোমারের এই মুখ আমি চিনি। জেদি মানুষটা আবার দাঁড়িয়ে উঠছে ওর ভিতরে। তোশিবা যদি এটা লক্ষ করত, তবে হয়তো এত সব বলত না ও। তোশিবার কথার মাঝখানে হঠাৎ হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল হোমার। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "শোনো, তুমি একটা ডিসিশান নিতে চাইছিলে না? আজ থেকে কয়েকদিন পরে যে ডার্বি আছে, সেটায় রাইড করছি আমি। যদি জিতি, পাঁচ লাখ টাকা পাব। আমাদের দোকানটা বড় করতে কাজে লাগবে। আর যদি হেরে যাই বা সেকেন্ডও হই, আমি তোমার জীবন থেকে সরে দাঁড়াব। নিজেই সরে দাঁড়াব।"

"মানে? কী বলছ তুমি?" তোশিবা যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

হোমার বরফ গলায় বলল, "তুমি যা শুনছ, তা-ই বলছি। যদি এই রেসটায় আমি জিততে পারি, তবেই তোমার জীবনে আমি থাকব। না হলে নয়। এটা আমার নিজের কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করা বলতে পারো। কিন্তু এই রেসটা হেরে গেলে আমি তোমার জীবন থেকে সরে দাঁড়াব। আর-একটা কথা, রেস শেষ না-হওয়া পর্যন্ত তোমার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখব না

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

আমি। কথাও বলব না। দ্যাখো তোশিবা, প্রায় তিন বছর সম্পর্ক আমাদের। আমার মনে হয়, এবার এতে একটু স্পেস দেওয়া দরকার। এই ক'টা দিন তুমিও চিন্তা করে নাও, আমার সঙ্গে থাকবে কি না। আমিও একটু চিন্তা করি।"

তোশিবাকে আর কোনও কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই হনহন করে চলে গেল হোমার। মিনিটখানেক পরে ওর বাইকের শব্দ শুনলাম। কোথায় গেল কে জানে? তোশিবা খানিকক্ষণ এমন মুখ করে বসে রইল, যাকে বলা যেতে পারে বিহ্বল অবস্থা। তারপর একটা কথাও না বলে চলে গেল। কমজোরি হলুদ আলোয় আমি একা বসে রইলাম বারান্দায়। তেষ্টায় গলা চিড়ে যেতে লাগল আমার। দেখলাম, দাঁড় থেকে পড়ে যাওয়া খোঁড়া টিয়াটা আবার দাঁড়ে ওঠার প্রাণপণ চেষ্টা করছে, পারছে না।

॥ ৪ ॥

আরও অনেকক্ষণের চেষ্টায় টিয়াটা সেদিন দাঁড়ে উঠতে পেরেছিল, কিন্তু তোশিবা কিছুতেই হোমারকে টলাতে পারেনি। হোমারের একই কথা, যদি ও জিততে পারে তবেই এই সম্পর্ক রাখবে, না হলে নিজেই সরে যাবে। তোশিবা হোমারের মন ঘোরাতে কান্নাকাটি থেকে শুরু করে রাগ করা পর্যন্ত নিজের বহুমুখী প্রতিভার ট্রেলার দেখিয়েছে।

হোমারকে মেল শভিনিস্ট, স্যাডিস্ট ইত্যাদি থেকে শুরু করে আরও খতরনাক সব উপাধি দিয়েছে। কিন্তু হোমার যেন অঙ্গদের পা, নট নড়নচড়ন, নট কিচ্ছু। এই ঝঞ্ঝাটের মধ্যেই রেসের আগের দিন সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে নুডল্‌সের প্লেট হাতে বারান্দায় গিয়ে বসলাম আমি। পিসিমা আজ নুডল্‌সটা দারুণ বানিয়েছেন। আমি লম্বা-লম্বা ল্যাকপেকে নুডল্‌সগুলো ঠোঁটে করে ধরে সুড়ুৎ, সুড়ুৎ করে টানছিলাম। এমন সময় ধপ করে একটা ব্যাগ এসে পড়ল আমার পাশে, টেবিলের উপর। এত চমকে গেলাম যে, বেমক্কা বিষম খেলাম একটা। "লাট্টু, আমায় কিছু খেতে দিতে বল তো, খুব খিদে পেয়েছে," তাকিয়ে দেখলাম তোশিবা, আর ওর পিছনে রাহুল।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

আজ তোশিবাকে একটু বেশিই উশকোখুশকো দেখাচ্ছে। চুলটাও যেন ভাল করে আঁচড়ায়নি। বুঝলাম, নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু হয়েছে। ওকে বসতে বলে আমি ভিতরে গেলাম, পিসিমাকে তোশিবার জন্য খাবার দিতে বলতে। যাওয়ার সময় শুনলাম রাহুল বলছে যে, ও কিছু খাবে না। হুঁঃ, যেন খেতে চাইলে কত দিতাম!

খাবার প্লেট নিয়ে ফিরে এসে দেখলাম, টেবিলে মাথা রেখে তোশিবা বসে আছে, আর ওর পিঠটা ফুলে-ফুলে উঠছে। রাহুল এই সুযোগে ওর পিঠে হাত বোলাচ্ছে। আমায় দেখে রাহুল চট করে হাতটা সরিয়ে দিল। কিন্তু মেয়েটা আবার কাঁদছে কেন?

আমি ব্যাপারটা হালকা করতে চাইলাম। বললাম, "কী রে, আবার ওরকম করছিস কেন? কী কেস বল তো? আজকাল কথায়-কথায় এত কাঁদিস কেন? এরকম তো ছিলি না।"

"তোর দাদা, তোর দাদার জন্যই তো আমার এত কষ্ট!"

"কেন, নতুন কিছু করেছে নাকি?"

"কিছু বাকি রেখেছে?"

"দ্যাখ তোশিবা, তুই তো জানিস যে, দাদা খুব জেদি। আর কাল তো ডার্বি। দেখবি, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"না, যাবে না। আজ কলেজ স্ট্রিটে দেখা হল ওর সঙ্গে। আমার সঙ্গে অনেক বান্ধবী ছিল। আমি কত ডাকলাম হোমারকে। ও আমার দিকে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। তারপর হনহন করে শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটে ঢুকে গেল। অত মেয়ের সামনে ও আমার সঙ্গে এরকম করল! ঠিক আছে, আমিও সহজে ছাড়ব না। কাল রেসে যাব। দেখব, হোমার কী করে!"

অবস্থা ক্রমশ জটিল হচ্ছে দেখে কথা ঘোরানোর জন্য আমি জিজ্ঞেস করলাম, "বাদ দে। তোর প্রোজেক্ট না কী সব কেমন চলছে?"

তোশিবা প্লেটের উপর মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, "চলছে না। আমার কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কটা ক্র্যাশ করেছে। ফিফটি পার্সেন্ট সিডিতে সেভ করা ছিল, বাকিটা আবার করতে হবে। ওঃ, কী যে চলছে না আমার জীবনে! সব জায়গায় গন্ডগোল। মাঝে মাঝে মনে হয়, মরে যাই।"

শেষ কথাগুলো আবার ভেজা-ভেজা লাগল। আমি উঁচু চেয়ার থেকে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

লাফ দিয়ে নেমে পায়ে-পায়ে গিয়ে দাঁড়ালাম তোশিবার কাছে। তারপর আমার বাচ্চাদের মতো হাতটা রাখলাম ওর মাথায়। জীবনে সব মানুষই বোধহয় কোনও না-কোনও সময় বাংলা সিরিয়ালের নায়ক হয়ে যায়। আমিও সেই মুহূর্তে হয়ে গেলাম। বললাম, "কাঁদিস না তোশিবা। কী করবি বল? মানুষের জীবনে দুঃখ আসে, সম্পর্কে বদল আসে। কিন্তু জানবি, জীবন কখনও থেমে থাকে না। শুধু নিজেকে মানিয়ে নিতে হয়। দেখবি, তুইও পারবি।" কথাটা বলেই বুঝলাম, সিনেমার ডায়লগ হয়ে গেল। তবে, তোশিবা ভরসা পেল বোধহয়। আমার দিকে তাকিয়ে এবার একটু হাসল। হাসিটা এত সুন্দর যে, দেখলে সালমা হায়েক চলে আসত, ধার করবে বলে।

খাওয়া শেষ করে প্লেটটা হাতে নিয়ে তোশিবা ঘরে চলে গেল। আর ও যেতেই এতক্ষণ চুপ করে থাকা রাহুল লাফ দিয়ে এসে আমার জামার কলার চেপে ধরল। বলল, "এই শালা, তোশিবার মাথায় হাত দিলি কেন রে?"

আমি ওর হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করে বললাম, "ও আমার দাদার বউ হবে। তুই ওর পিঠে হাত বোলাচ্ছিলি কেন?"

রাহুল এবার ঠাস করে চড় মারল আমায়। মনে হল যশ চোপড়ার ছবির সমস্ত সরষেফুল আমার চোখের সামনে চলে এসেছে। তারই মধ্যে রাহুল আমায় বলল, "বামন হয়ে চাঁদ ধরবে? দাদার বউ? তার আগেই ওকে আমি বিছানায় নেব শালা।"

আমার মাথায় চড়াৎ করে রক্ত চড়ে গেল। হঠাৎ শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে বেমক্কা লাথি মারলাম ওকে। আচমকা লাথিতে রাহুল খানিকটা টলে গেল। তারপর "তবে রে" বলে দ্বিগুণ আক্রোশে আমায় ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। একটা পা দিয়ে চেপে ধরল আমার গলা। তারপর চাপ দিতে-দিতে অকথ্য ভাষায় গালাগাল শুরু করল। এই সুযোগটাই চেয়েছিলাম এতদিন। আমি প্রাণপণে চেঁচাতে লাগলাম, "বাবা গো, মেরে ফেলল গো। ও পিসিমা, বাঁচাও।"

আমার চিৎকারে টিয়াটাও হঠাৎ "নেতাজি, নেতাজি" বলে খুব হট্টগোল শুরু করে দিল। পিসিমা আর তোশিবা একসঙ্গে, প্রায় ছুটেই বলা যায়, বারান্দায় এসে দাঁড়াল। অবস্থা বুঝে রাহুল পা সরানোর চেষ্টা করল বটে, কিন্তু আমি প্রাণপণে ওর পা জাপটে ধরে চেঁচিয়ে চললাম। তোশিবার মুখে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

রাগ আর ঘৃণা উপচে উঠল একসঙ্গে। দৌড়ে এসে এক ধাক্কায় ও সরিয়ে দিল রাহুলকে। তারপর আমার হাত ধরে টেনে তুলল।

রাহুল বলল, "বিশ্বাস করো তোশিবা, আমি ওকে কিছু করিনি। এই জানোয়ার বাঁটকুলটাই যত নষ্টের গোড়া। ও পুরোটাই অ্যাকটিং করছিল।"

তোশিবা চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, "ওর গালের দাগটা তা হলে কীভাবে এল? শোনো রাহুল, আমি তোমার মতো ইতর, নোংরা ছেলেকে আর সহ্য করতে পারছি না। তুমি এখনই দূর হও। আর কোনওদিন আমার সামনে আসবে না। এলে জুতোপেটা করব।" রাহুল আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, পারল না। এবার মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন পিসিমা। রাহুলের জামার হাতা খামচে ধরে বললেন, "এবার না গেলে লাথি মেরে বের করে দেব। আমাদের লাট্টুর গায়ে হাত দিয়েছিস? এবার ভাগ এখান থেকে।"

রাহুলের মুখ দেখে মনে হল, কেউ ওকে পচা শকুনের মাংস খেতে দিয়েছে। ও মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল। না, শুধু আমাদের বাড়ি থেকেই নয়, তোশিবার জীবন থেকেও। একেই কি বলে রাহু(ল) মুক্তি? সন্ধেবেলায় ঝামেলাটা আমাদের ফিউজ হয়ে যাওয়া জীবনে এমার্জেন্সি লাইট হলেও, রাতে যে ঘটনাটা ঘটল, তা সেই লাইটের ব্যাটারিরও বারোটা বাজিয়ে দিল।

রাতে খাওয়ার পরে বাবা সাধারণত নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েন। কিন্তু আজ খাওয়াদাওয়ার পর এক গ্লাস জল হাতে আমাদের ঘরে এলেন। আমি খাটের উপর বসে 'কুইন্‌স ফুল' নামে একটা বই পড়ছিলাম। আর, হোমার গেমসের সিডি বেছে রাখছিল খেলবে বলে। বাবা সরাসরি হোমারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোর সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে।"

হোমার সামান্য অবাক হল, "জরুরি কথা? বলো।"

বাবা কোনও ভণিতা করলেন না, বললেন, "কাল রেসটা তোকে হারতে হবে।"

"মানে?" হোমার কিছু বলার আগে আমিই চিৎকার করে উঠলাম।

বাবা বললেন, "সেনসাহেব বলেছেন যে, হোমারের ঘোড়া ভ্যালি ফ্লাওয়ার কাল যেন ফার্স্ট না হয়। গঞ্জালভেসদের ঘোড়া সিলভার ব্রুক জিতবে কাল। প্রচুর টাকার বেটিং হয়েছে।"

হোমার অসহায় গলায় বলল, "কিন্তু কাল ফার্স্ট হলে পাঁচ লাখ টাকা

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

প্রাইজ় আছে। তা ছাড়া সিলভার ব্রুকের জকিটাকে একটু শিক্ষা দেব ভেবেছিলাম।"

বাবা এবার গম্ভীর হয়ে গেলেন, "ওসব হিরোগিরি বাদ দাও। শিক্ষা পরে কোনও রেসে দিয়ো। আর পাঁচ লাখ টাকা বলছ? ওটা সেনসাহেব হারলেই দেবেন বলেছেন।"

"কিন্তু এভাবে টাকা নিতে..." হোমার থেমে গেল।

বাবা বললেন, "আমার লজ্জা করবে না। আর, তুমি শিয়োর যে, তুমি জিতবেই? কেউ কোনওদিন বলতে পেরেছে? শোনো পাকামো কোরো না। কাল রেসটা হারবে তুমি। তবে কেউ যেন বুঝতে না পারে। গোটা রেসটা নেক টু-নেক যাওয়ার চেষ্টা করবে, তারপর আসল সময় ভ্যালি ফ্লাওয়ারকে পুল করবে।"

হোমার আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাবা এবার জোরে ধমক দিলেন, "কোনও কথা শুনব না। যাও, আজ আর খেলতে হবে না। শুয়ে পড়ো।"

বাবা চলে যাওয়ার পর হোমার শূন্য দৃষ্টি নিয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। সেনসাহেবের কথা অমান্য করা মানেই বাবার উপর সেনসাহেব ঝাল ঝাড়বেন। আর, মান্য করা মানে হোমার নিজের কথার ফাঁদে আটকে তোশিবাকে হারাবে। এখন উপায়? হোমার হাতের সিডিটা টেবিলের উপর রেখে বিছানায় চলে গেল। তারপর লেপ দিয়ে ঢেকে নিল মাথা।

আচ্ছা এমনও তো হতে পারে যে, রেস না জিতলেও ও তোশিবার সঙ্গে সম্পর্ক রাখল। অবশ্য তার সম্ভাবনা বোধহয় নেই। হোমারের যা জেদ! ও ভাঙবে, তবু মচকাবে না। আমার মাথায় আর কিছু আসছে না। খাট থেকে নেমে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

এখন বারান্দায় আলো নেবানো। পাখিটা ঝুম হয়ে আছে খাঁচার মধ্যে। শীতের রাত, তাই হয়তো আশপাশের পাউরুটি রঙের বাড়িগুলো এত নিস্তব্ধ! আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। এই ঝামেলাটা মেটাতে না পারার অক্ষমতার জন্য নিজেকে আরও বেঁটে, আরও ছোট মনে হচ্ছিল আমার। হঠাৎ মা'র কথা মনে পড়তে লাগল খুব। মা থাকলে এরকম হতই না। হঠাৎ শুনলাম, ন্যাড়াদাদুর ঘর থেকে কী সব কথা ভেসে আসছে। আমি পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলাম ঘরের দিকে। শুনলাম, ন্যাড়াদাদু বলছেন,

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"বর্মার বর্ডার পেরিয়ে গিয়েছেন তিনি। এবার ইম্ফল। তারপর গুয়াহাটি হয়ে কলকাতা, পটনা, বেনারস আর সবশেষে দিল্লি। আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি তাঁর পায়ের শব্দ। তিনি আসছেন। তোমরা কেউ চিন্তা কোরো না, কেউ দুঃখ কোরো না। অন্ধকার শেষ হয়ে আসছে। এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। নেতাজি ফিরে এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

॥ ৫ ॥

"কী হবে রে লাট্টু, তোর দাদা যদি আজ হেরে যায়?" তোশিবা অদ্ভুত ভাঙাচোরা গলায় প্রশ্ন করল।

আমি সাহস দেওয়ার জন্য বললাম, "কোনও চান্স নেই। তুই ফালতু চিন্তা করিস না। বি পজ়িটিভ।"

তোশিবা তবু মাথা নিচু করে বসে রইল। আমিও আর বেশি কিছু বললাম না। আসলে আমার অবস্থাই টাইট। ওকে পজ়িটিভ হতে বলছি বটে, কিন্তু আমার মনটা পুরোপুরি নেগেটিভ হয়ে আছে। গতকাল রাতের ব্যাপারটা তো আর তোশিবাকে বলতে পারছি না! চাপে চন্দ্রগুপ্ত কেস আমার। মাঝে-মাঝে মনে হয়, ছেলেবেলা থেকে এরকম নানা প্রেশারে থাকতে-থাকতেই আমার আর লম্বা হওয়া হল না। রোদটা আজ ভালই উঠেছে, তবে শীতকাল বলে মন্দ লাগছে না। মেম্বার্স গ্যালারির যে অংশে বসে আছি আমরা, সেটা প্রায় ভরতি হয়ে এসেছে। চারপাশের মানুষের মধ্যে কেমন একটা পিকনিক পিকনিক ভাব। শুধু একটাই সমস্যা, আমাদের সামনেই লম্বা-লম্বা চারটে পঞ্জাবি ছেলে বসে আছে। ওরা যদি উঠে দাঁড়ায়, তা হলে মাঠ বা রেসের কিছুই দেখতে পাব না আমি।

তোশিবা আবার বলল, "জানিস লাট্টু, একটু আগে যখন প্যাডকে ঘোড়াদের রাউন্ড হচ্ছিল, আমি কতবার হোমারকে ডাকলাম। কিন্তু ও ঘোড়ার উপর এমনভাবে বসে রইল, যেন আমার ডাক ও শুনতেই পায়নি। লাট্টু, কী হবে বল তো?"

আমার এবার বিরক্ত লাগল। আমি কী করে বলব, কী হবে? আমি কি

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

অমুক শাস্ত্রী না তমুক বাবা! বললাম, "আচ্ছা, দাদা যখন তোর সঙ্গে এমন করছে, তুই দাদাকে ছেড়ে দিচ্ছিস না কেন বল তো?"

তোশিবা থমকাল। নিজের নখের দিকে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ। তারপর পৃথিবীর সবচেয়ে ক্লিশে আর আদিম এক্সকিউজ়টা দিল। বলল, "আমি হোমারকে খুব ভালবাসি রে লাট্টু।"

ন্যাকা খুকু আমার। অতই যদি প্রেম থাকে, তা হলে গুচ্ছের হাবিজাবি কথা বলতে গিয়েছিলি কেন? ভাবলাম কথাগুলো বলি, কিন্তু তোশিবার মুখ দেখে ভরসা হল না।

এরই মধ্যে দেখলাম, মাথার ফেল্ট হ্যাটটা ঠিক করতে-করতে বাবা সেনসাহেবের সঙ্গে কথা বলছেন। দু'জনে ভীষণ হাসছেন। হঠাৎ দু'জনকেই আমার নিরোর মতো লাগল। সেনসাহেবের পাশেই রাহুল দাঁড়িয়ে ছিল। আমায় দেখে নোংরাভাবে হাসল। তারপর থাম্বস ডাউন দেখাল। হোমারকে হারতে হবে শুনেছে নিশ্চয়ই, তাই ব্যঙ্গ নিচ্ছে। এর মধ্যে দেখলাম ঘোড়ারা স্টার্টিং ব্লকে চলে গিয়েছে। আমি জানি, পাঁচ নম্বর ঘোড়াটাই ভ্যালি ফ্লাওয়ার। আর তার পাশের চার নম্বরটা গঞ্জালভেসদের ঘোড়া, সিলভার ব্রুক। গ্যালারির সকলে নড়েচড়ে বসল। হঠাৎ আমার সামনের একটা পঞ্জাবি ছেলে সটান উঠে দাঁড়াল। কী আপদ, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না যে! আমি আমার নিজস্ব হিন্দিতে বললাম, "খাড়া মত হও, বৈঠো জলদি।"

ছেলেটা পিছনে ফিরল, কিন্তু আমায় না দেখে ওর চোখ আটকে গেল তোশিবায়। ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আমি আবার বললাম, "কী হল? বৈঠো। ঘোড়ারা ছুটনে লগেগা।"

ছেলেটা এবার আমায় দেখল, বলল, "জরুর মুন্না। আর আমি বাংলা বুঝি।" তারপর বসে পড়ল। আমি স্পষ্ট শুনলাম, ও পাশের আর-একজনকে বলল, "দ্যাখ, আমাদের পিছনে স্নো হোয়াইট আর সিঙ্গল ডোয়ার্ফ বসে আছে।"

আমি তোশিবার দিকে তাকালাম। না, ওর এসবে খেয়াল নেই। ও জোড়হাত করে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। রেসকোর্সের দিকে। আমি ঘড়ি দেখলাম। সেকেন্ডের কাঁটা টিকটিক করে চলেছে নির্দিষ্ট ঘরে। স্টার্টিং ব্লকের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘোড়ারা পা দাপাচ্ছে। লাগাম শক্ত করে ধরে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

ঘোড়াদের উপর উবু হয়ে বসে আছে জকি। সারা মাঠ থমকে রয়েছে। তোশিবার চোখের পলক পড়ছে না। আমার কানের পিছন দিয়ে শীত তুচ্ছ করে ঘাম নেমে যাচ্ছে। হঠাৎ আওয়াজ, ধুম। গানশট। ধাতব শব্দে ঘোড়াদের সামনের গেটগুলো খুলে গেল। ধুলোর মেঘ উড়িয়ে ঘোড়ারা ঝাঁপিয়ে পড়ল লেনে। শুরু হয়ে গেল দৌড়। আমি দেখলাম, দূর থেকে ঘোড়াগুলো দৌড়ে আসছে। উইনিং পোস্ট বা ফিনিশিং লাইনটা তো ঠিক আমাদের সামনে। লেনটা গোল হয়ে বেঁকে এদিকে এসেছে। ঘোড়ারাও সেই পথে দৌড়োচ্ছে। এত দূর থেকে আমি পাঁচ নম্বর ঘোড়াটাকেই লক্ষ করছি। হোমার ঝুঁকে বসে আছে ঘোড়ার উপর। মনে হচ্ছে, যেন ঘোড়ার কানে-কানে কথা বলছে ও। ওর লাল-হলুদ ইউনিফর্মটা রোদে ঝলসাচ্ছে। কিন্তু লেনটা গোল বলে এখনও বোঝা যাচ্ছে না, কে এগিয়ে আছে!

দর্শকরা নিজেদের বাজির ঘোড়ার জন্য গলা ফাটাচ্ছে। তোশিবা উত্তেজনায় খামচে ধরছে আমার জামার হাতা। ঘোড়াগুলো এবার চলে এসেছে উইনিং পোস্ট থেকে ৩০০ মিটারের মধ্যে। আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। কারণ, এবার বোঝা যাচ্ছে যে, পাঁচ নম্বর ঘোড়াটা সকলের আগে এবং সামান্য একটু পিছিয়ে রয়েছে চার নম্বর সিলভার ব্রুক। হোমার আরও যেন ঘোড়ার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে নিজেকে। আর ২০০ মিটার। ধীরে-ধীরে চার নম্বর দূরত্ব কমাচ্ছে। হোমার কি একটু সোজা হয়ে বসল? দেখলাম, দূরে বাবা উঠে দাঁড়িয়েছেন টেনশনে। আর ১০০ মিটার। "কাম অন, কাম অন," এবার চিৎকার করছে তোশিবা। চার নম্বর প্রায় ধরে ফেলেছে পাঁচকে। হোমার কি পুল করছে? পঞ্চাশ মিটার। সিলভার ব্রুক হয়তো কয়েক মিলিমিটার মাত্র পিছনে আছে ভ্যালি ফ্লাওয়ারের। মনে হচ্ছে, বরফের শুঁয়োপোকা আমার শিরদাঁড়া বেয়ে নামছে। মাঠের চিৎকারে মনে হচ্ছে বঙ্গোপসাগর চলে এসেছে রেড রোডে। ৪০ মিটার। তোশিবার হাতের টানে আমার জামা ছিঁড়ে যাবে প্রায়। ৩০ মিটার। কুড়ি, পনেরো, দশ, আট, পাঁচ। ব্যাস, ব্ল্যাক আউট! ওই চারটে পঞ্জাবি ছেলে! ওদের বিশাল চেহারাগুলো মাঠটাকে আমার সামনে থেকে ভ্যানিশ করে দিয়েছে। কিন্তু রেসের কী হল? চারদিকে চিৎকার, হট্টগোল। কারও কথা বোঝা যাচ্ছে না। মাইকে কী বলছে তা-ও স্পষ্ট নয়। উপরে ঝোলানো টিভির স্ক্রিনে অন্য রেসের রেজাল্ট

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

দেখাচ্ছে। আমায় কেউ বলবে, কী হল? কে জিতল? আমি পাশে তাকালাম। তোশিবা দাঁড়ানো অবস্থা থেকে বসে পড়েছে, আর দু'হাত মুখ ঢেকে কাঁদছে।

"এই তোশিবা, কাঁদছিস কেন? কী হল? দাদা হেরে গিয়েছে?" জিজ্ঞেস করলাম।

তোশিবা মুখ তুলছে না, কেঁদেই চলেছে। তবে কি এভাবেই শেষ হল সম্পর্কটা? হঠাৎ ভিড়ের ফাঁক দিয়ে চোখ চলে গেল একটু দূরে। সেনসাহেব উত্তেজিত হয়ে কী বলছেন বাবাকে? বাবার মুখ ওরকম লাল কেন? ও কী! শখের টুপিটা বাবা আছড়ে ফেললেন কেন মাটিতে? রাহুলের মুখটা মরা ছুঁচোর মতো লাগছে কেন? কিন্তু তোশিবা যে কাঁদছে! তবে কি কান্নাটা... তবে কি ন্যাড়াদাদুই ঠিক? তবে কি নেতাজি সত্যি ফিরে এলেন?

AMARBOI.COM
www.MonerSathe.Com

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

রবিনহুডের বন্ধু-বান্ধব

রবিনহুড আমাদের পাড়ায় থাকে। তবে আমাদের পাড়া শেরউড ফরেস্ট নয়, সামান্য প্রতাপাদিত্য প্লেস। আর আমি রবিনহুডের বন্ধু দীপ্তার্ক পল্যে, পপুলারলি দীপু। আমাদের রবিনহুডের চোখা টুপি, তির-ধনুক বা শ্যাম্পু করা কেশরওয়ালা ঘোড়া নেই। থাকার মধ্যে আছে একটা লাল সাইকেল আর কয়েকটা টিউশনি। আর-একটা জিনিস অবশ্য আছে, তবে সেটা না ব্যবহার করতে-করতে ক্রমশ অ্যাপেনডিক্সের মতো হয়ে গেছে। সেটা হল ওর ভাল নাম। রবীন্দ্রনাথ হুদাতি। এমনকী, ওর কলেজের ম্যাডামরা পর্যন্ত ওকে রবিনহুড বলে ডাকেন শুনেছি।

আমাদের এই রবিনহুড গত চার-পাঁচ মাস ধরে বড়ই মনঃকষ্টে আছে। 'মনঃকষ্ট' শব্দটা ওরই পছন্দ করা। না, ওর সাইকেল খারাপ হয়নি, টিউশনি ক'টাও আছে। আসলে ওর দুঃখ খাঁটি সোনার জন্য। খাঁটি সোনা মানে তঙ্গম। উঠতি এক টেনিস খেলোয়াড়। আর আমাদের পাড়ার মহুলের খুড়তুতো বোন। মহুল কে? সে বেজায় হুলওয়ালা এক মেয়ে। তার হুল এখনও আমার গালে বিঁধে আছে। যাই হোক, এই তঙ্গম মেয়েটি চার-পাঁচ মাস হল আমাদের পাড়ায় এসেছে মহুলদের সঙ্গে থাকতে। এমনিতে জলপাইগুড়ির মেয়ে। কিন্তু কলকাতায় থাকলে সবদিক থেকে সুবিধে হবে বলে ওর কাকার বাড়িতে এসে উঠেছে। তবে রবিনহুড অবশ্য তা মানে না। ওর মতে, তঙ্গম কাকার বাড়িতে নয়, ওর মনে এসে উঠেছে। যেদিন ও এই কথাটা বলেছিল, সেদিন আবার অনয় সামনে ছিল। ওর কথা শুনে অনয় বলেছিল, "কী রে, তোর মনে ক'টা বেডরুম? ডাইনিং স্পেস আছে? টয়লেটে বাংলা সিস্টেম তো?"

অনয় হল রূপকথার সেই আর্কিটাইপাল ভিলেন, যার জন্মই হয়েছে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

রবিনহুডকে বাঁশ দেওয়ার জন্য। অনয় যার-তার সামনে রবিনহুডকে হ্যাটা করে। একবার পুজোয় এক-প্যান্ডেল মেয়ের সামনে ও রবিনহুডকে বলেছিল, "তোর হেল্প লাগলে বলিস।"

রবিন স্বভাবতই বুঝতে পারেনি। জিজ্ঞেস করেছিল, "কীসের হেল্প?"

অনয় বলেছিল, "তোর যা ছোট-ছোট চোখ, কোনও মেয়েকে ইশারা করলে তো সে বুঝতেই পারবে না। তাই চোখের ব্যাপারে হেল্প লাগলে বলিস।"

অনয়ের চোখ দু'টো বেশ সুন্দর আর রবিনের চোখ দু'টো, মানে বন্ধু হয়েও আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, খুবই ইয়ে আর কী!

মোদ্দা কথা, রূপকথার রবিনহুডের মতো ফ্যান্টাস্টিক হিরো আমাদের রবিনহুড নয়। সে একেবারেই সাধারণ বাঙালি ছেলে, যার চোখ-মুখ সব সময় ৫০ ওভারে ব্যাট করতে আসা ভেঙ্কটেশ প্রসাদের মতো হয়ে থাকে। আর এই নিয়ে সে পড়েছে তঙ্গমের প্রেমে। তবে আমি রবিনকে বুঝেসুঝে স্টেপ নিতে বলেছি। কারণ, তঙ্গম কেমন মেয়ে আমি জানি না, তবে মহুলকে আমি চিনি। আর তাই জানি আমার কোনও বন্ধুকেই ও সহ্য করতে পারে না। আসলে মহুল আমার কিছুই সহ্য করতে পারে না। এমনকী, আমাদের পোষা কাকাতুয়াটাকে ও শকুন ভাবে। আমি পাড়ার রাধাচূড়া গাছের তলায় দাঁড়ালে এমনভাবে তাকায় যেন গাছটা কর্পোরেশনকে দিয়ে কাটিয়ে দেবে। অবশ্য আগে কিন্তু এমন ছিল না। আগে আমাদের মধ্যে গভীর প্রেম ছিল। ঝামেলাটা বাধে গত বছর পুজোর ফাংশনে। সেইদিনের পর থেকেই আমি মহুলের কাছে প্রেমিক থেকে প্রেম চোপড়া হয়ে গিয়েছি!

প্রতিবারের মতো গত বছরও আমাদের পাড়ার ফাংশনে আমিই ছিলাম অ্যানাউন্সার। একটা ঘোষণা করে স্টেজের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছি। কেউ নেই, তখন আমি একা। হঠাৎ কোত্থেকে সুতনুকা এসে হাজির। সুতনুকা পাড়ার নেগার খান। এত অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নাম জন্মে শুনিনি। ও এসেই ন্যাকা-ন্যাকা করে বলল, "দীপু, একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবি?"

আমি বললাম, "কেন রে? কুইজ কনটেস্ট নাকি?"

ও হেসে জিজ্ঞেস করল, "বল তো, আমার কোমরের মাপ কত?"

বলে কী মেয়েটা! তবু সামাল দিতে বললাম, "আমি তো দর্জি নই, ফলে পাস।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

সুতনুকা হাসল, তারপর ধীরে-ধীরে আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, "তোর আফটার শেভের গন্ধটা ভীষণ সুন্দর। কী ব্র্যান্ড এটা?"

ততক্ষণে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। কারণ, সুতনুকা প্রায় আমার কোলে ওঠার মতো কাছে চলে এসেছে। কোনওমতে বললাম, "ড্রাক্কার।"

কথা শেষ হতে না-হতেই ও আমায় চেপে ধরে চুমু খেল। দশ সেকেন্ড সবকিছু ব্ল্যাঙ্ক। তারপরই শুনলাম কে জানি বলেছে, "বাঃ স্টেজে রবি ঠাকুরের 'ডাকঘর' আর ব্যাকস্টেজে শ্যারন স্টোনের ছবি!"

আমি তাকিয়ে দেখি, অন্ধকারে একটা পাথর চিকচিক করছে। মহুলের নাকছাবি। আমি পৃথিবীর সমস্ত উপায়ে ওকে বোঝাতে চেয়েছিলাম। মহুল কোনও কথা বলেনি। শুধু আমার কথার শেষে গোলাপি রুমাল ধরা হাতে এক চড় মেরেছিল আমায়। ব্যাস, সেদিন থেকেই মহুলের 'ম' খুলে আমার মধ্যে গেঁথে আছে বাকিটা।

॥ ২ ॥

AMARBOI.COM

আজই খবরের কাগজে ছবি বেরিয়েছে তঙ্গমের। সানিয়া মির্জার দৌলতে মেয়েদের টেনিসের বাজার এখন গরম। তবে যে খবরটা বেরিয়েছে, সেটা অবশ্যই বেরোবার মতো। তঙ্গম জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে রানার্স হয়েছে। বিকেলে এই ছবি নিয়েই কথা হচ্ছিল। রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের পাশে আমরা কয়েকজন বসে ছিলাম। লেক অ্যাভিনিউ-এর সঙ্গে ফুটবল ম্যাচ ছিল আমাদের। চার গোলে হেরে গিয়েছি আমরা। খেলার কথার মাঝেই তঙ্গমের ছবির কথাটা তুলল রবিনহুড। গদগদ ভঙ্গিতে বলল, "তোরা দেখেছিস আজ তঙ্গমের ছবিটা। একেবারে সন্ধ্যা রায়ের মতো লাগছে না!"

আমি মনে-মনে ভাবলাম, আবার কেঁচিয়ে ফেলল। যা ভেবেছি তা-ই। অনয় খিকখিক করে হেসে বলল, "তা-ও ভাল, কানন দেবী বলিসনি। পাঁঠা, প্রশংসা করতেও জানিস না?"

রবিন কিছু বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই মোবাইলটা বাজল। অনয়ের ফোন। অনয় স্ক্রিনে নম্বর দেখে মুচকি হাসল, তারপর কথা শুরু করল, "কী

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

সন্ধ্যা রায়, কী খবর? আজ ফিরলে কলকাতায়?... সন্ধ্যা রায় মানে কী? আরে, আমাদের পাড়ার রবিনহুড খবরের কাগজে তোমার ছবি দেখে বলছিল, তোমায় আজকের ছবিটায় নাকি সন্ধ্যা রায়ের মতো লাগছে।... কী বললে? উজবুক! হ্যাঁ, ঠিকই, ও রবিনহুড নয়, ও উজবুকহুড। শোনো, বাবার সঙ্গে কথা হয়ে গিয়েছে। বাবার সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি পারো দেখা করে নিয়ো, কেমন? ওকে, দেখা হলে কথা হবে, বাই!"

ফোনটা পকেটে রেখে অনয় বলল, "বুঝলি, তঙ্গম ফোন করেছিল।"

তঙ্গম? অনয়কে? আমরা অবাক। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন, তোকে ফোন করেছিল কেন?"

অনয় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "ও কিছু নয়। জানিসই তো আমার বাবা ন্যাশনাল লেভেলে টেনিস সংস্থার একজন বিগ শট। তাই বেলজিয়ামের একটা টুর্নামেন্টে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে তঙ্গম বাবার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ওসব তোরা বুঝবি না। অনেকটা হাই থটের ব্যাপার।"

"বুঝব না কেন?" রবিন ফোঁস করে উঠল।

অনয় হাসল, "শোন, তোর অ্যান্টেনা এমনিতেই খারাপ, তার উপর এসব স্যাটেলাইটের ব্যাপার। আমরা যারা মেট্রোসেক্সুয়াল, তাদের ব্যাপারে তোর মতো মধ্যযুগের রবিনহুডের না ঢোকাই ভাল, বুঝেছিস?"

এরপর আর কথা এগোয়নি। কী এক কাজে অনয় আর অন্যরা চলে গেল গোলপার্কের দিকে। রবিনের সঙ্গে আমি পাড়ার দিকে এগোলাম। আমাদের দক্ষিণ কলকাতার হলুদ আলোজ্বলা চওড়া গলিগুলো খুব সুন্দর। এখন চারদিকে প্যান্ডেল বাঁধার ধুম। পুজোর আর সপ্তাহ দুয়েক বাকি। হাওয়ায় অদ্ভুত এক গন্ধ ভাসে এ সময়। আর-একটু রাতের দিকে হিম পড়ে। আমরা চুপ করে হাঁটছিলাম। হঠাৎ রবিন বলল, "আচ্ছা দীপু, আমায় কি কোনও অ্যাঙ্গল থেকে মুরগির মতো লাগে? সত্যি, আমার কী হবে বল তো? তঙ্গম পর্যন্ত অনয়ের সঙ্গে রিলেশনে চলে গেল। আমার জীবন কি ভাঙা সাইকেলের সঙ্গেই কাটবে?"

আমি বললাম, "দুর, রিলেশন কীসের? ওর দরকারে ও অনয়কে ফোন করেছিল।"

রবিন লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে বলল, "দরকারটাই তো বিপদ রে! অনয়কে তুই চিনিস না?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

আমি বললাম, "প্যানপ্যান করিস না, জীবনটা তোর। বেটার কিছু করতে হলে তোকেই করতে হবে। কেউ তোর হয়ে করে দেবে না। আমরা সামান্য হেল্প করতে পারি মাত্র। সেরকম হলে যা, সোজা গিয়ে তঙ্গমকে প্রপোজ় কর।"

রবিন বলল, "বলব বলছিস? যদি খচে যায়! নাঃ, বলেই ফেলি। তবে তুই সঙ্গে থাকবি তো?"

॥ ৩ ॥

"আচ্ছা দীপু, মেট্রোসেক্সুয়াল মানে কী রে?" রবিন অন্যমনস্কভাবে আমায় জিজ্ঞেস করল।

আমি বললাম, "কে জানে! রোজ নতুন-নতুন কত কথা তৈরি হচ্ছে।"

আজ আমরা বসে আছি দেশপ্রিয় পার্কে। কাছেই একটা টেনিস ক্লাব, সেখানে তঙ্গম আসে বিকেলে, প্র্যাকটিসে। গত দশ দিন যাবৎ রোজ বিকেলে আমায় এখানে আসতে হচ্ছে রবিনের সঙ্গে। কী? না, ও প্রপোজ় করবে! দশ দিনের একদিনও ও গিয়ে তঙ্গমের সামনে দাঁড়াতে পারেনি। আমি যতই বলি, যা, ও ততই বলে যে, হুট করে গেলে সব কিছু ভেস্তে যাবে। তাই ও এখানে বসে নাকি গ্রাউন্ড তৈরি করছে! ভগবান জানে, দশ দিনে কী গ্রাউন্ড তৈরি করছে! দশ দিনে তো মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড তৈরি হয়ে যায়।

আমি আজ আর পারলাম না। বললাম, "রোজ-রোজ তোর এই ভ্যানতাড়া আমার ভাল লাগে না। গাছের তলায় বসে-বসে গায়ে ক্লোরোফিল গজিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল আর তুই সামান্য একটা কথা বলতে পারছিস না। আশ্চর্য!"

রবিন কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "না, বলতে তো পারিই। আমাকে যদি ক্যাঁত দেয়?"

আমি বললাম, "কেন এর আগে ক্লাস ইলেভনে ক্যাঁত খাসনি? অত ভয় পেলে চলে? তুই না রবিনহুড।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

রবিন গম্ভীর হয়ে বলল, "ঠিক হ্যায়।"

আমি বুঝলাম ওর ক্লাস ইলেভনের পুরনো ঘটনাটা ওকে ভাবাচ্ছে। সে সময় রবিন একটা মেয়েকে প্রপোজ় করতে গিয়ে বলেছিল, "আমি তোমায় ভীষণ ইসে করি। আমার মনে তোমার জন্য প্রচুর ইসে। তোমায় একদিন না দেখলে আমার খুব ইসে লাগে।"

উত্তরে মেয়েটা বলেছিল, "ভারী বোকা তো! কীসব ইসে-পিসে বলছে।"

বুঝলাম পুরনো নার্ভাসনেস ওর মধ্যে কাজ করছে। এসব ভাবতে-ভাবতেই দেখি, কাঁধে কিট নিয়ে বেরিয়ে আসছে তঙ্গম। আমি রবিনকে খোঁচা দিলাম, "যা না, এটাই চান্স।"

ইতস্তত করে রবিন তঙ্গমের দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে বলল, "জীবনে প্রথম তির-ধনুকের অভাব বোধ করছি। একটু আয় না আমার সঙ্গে।" অগত্যা...

তঙ্গমের গায়ের রং চাপা, কিন্তু মুখশ্রী বেশ সুন্দর। সব সুন্দর মেয়েরাই কি টেনিস খ্যালে? আমাদের দেখেই তঙ্গম জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার?"

"না, মানে আমি রবিন।" রবিন বেশ নার্ভাস।

তঙ্গম হালকাভাবে বলল, "রবিন তো না রবিনহুড? তুমি কে আমি জানি। প্রশ্নটা হল, তোমার কী চাই? গত দিন দশেক ধরে দেখছি, তুমি এই সময়টায় পার্কে বসে থাকো। তোমার মতলবটা কী?"

গলা পরিষ্কার করে রবিন শুরু করল, "আমার তোমাকে ভীষণ ইসে লাগে। মানে, এমন ইসে লাগে যে, তোমাকে ঠিক আমি ইসে করতে পারছি না। কিন্তু পাড়াতেও যে বলব, তাও ঠিক ইসে হয় না। তাই ভাবলাম এখানেই ইসে বলে দিই।"

কেলেংকারি! আবার ঠিক 'ইসে'-য় ধরেছে ওকে। কী হবে কে জানে! কিন্তু আশ্চর্য, তঙ্গম কোনও রি-অ্যাক্ট করল না! বলল, "তুমি ফিজ়িক্স নিয়ে পড়ো শুনেছি, ভাল স্টুডেন্ট। তবে এত ঘাবড়াচ্ছ কেন? দ্যাখো, ক'দিন আগে অনয়ও আমায় প্রপোজ় করেছে। কই, ও তো ঘাবড়ায়নি? শোনো, আমার খেলাধুলো করে, পড়াশোনা করে এসবের জন্য বিশেষ সময় থাকে না। তাই তোমার 'ইসে'-র জন্য আমি কোনও 'ইসে' করতে পারছি না। ঠিক আছে? বি আ স্পোর্ট। ডোন্ট মাইন্ড।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

রবিন আর কিছু না বলে মাটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমিও কী করব বুঝতে পারছি না। ঠিক এমন সময়ই ঘটল বিপত্তিটা। পিছনে থেকে একটা গলা বলে উঠল, "চলে আয় তঙ্গম। বদ ছেলেদের সঙ্গে আর কথা বলতে হবে না।"

গলাটা আমি ঘুমের মধ্যেও চিনতে পারব! এত মাস পরে শুনলেও বুঝলাম, গলার হুলটা একই রকম আছে।

তঙ্গম যথারীতি শান্তভাবে বলল, "মহুল, ওভাবে বলছিস কেন? রবিন খুব ভাল ছেলে।"

মহুল তার বিষ বজায় রেখে বলল, "রবিন নয়, ওর সঙ্গেরটার কথা বলছি। ওটা মহা লম্পট। তুই চলে আয়।"

এবার হাত ধরে ও তঙ্গমকে নিয়ে গেল পাশে দাঁড়ানো ওদের ইনোভা গাড়িটার দিকে।

মিশন ফেলড। রবিনহুড পরাস্ত। ফেরার সারাটা পথ রবিন চুপ করে ছিল। আমিও বিশেষ কথা বলছিলাম না। পাড়ার মোড়ে এসে হঠাৎ রবিন বলল, "দীপু, তুই যে লম্পট আগে বলিসনি তো?"

আমার সেই মুহূর্তে ভীষণ অনয় হয়ে যেতে ইচ্ছে করল।

॥ ৪ ॥

"কী রোমিও, একদম বড় গাছে নৌকো বাঁধতে গেছ? একেবারে তঙ্গম? তুই জানিস, তঙ্গম মানে কী? তঙ্গম মানে খাঁটি সোনা। খাঁটি জিনিস তোর পেটে সহ্য হবে? শোন, লিমিটে থাক। ফালতু ঝাড় করছিস কেন? জানিস, তঙ্গম বিদেশে খেলতে যাচ্ছে? আমিই বাবাকে বলে ব্যবস্থা করিয়ে দিয়েছি। আমার পোঁতা গাছে তুমি ফল খাবে, হ্যাঁ? ফারদার তঙ্গমের পিছনে যদি ঘুরতে দেখেছি তো ঘেঁটি ভেঙে দেব।"

কথাগুলো ঝড়ের মতো বলে অনয় উলটো দিকে হাঁটা দিল। আমি দেখলাম রবিনের চোখের কোণে জল চিকচিক করছে। ভীষণ খারাপ লাগল আমার। আজ মহাষষ্ঠী, দেবীর বোধন। আর আজই এমন কাণ্ডটা ঘটল

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

রবিনের সঙ্গে! আমি চিৎকার করে ডাকলাম, "অনয়, তোকে এসব কে বলেছে? সবার সামনে তুই যা-তা বলছিস?"

অনয় দাঁড়াল। মুচকি হেসে বলল, "তঙ্গম সব কথাই মহুলকে বলে। আমি দিন পাঁচেক বাইরে গিয়েছিলাম। আজ ফিরতেই সব শুনলাম। ভাবলাম, যাই, রবিনহুডকে পুজোর বকশিশটা দিয়ে আসি।"

অনয় আর দাঁড়াল না।

মহুলটা সত্যি বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। কিন্তু আমারও তো কিছু করার নেই। আমি প্যান্ডেলের এক কোনায় বসে থাকা রবিনকে বললাম, "ছাড় এসব, মন খারাপ করিস না। যা হওয়ার হয়েছে।"

রবিন আস্তে-আস্তে বলল, "নাঃ, আমি শুধু ভাবছি, রবিনহুড হলে এ সময় কী করত!"

॥ ॥

পুজোর দিনগুলো খুব মনমরা হয়ে থাকল রবিন। আর থাকতে না-পেরে নবমীর রাতে আমি ওর বাড়িই চলে গেলাম। অনেক করে বোঝালাম, পরের দিন পাড়ার বিজয়া সম্মিলনীতে যাতে আসে। অনেক গাঁইগুঁই করে শেষ পর্যন্ত রাজি হল রবিন।

আমাদের পাড়ার বিজয়া সম্মিলনী দারুণ হয়। গোলাপ জল, বাদাম, আমপোড়া শরবত আর নানারকম মিষ্টি থাকে মেনুতে। মাঝে-মাঝে অবশ্য কোনও কোনও মানুষজনকে ওর সঙ্গে সিদ্ধি মিশিয়ে খাইয়ে দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে জমজমাট কেস। আর এর তিন দিনের মাথায় হয় পাড়ার নাটক। ওটাও খুব ভাল হয়। তবে এবার নাটকটার কথা চিন্তা করলেই আমার মন খারাপ লাগছে। গত বছর নাটকের দিনই তো মহুলের ব্যাপারটা ঘটেছিল। মাঝে-মাঝে ভাবি, সব কেমন ঝাড় হয়ে গেল।

বিজয়া সম্মিলনীতে রবিন সত্যিই এল। অনুষ্ঠানটা একটু রাত করেই হয়, ঠাকুর বিসর্জনের পরে। আজ সারা পাড়া উপস্থিত। এবারও সিদ্ধি বাটা হয়েছে। যারা-যারা খেতে ইচ্ছুক, তাদের দেওয়াও হচ্ছে। বাকিরা প্লেন শরবত।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

তারপরই শুরু হল রগড়! শুনলাম, তঙ্গম অন্যদের বলছে যে, ওকে যেন সিদ্ধি না দেওয়া হয়। ওর নাকি সিদ্ধিতে মারাত্মক অ্যালার্জি। মহুলও বলল, তঙ্গমের সিদ্ধিতে খুব শরীর খারাপ হয়। অর্থাৎ তঙ্গম প্লেন শরবত খাবে।

তঙ্গম খাবে আর রবিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? দেখি, হ্যাঁ, সে এক গ্লাস শরবত নিয়ে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে তঙ্গমের দিকে। আবার না কেলো করে! কিন্তু না, ঠিক সময়ে অনয় এসে অদ্ভুত কায়দায় গ্লাসটা রবিনের হাত থেকে কেড়ে নিল। বলল, "শোন, আজ তোকে বেয়ারাগিরি করতে হবে না। ফোট!"

যাঃ, একেই বলে কপাল। সামান্য সুযোগটুকুও রবিনের ভাগ্যে নেই।

গ্লাস নিয়ে অনয় তঙ্গমকে কায়দা করে বলল, "তোমার জন্য আমি নিজে নিয়ে এসেছি। এতে নো সিদ্ধি, নাথিং। একদম মিনারেল ওয়াটারের শরবত। এক চুমুকে খেয়ে নাও।"

ঝামেলাটা শুরু হল এর দশ মিনিট পর থেকে। দেখি, তঙ্গম চেয়ার থেকে উঠেই মাটিতে পড়ে গেল। আর সবকিছু ছাপিয়ে শোনা গেল মহুলের চিৎকার, "অনয়, এই তোর মিনারেল ওয়াটার? তঙ্গম তোর প্রপোজালে রিফিউজ করেছে বলে তুই ওকে সিদ্ধি খাওয়ালি? জানোয়ার, এর দাম তোকে দিতে হবে।" তঙ্গম অনয়কে রিফিউজ করেছে! হুম, নতুন খবর। আর এদিকে তো অনয় না-না করে চলেছে। শুনলাম অনয় বলছে, "আমি কিছু করিনি। সত্যি বলছি ইচ্ছে করে করিনি। হয়তো ভুল করে..." ঠাস! মহুল আবার হুল ফুটিয়েছে, তবে এবার অনয়ের গালে!

এরপর ব্যাপক দৌড়োদৌড়ি গেল। আমি, রবিন, আর মহুলের বাবা, তিনজনে ডাক্তার ডেকে ওষুধ খাইয়ে অনেক কষ্টে সামাল দিলাম অবস্থা। যদিও ডাক্তার বললেন, "তেমন চিন্তার কিছু নেই। তবে শরীরে ভিতরের অ্যালার্জি তো, বিপদ হলেও হতে পারত।"

সব সেরে, রাত আড়াইটে নাগাদ আমি আর রবিন ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। এর দু'দিন পর অবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি হল। না, তঙ্গমের নয়, কারণ তঙ্গম এখন একেবারে ফিট। অবস্থার উন্নতি হল রবিনের। 'ইসে' থেকে সে তঙ্গমের সঙ্গে ভালই মিশে গেছে। হাবভাবে বুঝেছি, তঙ্গমেরও খুব কিছু আপত্তি নেই। আফটার অল রবিন রাত আড়াইটে অবধি জেগেছে বলে কথা!

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

॥ ৬ ॥

কিন্তু আমিও তো রাত আড়াইটে অবধি জেগেছি, তার বেলা? আমার যা কপাল! রানি মুখার্জির কপালের সঙ্গে কপাল ঘষলেও উন্নতির আশা নেই! ব্যাক স্টেজে দাঁড়িয়ে এইসব সাতপাঁচ ভাবছিলাম। হ্যাঁ, আজ সেই বিখ্যাত ফাংশন। আমি যথারীতি অ্যানাউন্সার। সদ্য একটা অনুষ্ঠানের ঘোষণা শেষ করে একা-একা এসে দাঁড়িয়েছি।

"কী, আজ কেউ জোটেনি?" প্রশ্নটা শুনে আমি চমকে উঠে পিছনে তাকালাম। অন্ধকারে চকচক করছে একটা পাথর, মহুলের নাকছাবি। আমি চুপ করে রইলাম। অন্ধকার থেকে আবছা আলোয় এসে দাঁড়াল মহুল, বলল, "আজকেও সেই পাড়া জানানো আফটার শেভটা মেখেছ?"

আমি এবার জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি ভাল আছ মহুল?"

মহুল বলল, "তাতে তোমার কী? শুধু তোমায় থ্যাঙ্কস দিতে এলাম। সেদিন তঙ্গমের জন্য অনেক করেছ।"

আমি বললাম, "ও ঠিক আছে।"

"না, ঠিক নেই। ওরে বাবা, কী আফটার শেভের গন্ধ! এরকম গন্ধ মাখলে মেয়েরা টিকিট কেটে চুমু খেতে আসবে। মোছো, গন্ধটা গাল থেকে মোছো।"

হাতের গোলাপি রুমাল উঁচিয়ে আমার দিকে তেড়ে এল মহুল। কী রে, আবার মারবে নাকি? পালাব? কিন্তু রুমাল দিয়ে কি মারা যায়? দেখাই যাক না। আমি, রবিনহুডের বন্ধু, অকুতোভয় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। পাঠক, আর এদিকে না তাকিয়ে একবার চট করে দেখে নাও তো, দর্শকাসনে তঙ্গম-রবিন পাশাপাশি বসেছে কি না!

রাতে একা ফেরার সময় হঠাৎ রবিন আমার কাছে এল।

"কী রে, তুই?" আমি অবাক হলাম, তারপর বললাম, "তোর তো কপাল খুলে গেল, রাজত্ব-রাজকন্যা সবই তোর! অনয় তো সরে পড়েছে।"

রবিন বলল, "সেটা তোকে বলতেই আসা। অনয় সরে যায়নি, ওকে সরিয়ে দিয়েছি, সেদিন কায়দা করে শরবতে সিদ্ধিটা আমিই মিশিয়েছিলাম। জানতাম, অনয় নিজে শরবত দিতে গিয়ে ক্যারদানি দেখাবে। তুই বলেছিলি

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

মনে আছে, কিছু করতে হলে আমাকেই করতে হবে? আর কোনও উপায় ছিল না অনয়কে ঢিট করার। তবে সিদ্ধিটা সামান্যই মিশিয়েছিলাম! যাতে বড় কোনও কেলেংকারি না ঘটে! দীপু ভাই, তোকে না বলে শান্তি পাচ্ছিলাম না। শোন, তুই এবার যা শুনেছিস ভুলে যা। দ্যাখ তো, সব কেমন সুন্দর হয়ে গেল আবার। আর এর জন্য তুইও তো মহুলকে পেলি! আচ্ছা, আমি যাই।"

আমি কোনও কথা বলার মতো অবস্থায় ছিলাম না। রাস্তার অন্ধকারে ধীরে-ধীরে মিলিয়ে যাওয়া একুশ শতকের রবিনহুডের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলাম!

AMARBOI.COM
www.MonerSathe.Com

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

একা এবং তিনজন

বিস্ফোরণ

নামটা একা এবং-চারজনও হতে পারত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই চতুর্থজনটি আমাদের জীবনে ফিউজ় করবে কি না, তা যেহেতু এখনই বলা যাচ্ছে না, তাই এই নামটাই বহাল রইল। আপাতত এই ফিউশন হওয়া বা না হওয়ার দোলাচলেই গল্প শুরু করা যাক।

এই যে তিন লাইনে দু'বার 'ফিউজ়', 'ফিউশন' বলে পাঠককে ডিফিউজ় করে দেওয়ার মতো অবস্থায় ঠেলে দিচ্ছি, এর পিছনে যার প্রভাব, তার নাম টমিদা। ফিউশন, এই শব্দটা টমিদার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। টমিদা হল আমাদের সামনে যে বড়রাস্তা, তার ওপারের কাফে ডি অন্নপূর্ণার মালিক। আর ফিউশন হল টমিদার জীবনের মূলমন্ত্র। টমিদা বলল, "উন্নত প্রজাতির ভাষা বা সংস্কৃতি একমাত্র ফিউশনের মাধ্যমেই আসতে পারে। একটু চোখ মেলে দ্যাখ, দেখবি, চারদিকে ফিউশন। বড় ফ্ল্যাটের সামনের ফুটপাথে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকা মানুষ, দু'হাজার টাকা মাইনের জন্য ক্রেডিট কার্ড গুঁতিয়ে যাওয়া ছেলের দল। আরও কত কী! আরে, ফিউশন ছাড়া কিছু হয়? এই যে তোরা, রাজপুত্রের সঙ্গে তিনটে কিম্ভূত! এ-ও ফিউশন।"

রঘু ত-এ তিনবার গোঁত্তা খেয়ে চতুর্থবার জিজ্ঞেস করল, "তাই তুমি তোমার মায়ের নাম অন্নপূর্ণার আগে 'কাফে ডি' লাগিয়েছ?"

"ঠিক," তৃপ্তির হাসি দিয়ে টমিদা বলল, "শুধু তা-ই? আমার এখানের বেস্ট ড্রিংক ইনফিউশন বা আমার নামটাই ধর। ছিল তমাল তোপদার, ফিউশনে করে দিলাম টমি।"

"কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বোধহয় ফিউশনটা গুবলেট হয়েছে, তোমার নামটা

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

কেমন জানি কুকুরের মতো লাগছে,” রঘু আবার ওর জিবের স্পিড ব্রেকারে ধাক্কা খেতে-খেতে বলল।

টমিদা রেগে গিয়ে বলল, “চুপ কর, গাধা। কফি খাচ্ছিস, কফি খা।”

না, রঘু গাধা নয়, তোতলা। তবু ওর সব বিষয়ে কথা বলা চাই। এজন্য আমরা ওকে বারণ করে-করে নিজেদের জিবের লেংথ চার সুতো কমিয়ে ফেলেছি। তবু ও শোনে না।

টমিদার বকুনি খেয়েও মন ভরে না রঘু, তাই ও রাগ না করে চুপচাপ কফি খায়। টমিদার দোকানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কফি। নানা ধরনের কফি পাওয়া যায় এখানে। আমাদের উত্তর কলকাতায় নতুন গজিয়ে ওঠা বেশ কিছু কফি জয়েন্টের সঙ্গে টক্কর দিয়ে তাই কাফে ডি অন্নপূর্ণা এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা এই কাফের বাঁধা খদ্দের। আমরা মানে আমি, রঘু, ডায়না আর সুচির। প্রতিদিন এই কাফের স্কোয়্যার ওয়ান-এ বসে ঘণ্টা দুই না গ্যাঁজালে আমাদের প্রচুর অ্যান্টাসিড ও এনজাইম খেতে হয়। আমাদের গভীর বন্ধুত্বের জন্য হয়তো আর ডি বর্মন কোনও গান বাঁধেননি, তবু তার গুরুত্ব জয়-বীরুর চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। তাই রোজকার নিয়মমতো স্কোয়্যার ওয়ান আমাদের বাঁধা ঠেক। এখন স্কোয়্যার ওয়ান কী, সেটা বলে নিই। কাফে ডি অন্নপূর্ণার একটা বৈশিষ্ট্য হল, এর এক-একটা টেবিলের এক-একরকম নাম। কোণের দিকের এক নম্বর টেবিলটা হল স্কোয়্যার ওয়ান। দু নম্বরের নাম সেকেন্ড ইনিংস, তিন নম্বরের নাম ট্রাইপড ইত্যাদি। টমিদার মতে এতে নাকি দোকানের প্রেস্টিজ বাড়ে।

তবে প্রেস্টিজ-টেস্টিজের মতো পাতি ব্যাপার নিয়ে আমরা বিব্রত নই। আমাদের আড্ডা হলেই চলে। বিকেলের দিকে চারজন চার কাপ কফি নিয়ে বসি, তারপর আমির খান, অমিতাভ বচ্চনের ঝগড়া থেকে প্যারিস হিল্টন পর্যন্ত পৃথিবীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সব ব্যাপার নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সহমত বা ভিন্নমত পোষণ করার পর, সেই সুচিরের কথাই মোটামুটি মেনে নিই আমরা। আর বুঝি, রামকৃষ্ণদেবের ‘যত মত তত পথ’-এর থিয়োরিটা সবসময় ঠিক নয়।

শীতের এমনই এক শেষ বিকেলে আমাদের আড্ডায় এসে সুচির গর্বের সঙ্গে বলল, “আজ একটা ফ্রেন্ডস ইন্টার-অ্যাকটিভ নেটওয়ার্কে জয়েন

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

করলাম। আর আজই এমন একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল না! পুরো ফেটে গিয়েছে।"

আইডেন্টিটি

'ফেটে গিয়েছে,' মানে চলতি ভাষায় হল ফাটাফাটি। কিন্তু সুচির এভাবেই কথা বলে। আর আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনি। আসলে রাজপুত্রের কথা আমাদের মতো কিম্ভূতরা না শুনেই বা যাবে কোথায়?

সুচির সবদিক দিয়েই রাজপুত্র। যেমন দেখতে সুন্দর, তেমনই পড়াশোনায়। মিষ্টি প্রেমের গল্পের জন্য বিশ্বকর্মা একদম স্পেশ্যাল অর্ডার দিয়ে নর্থ কলকাতার কোলে দড়ি বেঁধে নামিয়ে দিয়েছেন ওকে। তবে খুব ছোট্ট একটা প্রোগ্রামিং এরর রেখে দিয়েছেন বিশ্বকর্মা। সেটা হল মেজাজ। সুচির খুব রগচটা। দুমদাম রেগে যায়। আমরা তাই রাজপুত্রের কথা বিনা বাক্যব্যয়ে নতশিরে মেনে নিই। আসলে আমরা জানি, সুচিরের সঙ্গে বন্ধুত্বই পাড়ায় আমাদের স্টেটাস সিম্বল। তোতলা রঘু, হাফ অন্ধ আমি, বা আলুর বস্তার মতো ফিগারের ডায়নার কদর না হলে কে করত? পাড়ার লোক তো আগে সুযোগ পেলেই যা খুশি তা-ই বলত আমাদের। তারপর রাজপুত্র এল আমাদের জীবনে। লোকের মুখও বন্ধ হল।

সুচির ছিল, তাই তো আমরা আছি। কিন্তু সত্যি যে আছি, তার তো একটা প্রমাণ দিতে হবে। তাই টমিদার তৃতীয় কাজের লোক ছগনের দিয়ে যাওয়া কফির কাপে ছোট্ট চুমুক দিয়ে বললাম, "তা, কেমন মেয়েটি? কথা হল?"

"কথা? কথা হবে কেন? স্ক্র্যাপ করে আলাপ। একঘর মেয়ে।"

"একঘর ভরতি মেয়ে? কিন্তু এই যে বললি একটা?" আমি আমার মাইনাস বারো পাওয়ারের প্রায় দু' কিলো ওজনের চশমাটাকে নাকের গোড়ায় ঠেলে তুলে অবাক হলাম।

"ও," বলে আড়াই সেকেন্ডের একটা ধরতাই দিয়ে রঘু বলল, "রে, তুই হলি গাধা আর মানুষের ফিউশন। একঘর মানে দারুণ। সারাজীবন শুধু বইপত্তর চিবিয়েই গেলি, কিছুই বুঝলি না।"

আমি লক্ষ করলাম, ভুরুটা সামান্য কুঁচকে ডায়না প্রশ্ন করল, "কী নাম মেয়েটার?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"এঞ্জেলস টিয়ার," সুচির এমন মুখ করে বলল যেন, ইলেভেন্থ কমান্ডমেন্ট।

"টিয়ার? এমন টাইটেল তো কোনওদিন শুনিনি!" আমার আশ্চর্য লাগল খুব।

রঘু আবার মুখ খুলল কিছু বলবে বলে, কিন্তু আটকে গেল। ডায়না হেসে বলল, "দুর বোকা, ওটা তো ছদ্মনাম। এই কমিউনিটিতে তুই নিজের নাম না লিখে যা খুশি তা-ই নাম নিতে পারিস।"

আমি মাথা চুলকোলাম, সত্যিই কত কিছু যে বোঝার রয়েছে পৃথিবীতে!

ডায়না ওর গোল মুখে কৃত্রিম আগ্রহ ফুটিয়ে তুলে বলল, "তা, আসল নামটা জানতে পারলি না?"

সুচির গালে টোল ফেলে হাসল, "বলবে, তবে কাল। আজ শুধু হিন্ট দিয়ে বলেছে যেন ভাবি নামটা নিয়ে।"

"হিন্ট? কীরকম?"

"নামটা 'আ' দিয়ে শুরু, যার মানে পিয়োর।"

"হিন্ট দিয়েছে? আগাথা ক্রিস্টি নাকি?" কফির তলানিটা গলায় ঢেলে আমি বললাম।

সুচির পাত্তা না দিয়ে বলল, "মেয়েটার বিশাল ফ্যান ফলোয়িং। প্রায় বারো হাজার স্ক্র্যাপ। যা তা ব্যাপার। বুঝতেই পারছিস কী স্ট্যান্ডার্ডের মেয়ে!"

আমরা সকলে মাথা নাড়লাম, মানে, স্ট্যান্ডার্ড বোঝা গিয়েছে। কিন্তু সত্যি বলতে কী, আমি ঠিক বুঝলাম না। পৃথিবীতে না বোঝার মতোও অনেক কিছু আছে।

রঘু জিজ্ঞেস করল, " প্রথম দিনেই খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে, না?"

"খুব মানে? খুব টু দি পাওয়ার টেন, রে। ওঃ, প্রায় দেড় ঘণ্টা স্ক্র্যাপে-স্ক্র্যাপে কথা হল। আমি তো আমার মোবাইল নম্বরটা দিয়ে দিয়েছি।"

"তা, করেছে ফোন?" ডায়নার গলার স্বরটা অন্যরকম ঠেকল আমার।

সুচির এই প্রথম ধাক্কা খেল যেন। ঠোঁট চেটে কফির কাপের চারধারে গোল করে আঙুল বুলিয়ে বলল, "না, করেনি। মানে, এমনিতেই তো আড্ডা হল অনেকক্ষণ... তাই বোধহয়...।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

"তোকে ওর মোবাইল নম্বর দিয়েছে?" আমি আবার চশমা ঠিক করলাম।

আগের চেয়েও এবার একটু বেশি থমকাল সুচির। তারপর সামান্য ড্যাম্পধরা গলায় বলল, "না... মানে... দেয়নি, তবে...

"ও হরি," হেসে ফেলল রঘু, "তোকে দেয়নি! তবে এত হাইপার হচ্ছিস কেন?"

সুচির ভুরু কুঁচকে বলল, "চুপ কর। তুই বুঝিস এসব?"

রঘু বলল, "মু-মুরগি করছে তোকে সুচির। সা-আবধান।"

"ভাগ। ফালতু কথা বলবি না। ও আমার বন্ধু, জানিস?" সুচির বিরক্ত হল।

"ব-বন্ধু? একদিনেই?" রঘু ওর কদমছাঁট মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "আমি তোর ভালর জন্যই বলছি। বেশি উচ্ছ্বাস দেখাস না।"

"ভাগ, ফালতু মটকা গরম করে দিবি না বললাম," কফির কাপটা দুম করে টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়াল সুচির, "ও অমন মেয়েই নয়। আর শোন, ও আমার বন্ধু, ওর সম্বন্ধে একদম ফালতু কথা বলবি না।"

"ও ব-বন্ধু, আ-আর, আ-আমরা," উত্তেজনায় কথা আরও আটকে যাচ্ছে রঘুর, "আমরা তোর ব-বন্ধু নই?"

"তোরা? হুঁঃ," সুচির গটগট করে হেঁটে বেরিয়ে গেল দোকান থেকে। আমি ওকে বাধা দিতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালাম। কী যেন পড়ল মাথায়। হাতে নিয়ে দেখলাম, খড়কুটো। উপরের ঘুলঘুলি থেকে পড়েছে। বুঝলাম, সারাদিনের কাজ সেরে বাড়িতে ফিরল ফুলমোতিয়া। আর ফেরামাত্র বুঝিয়ে দিল আসলে আমরা কে!

প্ল্যানচেট

কাফে ডি অন্নপূর্ণার উঁচু সিলিংয়ের দক্ষিণ দিকের স্কাইলাইটে ফুলমোতিয়ার সংসার। ফুলমোতিয়া তার চড়াই বরকে নিয়ে সেখানে বাসা বেঁধে থাকে। টমিদার কাছে এই ফুলমোতিয়া নামে চড়াইপাখিটা নাকি খুব পয়া। ও বাসা বাঁধার পর থেকেই কাফে ডি অন্নপূর্ণার লক্ষ্মীলাভ বেড়েছে। একবার এই চড়াইটাকে ধরে টমিদা আলতা দিয়ে রংও করে দিয়েছিল। ফলে লাল রঙের

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

চড়াইপাখিটাকে হাজার পাখির মধ্যেও সহজে চেনা যায়। তবে সকলে যে ফুলমোতিয়ার উপর সমানভাবে প্রসন্ন, তা কিন্তু নয়। ছগনের কথাই ধরা যাক। ও দু'চক্ষে দেখতে পারে না পাখিটাকে। ও বলে, "এত নোংরা করে না! সবসময় ন্যাতা হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তার উপর যখন-তখন খড়কুটো ফ্যালে কাস্টমারের মাথায়। খুব ত্যাঁদোড় পাখি।"

ছগন হাতে লম্বা একটা লগা নিয়ে টমিদার অনুপস্থিতিতে মাঝে-মাঝে খোঁচানোর চেষ্টা করে পাখিটাকে। কিন্তু স-স্বামী ফুলমোতিয়া ফুড়ুক-ফুড়ুক করে উড়ে বেরিয়ে ছগনের ফেনসিং থেকে নিজেদের রক্ষা করে।

কিন্তু আমরা কী করে রক্ষা করি নিজেদের? আমাদের তো পাখনা নেই। আমরা তো আর উড়তে পারি না! তবে ইচ্ছে হয়। পাড়ার মানুষদের খোঁচা থেকে নিস্তার পেতে আমাদের উড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে হয় খুব।

আসলে সুচির আজকাল আমাদের স্কোয়্যার ওয়ানে আসা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। বিকেলের ফ্রি-টাইমটা এখন ও সেই বন্ধু এঞ্জেলস টিয়ারের সঙ্গেই ওই অলক্ষুনে নেটওয়ার্কে গল্প করে কাটায়। ওর ঘরের কম্পিউটারের সামনে থেকে বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেও ওকে আমরা নাড়াতে পারিনি।

আগে যখন সুচির আমাদের সঙ্গে থাকত, পাড়ার কেউ আমাদের টিটকিরি দেওয়ার সাহস পেত না। কিন্তু এখন আমাদের অরক্ষিত পেয়ে মুদি দোকানের দেবুদা, সিডি লাইব্রেরির পুটাই বা সুধীর লোটোর কার্তিক ব্যাপক আওয়াজ দেয়। বলে, "কী রে, সুচির নিজের চিড়িয়াখানা থেকে তোদের বের করে দিয়েছে?" বলে, "তোতলা, আলু আর অন্ধ, তোদের সুপার ট্রায়োকে নিয়ে সার্কাস খুলব একটা।" বলে, "কী রে ডায়না? সুচির তোর লাট খাওয়া বুঝল না?" বলে, "তোরা তো সবক'টা হাফ-বেকড মানুষ।"

আমরা হাফ-বেকড মানুষ! আমরা! হুঁঃ? না, হু? কে? সুচির কি আমাদের আইডেন্টিটি? আমরা নিজেরা কেউ নই? সুচির একা, আর আমরা তিনজন। তবু সকলে কেন ভাবছে যে, ও-ই ভাগিয়ে দিয়েছে আমাদের? মেজরিটি বলে কি আর কিচ্ছু নেই?

শীত বাড়ছে কলকাতায়। উত্তর কলকাতার সামান্য গাছপালাগুলোও ন্যাড়া হচ্ছে দ্রুত। আসলে উত্তর হল এই শহরের চিলেকোঠা। পুরনো ময়লা

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

রঙের কিছু গাছপালা আর বাড়িঘরকে কারা যেন ঠাসাঠাসি করে ঢুকিয়ে দিয়েছে ছোট্ট এক গণ্ডির মধ্যে। দক্ষিণের চকচকে মোড়কের কাছে সে যেন সামান্য কুণ্ঠিত, যেন সামান্য হাফ-বেকড। তবু এই উত্তর আমার পছন্দ। ময়লা রঙের বাড়িঘর, তার ফুলকাটা কাঠের ঝরোকা, বাঘের মুখওয়ালা লোহার ড্রেনপাইপ, লাল সিমেন্টের রোয়াক, রংবেরঙের কাচ লাগানো জানলা, বারান্দার কাঠের রেলিংয়ের উপর ফাটা মাটির মতো দিদিমার মুখ, এসব আমার বড় প্রিয়। কোথায় জানি ওর সঙ্গে আমাদের তিনজনের মিল রয়েছে। এসবের মতোই আমরাও যেন খানিকটা বিব্রত, কোণঠাসা। খানিকটা একলা।

আজ কাফে ডি অন্নপূর্ণা ফাঁকা। আমরা তিনজন শুধু স্কোয়্যার ওয়ানে বসে রয়েছি। ডায়না বলল, "আজ খুব মজা হয়েছে, জানিস! পুরনো একটা আমির খানের ছবি দেখলাম। দারুণ সিনেমা। সত্যি, আমির ইজ দ্য বেস্ট। যা কমেডি টাইমিং না, একদম ফাটফাটি। আমার এখনও মনে করলে হাসি পাচ্ছে," কথা শেষ করে ডায়না ওর প্রিটেন্ট গলায় হাসল।

জানি, ডায়না আমির খানের ফ্যান। তবু আমার মনে হল হাসিটা যেন জোর করে আনছে ও। যেন ঢেকে রাখতে চাইছে কিছু। সুচিরের সরে যাওয়ার কষ্টটাই কি ঢাকতে চাইছে?

রঘু বলল, "এঃ ডায়না, না হায়না ওভাবে হাসছিস কেন? আমার দিমাগ কিন্তু গরম হয়ে আছে।"

"কেন?" মাইনাস বারোর এপার থেকে আমি প্রশ্ন করলাম।

"জানিস, আজ সুচিরের বাড়ি গিয়েছিলাম। কিন্তু মালটা ঠিকমতো কথা পর্যন্ত বলল না। আমি নাকি ওকে ডিস্টার্ব করছি! নেংটি ইঁদুরের মতো আমায় প্রায় ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছে। ওই শালা মেয়েটার যত দোষ! শালা ওই ফ্রেন্ডস নেটওয়ার্ক আমাদের বন্ধুত্ব চটকে দিল!"

ডায়না বরাবরের মতো সুচিরের পক্ষ নিয়ে বলল, "ওভাবে বলিস না। সুচিরকে তো জানিসই। মাথা গরম, কার্টসির ধার ধারে না। তাই অমন করেছে। ও আমাদের ভোলেনি। শুধু ব্রেক নিচ্ছে একটু।"

"ব্রেক নিচ্ছে?" আমি দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "কেন ব্রেক নিচ্ছে বল তো?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

রঘু তুতলে বলল, "এ কি শা-শালা টিভি সিরিয়াল যে, ব্রেক নেবে? দাঁড়া যেদিন বাগে পাব না, সুচিরকে এমন প্যাঁ-প্যাঁদাব যে... যে...

কথা শেষ হওয়ার আগেই ঝপ করে লোডশেডিং হয়ে গেল। দু' মিনিট পর একটা সাদা মোমবাতি আমাদের তিনজনের মাঝখানে এনে রাখল ছগন। আর সেই হলুদ আলো ঘিরে আমরা তিনজনে চুপ করে বসে রইলাম। যেন প্ল্যানচেট করছি, যেন মৃত বন্ধুত্বের আত্মাকে এই নশ্বর পৃথিবীতে ফেরানোর চেষ্টা করছি।

ফুলমোতিয়ার সর্বনাশ

"আজ তোদের সকলের কফির দাম আমি দেব," সুচির খুশির গলায় ঘোষণা করল, অনেকটা বিল গেটসের ওয়েস্ট আফ্রিকান কান্ট্রিগুলোর প্রতি অনুদান ঘোষণার মতো।

একে তো এতদিন পর সুচির আজ আমাদের আড্ডায় এসেছে, তার উপর নিজে কফির দাম দেবে! এই দুইয়ের যোগফলে আমাদের আনন্দ হওয়া উচিত। আর যেহেতু আমরা কেউই অনুচিত কোনও কাজ করি না, তাই নিয়ম মেনে আমরা তিনজনেই আনন্দিত হয়ে উঠলাম। আমি লাফাতে-লাফাতে গিয়ে টমিদাকে চারটে ইনফিউশনের অর্ডার দিয়ে এলাম।

ডায়না জিজ্ঞেস করল, "আজ তোকে কিন্তু খুব ফ্রেশ দেখাচ্ছে। কী ব্যাপার রে সুচির?"

"আজ?" সুচির জেন অস্টেনের নভেলের নায়কদের মতো হাসল, "আজ একটা উল্লেখযোগ্য দিন। আহেলি আমার সঙ্গে দেখা করবে বলেছে।" (সরি পাঠক, এঞ্জেলস টিয়ারের আসল নাম যে আগাথা ক্রিস্টি নয়, আহেলি সেটা কয়েকদিন আগে জানলেও, নিজের সাহিত্যের ওস্তাদি দেখিয়ে নর্থ কলকাতার কাব্যি করতে গিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটা তোমাদের দেওয়া হয়নি।)

"দেখা করবে?" ডায়নার মুখটা হঠাৎ ছোট হয়ে গেল।

সেদিকে না তাকিয়ে সুচির বলল, "খবরটা দারুণ, না?"

আমার মনে হল এই একটা তথ্যের উপরেই বোধহয় সমগ্র পৃথিবীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা নির্ভর করছিল। আচ্ছা, এই খুশিতে কি কেউ ইন্টারন্যাশনাল হলিডে ডিক্লেয়ার করবে? আমাদেরই বা কী করা

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

উচিত? রাজপুত্রের আনন্দে নিশ্চয়ই খুশি হওয়া উচিত? আর আমরা তো অনুচিত কাজ করি না। তাই...।

রঘু প্যাঁদানির প্রকল্প বাতিল করে জিজ্ঞেস করল, "সত্যিই দারুণ খবর। তা, কবে দেখা করছিস?"

"পরশু বিকেল সাড়ে চারটের সময়। দ্যাট ইজ দ্য ডে অ্যান্ড ডেট," সুচির আনন্দে শিস দিয়ে উঠল।

ডায়না জিজ্ঞেস করল, "কোথায় দেখা করবি? সঙ্গে গিফ্‌ট নিয়ে যাবি?"

"সূর্য কেবিন!" সুচির হাসল আবার, গিফ্‌টের কথাটাকে পাত্তাই দিল না। ও তো এসবে বিশ্বাসই করে না।

"সূর্য কেবিন! এ বাবা ওখানে কেন?" আমি অবাক হলাম, "ওটা তো লজ্‌ঝড়ে একটা জায়গা। বোধহয় লর্ড হেস্টিংসের সময়কার। তেলা বেঞ্চ। সানমাইকা ওঠা টেবিল। আর কেবিন বলতে দুটো খুপরি। ভাল কোনও জায়গা পেলি না?"

"তুই যতটা বলছিস, অতটা কিন্তু খারাপ নয় ফুলু। তা ছাড়া," সুচির ছগনের দিয়ে যাওয়া ইনফিউশনে চুমুক দিয়ে বলল, "কেবিন দুটো যথেষ্ট ভাল। আর যেটা ইমপর্ট্যান্ট, সেটা হল নিরিবিলি। জায়গাটা খুব নিরিবিলি। কথা বলার পক্ষে আদর্শ।"

"তা হলেও..." আমি কথা শেষ করার আগেই আমায় থামিয়ে দিল রঘু আর ডায়না। ওরা ডুয়েটে বলে উঠল, "সুচির ঠিকই বলেছে। তুই চুপ কর।" গণতন্ত্রের নিয়ন্ত্রক হল মেজরিটি, অবশ্য যদি সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষটির মত মেজরিটির মত হয়। এখানে সুচিরের মত মেজরিটির সঙ্গে মিলে যাওয়ায় আমি মেনে নিলাম যে, সূর্য কেবিন হল সানসেট বুলেভার্ড।

রঘু সুচিরের সঙ্গে একমত হওয়ার আনন্দে স্বাভাবিকের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি তুতলে জিজ্ঞেস করল, "আমাদের নিবি তো সঙ্গে?"

"মানে?" রাজপুত্রের হাসিমুখ নিমেষে পালটে গেল।

"আমাদের নিবি না?" রঘু রিপিট করল।

"তোদের নেব কেন?" সুচিরের গলা ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠছে। আমি দেখলাম, টমিদা দোকান থেকে বেরিয়ে গেল, আর সেটা দেখামাত্র ছগন হাতে লম্বা লগাটা নিয়ে ফুলমোতিয়ার বাসার দিকে এগোল।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

সুচির ঝাঁজের সঙ্গে বলল, "তোদের নেব কেন রে? মাথা খারাপ? তোদের সকলকে দেখলে আমার সম্পর্কে আহেলির কী ইমপ্রেশন হবে বল তো? এমনিতেই সাউথ কলকাতার মেয়ে। একটু অহংকারী। তা হতেই পারে। যা দেখতে, আর যা ফিগার! আমাকে ওর ফোটো মেল করেছে।" সুচির ডায়নার দিকে তাকাল। আর আহেলির ফিগারের কথা শুনেই বোধহয় ডায়না একটু সংকুচিত হয়ে গেল। নিজেকে যেন লুকিয়ে ফেলতে চাইল টেবিলের তলায়।

আচ্ছা, ডায়নার মধ্যে কি সত্যি এসব পরিবর্তন হয়? নাকি আমার চারটে চোখ বলে আমি বেশি দেখি?

রঘু বলল, "তো, কী হয়েছে? আমাদের নিয়ে যাওয়া যায় না?"

"তোদের নেব কেন?" সুচিরের মেজাজ গরম হয়ে উঠেছে, বুঝলাম।

"আমরা খারাপ কীসে?"

"খারাপ? নিজেদের সিরিয়াসলি দেখেছিস কখনও? আমি বলেই তোদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছি। অন্য কেউ হলে..."

ডায়না আহত গলায় বলল, "কী বলছিস তুই?" আমি দেখলাম ফুলমোতিয়ার বাসাটাকে সমূলে উৎপাত করার জন্য আজ ছগন লাফাচ্ছে খুব। লগাটা দিয়ে খোঁচাচ্ছে প্রাণপণ। এদিকে আমাদের বাসাও ভাঙছে।

"ঠিক বলছি। তোদের নেব কেন? আমার প্রেস্টিজ নেই? প্রথম দিনই কি সব গুবলেট করব নাকি আমি?" সুচিরের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠেছে।

"এভাবে বলছিস কেন সুচির? আমরা তোর বন্ধু নই?" সেন্টিমেন্টের বাক্স খুলে ওই একটা মাত্র ডায়লগ বের করে আনল রঘু।

"তোরা? শোন, আহেলি হল ঝড়, আর তোরা তার সামনে খড়কুটো! বুঝলি, খড়কুটো! লিমিটের ভিতর থাকার চেষ্টা কর," সুচির ইনফিউশনের দাম না দিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেল দোকান থেকে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে দেখলাম, ছগনের খোঁচায় ফুলমোতিয়ার বাসা ঝরে পড়ল নীচে। আর মেঝের উপরে পাতলা কাচ ভাঙার শব্দে ছেতরে গেল দুটো গুলির মতো ডিম।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

একা এবং তিনজন

টমিদার কথা যে কতটা ঠিক, আমরা ছত্রে-ছত্রে গত দু'দিন ধরে বুঝলাম। শীতকাল হল কলকাতার উৎসবের মরশুম। আনন্দের মরশুম। কিন্তু তার ভিতরে আমরা তিনজন দুঃখ ফিউজ় করে ঘুরে বেড়ালাম। সুচির আমাদের এমন বলল? আমাদের বন্ধু বললে ওর প্রেস্টিজ যাবে? আমরা এতটাই ফ্যালনা?

আমি ডায়নাকে বললাম, "নে, আরও সুচির-সুচির কর। দিয়েছে তো নাকে ঝামা ঘষে!"

ডায়না বলল, "দ্যাখ, হয়তো ও একটু বেশি রিঅ্যাক্ট করেছে। কিন্তু তা বলে ও তো আর খারাপ ছেলে নয়।"

আমি বললাম, "অপমান ভুলে গেলি? তুই কী রে? অমন অন্ধভাবে সুচিরকে সাপোর্ট করিস কেন?"

ডায়না বলল, "ও আমাদের বন্ধু তো!" তারপর চলে গেল।

কিন্তু ডায়নার গলায় আরও বেশি কিছু এক ঝলকের জন্য দেখলাম যেন! কী সেটা? শুধুই বন্ধুত্ব? না বন্ধুত্বের চেয়ে বেশি? আমার চোখ ভুল করতে পারে, কিন্তু কান? আমার তো চারটে কান নেই।

তবে আজ সকালে গত দু'দিনের শোক ঝেড়ে ফেলে রঘু হঠাৎ বলল, "চল, আজ আমরাও সূর্য কেবিনে যাব।"

"আমরা?" আঁতকে উঠলাম আমি। "সুচির যেতে বারণ করেছে যে। ও দেখলেই খেপে যাবে কিন্তু।"

"ধুত, ওর সামনে দিয়ে যাব নাকি? লুকিয়ে যাব," রঘু এমন ফিসফিস করে বলল যেন, আমাদের পিছনেই সুচির দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"লুকিয়ে?" ডায়না ঠোঁট চাটল, "কীভাবে?"

"শোন," দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারকে টাইট দেবে এমন মুখ করে রঘু তোতলাল, "সাড়ে চারটের খানিকটা আগেই আমরা সূর্য কেবিনে যে দুটো কিউবিকল আছে, তার একটায় ঢুকে বসে থাকব। সুচির জানতেও পারবে না।"

"ঠিক বলেছিস," আমি উত্তেজিত হতে গিয়েও থমকালাম, "কিন্তু কেন যাব বল তো? সুচির ওখানে গিয়ে আহেলির সঙ্গে গপ্পাবে, আর আমরা বেকার অন্য কেবিনে বসে থাকব কেন?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"এই জ-জন্যই তোকে বলি মা-মানুষ আর গ-গোরুর ফিউশন। আরে, একবার দেখব না কার জন্য সুচির এমন ব্যবহার করছে আমাদের সঙ্গে?"

সূর্য কেবিনের দু'টো কিউবিকলের একটায় যখন আমরা ঢুকলাম, তখন প্রায় সাড়ে চারটে বাজে। আসলে এত লেট হত না। লেটটা হয়েছে ডায়নার জন্য। তবু সাড়ে চারটে যে বেজে যায়নি, তার জন্য ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম। চায়ের অর্ডার দিয়ে আমি ডায়নার পাশে চেপটে যাওয়ার মতো করে বসে বললাম, "তোর দেরি হল কেন রে?"

ডায়না কেবিনের সবুজ ভারী পরদাটা টেনে দিয়ে বলল, "এইটা কিনছিলাম।" দেখলাম, ওর হাতে সুন্দর করে প্যাক করা একটা প্যাকেট।

"ক-কী আছে ওতে?" রঘু ওর সকালের ফিসফিসানির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে জিজ্ঞেস করল।

"গিফ্‌ট। আহেলির জন্য।"

"অ্যাঁ?" আমার মাইনাস বারো প্রায় পিছলে পড়ল চোখ থেকে।

"কেন?" রঘু অবাক হয়ে তোতলাতে ভুলে গেল।

"আমি ঠিক দেখা করব ওর সঙ্গে। তারপর এই গিফ্‌টটা দেব। এতে শো-পিস আছে," ডায়না হাসল।

"সুচির রেগে যাবে যে," আমি টেনসড হয়ে পড়লাম, "ও তো আমাদের বন্ধু মনে করে না আর।"

ডায়না বলল, "ধুত, ওটা ওর রাগের কথা। আর শোন, আমি তো চিনি সুচিরকে, ও নিশ্চয়ই কোনও গিফ্‌ট আনবে না। আহেলি এই গিফ্‌টটা পেলে খুশিই হবে। আমাদের চারজনের দলে আহেলিকে আমরা ফিফ্‌থ মেম্বার করে নেব।"

দল? চারজন? কীসের কথা বলছে ডায়না? দল তো তিনজনের এখন। সুচিরের তো প্রেস্টিজে লাগছে আমাদের সঙ্গে মিশতে। তবে ভালমানুষরা এমনই করে থাকে। ফাটল এড়াতে অপছন্দের মানুষকেও বন্ধু করে নিতে চায় তারা।

আমি বললাম, "ডায়না, এসব করিস না। হিতে বিপরীত হবে। এখন তো মনে হচ্ছে এখানে আসাটাই ভুল হয়েছে।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

"চুপ কর," হঠাৎ ফিসফিস করে আমাদের থামিয়ে দিল রঘু। আমরা টানা পরদার লম্বাটে ফাঁক দিয়ে দেখলাম সুচির আহ্লাদে গদগদ মুখ করে একটা আগুন ফিগারের মেয়ের সঙ্গে আমাদের কেবিনের সামনে দিয়ে পাশের কেবিনে ঢুকল।

ডায়না কনুই দিয়ে আমাকে খোঁচা দিল, "ফিগারটা সত্যি ভাল, না? আচ্ছা, আমি জল খেলেও মোটা হই কেন বল তো?"

"শ্ শ্ শ্, ওই শোন," রঘু আমাদের পাশের কেবিনের কথাবার্তায় আড়ি পাততে বলল। অধঃপতন কি একেই বলে? ছোট থেকে বাবা-মা শিখিয়ে এসেছেন, আড়াল থেকে অন্যের কথা শোনা শুধু ব্যাড ম্যানার্স নয়, অপরাধ। আমি এ কী করছি? তবু করছি। কান খাড়া করে অন্যের কথা শোনার চেষ্টা করছি। আর সত্যি বলতে কী, খুব একটা অপরাধবোধও হচ্ছে না।

সুচির বলল, "আই ওয়াজ় ডায়িং টু মিট ইউ।"

আহেলি বলল, "কিন্তু এটা কোথায় এনেছ? এমন শ্যাবি জায়গা?"

"আরে, আমরা এখানে কথা বলতে পারব নির্জনে।"

"তা বলে এখানে? কীরকম একটা দুর্গন্ধ!"

আহেলির গলা থেকে অহংকার উপচে পড়ে পাশের কেবিন থেকে এই কেবিনে এসে ঢুকছে।

"আরে, শোনো না," সুচির নরমভাবে বলল, "তোমার আসতে অসুবিধে হয়নি তো?"

"তা হয়েছে, নর্থ একটু ক্রাউডেড, একটু ইয়াক।"

নর্থ ইয়াক? আমার দপ করে মাথা গরম হয়ে গেল। আমার বাল্যের লীলাভূমিকে ইয়াক বলা? এ মেয়েকে আমাদের দলে নেবে ডায়না? দাঁড়া, নেওয়াচ্ছি।

শুনলাম সুচির বলছে, "না, না, নর্থ অতটা খারাপ নয়, এর একটা নিজস্ব অ্যাম্বিয়েন্স আছে।"

আহেলিকে দেখতে না পেলেও বুঝলাম, ওর মুখে পেজ-থ্রির সেলেবদের মতো ভঙ্গি। শুনলাম ও বলছে, "লিভ ইট, হোয়ার ইজ় মাই গিফ্‌ট?"

এ বাবা, এ মেয়ে যে ছোঁচা! লোকের থেকে জিনিস চাইতে হয়? রঘু ফিসফিস করে তোতলাল, "মে-মেয়েটার ডি-ডিগনিটি নেই!"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

সুচির বলল, "গিফ্‌ট? সরি, আনিনি তো। মানে এসব ফর্মালিটিতে আমার বিশ্বাস নেই।"

"ইউ আর সো চিপ! এমন একটা রদ্দি জায়গায় এনেছ, তারপর কোনও গিফ্‌টও আনোনি! আমার এখানে আসাটাই ঠিক হয়নি। স্যান্ডি আমাকে বলছিল না আসতে। কেন যে এলাম!"

সুচিরের গলাটা এবার গম্ভীর শোনাল, "তা হলে এলে কেন? যখন স্ক্র্যাপে কথা বলতে, তখন তো এমন মনে হয়নি তোমায়।"

"এমন মানে? আমি লিখিনি যে, আমি চুজ়ি?"

ডায়না হঠাৎ তড়বড় করে উঠে দাঁড়াল। আমি মরণপণ সংগ্রাম করে বললাম, "কী রে, আমায় চেপে মেরে ফেলবি নাকি?"

"না, এবার আমি যাব। গন্ডগোল শুরু হয়েছে ওখানে। এখনই গিয়ে গিফ্‌টটা দিয়ে ম্যানেজ করতে হবে। না হলে সুচির বেকায়দায় পড়বে।"

আমি অবাক হলাম। আবার প্রশ্নটা ফিরে এল মাথায়, এটা কি শুধুই বন্ধুত্বের দায়? না এর মধ্যে অন্য কিছুরও ফিউশন আছে?

রঘু তেরিয়া হয়ে বলল, "তো? মনে নেই সুচির আমাদের কী বলেছিল? বেশ হয়েছে। এটাই সুচিরের দরকার ছিল।"

"ছি," ডায়নার গলার স্বর পালটে গেল, "এমন বলতে পারলি? সুচির আমাদের বন্ধু না?"

"ও তো সেরকম ভাবে না আর।"

"আমরা তো ভাবি। ভাবি না?" ডায়না আমাকে কেবিনের বাইরে বের করে নিজেও বেরিয়ে এল। তারপর পাশের কেবিনে গিয়ে ঢুকে পড়ল সটান। উপায় না দেখে ওর পিছন পিছন রঘু আর আমিও ঢুকলাম। আহেলি অবাক হল আমাদের দেখে। আর তার চেয়েও বেশি হল বিরক্ত। সার্কাসের প্রাণীদের আচমকা দেখলে হয়তো এভাবেই রিঅ্যাক্ট করে মানুষ!

ডায়না হাসল আহেলিকে দেখে, "হাই, আমরা সুচিরের বন্ধু। আর এটা তোমার জন্য," ও গিফ্‌টটা বাড়িয়ে দিল আহেলির দিকে।

আহেলি আমাদের দেখে বলল, "হু আর ইউ পিপ্‌ল? এরা কারা সুচির? এভাবে ঢুকলে কেন? কী চাও তোমরা?"

রঘু বলল, "আ-আমরা... মা-মানে... ইয়ে.... ব-বন্ধু... মা-মানে...।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

"এরা কারা? তুমি কাদের সঙ্গে করে এনেছ সুচির? এই লুজারগুলো কারা?" আমাদের সকলকে চমকে দিয়ে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল সুচির। রাগে মুখ লাল হয়ে গিয়েছে ওর। এই রে, ভয় লাগল আমার। আমাদের উপর রেগে গেল কি? তখনই বলেছিলাম এখানে আসা ঠিক হবে না।

সুচির চিৎকার করে আহেলিকে বলল, "তখন থেকে ফালতু বকছ তুমি। একদম চুপ করো। চুপ একদম। এরা আমার বন্ধু। বুঝেছ? বন্ধু। মানে বোঝো কথাটার? শুনেছ কোনওদিন?" তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "চল এখান থেকে, হুঁঃ।"

ব্যাক টু স্কোয়্যার ওয়ান

হু? কে? আমরা কে? আমরা ফুলু, আমরা রঘু, আমরা ডায়না, আমরা সুচির। আমরা বন্ধু। স্কোয়্যার ওয়ানে বসে আমাদের দিকে তাকিয়ে সুচির বলল, "কী রে, এত দেরি করলি কেন তোরা আসতে? তখন থেকে ওয়েট করছি। দু'টো ইনফিউশন শেষ করে ফেললাম এর মধ্যে।"

আমি বললাম, "ওই রঘুটা নেট সার্ফ করছিল সাইবার কাফেতে, তাই...।"

"আবার ইন্টারনেট?" সুচিরের গলায় বিরক্তি, "ওসব বাদ দে। শোন না, শাহরুখ খানের নতুন ছবিটা দেখবি? শুনলাম পুরো ফেটে গিয়েছে।"

রঘু বলল, "না, আমিরেরটা আগে দেখব।"

"না, শাহরুখ," সুচির টেবিল চাপড়াল।

আমাকে অবাক করে ডায়নাও সুচিরের সমর্থনে বলল, "ঠিক বলেছিস, আগে শাহরুখ খান।"

রঘু ভীষণ রেগে গিয়ে জেদি গলায় আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "এই ফুলু, তুই কোনটা দেখবি?"

আমি বললাম, "ফুলমোতিয়া।"

"অ্যাঁ?" কোরাসে বলে উঠল ওরা। তারপর আমার দৃষ্টিপথ অনুসরণ করল। আর আমরা, বন্ধুরা, সকলে একসঙ্গে দেখলাম উপরের স্কাইলাইটে খড়কুটো দিয়ে নতুন করে বাসা বানাচ্ছে ফুলমোতিয়া।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

ক্রাইম-মাস্টার গোগো

গৌরশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুরো নামে ডাকলে সে খুব রেগে যেত, বলত, "অত বড় নামে ডাকার কী দরকার রে, গোগো বলতে পারিস না?"

আমি বলতাম, "কেন, মা-বাবা এত আদর করে তোর নাম রেখেছিলেন আর তুই সেটা অবহেলা করছিস!"

গোগো বলত, "অ্যাঁ, মা-বাবা সংস্থার প্রেসিডেন্ট নাকি তুই? আমার মা-বাবার চিন্তা তোকে করতে হবে না। তুই গোগো বলবি, বুঝলি?"

কলেজে গৌরশুভ্র নামের বিরুদ্ধে ওর আপত্তি প্রায় সকলেই জেনে গিয়েছে। তবে মুদ্রিকা কিন্তু গোগোর আপত্তি মেনে নেয়নি। আসলে মুদ্রিকা কিছুই সহজে মেনে নেয় না। ওকে আমি ছোটবেলা থেকে চিনি। আমরা এক পাড়াতেই থাকি। এইচ এস পাস করে আমরা একসঙ্গে কলেজে ভরতি হয়েছি। কলেজেই গোগোর সঙ্গে আমার আলাপ। আমাদের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে ও এসে জয়েন করেছে ক্লাস শুরু হওয়ার এক মাস পরে। কারণ, ওর নাকি টাইফয়েড হয়েছিল। গোগোর কলেজে জয়েন করার পরদিনই মুদ্রিকা একটা খাতা বাড়িয়ে দিয়েছিল গোগোর দিকে, "গৌরশুভ্র, এই নে নোট্‌স, কাল শ্রীময়ের কাছে চেয়েছিলি।"

তাই তো, গোগো আমার কাছেই চেয়েছিল খাতাটা, আমি তো পুরো ভুলে মেরে দিয়েছি। আমি লজ্জিত মুখ করে গোগোর দিকে দেখছিলাম, আর ও খাতাটা না নিয়ে রাগ-রাগ চোখে তাকিয়ে ছিল মুদ্রিকার দিকে।

মুদ্রিকা বলেছিল, "কী রে, নে!"

গোগো গম্ভীর গলায় বলেছিল, "গৌরশুভ্র নয়, গোগো। আমার নাম গোগো, তোমরা কখনও আমাকে গৌরশুভ্র নামে ডাকবে না।" তারপর খাতা না নিয়ে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছিল ও।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

"মানে?" পিছন থেকে খপ করে ওর জামা চেপে ধরেছিল মুদ্রিকা, "তোর নাম গৌরশুভ্র নয়, গোগো? কোন গোগো? ক্রাইম-মাস্টার গোগো?"

আচমকা টানে গোগোর জামার পিঠের কাছের সেলাই খুলে গিয়েছিল। করুণ মুখে তাকিয়ে গোগো বলেছিল, "জামাটা ছিঁড়ে দিলে, কাল কী পরে আসব?"

পরে জানতে পেরেছি যে, গোগোদের বাড়ির অবস্থা ভাল নয়। বাবা নেই, মায়ের সঙ্গে গোগো থাকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এক মফস্‌সলে। ওর মায়ের সেলাইয়ের কাজ আর বাবার পেনশনের টাকায় ওদের সংসার চলে। গোগো নিজেও কয়েকটি টিউশনি করে। সেদিন জানতে চেয়েছিলাম, "এই, তুই মুদ্রিকাকে ওরকম 'তুমি-তুমি' করছিলি কেন?"

গোগো বলেছিল, "আসলে মেয়েদের সঙ্গে তেমনভাবে কোনওদিন কথা বলিনি তো, তাই মানে..."

"সে কী, মেয়েদের সঙ্গে কথা বলিসনি মানে?"

গোগো সামান্য সংকোচের সঙ্গে বলেছিল, "আরে মফস্‌সলের বয়েজ স্কুলে পড়াশোনা করেছি, ভাল রেজাল্ট করার চক্করে কোনওদিন মেয়েদের দিকে সেভাবে তাকানোই হল না। তা ছাড়া এই কলেজের মেয়েদের পোশাক আশাক দেখলে..."

এটা অবশ্য ঠিক, গোগো পড়াশোনায় খুব ভাল। ভরতি হওয়ার লিস্টে ওর নাম একদম প্রথমে ছিল।

তবে আস্তে-আস্তে গোগোর ডিহাইড্রেশন কেটেছে, 'তুমি' সরে গিয়ে 'তুই' এসে বসেছে জিভে। একটু আগেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আড্ডা মারছিলাম আমরা। মানে, আমি, গোগো, মুদ্রিকা আর জয়ী। অনার্সের এলিমিনেশন পরীক্ষা নিয়ে কথা হচ্ছিল আমাদের।

মুদ্রিকা বলছিল, "তোর আর কী প্রবলেম বল গোগো! তুই তো ফ্লায়িং কালারস-এ বেরিয়ে যাবি!"

গোগো বলেছিল, "আমার আর মাথার ঠিক নেই, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। কী হবে আমি জানি না!"

জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কেন, তোর আবার কী হল?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"মায়ের শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। ডাক্তার দেখিয়েছি, একগাদা টেস্ট করার ফিরিস্তি হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। দু'-আড়াই হাজার টাকার ধাক্কা। কোথা থেকে পাব এত টাকা!"

আমি চুপ করে ছিলাম। কী বলব! সমস্যাটা এমন যে, আমার কিছুই করার নেই। জয়ী বলেছিল, "দ্যাখ, ওসব তো থাকবেই, তাই বলে তুই পড়ায় মন দিবি না?"

গোগো হেসেছিল, "জয়ী, তোর এই জুতোটার দাম কত?"

"মানে?" আশ্চর্য হয়েছিল জয়ী।

"তোর এই জুতোর দামে আমাদের সংসার চলে যায় জানিস!"

এর মধ্যে হঠাৎ মুদ্রিকা বলেছিল, "আমি টাকাটা দিলে তুই নিবি?"

"তুই?" গোগো থতমত খেয়েছিল।

"হ্যাঁ, আমি। নিবি গোগো?"

গোগো হেসে বলেছিল, "বিনা কারণে নেব না। কাজ দে, সেটা করে তার মজুরি বাবদ নেব।"

"কেন? এমনি-এমনি নিতে পারিস না?"

"গোগো এমনি-এমনি কিছু নেয় না বুঝলি!"

এরপর আর কথা এগোয়নি। মেয়েরা চলে যেতে আমি বললাম, "ওভাবে মুদ্রিকাকে কথাটা না বললেই পারতিস। ও তো তোকে সাহায্য করতেই চেয়েছিল।"

গোগো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পারল না। একটু দূরে হঠাৎই একটা হট্টগোল শোনা গেল। আমরা একসঙ্গে তাকালাম সেদিকে। দেখলাম দিওতিমা চিৎকার করছে। আর ওকে ঘিরে একটা ভিড়। দিওতিমা ফার্স্ট ইয়ার কেমিস্ট্রির ছাত্রী। কিন্তু দেখতে এমনই, দিওতিমা যখনই কিছু করে বা করে না, তখনই ওর চারদিকে ভিড় জমে যায়। আমি জানি, এই ভিড়ের প্রায় সব ছেলেই দিওতিমার 'গুপ্ত প্রেমিক'! কিন্তু কেউই নিজেকে ওর সামনে খোলসা করতে পারে না। কারণ, তা হলেই 'লুপ্ত' হওয়ার যে সমূহ আশঙ্কা! কারণ, দিওতিমা যেমন সুন্দরী, তেমনই মুখরা। আমি প্রথমদিকে একটু-আধটু ঝারি মারার মতলব ভেঁজেছিলাম, তাতে একদিন ক্যান্টিনে সকলের সামনে আমাকে ডেকে ও বলেছিল, "এই যে, অমন গোরুর মতো

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

ড্যাবড্যাব করে কী দেখছিস? চোখ গেলে দেব একদম!" এহেন বাক্যে ক্যান্টিনময় সকলের ভারী আমোদ হলেও আমি আর কোনওদিন ঝারি মারার চেষ্টা করিনি। কিন্তু আজ অজান্তে পা দুটো হাঁটা দিল ভিড়ের দিকেই। আমার সঙ্গে গোগোও এগোল।

ভিড়ের ভিতর ঢুকে দেখলাম যে, দিওতিমা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, বলছে, "পূরব, তোমার সাহস তো কম নয়, তুমি হাত ধরছ আমার, অসভ্যতা হচ্ছে?"

পূরব যথাসম্ভব ঠান্ডা গলায় বলল, "আমি তো বলছি, আমি তোমায় ভালবাসি!"

"ভালবাসো? হোয়াট রাবিশ! এটা তো স্রেফ একটা বাজে অজুহাত। আমি তোমায় বলেছি না যে, আমার পিছনে কুকুরের মতো ঘুরবে না।"

"কুকুর!" এবার পূরবও চিৎকার করে উঠল, "মুখ সামলে কথা বলো। তোমায় ভালবাসি বলে কিন্তু তোমার অসভ্যতা সহ্য করব না।"

"তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ? ইউ... ইউ সন অফ..." দিওতিমা কথা শেষ করার আগেই পূরব হঠাৎ বাঁ হাতটা চেপে ধরল ওর, তারপরই আচমকাই ওকে টেনে নিল নিজের দিকে। তারপরই... ঠাস! পূরব থতমত খেয়ে গেল এক মুহূর্তের জন্য। থাপ্পড় মেরে দিওতিমা তখনও রাগে কাঁপছে, বলছে, "জানোয়ার, কমপ্লেন করব তোমার নামে। অসভ্য, রাস্কেল, জুতো মারব তোমার মুখে।"

পূরব আর পারল না, ও-ও থাপ্পড় তুলল। কিন্তু দিওতিমার গালে পড়ার আগেই সেটা থেমে গেল মাঝপথে। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, আমার পাশ থেকে লম্বা হাত বাড়িয়ে পূরবের হাত চেপে ধরেছে গোগো।

পূরব ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। আমি শুনলাম গোগো বলছে, "মেয়েদের গায়ে হাত দিতে নেই।" পূরব আগুনের দৃষ্টি দিয়ে একবার গোগোকে মাপল, তারপর ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেল। গোগোর কৃতিত্বের ফায়দা তুলে আমি হাসি-হাসি মুখে তাকালাম দিওতিমার দিকে। দেখলাম, দিওতিমা কোনওদিকে না তাকিয়ে ভিড় ঠেলে আর-এক দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

॥ ২ ॥

সেদিন কলেজ থেকে ফেরার সময় আমি বললাম, "এই যে ক্রাইম-মাস্টার গোগো, মার খাওয়ার ফুল আয়োজন করে ফেলেছিস দেখছি!"

"মানে?" গোগোকে একটু বিভ্রান্ত দেখাল।

"মানে পূরব। ওর হাত ধরে ক্যাদ্দানি দেখাতে গেলি কেন? তুই জানিস না ও কী জিনিস? পূরব থার্ড ইয়ারের সবচেয়ে নটোরিয়াস মাল! এবার ও তোকে ছাড়বে না।"

"কেন, কী করবে ও?" গোগোর গলাটা কাঁপল।

আমি বললাম, "জানিস, ও কত বড়লোকের ছেলে! দেখেছিস ওর গ্যাংটাকে! গত সপ্তাহে ও দুটো ছেলেকে মেরে জোকার বানিয়ে দিয়েছে।"

গোগো ঠোঁট চাটল, তারপর বলল, "কিন্তু একটা মেয়ের গায়ে হাত দেবে আর আমি দাঁড়িয়ে দেখব?"

আমি বললাম, "দেখবি, চোখে সর্ষে ফুল দেখবি।"

গোগো সামনের বাসটায় উঠে পড়ল। দেখলাম, ওর ফরসা মুখটা আরও যেন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

এর পরের দু'দিন আর দেখা পাওয়া গেল না গোগোর। কী কেস, কে জানে! দ্বিতীয় দিন মুদ্রিকা এসে ধরল আমায়, "অ্যাই, গোগোর বাড়ির ঠিকানা আছে?"

"ঠিকানা? না তো। কেন?"

"সে কী রে! ঠিকানা জানিস না? কেমন বন্ধু তুই!"

আমি বললাম, "দ্যাখ, ও তো রোজ কলেজের সামনে থেকে বাস ধরে শিয়ালদা স্টেশনে যায়, তারপর বজবজ লাইনের লোকাল ট্রেন ধরে আক্রা বলে একটা স্টেশনে নামে। আমি এইটুকু জানি। তা তুই ঠিকানা দিয়ে কী করবি?"

মুদ্রিকা সামান্য পজ় দিল, তারপর স্বাভাবিক গলায় বলল, "ওর বাড়ি যাব ভাবছিলাম। দু'দিন খবর নেই কোনও। তোর কাছে ওর টেলিফোন নম্বর আছে?"

"ওদের ফোন নেই। আর কেন যাবি তুই? হয়তো কালকেই চলে আসবে। ফালতু হাঙ্গামা করবি কেন?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

আমার কথার যুক্তিটা বুঝে মুদ্রিকা চুপ করে গেল। তারপর আবছা গলায় বলল, "আমি যে ওর ঠিকানা খুঁজছিলাম, সেটা গোগোকে বলিস না তুই, কেমন?"

পরদিন কলেজে যাওয়ার সময় একটা দৃশ্য দেখে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। দেখলাম, কলেজের মেন গেটের একটু দূরে, বড় ছাতিম গাছটার তলায় গোগোর সঙ্গে কথা বলছে পূরব!

যে ভয়টা করছিলাম, সেটাই হল। আমি আশপাশে তাকালাম, যদি আমাদের ডিপার্টমেন্টের কোনও ছেলেকে দেখা যায়। গোগো মার খেলে বাঁচাতে হবে তো! কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। ভাবছি, কী করব, এমন সময় দেখলাম, পূরবের সঙ্গে কথা বলে গোগো এগিয়ে আসছে আমার দিকে। মুখ-চোখ সামান্য লাল। ভাবলাম, হোক গিয়ে লাল, মার তো খায়নি!

আমার সামনে এসে দাঁড়াতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী রে, কী কেস? হঠাৎ একদম বাঘের সামনে?"

গোগো বলল, "জানিস, দু'দিন ভয়ে কলেজে আসতে পারিনি। কিন্তু শেষে ভাবলাম, যাকে ভয় পাচ্ছি, একবার তার মুখোমুখি হই না, দেখিই না কী করে! আজ বুক ঠুকে দাঁড়িয়েই পড়লাম ওর সামনে।"

"তা কী বলল?"

"কী আর বলবে! ওই বলল, ভবিষ্যতে যেন আর কোনওদিন ওর আর দিওতিমার মাঝখানে না আসি। তা হলে নাকি আমার হালত খারাপ করে দেবে।"

"তুই কী বললি?"

"আমি বললাম, দিওতিমার সঙ্গে ও যদি অসভ্যতা করে, তা হলে আমি আবার বাধা দেব।"

"অ্যাঁ।" আমি অবাক হয়ে গেলাম, "এসব বলতে গেলি কেন, এখন যদি তোকে মারে?"

গোগো চোয়াল শক্ত করল, "শুধু-শুধু ভয় পেলে চলবে?"

"তা বলে ফালতু পাঙ্গা নিলি কেন বল তো?"

AMARBOI.COM
www.MonerSathe.Com
Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

গোগো এবার সামান্য হাসল, "এই দু'দিনে কিন্তু শুধু ভয়ই পাইনি আমি, আরও কিছু টের পেয়েছি।"

"আরও কিছু, মানে?"

গোগোর হাসি চওড়া হল, "সব মানে তোকে বলব কেন?"

॥ ৩ ॥

আমাকে বলার আর দরকার হয়নি, কারণ, আমি তো আর একেবারে বোকা নই! গোগোর মুখের হাসি দেখে না বোঝার কোনও কারণ নেই যে, মালটা ফেঁসেছে! দু'-তিন দিন বাদে ক্যান্টিনে বসে কথা হচ্ছিল আমাদের। গোগো এক প্লেট ঘুগনি নিয়ে তার ভিতর গোটা মটর খোঁজার চেষ্টা করছিল। এটা আমাদের একটা লটারি টাইপের খেলা! ক্যান্টিনের জহরদার ঘুগনি থেকে কেউ যদি একটাও মটর খুঁজে পায়, তা হলে সেই টেবিলের অন্যরা তাকে একটা ডিমের চপ খাওয়ায়! গোগোটার ভাগ্য এমনই যে, প্রায়ই ব্যাটা একটা না-একটা মটর খুঁজে পায়। আর হয় আমি, না-হয় জয়ী ওকে ডিমের চপ কিনে দিই।

হাল ছেড়ে দিয়ে পিছনে হেলান দিয়ে বসল গোগো। খানিকটা বিরক্তির সঙ্গে বলল, "শালা ঘুগনিতে মালটা একটাও মটর দেয় না, শুধু খোসা! আজ ডিমের চপ খাওয়া মাটি হল আমার!"

আজ মুদ্রিকা বসেছে আমাদের সঙ্গে। ও বলল, "আমি খাওয়াচ্ছি, খা না!"

গোগো প্রবল বেগে মাথা নাড়ল, "না, তোকে তো বলেইছি, কোনও কাজ না করে আমি একফোঁটা কিছু নিই না, বা মাগনা কারও কিছু করেও দিই না।"

মুদ্রিকা বলল, "বাব্বা, এত প্রফেশনাল তুই!"

গোগো নাক টানল, "না, আমি প্রফেশনাল নই, আমি মারসিনারি।"

"আর বাতেলা করিস না," আমি আর থাকতে পারলাম না, "আজকাল দিওতিমার বেলায় তো স্বেচ্ছাসেবকের শিবির খুলে বসিস, তার বেলা?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

গোগো সামান্য লজ্জা পেল যেন। ও বলল, "দিওতিমার ব্যাপারটা অন্য। ও রানি মৌমাছি। এই বি-হাইভের কুইন।"

আমি বললাম, "সেই জন্যই তুই পাসের ক্লাসের নোট টুকে দিস ওকে। অঙ্কগুলো করে দিস।"

"তা-ই? জানতাম না তো?" জয়ী আশ্চর্য হল।

"তা জানবি কী করে? ব্যাটা তো ক্লাসের পর কলেজ মাঠের ওই গুমটিতে বসে এসব করে।"

জয়ী জিজ্ঞেস করল, "দিওতিমা হাত পেতে ওসব নেয়?"

গোগো আরও লজ্জিত হয়, বলল, "না, না, নিতে কী আর চাইত? আমি জোর করে দিয়েছি। আসলে মেয়েটা অঙ্কে এত উইক না, আমার চিন্তা হয়!"

জয়ী বলল, "আশ্চর্য! তুই প্রেমে পড়েছিস নাকি রে!"

আমি মুদ্রিকা আর জয়ীর দিকে তাকিয়ে বললাম, "গোগোটার পেটে-পেটে যে এমন পটাশ ছিল, তা তোরা বুঝতে পেরেছিলি? কলেজে আর কোনও মেয়ে ছিল না, শেষে দিওতিমা! সেদিন পূরবের কেসটার পরও মালটা সাহস পেল কীভাবে বল তো?"

গোগো পাশ থেকে দার্শনিকের গলায় বলল, "প্রেম মৃতের দেহে প্রাণ সঞ্চার করে, ভিতুর শরীরে পুঁতে দেয় দানবের বীজ!"

আমি বললাম, "এ কে রে, গোগো না গোগোল!"

জয়ী বলল, "গোগো, যা করবি, সাবধানে করিস কিন্তু!"

গোগো উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়াল এবার। ঘড়ি দেখে বলল, "দিওতিমাকে দু'টো বই দেওয়ার আছে। ওর ক্লাস বোধহয় শেষ হয়ে গিয়েছে।"

গোগো চলে যেতেই আমি মুদ্রিকাকে বললাম, "অ্যাই, আমায় ডিমের চপ খাওয়াবি? খিদে পেয়েছে।"

মুদ্রিকা বলল, "আমার পয়সা বেশি হয়েছে, না! সবসময় গোরুর মতো জাবর কাটতে পারলেই তোর হয়ে যায়, তা-ই না!"

আমার থতমত মুখের দিকে না তাকিয়েই মুদ্রিকা হনহন করে চলে গেল।

এরপর থেকে গোগোর স্বেচ্ছাশ্রমপ্রদান আরও বেড়ে গেল। দিওতিমার

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

নোট টোকা থেকে উন্নতি করে গোগো নোট ফোটোকপি করা, লাইব্রেরি থেকে বই তোলা, দিওতিমার মাইনে জমা দেওয়া, এসব কাজকর্মেও লিপ্ত হল।

আমি একদিন জয়ীকে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, দিওতিমার তো এত ঘ্যাম, ও তা হলে গোগোর কাছ থেকে হেল্প নেয় কেন বল তো?"

জয়ী মুখ বাঁকিয়ে বলল, "বিনে পয়সার চাকর কে না চায় বল!"

পাশ থেকে মুদ্রিকা ফোঁস করে উঠল, "দিওতিমা বাজে মেয়ে বলেই এসব হেল্প ও নির্লজ্জের মতো নেয়।"

"আর গোগো? ওকে তুই কী বলবি?" জয়ী একটু রেগে জিজ্ঞেস করল।

মুদ্রিকা বলল, "হি ইজ় আ গুড সোল!"

একদিন দেখলাম, হাতে একটা খবরের কাগজে মুড়ে কী একটা নিয়ে গোগো কমনরুম থেকে বেরোচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী রে, কী নিয়ে যাচ্ছিস?"

গোগো হাতটা পিছনের দিকে লুকিয়ে বলল, "কই, কিছু না তো!"

"কিছু না মানে? ওভাবে লুকোচ্ছিস কেন?" আমি ওর হাতটা ধরে টানলাম। জোর করে হাতটা সামনে এনে প্যাকেটটা কেড়ে নিলাম। তারপর মোড়কটা খুললাম। এ কী! এটা কার? আমি আশ্চর্যের শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে বললাম, "এ কী! মেয়েদের জুতো? কার?"

গোগো জুতোটা কেড়ে নিয়ে বলল, "ও এমনি।"

"এমনি! বল কার! নইলে চেঁচাব!"

গোগো গ-এর মতো মুখ করে বলল, "দিওতিমার।"

"তুই নিয়ে কী করছিস?"

গোগো ফিসফিস করে বলল, "আরে স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে গিয়েছে তাই..."

আমি থ মেরে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

গোগো বলল, "কাউকে বলিস না প্লিজ়! সকলে দিওতিমাকে ভুল বুঝবে।"

আমি বললাম, "দিস ইজ় দ্য লিমিট। শোন, প্রেমে পড়ে থাকলে, গিয়ে প্রপোজ় কর। চাকরের মতো আচরণ করছিস কেন?"

গোগো একটু দ্বিধায় পড়ল, "প্রপোজ় করব, ও কি মানবে?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

"সেটা আমি জানব কী করে? আর প্রপোজ় না করে কি সারাজীবন ওর জুতো বয়ে বেড়াবি?"

গোগো ঠোঁট কামড়াল, বলল, "ঠিকই বলেছিস, কিন্তু... দেখি।"

এরপর প্রতিদিনই ওকে আমি প্রপোজ় করার টিপস দিতে লাগলাম। কিন্তু ও ঠিক সাহস করে উঠতে পারছিল না। ফলে একদিন বিরক্ত হয়ে আমি বললাম, "তোর জুতো খাওয়ারই কপাল। যা পারিস কর।"

অনার্সের এলিমিনেশন টেস্টের পরদিনই আমি জ্বরে পড়লাম। সঙ্গে সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা। ভাইরাল ফিভার। সাত দিন বিছানা ছাড়া যাবে না। পাঁচ দিনের মাথায় বিকেলবেলা হঠাৎ মুদ্রিকা এল আমায় দেখতে। কলেজ থেকে আসছে। বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছিল ওকে। কিছুদিন ধরে ওর ঠোঁটের থেকে হাসি যেন ডাইনোসর হয়ে গিয়েছিল। সেটা ফের ফিরে এসেছে। ও আমার খাটের পাশে একটা বিন-ব্যাগ টেনে বসল আর সাইডব্যাগটা খুলল। তারপর একটা ব্রাউন পেপারের ঠোঙা বের করল তার মধ্যে থাকে।

আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী-রে, কী এনেছিস?"

ও বলল, "জহরদার ক্যান্টিন থেকে ডিমের চপ।"

আমি মুখটা ব্যাজার করে বললাম, "ও এতদিনে তোর পয়সা বেশি হল!"

মুদ্রিকা আমার কথায় পাত্তা না দিয়ে বলল, "না, না, আজ একটা দারুণ ঘটনা ঘটেছে। আজ কলেজে গোগোকে নিয়ে ব্যাপক সিন হয়েছে।"

"মানে?" আমি আধশোয়া থেকে উঠে বসলাম।

"আরে, আজ গোগো কলেজের বাইরে ছাতিম গাছের তলায় দিওতিমাকে প্রপোজ় করেছে।"

আমার চোখ গোল হয়ে গেল, "দিওতিমা কী বলল?"

মুদ্রিকা হাসল, তারপর লম্বা করে শ্বাস নিল একটা, "দিওতিমা একদম বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে গোগোর। বলেছে, চাকর-বাকর আর জাম্ববানের সঙ্গে নাকি ও প্রেম করে না। আর ওর মতে, গোগো দু'টোই।"

"এসব বলেছে?" আমার খারাপ লাগল, "মেয়েটা তো আচ্ছা শয়তান! এতদিন হেল্প নেওয়ার পর এসব বলল! তা গোগো কী করছে?"

মুদ্রিকা ঠোঙা খুলে একটা ডিমের চপ বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল, "তাতে আমার কী!"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

॥ ৪ ॥

গোগো অঙ্কের খাতাটা গোল করে পাকিয়ে টেবিলের উপর মারল। বুঝলাম বিরক্ত হয়েছে খুব। তারপর বলল, "জানিস, আজ আমার করে দেওয়া অঙ্কগুলো না নিয়ে ফিরিয়ে দিল দিওতিমা। আচ্ছা আমি কী দোষ করেছি বলতে পারিস? কাউকে ভাললাগা খারাপ?"

আমি বললাম, "তোরই বা অত দরকার কী?"

গোগো বলল, "প্রেমে তো পড়লি না জীবনে, এসবের মর্ম বুঝবি কী করে?"

আমি বললাম, "বাদ দে। অন্য কথা বলি। কাল পিকনিকে যাচ্ছিস তো?"

গোগো ম্লান হেসে বলল, "চাঁদা হাজার টাকা। আমি অত টাকা দেব কোথা থেকে? তা ছাড়া মায়ের শরীর ভাল নেই। দু'দিন বাড়ির বাইরে থাকতে পারব না।"

আমার খারাপ লাগল। ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট একসঙ্গে পিকনিক করছে বসিরহাটের কাছে একটা বাগানবাড়িতে। আমরা জানি দারুণ মজা হবে। গোগোটা গেলেও ভাল হত। কিন্তু কী আর করা যাবে! আমরা যে সকলে মিলে ওর টাকাটা দিয়ে দেব, সেটাও তো ও নেবে না।

সময়মতো আমি আর মুদ্রিকা স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। মোটমাট ছাব্বিশজনের দল। সকালের এই সময়ে শিয়ালদা স্টেশনে বোধহয় সারা পৃথিবীর লোক এসে জমা হয়। ওরেবাব্বা! কী ভিড়! বোর্ডে দেখলাম, চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে আমাদের ট্রেন দিয়েছে। আর সময় নেই। আমরা তাড়াহুড়ো করে ভিড় ঠেলে চার নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে পা বাড়ালাম। মুদ্রিকা অস্ফুটে বলল, "গোগোটা থাকলে খুব ভাল হত, না?"

আমি কিছু বলতে যাব, এমন সময় চিৎকারটা শুনলাম, "অ্যাই, দাঁড়া আমি এসেছি।" ভিড় আর হট্টগোলের উপরে গলা তুলে গোগো আমাদের ডাকছে। আমি অবাক হলাম। গোগো তা হলে এল!

গোগো কাছে আসতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, "শেষ পর্যন্ত এলি তা হলে!"

গোগো বলল, "এলাম, তবে যাব না। তোদের সি অফ করব।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

দিওতিমাকেও একবার দেখে নেব। দু'-তিন দিন তো আর দেখতে পাব না।" আমার রাগ হল, মালটার শিক্ষা হয়নি এখনও। তবে ভাগ্যিস মুদ্রিকা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। এই কথাটা শুনলে মেয়েটা দুঃখ পেত। প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ানোমাত্র দেখলাম, ট্রেন ঢুকছে। ট্রেনটায় যেমন ভিড়, প্ল্যাটফর্মেও তেমন গিজগিজে লোক। তাড়াতাড়ি ট্রেনে উঠতে না পারলে বসার জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। দেখলাম ভিড়ের মধ্যে নার্ভাস হয়ে দিওতিমা এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। নিশ্চয়ই ভিড় দেখে ভড়কে গিয়েছে খুব। গোগো বলল, "শ্রীময়, চিন্তা করিস না, আমি ঠিক দুটো-তিনটে জায়গা রাখব। লোকাল ট্রেনে ভিড় ঠেলা আমার কাছে জলভাত।"

ট্রেন থামামাত্র একটা লঙ্কাকাণ্ড শুরু হয়ে গেল। চারদিকে গুঁতোগুঁতি। একদল লোক নামছে, অন্য একদল উঠছে। সকলেই আগে যেতে চায়। এর মধ্যে আমরা ভালই এগোচ্ছিলাম, কিন্তু তখনই একটা ঝামেলা বাধল। ভিড় ট্রেন থেকে এক মহিলা বাচ্চা নিয়ে নামতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে এসে পড়ল দিওতিমার ঘাড়ে। দিওতিমাও দিয়েছে এক ধাক্কা। আচমকা ঠেলায় মহিলার হাত থেকে বাচ্চাটা ছিটকে গিয়ে পড়ল মাটিতে। আর বাচ্চাটাকে বাঁচাতে গিয়ে আরও কয়েকজন মাটিতে পড়ে গেল। ওই অবস্থাতেই মহিলা চিৎকার করে গাল দিতে শুরু করল দিওতিমাকে। আশপাশের কয়েকজনও মহিলাকে সঙ্গ দিতে তৎপর হল। আমি বুঝলাম বিপদ, এবার না দিওতিমার গায়ে-ফায়ে হাত দিয়ে দেয়। অমন ভূগোল দেখলে পাবলিকের ভূপর্যটক হওয়ার ইচ্ছে হতেই পারে!

দিওতিমার মুখ চুন হয়ে গিয়েছে। চোখের জল নামবে-নামবে করছে। কিন্তু কিছুতেই ও পাবলিককে ওর অনিচ্ছাকৃত ভুলটা বোঝাতে পারছে না। মহিলাটি যখন প্রায় দিওতিমার চুল ধরবে, তখনই গোগো এন্ট্রি নিল সিনে। বলল, "ও নয়, ঠেলাটা আমি দিয়েছি।" নিমেষে পাবলিকের ফোকাস ঘুরে গেল। বাছা-বাছা গালাগালির সঙ্গে দু'-চারটে ধাক্কাও খেল গোগো। কিন্তু ভূপর্যটনের আশা ভঙ্গ হওয়ায় পাবলিক গোগোর প্রতি এর চেয়ে বেশি আর আগ্রহ দেখাল না। আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। পরে, ট্রেনে উঠে আমি চাপা গলায় অন্য সকলকে ব্যাপারটা বললাম। ঘটনা শুনে সকলে একবাক্যে গোগোর প্রশংসা করলেও দু'জন অন্যরকম প্রতিক্রিয়া দিল। মুদ্রিকা বলল,

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"গোগোর সবটাতে বাড়াবাড়ি।" আর দিওতিমা? না, দিওতিমা কিছুই বলল না।

এই যে দিওতিমা গোগোকে সামান্য ধন্যবাদটুকুও দিল না, তাতে কিন্তু প্রতিক্রিয়া ভাল হল না। আমাদের ট্রেন ছাড়ার পর মুদ্রিকা প্রথম আক্রমণটা করল। দিওতিমার ব্যবহারের জন্য এক ট্রেন লোকের সামনে যা-তা বলল ওকে। মুদ্রিকার চোখ-মুখ দেখে আমার মনে হচ্ছিল যে, শুধু আজকের নয়, অনেকদিনের রাগ ফেটে বেরোচ্ছে ওর মধ্যে থেকে। প্রথমে দিওতিমা প্রতিবাদ করতে গেলে জয়ীও মুদ্রিকাকে সেকেন্ড করল। ধীরে-ধীরে সকলে দিওতিমার বিপক্ষে চলে গেল। আমিও রেগে যাওয়ার চেষ্টা করে ঠিক কোন টপিক নিয়ে আক্রমণ করব বুঝতে না পেরে বললাম, "সত্যিই তো, গোগোর যদি কিছু একটা হয়ে যেত! এই সকালে কেউ এত লিপস্টিক লাগায়!"

মুদ্রিকা আমার জামার হাতা টেনে চাপা গলায় বলল, "তুই চেপে যা, তোরটা হচ্ছে না।"

আমি চেপে গেলেও অন্যরা কিন্তু চাপল না। বারাসত আসতে-আসতে দেখলাম, দিওতিমা প্রায় একঘরে হয়ে গিয়েছে। আমার খারাপ লাগছিল মেয়েটার জন্য। সারাদিন কেউ ঠিক করে কথাই বলল না দিওতিমার সঙ্গে। সন্ধেবেলায় বাগানবাড়ির ছাদে ভরা জ্যোৎস্নায় দেখলাম, হাঁটুতে মাথা রেখে বসে আছে দিওতিমা। পিঠটা ফুলে-ফুলে উঠছে। আমি খুব সাহস করে ওর পাশে গিয়ে বসলাম। আমার উপস্থিতি টের পেয়ে দিওতিমা মুখ তুলল। ওর দু'গাল জলে ভেজা, চোখের পলকগুলো বৃষ্টি-পরের নারকেল পাতার মতো লাগল। দিওতিমা আর্দ্র গলায় বলল, "আমি খুব খারাপ মেয়ে, না রে?"

॥ ৫ ॥

কে খারাপ আর কে ভাল, আমি ঠিক বুঝি না। আসলে খারাপ-ভালগুলো জীবনে এত তাড়াতাড়ি পালটে যায় যে, কোনও কিছুকে খারাপ বা ভাল বলার ঝুঁকি আমি অন্তত নিই না। তাই, সেই সন্ধেবেলা আমি দিওতিমাকে ওর প্রশ্নের উত্তর দিইনি। আমি ভেবেছিলাম, কলকাতায় ফিরে সব ঠিক

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

হয়ে যাবে। কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি, কলকাতায় কী অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্য, বা বলা যায়, গোগোর জন্য। পিকনিক থেকে ফেরার দু'দিন পর আমরা ক্লাসে বসে ছিলাম। যে স্যারের ক্লাস, তিনি তখনও আসেননি। আমি আর গোগো লাস্ট বেঞ্চে বসে কথা বলছিলাম। আমি ওকে পিকনিকের কথা বলতে চাইলেও ও কিন্তু উৎসাহ দেখাচ্ছিল না। আমি বললাম, "এমন নেতিয়ে আছিস কেন আজ? কী হয়েছে?"

গোগো নিচু গলায় বলল, "মায়ের টেস্টগুলোর কথা ভাবছিলাম। কালকেও ডাক্তার দেখিয়েছি। টাকাটা তাড়াতাড়ি জোগাড় না হলে..."

গোগো কথা শেষ করতে পারল না। আমি দেখলাম, দরজার দিকে তাকিয়ে ও স্থির হয়ে আছে। দেখলাম, বুকের কাছে একটা ফাইল ধরে ঢুকছে দিওতিমা। আর ও এসে সোজা আমাদের সামনেই দাঁড়াল। গোগোও থতমত খেয়ে তাকিয়ে রয়েছে দিওতিমার দিকে। সকলে ঘুরে তাকিয়েছে আমাদের দিকেই।

দিওতিমা কোনওরকম ভণিতা না করে সটান গোগোর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার কি এখনও আমার প্রতি ফিলিংস একইরকম আছে?"

"আমার?" গোগো হতভম্ব।

"হ্যাঁ, তোমার, কারণ..." দিওতিমা চুপ করে গেল।

"কারণ?" গোগো এবার সামলে নিয়েছে নিজেকে।

দিওতিমার গলার স্বর হঠাৎ নিচু হয়ে গেল। অনভ্যস্ত লজ্জা এসে ঝুঁকিয়ে দিল চোখ। ও বলল, "কারণ, আমার তোমাকে ভাল লাগে। আমি তোমায় ভালবাসি। এভাবে সকলের সামনে এটা বললাম কারণ, আমি চাই তুমি আমার কথার গুরুত্বটা বোঝো। আমি তোমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি। প্লিজ় ফরগিভ মি।"

আমার হাঁ মুখের মধ্যে একটা জাহাজ ঢুকে যেতে পারত। এ কী শুনছি আমি! কলেজের সবচেয়ে রূপসি মেয়েটি মালা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে গোগোর সামনে। কিন্তু গোগো কোনও উত্তর দিচ্ছে না কেন?

দিওতিমা দ্বিধার সঙ্গে তাকাল গোগোর দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করল, "কী হল, কিছু বলছ না কেন?"

গোগো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর নাক টেনে বলল, "সবই বুঝলাম, কিন্তু আমার ইচ্ছে করছে না!"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"মানে? কী ইচ্ছে করছে না?" দিওতিমা প্রশ্ন করার আগে আমিই জিজ্ঞেস করে ফেললাম।

গোগো হাসল, বলল, "তোমার সঙ্গে প্রেম করতে ইচ্ছে করছে না একদম।"

দিওতিমা বোকার মতো মুখ করে প্রশ্ন করল, "কেন?"

গোগো বলল, "তোমার মতো বাজে, বখাটে মেয়ের সঙ্গে প্রেম কেন, জাস্ট শুতেও রাজি নই আমি। এবার তুমি এসো।"

দিওতিমা এই শেষের কথাটা আর নিতে পারল না, কেঁদে ফেলল। তারপর বলল, "সকলের সামনে তুমি আমায় এমন বলতে পারলে?"

গোগো উঠে দাঁড়াল। তারপর ব্যঙ্গের গলায় বলল, "পারলাম। এখন কাটো তো বাপু, অনেক হেজিয়েছ।"

দিওতিমা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল আর গোগো ভাঙাচোরা শিস দিতে-দিতে বেরিয়ে গেল ক্লাস থেকে। আমিও থতমত ভাব কাটিয়ে ছুটলাম গোগোর পিছনে। কিন্তু দরজার কাছে পৌঁছেও আমি ক্লাস থেকে বেরোতে পারলাম না। ক্লাসে আসা স্যারের সঙ্গে ধাক্কা খেলাম জোরে। স্যারের বকা খেতে-খেতেও দেখলাম, বারান্দা দিয়ে সোজা সিঁড়ির দিকে চলে গেল গোগো। স্যার ক্লাসে এসে কাঁদতে থাকা দিওতিমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছ কেন? কী হয়েছে তোমার?"

দিওতিমা কোনও উত্তর না দিয়ে দরজার দিকে হাঁটা দিল। স্যার এবার আমার দিকে আঙুল তুলে প্রশ্ন করলেন, "নিশ্চয়ই ও তোমায় কিছু বলেছে?"

আমি বললাম, "না স্যার, আমি কিছু বলিনি।"

ঠিক তখনই দিওতিমা বেরিয়ে গেল ক্লাস থেকে।

স্যার আমাকে বললেন, "মেয়েটা যদি আবার কাঁদে, তা হলে আমি তোমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।" লে হালুয়া! আমি মুখ ব্যাজার করে বেঞ্চে গিয়ে বসলাম। বসলাম বটে, কিন্তু কিছুই মাথায় ঢুকল না। ভাবতে লাগলাম কখন গিয়ে গোগোকে ধরব! দেখলাম, মাঝের বেঞ্চ থেকে মুদ্রিকাও আমার দিকে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে, মুখে হাসি!

ক্লাস শেষ হওয়া মাত্র আমি ক্যান্টিনে ছুটলাম। কিন্তু না, সেখানে গোগো নেই। ছাতেও নেই! মালটা গেল কোথায়? বাড়ি চলে যায়নি তো? একবার

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দেখব? যাই বাসস্ট্যান্ডে। সেখানে গিয়েই গোগোকে পেলাম আমি। দেখলাম, দেওয়ালের উপর বসে রয়েছে ও। আমি গিয়ে বসলাম ওর পাশে। আমায় দেখে গোগো একটু হাসল।

আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী করলি বল তো? মেয়েটাকে রিজেক্ট করা ঠিক হল তোর? ও তো তোকে ভালবাসে বলল।"

গোগো আবার হাসল, তারপর বলল, "ভালবাসে? হোয়াট রাবিশ! এই শহরে প্রতি দশ মিনিটে একজন কাউকে না কাউকে প্রপোজ় করছে আর ব্যর্থ হচ্ছে। এটা কোনও ব্যাপারই নয়।"

"তা বলে ওভাবে বলবি? তোর খারাপ লাগল না?"

গোগো ঠোঁট উলটে বলল, "নাঃ, খারাপ লাগল না।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "মানে? তোর সেই তীব্র প্রেম এখন ঘৃণায় পরিণত হয়েছে?"

গোগো বলল, "ওরে বাবা, এত কঠিন বাংলা বলছিস কেন? আর প্রেম বা ঘৃণা, কিছুই নেই এর মধ্যে।"

"তা হলে?"

গোগো কোলের উপর রাখা ব্যাগের চেন খুলে একটা ব্রাউন রঙের খাম বের করল, তারপর বলল, "এতে পাঁচ হাজার টাকা আছে।"

"অ্যাঁ? এত টাকা কোথায় পেলি?"

গোগো বলল, "পূরব দিয়েছে।"

"পূরব? কেন দিল?"

গোগো বলল, "দিওতিমাকে অপদস্থ করার পারিশ্রমিক!"

"কী, কী বললি তুই?" আমি ঠিক ধরতে পারলাম না।

গোগো খামটা ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখে বলল, "মনে নেই? সেই ছাতিম গাছের তলায় আমি আর পূরব কথা বলছিলাম? এটা একটা ডিল ছিল। পূরবের সেই থাপ্পড় খাওয়ার বদলা! ওর টাকার অভাব নেই। আর আমার টাকা চাই। তাই ও যখন আমায় অফারটা দিল, আমি লুফে নিলাম। আফটার অল, আমি তো মারসিনারি।"

"কেন এমন করলি গোগো? শুধু টাকার জন্য? প্রেমের কোনও মানে নেই তোর কাছে?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

গোগো এবার ম্লান হাসল, বলল, "তোকে যখন এতটা বললাম, তখন এটাও বলছি, হ্যাঁ, টাকার জন্য। মায়ের টেস্টগুলো করানো খুব দরকার। জানিস, সারারাত ঘুমোতে পারে না, এত কাশি হয়। পরশু থেকে রক্তও উঠছে! আর প্রেমের দাম বলছিস? যেদিন আমি আর মারসিনারি থাকব না, সেদিন এ ব্যাপারে আমি মুদ্রিকার সঙ্গে কথা বলব, তোর সঙ্গে নয়।"

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। বললাম, "তুই কী রে?"

সামনে একটা বাস এসে দাঁড়িয়েছে। গোগো লাফ মেরে দেওয়াল থেকে নেমে সেদিকে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল, তারপর অদ্ভুত বিষণ্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "কেন, তোরাই তো বলিস, আমি ক্রাইম-মাস্টার গোগো!"

AMARBOI.COM
www.MonerSathe.Com

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

গোল্লা

ডিঙিতে পা দিতেই ঝুপ করে লোডশেডিং হয়ে গেল। এই এক অশান্তি হয়েছে আজকাল। বর্ষাকাল পড়তে না-পড়তেই লোডশেডিং চালু। মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। নাও, এখন গরমে ঘামতে থাকো! আমি ভিতরে ঢুকলাম। আজ ডিঙি একদম ফাঁকা। শুধু একপাশে তোজো বসে রয়েছে। সামান্য চায়ের কাপ আর সামনে সদ্য ধরানো একটা মোম। আমাকে দেখেই বলল, "এদিকে আয়। কেমন হল ইন্টারভিউ?"

আমি ওর পাশে গিয়ে বললাম, "হয়েছে ভালই। এখন দেখা যাক।"

"কেন যে ফালতু ব্যাটারি খরচ করে কলকাতার চাকরিটা ছেড়ে পণ্ডিচেরি যেতে চাইছিস, ভগবান জানে!" তোজো চায়ে চুমুক দিল।

আমি বললাম, "আরে, মাইনে কত বেশি দেয় দ্যাখ!"

তোজো হাসল, "শালা, যখন মাইনে বেশি দেবে, জানবি তোর ব্যাটারিও বেশি খরচ করাবে। যাক, চা খাবি তো?"

আমি হ্যাঁ-সূচক ঘাড় নাড়লাম। তোজো চিৎকার করল, "ও টাপুদা, সাদের জন্য এক কাপ চা লাগাও।"

চা আসুক, সেই সুযোগে আমি ছোট্ট করে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে দিই! আমি সাদ ব্যানার্জি। না না, প্লিজ বন্দ্যোপাধ্যায় নয়, ব্যানার্জি। আমি যে কোম্পানিতে আছি, সেখানে বন্দ্যোপাধ্যায়-টাধ্যায় বলা হয় না একদম। আমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, আমাদের কোম্পানি নামকরা এক মাল্টিন্যাশনাল, অফিস পার্ক স্ট্রিটে। ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পরই এখানে চাকরি পেয়েছি আমি। এখন বছর তিনেক হয়েছে। কিন্তু আর থাকব না এখানে। তাই চাকরি খুঁজছি। হ্যাঁ, চাকরি খোঁজার পিছনে তোজোকে যেটা

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

বলেছিলাম, সেটা নিশ্চয়ই একটা কারণ। কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। এর বাইরেও কারণ আছে একটা। আট বছর বয়সে এক অ্যাক্সিডেন্টে আমার বাবা-মা মারা যায়। তারপর থেকেই আমি মামা বাড়িতে, মানে এই পাড়ায় থাকি। মামা, মামি আর মামাতো দুই দাদা খুবই ভাল। কোনওদিন আমার কোনও অসুবিধে হতেই দেয়নি। কিন্তু সম্প্রতি মামাতো দাদাদের বিয়ের কথা চলছে। আমি বুঝতে পারছি যে, আমাদের ছোট্ট ফ্ল্যাটে এবার ঘরের টান পড়বে। মামাকে যদি আমি বলি যে, অন্য কোনও ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকছি, তা হলে এই বয়সেও মার খাব। কিন্তু আমি জানি, ঘরের সমস্যাটা বাস্তব। তাই যখন এই চাকরির খবরটা পেলাম, একটা রাস্তা দেখতে পাওয়া গেল যেন। এরা মাইনে দেবে অনেক। তার সঙ্গে পণ্ডিচেরিতে থাকার ফ্ল্যাট। আমার কেরিয়ারের উন্নতি আর আমার মামার বাড়ির প্রবলেম— দু'টো পাখিই মরবে চাকরির এই ঢিলটা লাগলে। আজ সেই ঢিল ছোড়ার দিনই ছিল। অর্থাৎ ইন্টারভিউ। ভালই হয়েছে। দেখা যাক, লাগে কি না ঢিলটা। যাক গে, আর কথা নয়, ওই চা এসে গিয়েছে।

চায়ের সঙ্গে টাপুদা আরও একটা মোদক রাখল টেবিলে। বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে এখন। তবু ভ্যাপসা গরম লাগছে বেশ। চায়ে চুমুক দিলাম আমি। তোজো বলল, "তুই চলে গেলে খুব ফাঁকা লাগবে পাড়াটা। এই ডিঙিতে বসার মজাই থাকবে না আর।"

আমি বললাম, "আর মজা করে লাভ নেই। পি-এইচ ডি করছিস, সেটা যাতে তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারিস, তা-ই দ্যাখ।"

তোজো ঠোঁট ওলটাল, "শালা, মজা না করে তোর মতো সবসময় গোমড়া হয়ে থাকব, না?"

আমি কথা না বলে গলার টাইয়ের নটটা আলগা করলাম। ইন্টারভিউ থেকে সোজা ডিঙিতে চলে এসেছি।

এই যে এতক্ষণ ধরে ডিঙি-ডিঙি করছি, আসলে ডিঙি হল টাপুদার দোকান। চা, কফি, স্যান্ডউইচ, কচুরি সব পাওয়া যায়। কিন্তু বিশেষ ভিড় হয় না। পাড়ায় আমাদের বয়সি ছেলেমেয়েদের কাছে টাপুদার দোকানটা হল

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

আড্ডার জায়গা। এখানে এসে এক কাপ চা বা কফি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকো, আড্ডা মারো, কেউ কিচ্ছু বলবে না।

আজ কিন্তু আড্ডা দেওয়ার মুডটাই আমার নেই। লোডশেডিং হওয়ার সময় পেল না আর। আমি চায়ের দাম দিয়ে উঠতে যাব, এমন সময় দেখি রতি! অগ্নিহোত্রী নয়, সান্যাল।

রতিও এই পাড়ায় থাকে। ছোট থেকেই আমাদের বন্ধু, মানে বান্ধবী। এখন স্কুলে পড়ায় ও। আর মাঝে-মধ্যেই ডিঙিতে এসে আমাদের সঙ্গে আড্ডা মারে। তাই ওকে দেখে ভাবলাম গপাতে এসেছে হয়তো। কিন্তু না, রতি আজ একা নয়। ওর পিছন-পিছন আরও দু'জন এসে ডিঙিতে ঢুকল। আর ওই দু'জনের মধ্যে সামনের জনকে দেখে লোডশেডিংটা আর বিরক্তিকর বলে মনে হল না আমার। এই দু'জন মেয়ে সপ্তাহ দুয়েক হল আমাদের পাড়ায় এসেছে। শুনেছি, ওদের বাবা খুব বড় উকিল। ওরা যে বোন, সেটা ওদের দেখলেই বোঝা যায়। পাড়ায় যখন এমন কারও আগমন হয়, তখন চরেরা তৎপর হয়ে ওঠে। তাদেরই এক বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছি যে, বড়জনের নাম পর্ণাল আর ছোটজন পালোমা। দু'জনই যেচে বাজার, র‍্যাশন, ইলেকট্রিক বিল জমা দেওয়া থেকে ধোপাবাড়ি থেকে কাপড় এনে দেওয়ার মতো ফাটাফাটি দেখতে। কিন্তু কোনও এক অদৃশ্য কারণে বড়জনের জন্যই এসব কাজ একটু বেশি মাত্রায় যেচে করতে ইচ্ছে করে আমার।

দু'জনকে নিয়ে রতি এসে বসল আমাদের টেবিলের এই দিকের বেঞ্চে। বড়জনের চোখে-চোখ পড়ল আমার। ডিঙি দুলে উঠল কি? রতি বলল, "তোদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। নিশ্চয়ই দেখেছিস ওদের। পাড়ার মোড়ের বাড়ির দোতলাটা কিনেছে ওরা।"

আমি মনে-মনে বললাম, ঠোঙা খবর। দোতলার ব্যালকনিতে দেখেছি ওদের। বিশেষ করে বড়জনকে। অবশ্য ব্যালকনিটার সামনে পাড়ায় দু'টো কৃষ্ণচূড়া গাছ এমনভাবে ডালপালা ছড়িয়ে থাকে যে, হাঁটতে-হাঁটতে একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গল ছাড়া দেখা যায় না কে দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্যালকনিতে। এই ক'দিনেই যতবার ওই নির্দিষ্ট জায়গায় এসে স্লো হয়ে গিয়েছি, দেখেছি বড়জন মোবাইলে কথা বলছে জানি কার সঙ্গে। কোনওদিনই রাস্তার স্লো

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

হয়ে যাওয়া ছেলেটিকে দ্যাখেনি। এই যে লক্ষ না করা, মোবাইল ফোনের এটাও একটা অপকারী দিক।

রতি আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল, "এই হচ্ছে পর্ণাল আর ও পালোমা।"

তোজো প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, একটা মোম উলটে দিয়ে হ্যান্ডশেক করল দু'জনের সঙ্গে। বলল, "আমি তেজেন্দ্র মানে তোজো, আর এ আমার বন্ধু সাদ।"

আমার রাগ হল তোজোর উপর। ব্যাটা তোকে আমি সেক্রেটারি রেখেছি? আমি যথারীতি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লাম শুধু।

এর পরের দশ মিনিট তোজোর সময়। ও নিজের থেকে শুরু করে আমার পর্যন্ত সবার ব্যাক এবং ফোর গ্রাউন্ড বলে দিল গড়গড় করে। এমনকী, এও বলল যে, আমি নাকি ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, দারুণ চাকরি করি, সামনে আরও ভাল চাকরি করব। ওর এইসব বিশেষ বিশেষণে আমি নিজেই অবাক হলাম। আমার নিজেরই জানা ছিল না আমি এত সাংঘাতিক মেধাবী, ভারতবর্ষের একমাত্র ভরসা। মনে-মনে আমি তোজোকে আমার সেক্রেটারি বানিয়ে দিলাম। পালোমা বলল, "আপনি এত ভাল স্টুডেন্ট! দ্যাটস গ্রেট!"

প্রশংসা পেয়ে আমি আরও গম্ভীর হয়ে গেলাম। তাকালাম পর্ণালের দিকে। মানে এবার তোমার কমপ্লিমেন্ট দেওয়ার পালা।

পর্ণাল নিরুৎসাহিত চোখে তাকাল একবার। আপনি নয়, সরাসরি তুমি সম্বোধন করে বলল, "তুমি সায়েন্সের স্টুডেন্ট? ধুস, ওটা কোনও সাবজেক্ট?"

আমি হোঁচট খেলাম, "মানে? সায়েন্স সাবজেক্ট নয়? এটাই তো আলটিমেট সাবজেক্ট।"

পর্ণাল হাসির মধ্যে বিদ্রুপ গুলে দিল দু' চিমটে, বলল, "আলটিমেট? আচ্ছা বলো তো মানুষের সঙ্গে অন্যান্য পশুদের প্রধান পার্থক্য কী?"

আমার সেক্রেটারি আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল, "মানুষ চিন্তা করতে পারে, অন্যরা পারে না।"

পর্ণাল এমনভাবে তাকাল যেন কাচের গ্লাস ভেঙে ফেলেছি আমরা। বলল, "না, সে তো শিম্পাঞ্জি, গোরিলা আর পাখিরাও কিছুটা পারে বলে শুনেছি।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

পাখিরাও পারে? আমি অবাক হলাম। পালোমা ওর বড় ব্যাগের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে একটা ডেয়ারি মিল্ক চকোলেট বের করে ভাগ করে দিল সবাইকে। আমি চকোলেটটা হাতে ধরে অবিশ্বাস নিয়ে তাকালাম পর্ণালের দিকে।

পর্ণাল চকোলেটে কামড় দিয়ে বলল, "মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর মূল পার্থক্য হল, মানুষ মজা করতে পারে, অন্য প্রাণীরা একদমই পারে না। সেন্স অফ হিউমার মানুষ ছাড়া অন্য কারও নেই। আর সায়েন্স সেখানেই দুর্বল। সায়েন্সে কোনও মজা নেই। সব কাঠ-কাঠ ব্যাপার।"

আচ্ছা ফালতু যুক্তি তো। সুন্দরী বলে ওর সব কথা মানতে হবে নাকি? আমি প্রতিবাদ করলাম, "কে বলেছে মজা নেই? যথেষ্ট মজা আছে।"

"তা-ই?" পর্ণাল এমনভাবে তাকাল আমার দিকে মনে হল ডিঙিটা উলটেই গেল এবার। তবু প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, "আই ক্যান প্রুভ ইট। সামান্য একটা উদাহরণ দিলেই বুঝবে কত মজা আছে সায়েন্সে! মজা আর ম্যাজিক!"

পালোমা বলল, "তা-ই?"

পর্ণাল চাপল পালোমাকে। বলল, "ছাড় তো, ফালতু কথা।"

ফালতু কথা? মানে? রোখ চেপে গেল আমার। ফাইল থেকে সাদা কাগজ আর পেন বের করলাম। বললাম, $(a-b)^2$-এর ফর্মুলাটা মনে আছে নিশ্চয়ই?"

পর্ণাল নাক তুলল, "ক্লাস টেন অবধি সবাইকে অঙ্ক করতে হয়। আমি ইংলিশ নিয়ে পড়লেও এটা জানি। এমন গাধা নই যে, ক্লাস সিক্স-সেভেনে পড়া এই ফর্মুলাটা ভুলে যাব। ফর্মুলাটা হল $a^2-2ab+b^2$।"

আমি বললাম, "ঠিক। খুব সোজা। আর এর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে মজাটা।"

"মজা? এর মধ্যে?" অবিশ্বাসের চোখে তাকাল পর্ণাল।

আমি বললাম, "দ্যাখো তবে। এই ফর্মুলার সাহায্যে প্রমাণ করব যে, 4 = 5।"

"অ্যাঁ 4 = 5? হয় নাকি?" পর্ণালের চোখে এখনও অবিশ্বাস।

আমি মুচকি হেসে লিখলাম: "-20 = -20, এটা আমরা লিখতে পারি।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

এটাকে আবার 16-36 = 25-45-এ ভেঙেও লিখতে পারি।

এবার প্রতিটাকে ভেঙে $4^2-9\times4 = 5^2-9\times5$ এভাবেও লিখতে পারি।

এবার দু'দিকে $(9/2)^2$ যোগ করলাম, $4^2-9\times4+(9/2)^2 = 5^2-9\times5+(9/2)^2$।

এবার 9×4 আর 9×5 কে আরও ভাঙলাম।

$4^2-2\times9/2\times4+(9/2)^2 = 5^2-2\times9/2\times5+(9/2)^2$। দেখতে পাচ্ছ তো দু'দিকেই $a^2-2ab+b^2$ প্যাটার্ন এসেছে!

অর্থাৎ $(4-9/2)^2 = (5-9/2)^2$ লিখতে পারি।

এবার দু'দিকে বর্গমূল করলে

$4-9/2 = 5-9/2$ হবে।

9/2 দু'দিক থেকে কেটে দিলে হবে, 4 = 5। হল?

পালোমা কিছুক্ষণ কাগজের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে উঠল, "গ্রেট।"

পর্ণালও ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল অঙ্কের দিকে।

বলল, "হল তো। কিন্তু জিনিসটা তো ভুল।"

আমি পেনটা বন্ধ করে বললাম, "ভুল তো বটেই। কিন্তু কোথায় ভুল খোঁজো। কিন্তু এটুকু তো মানবে যে এটা মজার!"

"ও কে।"

তোজো হাসল, "ও কে মানে? তোমার ইংলিশে কোনও মজা আছে? শুধু মুখস্থ বিদ্যা।"

পর্ণাল হাসল। জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা বলো তো ইংলিশ বানানে সবচেয়ে বড় শব্দ কী?"

আপনা থেকেই মুখ বেঁকে গেল আমার। হুঁ, কী ভাবে এরা? এ তো বাচ্চাদের প্রশ্ন।

আমি বললাম, "pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis (নিউমোনোআলট্রামাইক্রোস্কোপিকসিলিকোভলকানোকোনিওসিস)।"

পর্ণাল ব্যঙ্গ করে হাসল, "এই তো বিজ্ঞানের ছাত্রের দৌড়। এটা আদৌ নয়। বিজ্ঞান সবসময় বাঁধা গতে হাঁটে, লুক বিয়ন্ড ওয়ার্ডস। সবচেয়ে বড় শব্দ মোটেও এটা নয়।"

এটা নয়? আমি থতমত খেলাম। তোজো ভুরু কুঁচকে তাকাল আমার দিকে। অর্থাৎ ও-ও জানে না উত্তরটা।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

পর্ণাল উঠল, "আজ আমরা আসি। তোমরা, বিজ্ঞানীরা, চিন্তা করো। পারলে ডিকশনারি খুলে টেপ ফিতে নিয়ে মাপামাপি করো। দ্যাখো পারো কি না!"

দিদির পিছনে-পিছনে যাওয়ার আগে পালোমা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, বলল, "উত্তরটা দিয়ে গেলাম কিন্তু।"

"কোথায় উত্তর দিল?" তোজো জিজ্ঞেস করল আমায়।

আমি বেকুবের মতো মুখ করে মোমের কাঁপা-কাঁপা হলুদ শিখার দিকে তাকিয়ে বললাম, "কী জানি।"

শুনলাম দোকান থেকে বেরোবার সময় পর্ণাল রতিকে বলল, "কে সাদ নাম রেখেছে রে এর? এর নাম তো হওয়া উচিত ছিল বিষাদ। গোমড়াথেরিয়াম।"

খেয়াল হল চকোলেটটা তখনও বাঁ হাতে ধরা রয়েছে আমার।

॥ ॥

এক সপ্তাহ হয়ে গেল তবু ইন্টারভিউয়ের খবর এল না কোনও। কী কেস হল কে জানে! ভালই তো দিয়েছিলাম ইন্টারভিউটা। ওদের কথাবার্তা শুনেও মনে হচ্ছিল যে ওরা প্লিজড। মামা আর মামিকে অনেক করে বলে রাজি করিয়েছি। ওঁরা তো প্রথমে কিছুতেই পণ্ডিচেরি যেতে দেবেন না আমায়। উন্নতি, বেশি মাইনে, বছরে দু'বার কলকাতায় আসা, এসব বলে ম্যানেজ করেছি ওঁদের। কিন্তু যার জন্য এত ব্যাটারি খরচ, সেই চাকরি কই? ধ্যাত্তেরি, তোজোর সঙ্গে মিশে-মিশে আমারও ভাষা গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।

আমার অফিস পার্ক স্ট্রিটে। মেট্রো করে যাতায়াত করি। ফেরার পথে আজ মেট্রোয় পর্ণালকে দেখলাম। ওর সঙ্গে আমারই বয়সি একটা ছেলে ছিল। দু'জনে খুব হাসছিল ওরা। গল্প করছিল মশগুল হয়ে। কী এত হাসির আছে এই পৃথিবীতে? চারদিকের অবস্থা দেখে হাসি পায় কারও? আচ্ছা, না হয় পেল, তা বলে ওই ছেলেটার সামনেই হাসতে হবে? মানলাম পর্ণালের দাঁতগুলো সুন্দর, হাসিও খুনখারাপি, তা বলে লোকের সামনে এভাবে দেখাতে হবে? আমি তো

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

ওদের থেকে মাত্র হাত কুড়ি দূরে দাঁড়িয়ে ছিলাম, কিন্তু হাসির এমন বহর যে, আমায় দেখলই না পর্যন্ত! পর্ণাল কেন দ্যাখে না আমায়? ব্যালকনিতে যখন দাঁড়িয়ে থাকে তখনও দ্যাখে না আমায়। শুধু ফোনে কথা বলে। হাসে। এত হাসির কী আছে পৃথিবীতে? ওর কাছে জীবন কী? প্রিয়দর্শনের সিনেমা?

ভাবলাম বাড়িতে না ফিরে ডিঙিতে বসব একটু। তোজোর সঙ্গে কথা বললে যদি মনটা ভাল হয়। দু' পা এগোতেই দেখলাম পালোমা। শুনেছি ওর দিদির মতো এও ইংলিশ। এম এ করছে। ফাইনাল ইয়ার। ওকে দেখে মাথা নিচু করে পাশ কাটাবার চেষ্টা করলাম। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। পালোমা কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়ল আমার সামনে। হাসি-হাসি মুখে জিজ্ঞেস করল, "অফিস থেকে ফিরছেন?"

ভাবলাম বলি, না ওয়াটারলু থেকে। বললাম, "হ্যাঁ, ডিঙিতে যাব একটু।"

পালোমা হাসল আবার, "চাকরিটা হয়েছে?"

মহা মুশকিল! আমি দাঁড়ালাম না আর, বললাম "এখনও খবর পাইনি। আসি, কেমন?" একটু রূঢ় হয়ে গেল কি? পালোমার মুখে একটু থতমত ভাব দেখলাম কি? ধ্যাত, হলে হবে। ওর দিদি যে আমার দিকে একবারও তাকায় না! সেটা কি খুব মিষ্টি?

ডিঙিতে আজ পাড়ারই কয়েকজন বসে রয়েছে। তোজো সেখানেই বসে ছিল। আমায় দেখে উঠে এল। কোণে একটা ফাঁকা টেবিল দেখে বসলাম আমরা।

তোজো জিজ্ঞেস করল, "কী রে, এমন দ্রিঘাংচুর মতো মুখ করে আছিস কেন?"

আমি হাত তুলে টাপুদাকে চা আর স্যান্ডউইচ দিতে বললাম। তারপর তোজোর দিকে তাকালাম, "কী যা-তা বলছিস? অফিসে খাটনি নেই নাকি? ক্লান্ত লাগছে।"

"সে জানি, অফিসে প্রচুর ব্যাটারি খরচ করিস। তা বলে সবসময় এমন তোম্বা মুখ করে থাকিস কেন?"

"মানে? হাসি না পেলেও খ্যাক-খ্যাক করে হাসতে হবে নাকি?" হাসির কথায় আজ মেট্রোয় দেখা পর্ণালের মুখটা মনে পড়ে গেল। একটা ইরেজার থাকলে, মোনালিসা থেকে পর্ণাল, সবার মুখের হাসি মুছে দিতাম।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

"কী গুরু মেজাজ ফরটি নাইন মনে হচ্ছে? কী হয়েছে কী?" তোজো টেবিলে হাত রেখে ঝুঁকে বসল সামনে। আমি ওর দিকে তাকালাম। বলব? বলা যায়। তোজো আমার ছোটবেলার বন্ধু। ভাল ছেলে। বিশ্বস্ত। তা ছাড়া কাউকে না কাউকে বলতেই হবে আমাকে, না হলে এই অস্বস্তিটা কাটবে না আমার।

আমি বললাম, "একটা ঝঞ্ঝাট হয়েছে, বুঝলি?"

"ঝঞ্ঝাট? কেন চাকরিটা হয়নি?"

ধ্যাত্তেরি, চাকরি! এদিকে জীবন টাল খাচ্ছে আর চাকরি! আমি বিরক্ত মুখে বললাম, "তোরা সব চাকরি-চাকরি করে হ্যাদাচ্ছিস কেন রে? এ অন্য কেস।"

"অন্য কেস?" তোজো ভুরু তুলল।

"পর্ণাল।" প্রায় ফিসফিস করে বললাম আমি।

"অ্যাঁ!" তোজোর উঠে থাকা ভুরু কপাল, মাথা ছাড়িয়ে প্রায় শূন্যে ভাসতে লাগল। দেখলাম, কিছু বলতে গিয়েও বলল না। টাপুদা চা আর স্যান্ডউইচ রেখে গেল আমাদের সামনে।

টাপুদা চলে যেতেই তোজো চাপা উত্তেজনার সঙ্গে বলল, "পর্ণাল? কেলো করেছে। তুই গিয়েছিস। শালাও তো ফোর ফরটি। মনে নেই প্রথম দিনই কেমন ক্যাটক্যাট করে কথা শোনাচ্ছিল? সাদ তুই ফালতু ব্যাটারি খরচ করছিস কিন্তু।"

আমি বললাম, "সেসব জানি না। ওকে আমার দারুণ লাগে।"

"দারুণ লাগে?" তোজো আমার সম্ভাব্য শক খাওয়ার কথা চিন্তা করে করুণ মুখে তাকিয়ে রইল। জিজ্ঞেস করল, "কী করবি ভাবছিস?"

"জানি না। ও তো পাত্তাই দেয় না আমায়।"

"কিন্তু বলতে তো হবে।" তোজোর মাথায় সারাজীবনের ভার নেমে এসেছে যেন।

আমি স্যান্ডউইচে কামড় দিয়ে বললাম, "কীভাবে বলব বুঝতে পারছি না। যদি অপমান করে? তা হলে মাইরি নিতে পারব না আমি। কিন্তু এত ভাল লাগছে যে, না বলেও থাকা সম্ভব নয়।"

তোজো আমার প্লেট থেকে একটা স্যান্ডউইচ তুলল। তারপর অনেক চিন্তাভাবনা করে কামড় বসাল। চোখ বন্ধ করে চিবোতে লাগল।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী রে, কী চিন্তা করছিস?"

তোজো চোখ খুলল। মুখে অদ্ভুত হাসি। শুধু ভুরু নাচিয়ে বলল, "মেগাস্থিনিস।"

॥ ৩ ॥

পরের দু'দিন তোজোর টিকির দেখা পেলাম না আর। কোথায় ঘুরছে কে জানে! কলকাতায় বর্ষা আরও জাঁকিয়ে বসেছে। কালো-কালো মেঘ এসে জমছে শহরের মাথায়। চারিদিকে কেমন একটা অন্ধকার ভাব। একদম আমার মনের অবস্থা যেন! কী করব বুঝতে পারছি না কিচ্ছু। শুধু এটুকু বুঝেছি, কিছু করতে হলে আমাকেই করতে হবে।

পার্ক স্ট্রিটে আমাদের অফিস থেকে মেট্রো-স্টেশনে যেতে কিছুটা হাঁটতে হয়। আজ অফিস থেকে বেরিয়ে স্টেশনের দিকে হাঁটার মধ্যেই আচমকা বৃষ্টি নামল। ছাতা-টাতা আমি নিই না বিশেষ। হারিয়ে ফেলি খুব। তাই যাতে পুরো ভিজে না যাই, দৌড় লাগালাম। কিন্তু বৃষ্টিটা আরও ঝেঁপে এল। বেগতিক দেখে একটা বন্ধ দোকানের বোর্ডের তলায় দাঁড়িয়ে পড়লাম। গায়ে জলের ছাট লাগলেও মাথাটা তো বাঁচবে! চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। আমার সামনে কলকাতা ক্রমশ ঝাপসা হয়ে এল। কেউ যেন শিফনের ওড়নায় ঢেকে দিয়েছে সব। বেশ অনেকক্ষণ পর থামল বৃষ্টি। এখানে-ওখানে জল জমে গিয়েছে বেশ। আয়নার মতো চকচক করছে রাস্তা। ইশ্, দুটো ট্রেন মিস হয়ে গেল! তিন নম্বরটা ধরতেই হবে।

স্টেশনে আজ বেশ ভিড়। বুঝলাম বৃষ্টিতে আটকে পড়া লোকেরা সব একসঙ্গে এসে জড়ো হয়েছে। আমার রাইডস কাটাই ছিল। ফলে টিকিটের লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হল না আমায়। টিকিট পাঞ্চ করার গেট পেরিয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াতেই যেন শক খেয়ে গেলাম। পর্ণাল। সাদা চুড়িদার পরে আছে একটা, সঙ্গে শিফনের ওড়না। ডান হাতে হলুদ রাংতা গোটানো একটা

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

চকোলেট। কাঁধে ব্যাগ আর বাঁ হাতে ধরা আছে একটা আকাশি ছাতা। ছাতা থেকে টপটপ করে জল পড়ছে। মাথার চুলেও গুঁড়ো-গুঁড়ো বৃষ্টির স্মৃতি। নিমেষে লোকজন ভরতি স্টেশন যেন নির্জন হয়ে গেল একেবারে। মনে হল, কেবলমাত্র আমরা দু'জনই দাঁড়িয়ে রয়েছি শুধু। পর্ণালের কপালের উপর আলগোছে নেমে আসা চুল, বাঁ গালের লাল তিল, ভুরুতে লেগে থাকা জলের কুচি— গোটা দৃশ্যের সামনে হাঁটু দু'টো দুর্বল হয়ে এল। গলা শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে উঠল। ভাল লাগায় দমবন্ধ হয়ে এল যেন! বুকের ভিতর দুমদাম শব্দে বোমা ফাটতে লাগল একের পর এক। ভাবলাম, পণ্ডিচেরির চাকরির দরকার নেই আমার। যেভাবে হোক, কলকাতাতেই থেকে যাব। মামাতো দাদাদের অসুবিধে হলে হোক। এ মেয়েকে কলকাতায় রেখে যাওয়া যায়? পর্ণালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে মনে-মনে বললাম, "একবার, আজ একবার তাকাও আমার দিকে।"

পর্ণাল তাকাল। হাতের চকোলেটটা মুখে তুলতে গিয়ে নামিয়ে নিল হাতটা। তারপর আমাকে অবাক করে দিয়ে এগিয়ে এল আমার দিকে। আমার সারা শরীরে ঝিলিক দিয়ে উঠল। মনে হল, আমিই বোধহয় মেট্রোর থার্ড রেল হয়ে গিয়েছি।

পর্ণাল এসে দাঁড়াল আমার সামনে। তারপর কোনওরকম ভণিতা না করেই বলল, "তুমি ছেলে?"

"অ্যাঁ?" ঘাবড়ে গেলাম আমি। এ প্রশ্ন তো কোনওদিন ওঠেনি। আমার কান গরম হয়ে উঠল।

"মনে তো হয় ছেলে। তা হলে এমন করলে কেন?" পর্ণাল দ্বিতীয় ধাঁধাটা ছুড়ল।

আমি এখনও ফ্যালফ্যাল। বলে কী মেয়েটা? আমি কী করলাম? কিছু করবার সুযোগ পেলাম কই?

"কী হল চুপ কেন? বলো?" ধমকে উঠল পর্ণাল। দেখলাম আশপাশের লোকেরাও তাকাচ্ছে। মুখে হাসি। যেন চিন্ময় রায় ফাঁদে পড়েছে।

আমি নিজেকে উদ্ধার করতে বললাম, "আমি কিছু করিনি তো!"

"করোনি? বাজে কথা বলোনি?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

সুন্দর চোখের ভিতর এত রাগ থাকতে পারে? আমি সাঁতার না জানা মানুষের মতো খাবি খেতে থাকলাম।

"তুমি নাকি ভালবাসো আমায়? লোক-মারফত এসব বলা হচ্ছে?" পর্ণাল ঝাঁজিয়ে উঠল।

"আমি কিচ্ছু বলিনি, বিশ্বাস করো." দেখলাম আশপাশে ভিড় বাড়ছে ক্রমশ।

পর্ণাল আরও এগিয়ে এল। ওর শরীর থেকে চকোলেট আর মিন্ট মেশানো হালকা গন্ধ ভেসে আসছে।

ও ঝাঁজ না কমিয়ে বলল, "অন্যকে দিয়ে প্রপোজ করানো? নিজের সাহস নেই? ভিতু!"

ভিতু? আমি বলতে চাইলাম মোটেই ভিতু নই আমি। আফ্রিকার জঙ্গলের সিংহ শিকার থেকে আমাজনের নদীতে পিরন্‌হা ধরা পর্যন্ত সব একা হাতে করতে পারি আমি, তুমি বললে।

পর্ণাল বলল, "তোমায়, গোমড়া কিন্তু ভদ্র বলে জানতাম। তোমার পেটে-পেটে এত?"

মানে কী বলছে পর্ণাল। আমার পেটে লিভার, স্টমাক, গল ব্লাডার আরও হাবিজাবি জিনিসপত্র ছাড়া কী আছে আর? কী করেছি আমি? কে বলল এসব পর্ণালকে? দেখলাম ট্রেন ঢুকছে। একমাত্র ট্রেনই যদি আমায় বাঁচাতে পারে এখন।

পর্ণাল ট্রেনের দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে বলল, "অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিশে আমি ফালতু ব্যাটারি খরচ করছি, না? অসভ্য সব। কথা বলতে শেখোনি?"

এই ট্রেনটা তো মিস করার কথা ছিল না আমার। কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে রইলাম স্টেশনে। পর্ণাল ট্রেনে উঠে গেল। আশপাশে ফোকটে মজা দেখার ভিড়টাও আর নেই। দেখলাম ট্রেনের জানলা দিয়ে পর্ণাল খর চোখে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। ইশ্, কেচ্ছা হয়ে গেল একেবারে। আমার বুক পকেটের মোবাইল ফোনটা পিক-পিক করে উঠল দু'বার। বুঝলাম লো ব্যাটারি।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

॥ ৪ ॥

আজ আমার কলকাতার অফিসের শেষ দিন হয়ে গেল। গত পরশু অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়ে গিয়েছি আমি। আজ অফিসে ফেয়ার ওয়েল দেওয়া হল আমাকে। সবাই মিলে আমায় একটা দামি টাই প্রেজেন্ট করেছে। এ ছাড়া পার্ক স্ট্রিটের একটা রেস্তোরাঁয় ব্যাপক খাওয়া-দাওয়াও হয়েছে। সব সারতে-সারতে রাত সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছে আজ। প্রায় রাত এগারোটায় পাড়ার মোড়ে ট্যাক্সিটা ছাড়লাম আমি। ট্যাক্সিওয়ালা বাড়ির সামনে অবধি যেতেই চাইল না। প্রচণ্ড জল জমে রয়েছে যে পাড়ায়। আজ সন্ধে থেকে বৃষ্টি হয়েছে খুব। তবে এখন আর বৃষ্টি নেই। ঠান্ডা হাওয়া বইছে একটা। ট্যাক্সিতে বসেই জুতো খুলে নিয়েছি আমি। দামি লেদারের জুতো। ভিজে গেলে মুশকিল। প্যান্টটাও গুটিয়ে তুলেছি হাঁটু অবধি। ট্যাক্সি থেকে নেমে রাস্তার জলে পা ডোবালাম আমি। হাঁটুর নীচ অবধি ডুবে গেল জলে। ভাবলাম কলকাতায় এটাই আমার শেষ বর্ষা। প্লেনের টিকিট-ফিকিট সব বুক্‌ড হয়ে আছে। আর পাঁচ দিন পরেই, গুডবাই কলকাতা। ভাবলাম সবই ভুল, শুধু একটাই আপশোশ থেকে গেল। পর্ণাল।

সেদিনের ওই ঝাড়ের পর তোজোকে ধরেছিলাম আমি। ব্যাটা ডিঙিতে রতির সঙ্গে বসে গল্প করছিল। আমাকে দেখেই চমকে উঠেছিল ও।

আমি সামনে গিয়ে দাঁত চিপে বলেছিলাম, "এই জন্যই তোর টিকির দেখা মেলেনি দু'দিন। শালা, ব্যাটারির ফ্যাক্টরি খোলার ইচ্ছে হয়েছে না? মেগাস্থিনিস হবি? দূত? তোমার ভূত ঝাড়ার সময় হয়েছে।"

তোজো আমতা-আমতা করে বলেছিল, "ভুল হয়ে গিয়েছে গুরু। ভাবলাম তোর হেল্প হবে।"

"হেল্প?" আমি খিঁচিয়ে উঠেছিলাম, "আমারই হেল্পের দরকার হয়ে পড়েছিল।"

রতি বুঝতে পারছিল না কী হচ্ছে। এসব ঝঞ্ঝাটের কারণ কী! কিছুক্ষণ আমাদের পিংপং দেখে ও জিজ্ঞেস করেছিল, "কী হয়েছে? দু'জনে কী নিয়ে কথা বলছিস?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

আমি সংক্ষেপে ওকে বলেছিলাম পুরো ব্যাপারটা। বলেছিলাম যে তোজো ব্যাটা ব্যাটারি-ফ্যাটারি বলে আরও ঘোঁট পাকিয়ে রেখেছে।

তোজো হাউ-মাউ করে বলেছিল, "ভাবলাম মেয়ে তো খতরনাক, তাই অ্যাটাকই হল বেস্ট ডিফেন্স। তাই তোর হয়ে..."

"তোকে বলতে বলেছিলাম?" আমি মাঝপথে থামিয়ে দিয়েছিলাম ওকে।

তোজো মুখ করুণ করে বলেছিল, "আমি বুঝব কী করে অমন ট্যারা মেয়ে? আর ব্যাটারি বলাটা তো আমার মুদ্রাদোষ।"

"তোমার ওই মুদ্রাস্ফীতি যাতে না হয়, তার জন্যই তো ক্যালানি দরকার। কত লোকের সামনে অপমান করল জানিস?"

তোজো হাতজোড় করে বলেছিল, "গুরু অন্যায় হয়ে গিয়েছে মাপ করে দাও।"

রতি হেসে বলেছিল, "সাদ টেনশন করিস না। আমি তোজোর ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলব পর্ণালকে। বলব যে, তোর দোষ নেই। এই জাপানি ব্যাটাই সব ভন্ডুল করেছে।"

আমি বলেছিলাম, "কিন্তু আমার ওকে ভাল লাগে, সেটা বলিস না, প্লিজ।"

রতি মুচকি হেসেছিল, "ঠিক আছে। সুযোগমতো তুই-ই বলিস।"

আর সুযোগ। যা গন্ডগোল হয়েছে, তাতে সব ভেস্তে গিয়েছে একেবারে। জল ঠেলতে-ঠেলতে আমি বাড়ির দিকে এগোলাম। পাড়াটা খুব নির্জন হয়ে আছে। হলুদ সোডিয়াম ভেপারের আলোয় খুব বিষণ্ণ আর একলা মনে হচ্ছে গলিটাকে। ঠান্ডা হাওয়ায় কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতারা ঘুরতে-ঘুরতে নেমে আসছে রাস্তার জলে। দূরে এক কোনায় ছোট্ট এক ড্রেনের মুখ খোলা। জলের পাতলা স্রোতটা সেইদিকে বইছে। পাতারা জলের উপর ছোট্ট নৌকোর মতো ভাসতে-ভাসতে এগিয়ে যাচ্ছে সেই ড্রেনের দিকে। 'পর্ণাল' অর্থ, পাতা সম্বন্ধীয় একটা মানে, না? মন খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, যত তাড়াতাড়ি এই শহর ছেড়ে বেরোনো যায়, ততই ভাল।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

হঠাৎ করে উপর থেকে কী একটা এসে আমার মাথায় লেগে রাস্তার জলের উপর পড়ল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। দেখলাম হলুদ গোল্লা পাকানো রাংতার মোড়ক একটা। ছোট্ট গোল্লাটা ডুবে ভেসে ডুবে ভেসে পাতলা স্রোত বেয়ে এগোতে লাগল ড্রেনের দিকে।

আমি চট করে মাথা তুলে উপর দিকে তাকালাম। সেই দোতলার ব্যালকনি। কৃষ্ণচূড়া গাছেদের আড়াল। ছায়াচ্ছন্ন। মনে হল কে যেন সরে গেল গাছেদের পাতার আড়ালে। কে ওটা? কে ছুড়ল রাংতার গোল্লা? কে দেখছিল আমায়? গোয়েন্দা কাহিনির পৃষ্ঠা থেকে উঠে আসা গলি মধ্যে রহস্যময় ছায়ার কথা ভাবতে-ভাবতে জল ভাঙতে লাগলাম আমি। মনে হল এক টোকায় কে যেন আমাদের বাড়িটাকে বড্ড দূরে সরিয়ে দিয়েছে আজ।

॥ ৫ ॥

"টাপুদা, আর-একটা চা দাও। আদা দিয়ে জমিয়ে করো। আর ফ্যানটা বাড়িয়ে দাও একটু।" আমি টেবিলে বসেই বললাম।

প্রায় সাতটা বাজে। আজই কলকাতায় শেষ সন্ধে আমার। কাল চলে যাব। ডিঙি ফাঁকা হয়ে আছে আজ। আমি একা বসে রয়েছি। তোজোর আসার কথা, তবে দেরি হবে বলেছে।

মন খারাপ যে একটু লাগছে না তা নয়, কিন্তু উত্তেজনাও হচ্ছে। নতুন শহরে যাব, নতুন জীবন। তা ছাড়া যেখানে জয়েন করছি, সেখান থেকে বিদেশেও পাঠাবে আমায়। তবে হ্যাঁ, এই জীবনটা আর থাকবে না। কী করা যাবে? জীবন এরকমই।

"কী রে একা?" প্রশ্নটা তুলে তাকালাম। দেখলাম রতি। আর পিছনে, এই রে, পর্ণাল। সেরেছে। সেই মেট্রো স্টেশনের পরও কি কিছু বকেয়া রয়ে গিয়েছে নাকি?

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

ওরা টেবিলের উলটো দিকে এসে বসল। আমি কী করব বুঝতে না পেরে পাশে রাখা নুনের পটটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। পর্ণাল প্রথম কথা বলল, "তুমি চলে যাচ্ছ, শুনলাম?"

আমি সংক্ষেপে বললাম, "হ্যাঁ।"

"আসলে আমি 'সরি' বলতে এসেছি। রতি বলেছে যে, তোজো ভুলভাল করেছে। সেদিন ওভাবে বলাটা আমার ঠিক হয়নি।" পর্ণালের গলায় মিউজ়িক বাজছে যেন।

আমার বুকের ভিতর আবার বোমা পড়তে শুরু করেছে। নুনের পটটাকে হঠাৎ ডেমি মুরের মতো লাগল আমার। আমি কোনওমতে বলতে গেলাম "ঠিক আছে", কিন্তু তার আগেই আর-একটা ডাক এল, "দিদি।" তাকিয়ে দেখি পালোমা।

রতি সরে পালোমাকে বসার জায়গা করে দিল। জিজ্ঞেস করল, "কী রে, ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরতে দেরি হল এত!"

পালোমা হাসল, "লাইব্রেরি গিয়েছিলাম।" হাসিটা পুরো পর্ণালের জেরক্স কপি।

আমি পর্ণালের দিকে তাকালাম। ওকে উত্তর দেওয়াটা বাকি রয়ে গিয়েছে। বললাম, "না না, মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গিয়েছে। হতেই পারে।"

পর্ণাল হাসল। বলল, "যাক যা হওয়ার হয়েছে। আচ্ছা তুমি জানতে পেরেছ, সবচেয়ে বড় শব্দটা কী?"

আমি বললাম, "কেন যেটা বলেছিলাম, সেটাই তো হবে।"

পাশ থেকে পালোমা ফিক করে হাসল, "সেটা নয় মোটেই।"

"তা হলে?" আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। পর্ণাল ওর বোনের দিকে তাকিয়ে নিল একবার, তারপর আমায় বলল, "শব্দটা smiles। দেখেছ দু'টো 's'-এর মধ্যে এক মাইল দূরত্ব! শব্দটা তোমার মনে রাখা দরকার।"

পালোমা বলল, "ইউ শুড স্মাইল মোর।" ও পালোমা হেসে এই উত্তরের সংকেতটাই দিয়েছিল!

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

পর্ণাল আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ওর ব্যাগ থেকে মোবাইলটা বেজে উঠল। কী জ্বালাতন! মোবাইল ফোনের মতো এরকম অপকারী বস্তু আর কিছু আছে? পর্ণাল ফোনটা বের করল। স্ক্রিনটা দেখে হাসল। কে ফোন করেছে? প্রায় জিজ্ঞেস করে ফেলছিলাম আমি।

পর্ণাল রতিকে ফোনটা দেখাল। দেখলাম রতিও হাসছে। কী কেস কার ফোন? সেই ছেলেটা কি? পর্ণাল পালোমাকে বলল, "তুই একটু বোস। আমি আসছি।" তারপর রতির দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল একটা। দু'জনে উঠে গিয়ে দাঁড়াল দোকানের দরজাটার বাইরে। দেখলাম পর্ণাল খুব মৃদুস্বরে কথা বলছে; ওর মুখে হাসি। রতিও ফোনের উলটো পিঠে কান লাগিয়ে রয়েছে। কী কথা এত? কার সঙ্গে কথা? টাপুদা এসে চায়ের কাপটা রেখে গেল সামনে। হালকা আদার গন্ধ উঠছে।

পালোমা জিজ্ঞেস করল, "চাকরিটা হয়ে গিয়েছে আপনার?"

আমি দরজার দিকে তাকিয়ে বললাম, "হ্যাঁ, কাল চলে যাচ্ছি।"

"কালকে? এত তাড়াতাড়ি? ওখানে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে? থাকবেন কোথায়?"

পর্ণাল এখনও হাসছে। দেখলাম রতিও যোগ্য সংগত করছে ওকে। ইচ্ছে হল, ফোনটা কেড়ে নিই। বললাম, "কোম্পানি ফ্ল্যাট দেবে।"

"ফ্ল্যাট দেবে? গ্রেট। ক'টা বেডরুম?"

পালোমার প্রশ্নটা শুনে ওর দিকে তাকালাম। দেখলাম ব্যাগের ভিতরে হাত ঢোকাল ও।

আমি আবার দরজার দিকে তাকালাম। এত কথা কী থাকতে পারে? কখন শেষ হবে কথা? বললাম, "বোধহয় দুটো বেডরুম।"

"দুটো?" ব্যাগ থেকে হাতটা বের করল পালোমা। হাতে ছোট্ট প্যাকেট, "অ্যাটাচড বাথরুম থাকবে?"

আমি ভাবলাম এবার মোবাইলটা কেড়েই নেব। অনেকক্ষণ সহ্য করেছি। সমস্ত হাসি ওখানে খরচ হয়ে গেলে আমার ভাগ্যে কী থাকবে?

পালোমার কথার উত্তরে আলগোছে বললাম, "বোধহয়। অ্যাটাচড বাথই থাকবে।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"তা হলে তো দারুণ!" পালোমার গলায় খুশি, "আমার আবার অ্যাটাচড বাথ ছাড়া অসুবিধে হয় খুব।"

মানে? কী হল কেসটা? অ্যাটাচড বাথ ছাড়া অসুবিধে মানে? দরজার কথা ভুলে আমি তাকালাম পালোমার দিকে। আর ঠিক তখনই ঝুপ করে লোডশেডিং হয়ে গেল। অন্ধকারে, টেবিলের উলটো দিকে চকোলেটের রাংতা খোলার হালকা শব্দ পেলাম একটা।

AMARBOI.COM
www.MonerSathe.Com

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

প্রিন্টেড

প্রিন্টেড আমাদের বিড়াল। সারা গায়ে কালো ছোপ-ছোপ বলে মা-ই ওর এরকম নাম রেখেছেন। জেন্ডার অনুযায়ী প্রিন্টেড হুলো হলেও, ওর ব্যবহারে হুলোত্বের কোনও হুল নেই। বরং খুব ভদ্র, বিনয়ী ও মৃদুভাষী। ওর জীবনে দু'টো জিনিসে মাত্র আসক্তি, দুধ এবং পামেলা। প্রিন্টেডের পামেলা হল মাকুদার মেনিবিড়াল। সাদা ধবধবে তার রং, আর গালের কাছে বিউটি স্পটের মতো এক ড্রপ কালো ফোঁটা। মাকুদা এই পামেলার গলায় নানা রঙের ভেলভেটের রিবন প্রজাপতি-গিঁট দিয়ে বেঁধে রাখে। এতে সুন্দরী পামেলার অহংকার বহুগুণ বর্ধিত হয়। সে মোটেও আমার প্রিন্টেডকে পাত্তা দেয় না। মুখচোরা প্রিন্টেড শুধুমাত্র হাফসোল খাওয়া প্রেমিকের মতো পামেলার চারপাশে ঘুরঘুর করে। মা বলেন, "তোর সঙ্গে থেকে-থেকে বিড়ালটাও মুখচোরা, ভিতু হয়ে গিয়েছে। সেদিন দেখি ইঁদুর দেখে ভয়ে পিছিয়ে আসছে। হুঃ!"

মাকুদা আমায় এতটা হেয় করে না। বরং বলে, "তোর মতো বাঁ হাতে এরকম কভার ড্রাইভ আমি সৌরভ ছাড়া আর কাউকে মারতে দেখিনি! তুই ভবিষ্যতে ইন্ডিয়ার হয়ে খেলবি।"

আমি এসব কথায় পাত্তা দিই না। কী হবে? আমি আমাদের মফস্‌সল শহরের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট ক্লাবে খেললেও, এখান থেকে বাংলা দলে সুযোগ পাওয়া মুশকিল। কলকাতায় গিয়ে ক্রিকেট খেললে, তাও না হয় সুযোগ ছিল। মাকুদার বড়কাকা প্রভাত মুখুজ্জে আমাদের ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। আমাদের ছোট্ট টাউনে তাঁর বিশাল রমরমা। ক্লাবে তাঁর কথাই শেষ কথা। প্রভাত মুখুজ্জের ছেলে সেহর আমার সঙ্গে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। ও আমায় বলে, "যা না, বাবাকে বল কলকাতার কোনও বড় ক্লাবে তোকে রেকমেন্ড করতে। বাবা বললে তোর হয়ে যাবে।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

কিন্তু আমি পারি না। ও আরও বলে, "আমিই বলতে পারি, কিন্তু এখন নয়। সময় হলে বলব, কেমন?" আমি তাও কিছু বলি না। কবে সময় হবে, জানতে ভীষণ ইচ্ছে করে! কাকা বলেন, "ওরে, এটা বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞাপনের যুগ। নিজের ড্রাম নিজে না বাজালে কিস্সু হবে না।"

আমি বুঝি কথাটা সত্যি, কিন্তু কিচ্ছু করতে পারি না। স্কুল লাইফ থেকে এ জন্য অনেক ঝাড়ও খেতে হয়েছে। ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে হয়, নিজের কথা বললে লোকে কী বলবে? কী ভাববে? ক্লাব ক্রিকেটেও মুখচোরা স্বভাবের জন্য প্রথম মাসকয়েক বিশেষ সুযোগই পাইনি টিমে। তারপর দু'-চারটে যা সুযোগ পেয়েছি, তাতেই ফাটিয়ে খেলেছি। আমাদের ক্লাবের ট্রেনার পতাদা বলে, "ন্যাটা, তোর মতো ছেলেকে মাস দুয়েক বসিয়ে রাখা ঠিক হয়নি আমার। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ভবিষ্যতে তুই, নৃসিংহ বটব্যাল, ইন্ডিয়া খেলছিস!" কিন্তু সকলে তো আর পতাদা নয়। তাই এখনও আমার মুখচোরা বিজ্ঞাপনহীন স্বভাবের জন্য আমায় প্রভূত গুনাগার দিতে হচ্ছে। আর, এই গুনাগারের লিস্ট এক নম্বর হল রাঙা।

॥ ২ ॥

রঞ্জাবতী মৈত্র আমাদের মফস্সলের তাজমহল। যেমন ওর রূপ, তেমনই গুণ। মাধ্যমিকে ও ফিফ্থ হয়েছিল। এখন এগারো ক্লাসে সায়েন্স নিয়ে পড়ে। আমাদের এই অঞ্চলে সকলে জানে যে, এইচ এস-এ ও আরও বড় বিস্ফোরণ ঘটাবে। আমাদের ছোট্ট টাউন ওর জন্যই রূপকথার নগরী হয়ে... না, উঠতে-উঠতেও হয় না। কারণটা ও নিজেই। রঞ্জাবতী বা রাঙা নিজের সম্বন্ধে একেবারে ওয়াকিবহাল নয়। ও সারাদিন চুয়িংগাম চিবোয়, আর কখনও জিন্স টি-শার্ট, কখনও হাফপ্যান্ট আর হাতকাটা গেঞ্জি পরে ঘোরে। মফস্সল শহরে এরকম পোশাক সকলেরই চোখে লাগে। মহিলারা ওর নিন্দে করে, আর পুরুষরা ভিতরে-ভিতরে আনন্দ পেলেও মুখে নিন্দে করে। ওর সঙ্গে ওর চেয়ে এক ক্লাস নিচুতে পড়া ভিমরুল সব সময় থাকে। ভিমরুল ছেলেটা খুব নিরীহ। বেঁটে, মোটা আর কালো বলে রাঙাই ওর নাম

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

দিয়েছে ভিমরুল। এতে অবশ্য ভিমরুলের কষ্ট নেই। বরং রাঙার সঙ্গে থাকতে পেরেই ও খুশি। আমি ভাবি, সত্যি, সম্রাজ্ঞীর তো ভৃত্যের প্রয়োজন আছেই। পড়াশোনার ফাঁকে সময় পেলেই রাঙা তার ছোট্ট সাইকেলে করে সারা মফস্‌সল টহল দেয়। হাওয়ায় ওর চুল ওড়ে। পথচলতি মানুষজন হাঁ করে দ্যাখে। আর, প্রতিদিন ওর নতুন-নতুন প্রেমিক গজিয়ে ওঠে। বাড়ির ডাকবাক্সেও চিঠি জমতে থাকে। ওর নিত্যসঙ্গী ভিমরুলের হাতেও প্রচুর প্রেমের দরখাস্ত জমা পড়ে। কিন্তু তার কোনওটাই রাঙা পর্যন্ত পৌঁছোয় না।

রাঙা শুধু পোশাক-আশাকেই নয়, চরিত্রেও বেপরোয়া। আজ পর্যন্ত চারজন ওকে সরাসরি প্রপোজ করতে গিয়ে আড়ং ধোলাই খেয়েছে। না, শুধু চড়-থাপ্পড় নয়, একেবারে ডান্ডার বাড়ি। রাঙার সাইকেলে সবসময় একটা কালো ব্যাটন থাকে। আর, সেই রাজদণ্ড হাতে সম্রাজ্ঞী তার মফস্‌সল টাউন শাসন করে বেড়ায়।

রাঙার দিদি আমার বন্ধু। আমরা সেই স্কুল লাইফ থেকে একসঙ্গে পড়ি। রাঙা যখন ক্লাস নাইনে পড়ে, তখন প্রথম ওর প্রতি আমার দুর্বলতা টের পাই। রাঙা যতবার আমার কাছে ঘুড়ি ওড়ানো শিখতে আসত, আমার ব্যাট ধার নিতে আসত বা গল্পের বই নিতে আসত, আমি মনে-মনে আরও দুর্বল হয়ে পড়তাম। ওর পাতলা ছুরির মতো নাক, কপালের উপর এসে পড়া এলোমেলো চুল, নিটোল হাতের আঙুল দেখে আমার মনের মধ্যে অসংখ্য বল ড্রপ খেত। কোনওটা গুড লেংথ স্পট থেকে আচমকা লাফিয়ে উঠত, কোনওটা ইয়র্কার হয়ে যেত। কোনওটা আবার সোজা ফুলটস। বাস্তবে যেসব বলকে আমি অনায়াসে বাউন্ডারির বাইরে পাঠাই, মনে-মনে সেগুলোতেই আমি ডাহা বোল্ড হতাম। রাঙা চলে যাওয়ার পর আমার ঘরে ভেসে থাকা মিহি চুয়িংগামের গন্ধ আমি প্রাণপণে আগলে রাখতাম। আর, সত্যি বলতে কী, এখনও রাখি। রাঙাকে এখনও যতবার দেখি, ততবারই শূন্য রানে আউট হই। কিন্তু আমার আউট হয়ে যাওয়ার করুণ কথা কিছুতেই বলতে পারি না ওকে। আমার বিজ্ঞাপনহীন জীবন রাজদণ্ডের ভয়ে থরথর করে কাঁপে। এখনও মনে পড়ে, আমার সামনেই রাঙা সরাসরি প্রপোজাল নিয়ে আসা শেষ প্রেমিককে কীরকম পিটিয়েছিল। সম্রাজ্ঞীর রাজদণ্ডকে ভয় পাব না, এরকম বেয়াদব প্রজা আমি নই। তাই আমি নির্বাক ছায়াছবির শ্রেষ্ঠ

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

অভিনেতা হয়ে থাকি। সন্ধের সময় বারান্দায় আমি আর প্রিন্টেড পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখি, উলটো দিকে মাকুদার বাড়িতে গিটার শিখতে আসা রাঙা মাকুদার স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করছে, আর ওদের পায়ের কাছে গলায় লাল ভেলভেটের প্রজাপতি জড়িয়ে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে অহংকারী পামেলা।

॥ ৩ ॥

এরকমভাবেই একঘেয়ে জীবন চলছিল আমার। হঠাৎই ঝামেলা পাকাল সেহর। প্র্যাকটিস থেকে ফেরার পথে সেহর বলল, "ন্যাটা, তোর সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা আছে।"

আমি বললাম, "বল!"

সেহর জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, "পরে বলছি। জাস্ট তোকে আগে থেকে একটু ইনফর্ম করে রাখলাম। তুই এখন রিহার্সালে যাচ্ছিস তো? আমিও যাব। ফেরার পথে বলব।"

আমি বললাম, "এখনই বল না।"

সেহর বলল, "এখন হবে না, একটু সময় লাগবে। একটু গুছিয়ে বলব তোকে, কেমন?"

সামনে রবীন্দ্রজয়ন্তী, তারই রিহার্সালে যাচ্ছি আমরা। মাকুদা আমাদের ডাইরেক্টর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অভিসার'-এর নাট্যরূপ দিয়েছে মাকুদা। সেটাই এবারের ফাংশনের প্রধান আকর্ষণ। আমি কিন্তু এসব নাটকে অ্যাকটিং-ফ্যাকটিং করি না। আমার কাজ লাইট ম্যানেজ করা। যদিও রিহার্সালে আলোর ফ্যাচাং নেই, তবু মাকুদা বলে, "থাকতে হবেই তোকে। তুই আলো ফেলবি, নাটকের মুড না বুঝলে হবে? তা ছাড়া এখানে একটা অদ্ভুত গোলাপি আলো ব্যবহার করব আমি। তোকে তার সময়টাও তো বুঝতে হবে, না কী?"

নিকুচি করেছে সময়। দু' ঘণ্টা প্র্যাকটিসের পর আমার আর ইচ্ছে করে না এসব ঝঞ্ঝাটের। কিন্তু তবু যাই। কারণ, রাঙা। তিন-চারজন মিলে যারা

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

মিউজিক করছে, তার মধ্যে রাঙা আছে। ও যতক্ষণ গিটার নিয়ে বসে থাকে, আমি মুগ্ধ হয়ে ওকে দেখি। ওই ঝুঁকে পড়া চোখ, ওই আঙুলের দ্রুত ভঙ্গিমা— আমার তখন সব কিছু আউট অফ ফোকাস হয়ে গিয়ে, রাঙাই শুধু জ্বলজ্বল করে চোখের সামনে। কিন্তু এখন এসব ভাবার সময় নয়। আজ প্র্যাকটিসে পতাদা বলল যে, কলকাতার নামি এক ক্লাব থেকে রিক্রুটার আসছে আমাদের টিমের খেলা দেখতে। সামনে এই অঞ্চলের সবচেয়ে নামি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 'দ্য ভিক্টরস কাপ'-এর ফাইনাল। আমাদের 'ইউথ ক্লাব'-এর সঙ্গে 'যুগের যাত্রী' ক্লাবের খেলা। সেটায় ভাল খেলা মানেই কলকাতার নামি ক্লাবে খেলার চান্স। পতাদা বলেছে, "ন্যাটা, তোকে কিন্তু ভাল খেলতেই হবে। এমন সুযোগ বারবার পাবি না।" আমি জানি কথাটা সত্যি। যে নিজের কথা বলতে পারে না, লোকের কাছে গিয়ে কাঁদুনি গেয়ে সুযোগ চাইতে পারে না, তাকে তো লড়াই করে, পারফরম্যান্স দেখিয়েই টিকে থাকতে হয়। আমি জানি, আমাদের টিমের মিলনও খুব ভাল ব্যাটসম্যান। ওর চান্সও আমার সমান। সকলে জানে, আমার আর মিলনের ওপেনিং জুটি ফাটাফাটি। কিন্তু সামনের খেলায় মিলন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। ওর চেয়ে ভাল খেলতে হবে আমাকে। আমার ফোকাস ঠিক রাখতে হবে। তাই এখন রাঙার প্রতি মুগ্ধ হলে চলবে না।

রিহার্সালে বসেও আমি আজ এসবই চিন্তা করছিলাম। চোখের সামনে যেন কলকাতা শহরটাকে দেখছিলাম। ইডেন গার্ডেনস দেখছিলাম, হাজার হাজার মানুষ দেখছিলাম। লাল একটা বল দেখছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একটা গন্ডগোলের শব্দে চটকটা ভাঙল। দেখি, লম্বা হলঘরের কোনায় রাঙা দাঁড়িয়ে গিটার তুলেছে ভিমরুলকে মারবে বলে। সকলে হাঁ-হাঁ করে রাঙাকে বাধা দিচ্ছে, কিন্তু রাঙা শুনছেই না। ওদিকে ভিমরুল "বাঁচাও, বাঁচাও" বলে রীতিমতো লাফাচ্ছে। আমি দেখলাম, রাঙা ধাক্কা মেরে ভিমরুলকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভিমরুলও প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে। ধস্তাধস্তিতে সে এক যাচ্ছেতাই অবস্থা। আমি কিছু না বুঝে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। কেন এরকম করছে রাঙা? শুনলাম পাশে দাঁড়ানো একটা মেয়ে বলছে, "রাঙার সবেতেই বাড়াবাড়ি। কী এমন করেছে ভিমরুল? ওর গিটারের তার ছিঁড়ে দিয়েছে শুধু! সে জন্য এভাবে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

মারতে হবে? আর, দ্যাখ, গায়ের কাপড়চোপড় যে সরে যাচ্ছে মারামারি করতে গিয়ে, সে খেয়াল আছে? নির্লজ্জ মেয়ে একটা!" আমি এগিয়ে গেলাম মারামারির দিকে। ততক্ষণে মাকুদা পরিস্থিতি সামলে নিয়েছে। আমার ভিমরুলের জন্য খারাপ লাগছিল। দেখলাম, ওর মুখ-চোখ বেগুনি হয়ে আছে। কাঁদছেও। রাঙা কিন্তু তখনও অদম্য। সমানে গালাগালি করে যাচ্ছে। এসবের পর ভিমরুল আর থাকল না। হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখ মুছে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। এর কিছুক্ষণ পর রাঙাও দেখলাম মুখ গোঁজ করে বেরিয়ে গেল। আমারও ইচ্ছে করছিল চলে যেতে, কিন্তু মাকুদার রাগি মুখ-চোখ দেখে ঠিক ভরসা পেলাম না।

এরপর প্রায় আধ ঘণ্টার মতো রিহার্সাল হল। ভিমরুল আর রাঙা চলে যাওয়ায় সেহরের বেহালাই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের দায়িত্ব নিল, কিন্তু ঠিক জমল না। রিহার্সাল শেষে আমি দ্রুত বেরিয়ে এলাম। রাঙা রাগ করে কোথায় গেল, কে জানে!

কিন্তু খুঁজতে হল না বিশেষ। রেলমাঠের পাশে দুটো বিরাট ছাতিম গাছের তলায় ছোট্ট সাইকেলটা হেলান দিয়ে রাখা আছে দেখলাম। ভরা পূর্ণিমার আলো গাছের ফাঁক-ফোকর দিয়ে এসে পড়ছে আমার সম্রাজ্ঞীর মুখে। আমি আলতো পায়ে গিয়ে দাঁড়ালাম ওর পাশে। রাঙা মুখ ফিরিয়ে দেখল আমায়, বলল, "আমার সাধের গিটারের তার ছিঁড়ে দিল, দেখলে?"

আমি সান্ত্বনা দেওয়ার গলায় বললাম, "নতুন তার পরালেই হবে।"

রাঙা বলল, "হলেও। ভিমরুলকে কে বলেছে উলটোপালটাভাবে তার টানতে? মাকুদা না থাকলে আজ আরও মারতাম।"

মাথার উপর ছাতিম গাছ। জ্যোৎস্না আর পাগল দখিনা হাওয়া আমার সব গুলিয়ে দিচ্ছে। কে ভিমরুল? কে পতাদা? কে রিক্রুটার? সব যেন ঘেঁটে যাচ্ছে মাথার ভিতরে। ওরকম তুলি দিয়ে আঁকা ঠোঁট, কপালে এসে পড়া চুল, ওরকম মিহি চুয়িংগামের সুবাস... আমি দুর্বল গলায় কিছু বলতে চাইছি, কিন্তু পারছি না। শুধু অস্পষ্ট কিছু শব্দ বেরিয়ে আসছে।

রাঙা হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে তোমার? ওরকম করছ কেন? কিছু বলবে?" আমি আবার কিছু বলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরোল না।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

রাঙা ওই আবছা অন্ধকারে আমার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর মুখ দিয়ে অবজ্ঞাসূচক একটা শব্দ করে উঠে দাঁড়াল। দেখলাম, ছোট্ট সাইকেল মিলিয়ে গেল জ্যোৎস্নামাখা রাস্তায়। একা বসে রইলাম আমি। কতক্ষণ বসে ছিলাম, খেয়াল নেই। হঠাৎ কাঁধে একটা হাত পড়ায় চমকে উঠলাম। সেহর। ও বলল, "এই অন্ধকারে ভূতের মতো কী করছিস? কখন থেকে তোকে খুঁজছি!"

আমি বললাম, "সেই কথাটা তো? এবার বল।"

সেহর আমার পাশে বসল। তারপর লম্বা শ্বাস নিল একটা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "বল কী ব্যাপার?"

আবছাভাবে হাসল সেহর। বুঝলাম নার্ভাস হয়ে আছে। ও গলা খাঁকারি দিল কয়েকবার। ঠোঁট চাটল। তারপর খুব নিচু গলায় কথা শুরু করল।

॥ ৪ ॥

আজ সারাদিন প্রিন্টেডের মন খারাপ। সকাল থেকে ও চুপ করে ঘরে ওর নিজস্ব কোনায় বসে ছিল। এই সন্ধের মুখে এসে আমার পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছে। আমি দু'-একবার জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে রে প্রিন্টেড? তোর মুখভার কেন?"

প্রিন্টেড 'খ্যাঁও', 'গ্যাঁও' এবং 'ম্যাঁও' শব্দে যথাসাধ্য আমায় উত্তর দিতে চেষ্টা করল। ওর গলার টোন শুনে মনে হল, যেন নালিশ করছে কারও নামে। আমার হাসি পেল। আমার নালিশ কে শোনে, তার ঠিক নেই, আর আমায় নালিশ করছে! আমি আবার আমার হাতের লাইটটায় মন দিলাম। প্যাঁচানো সরু টিউবের লাইট। গোলাপি কনে-দেখা আলো হয় জ্বালালে। কিন্তু জ্বলছে কই? কেবল দপদপ করছে। কোত্থেকে যে মাকুদা এসব জিনিসপত্র জোগাড় করে আনে, কে জানে! অভিসার কবিতা অনুযায়ী বাসবদত্তা যখন অসাবধানে উপগুপ্তর বুকে পা লাগিয়ে ফেলবে, তখন লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠা বাসবদত্তার মুখের উপর এই আলোটা ফেলতে হবে আমায়। প্রথমেই কনসেপ্টটা শুনে অদ্ভুত লেগেছিল সকলের। সেহরই প্রথম

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

প্রতিবাদের ঢঙে বলেছিল, "অভিসারে এসব কোথায় পেলে তুমি? কোথায় লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল বাসবদত্তা?"

মাকুদা বলেছিল, "সব কি আর লেখা থাকে? আর, নয়নে জড়িত লজ্জা তো আছেই। সেটাকেই এই আলো ফেলে আরও পোয়েটিক করে দেব। নতুন ডাইমেনশন পাবেন রবীন্দ্রনাথ।"

সেহর তবু বলেছিল, "আর রবীন্দ্রনাথকে ডাইমেনশন দিতে হবে না। তা ছাড়া বাসবদত্তার হাতে তো অন্ধকারের ভিতরে প্রদীপ থাকবে, ব্লাশ করলেও কী বোঝা যাবে?"

মাকুদাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই হঠাৎ ভিমরুল বলে উঠেছিল, "আচ্ছা, প্রদীপটাকে পালটে টর্চ করে দিলে হয় না? রবীন্দ্রনাথে আর-একটা ডাইমেনশন যোগ হয় তা হলে।"

রাঙা আচমকা ভিমরুলের মাথায় চাঁটি মেরে বলেছিল, "ছাগলের মতো কথা বলছিস কেন? তোর ডাইমেনশন চেঞ্জ করে দেব আমি? সেই উপগুপ্ত, বাসবদত্তার সময় টর্চলাইট ছিল?"

তবু মাকুদা নিজের কনসেপ্টে অনড়। বাসবদত্তার মুখে সে গোলাপি আলো মারবেই। আর আমি খুচরোখাচরা ইলেকট্রিকের কাজ জানি বলে, ওই আলোর দপদপানি কমাতে আমার হাতে তাকে সমর্পণ করা হয়েছে। কতক্ষণ আলো নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, খেয়াল নেই, হঠাৎ মা এসে ডাকলেন। আমি মাথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী মা? কিছু বলবে?"

মা বললেন, "রাঙা এসেছে তোর সঙ্গে দেখা করতে। একবার নীচে আয় তুই।"

রাঙা! আমার শরীর দিয়ে এক মাইক্রোসেকেন্ডের জন্য কয়েক হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ চলে গেল। হঠাৎ এই সময় রাঙা! আমার মুখের থতমত ভাব দেখে মা বললেন, "ওরকম ক্যাবলার মতো মুখ করে বসে আছিস কেন রে? যা, নীচে যা। দ্যাখ, ধিঙ্গি মেয়েটার কী দরকার? সত্যি, একটা মেয়ে বটে বাপু! হাত বের করা গেঞ্জি, ছোট প্যান্ট, বাব্বা! এই মেয়েকে যে কার পছন্দ হবে!"

নিজের মনে কথা বলতে-বলতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়া মাকে ডেকে আমার খুব প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হল। বলতে ইচ্ছে করল, ওরকম মেয়ে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

আমাদের এই অঞ্চলে আর একটাও আছে? আর পছন্দ? না, অন্য কারও ওকে পছন্দ করার দরকার নেই। আমার পছন্দ হওয়াই যথেষ্ট। কিন্তু বলতে পারলাম না। বরং অন্য একটা ভয় এসে আচমকা চেপে ধরল আমায়। সেহর, হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই সন্ধ্যায় সেহরের কথা। সেই সন্ধেবেলা, জোড়া ছাতিমের নীচে বসে নার্ভাসনেস আর লজ্জা মেশানো গলায় সেহর বলেছিল, "ন্যাটা, মাইরি একটা হেল্প তোকে করতেই হবে।"

"আমি তোকে হেল্প করব?" খুব অবাক হয়েছিলাম।

"হ্যাঁ, তুই-ই পারিস।"

আমি জানতে চেয়েছিলাম, "তুই কী বলছিস? আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।"

সেহর গভীরভাবে শ্বাস নিয়ে বলেছিল, "রাঙাকে আমার সঙ্গে ফিট করে দিতে হবে তোকে।"

"অ্যাঁ!" সেহরের কথার আকস্মিকতায় আমি থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম।

ও বলেছিল, "তোকে ফিট করে দিতেই হবে। আমি রাঙার জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছি।"

আমি বলেছিলাম, "আমায় এসবে টানছিস কেন? দম থাকলে নিজে গিয়ে বল না।"

ও বলেছিল, "হ্যাঁ, তারপর ব্যাটনের ক্যালানি খাই আর কী! তুই বল না রে! তোর সঙ্গে তো ও সবসময় ভাল করে কথা বলে। তোকে ও পছন্দ করে। তুই বললে ও রাজি হবেই। প্লিজ!"

আমার রাগ হচ্ছিল ভীষণ। ইচ্ছে করছিল দুম করে সেহরের নাকে একটা ঘুসি চালিয়ে দিই। রাঙার দিকে হাত বাড়িয়েছে! ওর সাহস তো কম নয়! কিন্তু পরমুহূর্তে ওর বাবা তথা ক্লাবের প্রেসিডেন্ট প্রভাত মুখুজ্জের মুখটা হঠাৎ মনে আসায় চুপসে গিয়েছিলাম। সেহর আবার বলেছিল, "শোন, কাজটা আমার করে দে! বাবাকে বলে তোকে কলকাতার টিমে ঢুকিয়ে দেব। জানিস তো, ফাইনালে রিক্রুটাররা আসবে। বাবা তোর হয়ে ওঁদের বললে, ওরা না করবে না।"

আমার রাগ আরও বেড়ে গিয়েছিল। রাঙার বিনিময়ে চান্স? মামদোবাজি! কোনওদিন বুঝিনি তো যে, সেহরটা এরকম অ্যান্টিক খচ্চর!

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

আমি মুখ গোঁজ করে বসে ছিলাম। সেহর চলে যাওয়ার আগে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিল, "ভেবে দ্যাখ, কলকাতার টিম থেকে বেঙ্গল, বেঙ্গল থেকে ইস্ট জোন, সেখান থেকে ইন্ডিয়া ক্যাপ। জাস্ট রাঙাকে ফিট করে দে ভাই, তোর জীবন পালটে যাবে।"

"কী হল? নীচে ডাকলাম তোমায়, আর তুমি এখনও বসে আছ?" চটকা ভেঙে দেখলাম, রাঙা দাঁড়িয়ে আছে সামনে। ওফ, এই ড্রেসে যা লাগছে, আমার হৃৎপিণ্ডের রক্ত শুকিয়ে আসছে ক্রমশ। কে যেন আমায় জলের তলায় ডুবিয়ে দিচ্ছে। এক বলে এগারোটা উইকেট উপড়ে যাচ্ছে আমার।

রাঙা হাঁটু মুড়ে প্রিন্টেডের মাথায় হাত বোলাল, তারপর আদুরে গলায় বলল, "কী রে প্রিন্টেড, পামেলা পাত্তা দিচ্ছে না, না? আসলে ঠিকমতো বলতেই পারছিস না তুই। আর শোন, একদম হ্যাংলার মতো পামেলার পিছনে ঘুরবি না। ছেলেদের হ্যাংলামি অসহ্য লাগে।"

আমি কাঁটা হয়ে রইলাম। কথাগুলো কাকে বলছে?

রাঙা এবার উঠে দাঁড়িয়ে আমায় জিজ্ঞেস করল, "কেন ডেকেছ আমায়?"

"তোমায়?" আমি দোতলা থেকে একতলায় পড়লাম।

"হ্যাঁ, ডাকোনি? সেহরদা যে বলল, তুমি আমায় কী সব বলবে বলে খুঁজছ?"

"আমি?" আমার মুখ দিয়ে মোনো-সিলেবল ছাড়া আর কিচ্ছু বেরোচ্ছে না।

"সেহরদা আমায় ভুল বলল!" রাঙা ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে, "তোমার কিচ্ছু বলার নেই আমায়?"

আমি বুঝলাম, এটা সেহরের চালাকি। ব্যাটা আমার উপর প্রেশার দিয়ে কাজ হাসিল করতে চাইছে। বললাম, "রাঙা, তোমায় তো আমি খুঁজিনি!"

রাঙা অবাক হয়ে বলল, "খোঁজোনি? তা হলে তোমার কিচ্ছু বলার নেই আমায়?"

আমি নিরুপায় হয়ে তাকিয়ে রইলাম রাঙার দিকে। ওকে যে কত কিছু বলার আছে আমার, তা কি ও জানে? সর্বক্ষণ তো ওকেই খুঁজি আমি।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

আমার নিজের সমস্ত কথা তো একমাত্র ওকেই বলার আছে। কিন্তু আমার এই বিজ্ঞাপনহীন জীবন কিছুই করতে দিল না আমায়!

রাঙা শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করল, "তুমি সত্যিই কিছু বলবে না? তোমার কিচ্ছু বলার নেই?"

আমি থাবার উপর মুখ রেখে শুয়ে থাকা প্রিন্টেডের দিকে তাকিয়ে বললাম, "না রাঙা, আমার সত্যিই কিছু বলার নেই তোমায়।"

॥ ৫ ॥

সেহর বলল, "ন্যাটা, আজই কিন্তু তোর শেষ চান্স। তোর আজকের ঘটকগিরির পারফরম্যান্সের উপর নির্ভর করছে তোর কলকাতার খেলা। কাল বিকেলের মধ্যে কিন্তু বাবাকে একটা নাম রেকমেন্ড করতে হবে। রাঙাকে আজ সেট করে ফেলতে পারলেই তোর লাইফে চিচিং ফাঁক।"

চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে সকালে সেহরের বলে যাওয়া কথাগুলো আবার মনে পড়ল আমার। কথাটায় রাগ হলেও বাস্তব সমস্যাটা আমি না মেনে পারলাম না। আমি জানি, রাঙাকে নিজের ভাললাগার কথা কোনওদিন বলতে পারব না। চিরকাল দূর থেকে প্লেটোসাহেবের থিয়োরি অনুযায়ী আমায় হাফসোল প্রেমিকদের সদস্যভুক্ত থাকতে হবে। তার চেয়ে যদি কলকাতার টিমে খেলতে পারি, তা হলে অন্তত নাকের বদলে নরুনটুকুও থাকবে। সকাল থেকে ভাবতে ভাবতে এই বিকেলে এসে আমি স্থির করে নিলাম যে, রাঙাকে সেহরের জন্য বলেই দেখব। কষ্ট হবে, কিন্তু নরুনটুকু অন্তত মিস হবে না।

আসলে আমায় সেহরের মুখাপেক্ষী থাকতে হত না, যদি না গতকাল ফাইনালটা মিলন ওরকম খেলে দিত। বিপক্ষের ২৮০ রান তাড়া করতে নেমে, আমি আর মিলনই ম্যাচটা অনায়াসে জিতিয়ে দিয়েছি। মিলন ১৩০, আর আমি ওর চেয়ে একটু বেশি রান করেছি। কিন্তু রিক্রুটাররা ঠিক করতে পারেনি আমাদের মধ্যে কাকে নেবে। তাই সেই ভারটা দিয়ে গিয়েছে প্রভাত মুখুজ্জেকে। উনি যাকে পাঠাবেন, তাকেই ওরা চান্স দেবে। আমি জানি,

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

সেহর বললে আমায় চান্স করিয়ে দেবেন প্রভাতকাকু। পতাদা অবশ্য বলেছিল, "যা না, তুই নিজে গিয়ে বল না একবার। পাড়ার ছেলে হিসেবে উনি নিশ্চয়ই চান্স দেবেন।" কিন্তু আমি যাইনি। মানে, যেতে পারিনি। আমার ভিতর থেকে কাকা দাঁত খিঁচিয়ে চলেছিল, 'বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপন' বলে। তবু কাকার কথা শুনিনি আমি। এখন সেহর চাইলে আমার হবে। এভাবে চান্স পেতে নিজেকে খুব ছোট লাগছে, কিন্তু বাস্তবটা মেনে নেওয়া ছাড়া আমার উপায় নেই।

আজ আমাদের সেই রবীন্দ্রজয়ন্তী। সেখানে যাব বলেই তোড়জোড় করছি আমি। ব্যাগের মধ্যে সেই গোলাপি বাল্‌ব ভরে বেরোতে যাব, এমন সময় মা ঘরে এলেন। বললেন, "হ্যাঁ রে, প্রিন্টেডকে দেখেছিস? দুপুর থেকে খুঁজে পাচ্ছি না। কোথায় গেল বল তো? একটু খুঁজে দ্যাখ বেরোনোর আগে।"

বললাম, "ফাংশনে যেতে লেট হয়ে যাবে আমার।"

মা ধমক দিলেন, "কিচ্ছু দেরি হবে না। যা, দ্যাখ, কোথায় আছে প্রিন্টেড।"

আমি ব্যাগটা নিয়েই বেরোলাম। মাকে না বললেও আমি জানি, প্রিন্টেড কোথায় থাকতে পারে। রাস্তায় বেরিয়ে মাকুদাদের পাশের গলিতে উঁকি দিলাম। হ্যাঁ, যা ভেবেছি, ঠিক তা-ই। আমাদের প্রিন্টেড বসে রয়েছে। আর কী অবাক কাণ্ড, সামনে পামেলা! পামেলার পাশে আর-একটা ইটরঙা বিড়াল। দেখে আমার যেন মনে হল, প্রিন্টেড লজ্জা-লজ্জা মুখ করে বসে রয়েছে। আর ইটরঙা বিড়ালটার 'গ্যাঁও, ক্যাঁও' ইত্যাদি নানা স্বরের প্রশ্নের উত্তরে অহংকারী পামেলা তার গলায় লাল প্রজাপতি নাড়িয়ে বলছে 'ম্যাঁও।' আমার কেন যেন মনে হল, পামেলা বলছে, 'হ্যাঁ-ও।'

আমাদের ছোট টাউনের সবচেয়ে বড় অডিটোরিয়াম হল শহিদসদন। এখানেই আমাদের রবীন্দ্রজয়ন্তী হবে। হলে পৌঁছে আমি দেখলাম, গেটের কাছে মাকুদা মাকুর মতোই এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। আমায় দেখেই মাকুদা খিঁচিয়ে উঠল, "দেরি কেন হল তোর? যা, তাড়াতাড়ি লাইটগুলো চেক করে নে। আর ওই গোলাপি লাইটটা কিন্তু ঠিকমতো লাগিয়ে দিস।" মাকুদার মেজাজ দেখে আর বলতে পারলাম না যে, লাইটটা তার

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

দপদপানির স্বধর্ম এখনও ত্যাগ করেনি। ভিতরে ঢোকার সময় গেট সাজানোয় ব্যস্ত থাকা সেহর আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল, তারপর ভুরু নাচিয়ে আমায় আমার কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিল। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভিতরে ঢুকলাম। আজ নিজের হাতেই নিজেকে মারতে হবে আমায়। রাঙাকে বলতে হবে সেহরের কথা। কিন্তু রাঙা কোথায়?

স্টেজের কোনায় গোলাপি আলোটা লাগিয়ে আমি সুইচ অন করলাম। দেখা যাক, আজ বাবাজি না লাফিয়ে একবারে জ্বলে কি না!

কিন্তু না, ভবি ভুলিবার নহে। গোলাপি আলো আবার তার উচ্চিংড়েপনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি ব্যাজার মুখে আলোটাকে দেখলাম। বাসবদত্তার মুখে এরকম আলো ফেলব কী করে আমি? মাকুদা এবার আমায় ঠিক ডোজ দেবে।

"তুমি খুঁজছ আমায়?" আচমকা পিছন থেকে আসা ডাকে আমি মুখ ফেরালাম। আবার বিদ্যুৎবাহিত মাইক্রোসেকেন্ড। আমি কোনওক্রমে বিদ্যুৎবাহিতা ঝেড়ে ফেলে দেখলাম, রাঙা এসে দাঁড়িয়েছে। আর, ওর পিছনে অ্যাপোস্ট্রফির মতো উঁকি মারছে ভিমরুলের মুখ।

রাঙা আবার জিজ্ঞেস করল, "তুমি খুঁজছ আমায়? সেহরদা বলল।"

আমি মনে-মনে সবচেয়ে খারাপ গালাগালিগুলো সেহরকে দিলাম। তারপর বললাম, "হ্যাঁ, খুঁজছিলাম।"

"কেন, কিছু বলবে?"

আমি একবার লাফানো বাল্‌বের দিকে তাকালাম, তারপর বললাম, "একটা কথা ছিল।"

"বলো না, আমি শুনছি।"

রাঙার গলায় কি সামান্য আগ্রহ? আমি থামলাম কয়েক মুহূর্ত। তারপর অদৃশ্য ছুরিটা বের করে বসিয়ে দিলাম নিজের বুকে। বললাম, "তোমায় সেহর খুব ভালবাসে রাঙা। ও তোমার জন্য পাগল। আমি ওর এই ভাললাগাটুকু পৌঁছে দেওয়ার জন্যই তোমায় খুঁজছিলাম। তা ছাড়া ও তোমায় খুব ভয় পায়, তাই..." কথাটা আমি শেষ করতে পারলাম না। দেখলাম, রাঙার চোয়াল শক্ত, ভুরু বিপজ্জনকভাবে বাঁকতে শুরু করেছে। চোখের দৃষ্টিও একরোখা। আমি থতমত খেয়ে গেলাম। সেই খেলার মাঠে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

প্রপোজ় করতে আসা ছেলেটাকে পেটানোর আগে রাঙার মুখ-চোখ ঠিক এরকম হয়ে গিয়েছিল।

রাঙা চোয়াল চেপে বলল, "ও ভয় পায়, আর তুমি পাও না? খুব সাহস বেড়েছে, না? বন্ধুর হয়ে ঘটকগিরি হচ্ছে?"

আমি শেষবারের মতো চেষ্টা করলাম, "না রাঙা... মানে... সেহর..."

"চোপ," দাবড়ে উঠল রাঙা, "জানো না তুমি, আমি অন্য একজনকে ভালবাসি?"

"আমি জানব কেমন করে?" আমি ঘাবড়ে গেলাম।

"বোঝো না? তুমি কিচ্ছু বোঝো না? জানো না কে?"

আমি অবোধ বালক-দশা প্রাপ্ত হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "কী বুঝব?"

রাঙা কিছু বলতে গিয়েও বলল না। মাথা নিচু করে নিল। আর, আমি অবাক হয়ে দেখলাম, চারদিকে হঠাৎ আলোর পরিবর্তন হল যেন। যেন কোনও অদ্ভুত চুয়িংগামের সুবাসে ভরে উঠল চারপাশ। ঠিক যেন বহু-বহু দূরে দুটো ছাতিম গাছের নীচে ছড়িয়ে পড়ল জ্যোৎস্নার টুকরো। আর, জীবনে প্রথমবার লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল রঞ্জাবতী। মাকুদার লাইটও দাপাদাপি থামিয়ে জ্বলে উঠল আচমকা।

পিছন থেকে অ্যাপোস্ট্রফিরূপী ভিমরুল জিজ্ঞেস করল, "কে রে ছেলেটা? ন্যাটাদা?"

ঝিঝি ধরা মাথায় আমি যেন শুনলাম, রাঙা আলতো গলায় বলছে, 'ম্যাঁও।'

www.MonerSathe.com

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

টুকি

কাগজের নৌকা

আবছা হতে থাকা পাড়াটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে আবার। বৃষ্টিটা ধরে আসছে। আর মিনিট দশেকের মধ্যে থেমে যাবে একেবারে। কিন্তু এই দশ মিনিট অপেক্ষা করাও অসম্ভব। আর ঘরে ভাল লাগছে না তাজুর। সারা দুপুর ধরে একটানা ভায়োলিনের সুরের মতো বৃষ্টি পড়েছে, আর এই আধ ঘণ্টা আগে ভায়োলিন বদলে হয়ে গিয়েছিল ড্রামস। বৃষ্টি ভাল লাগে তাজুর, কিন্তু এমন মারকুটে বৃষ্টি নয়। তা ছাড়া এই শেষ বিকেলে টঙে না বসলে ঠিক ভাল লাগে না তাজুর। ওই বারান্দাটা না দেখলে শরীর জুড়ে কাঁকড়াবিছে হাঁটতে থাকে ওর।

তাজু স্যান্ডাকের জুতোটা গলিয়ে একটা ফোল্ডিং ছাতা হাতে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল। রাস্তায় ছিপছিপে জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আর তার মধ্যেই দুটো কাগজের নৌকা হেলতে-দুলতে এগিয়ে যাচ্ছে রাস্তার ধার ঘেঁষে। তাজু বাঁ দিকে তাকাল। দেখল, একটু দূরে, হাড্ডিদের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে, হাড্ডির ছোটকাকুর ছেলে আরও দুটো নৌকা ছাড়ছে রাস্তার জমে থাকা জলে।

ছাতাটা খুলে তাজু রাস্তার জলে পা ডোবাল। গোড়ালিডোবা জল ঠেলে ও এগিয়ে গেল টঙের দিকে। পাড়াটা বেশ নিঝুম লাগছে এখন। যদিও অন্যান্য দিন এই সময়টা পাড়া গমগম করে। কিন্তু বৃষ্টি কেমন যেন ড্যাম্প লাগিয়ে দিয়েছে চারদিকে।

টংটা উঁচু। মাথায় ছাউনিও আছে। ছাতাটা বন্ধ করে এক কোণে রেখে ছোট্ট বেদির মতো জায়গায় বসল তাজু। ভাবল, যাক, এই জায়গাটা অন্তত ভিজে যায়নি। প্যাঁচাকাকুদের বাড়ির এই আধখাওয়া বারান্দাটা কিন্তু দারুণ

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

জায়গা। হাড্ডির ভাষায়, "গুরু, একদম ঝিকু মাল। কেমন বারান্দা পেঁদিয়েছে দেখেছ? এ ঠেকের বাপ, টং।" সেই থেকেই এই ঠেকের নাম হয়ে গিয়েছে টং।

তবে ঠেকের বাপ যে কেন টং, তা তাজু জানে না। অবশ্য জেনেই বা কী হবে? হাড্ডির ক'টা কথার মানে বুঝতে পারে ও? তাজু পকেট থেকে একটা চুয়িংগাম বের করে মুখে পুরল। দু'বার চিবোতেই ঠান্ডা বাষ্প নেমে গেল পেটের দিকে। আঃ, দারুণ। তাজু এবার সন্তর্পণে মুখ তুলে তাকাল উলটো দিকের ইটরঙা বাড়িটার দোতলার দিকে। মাথার ওপর ফাইবার গ্লাসের সবুজ ছাউনি দেওয়া লম্বা বারান্দা। ফাঁকা।

আশপাশের ড্যাম্প ভাবটা এবার মনের মধ্যে এসে লাগল তাজুর। যাঃ ব্বাবা, বারান্দা ফাঁকা! তবে ও যে এই জল ভেঙে, বৃষ্টি মাথায় নিয়ে টঙে এল, সেটা বৃথা! আবার বারান্দাটার দিকে তাকাল তাজু। মেঘে ঢাকা শেষ বিকেলের আলো ঝুলের মতো লেগে রয়েছে শূন্য বারান্দায়। ফোঁটা-ফোঁটা জল ঝরছে সবুজ করোগেটেড ছাউনি দিয়ে। হঠাৎ মুখের চুয়িংগামটা কেমন তেতো-তেতো লাগল তাজুর।

"কী রে, বৃষ্টি গুনছিস, না ভেজা কাকদের ঝারি মারছিস?"

আচমকা প্রশ্নে মুখ ফেরাল তাজু। দেখল, হাড্ডির সঙ্গে টঙের দিকে এগিয়ে আসছে লাল। প্রশ্নটা অবশ্য হাড্ডির।

হাড্ডি এই পাড়ার একটা 'পদ'। তবে তা 'সম্' না 'বি' তা বলা মুশকিল। ওর ভাল নাম হার্দিক। হার্দিক রায়। কিন্তু ওর চেহারা এবং স্বভাবের জন্য নামটা হয়ে গিয়েছে হাড্ডি। হ্যাঁ, হাড্ডির চেহারায় হাড় ও মাংসের অনুপাত নাইনটি ইজ টু টেন। দেখলেই মনে হয়, কংক্রিট করার আগে রড বেঁধে রাখা হয়েছে। অবশ্য শুধু হাড়ের বাহুল্যই নয়, ওর হাড্ডি নামকরণের পিছনে আরও একটা কারণ আছে। ছোটবেলা থেকেই, অন্ধকার কোনও জায়গায় বসে থাকা ছেলেমেয়েদের প্রতি হাড্ডির একটা স্বভাবগত টান আছে। ওকে জিজ্ঞেস করলে ও বলত, "দ্যাখ ভাই, আমার আলোর স্বভাব। অন্ধকার দেখলেই তা দূর করতে ঝাঁপিয়ে পড়ি।" আর সত্যি, প্রায় ঝাঁপিয়েই পড়ত হাড্ডি।

এখনও ব্যাপারটা মনে আছে তাজুর। তখন ক্লাস ফাইভে পড়ে ওরা।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

পাড়ার পাশেই গোপাল ব্যানার্জি লেনের অন্ধকার গলি। সেখানে জিনাদির সঙ্গে পল্টুদা, মায়াদির সঙ্গে টাপুদা, প্রিয়াদির সঙ্গে বকুদা, এরকম নানাবিধ দিদির সঙ্গে নানাবিধ দাদা সন্ধে হলেই দাঁড়িয়ে পড়ত। আর অন্ধকারের সহযোগিতায় তারা... কে জানে কী করত!

আর এই গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন গলির রহস্য উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যেই, এক নিবিড় সন্ধ্যায় হাড্ডি হঠাৎ টর্চ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেখানে। অপ্রস্তুত জিনাদির সালোয়ার ঠিক করার ভঙ্গি, মায়াদির মুখ ঢেকে ফেলা আর বকুদার লিপস্টিক লাঞ্ছিত ঠোঁটের ওপর লেসারের মতো পড়েছিল হাড্ডির টর্চ। অবশ্য দাদা ও দিদিরা ড্যামেজ কন্ট্রোল করে নিয়েছিল দ্রুততার সঙ্গে। টাপুদা হাড্ডির কলার ধরে দাঁত খিঁচিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "কী করছিস তুই এখানে? আলো নিয়ে চ্যাংড়ামো হচ্ছে?"

নিজের শরীরের হাড়ের খটাখট শব্দের উপর গলা তুলে হাড্ডি বলেছিল, "দেখছিলাম, তোমরা অন্ধকারে কী করছ?"

"মানে? ইয়ারকি পেয়েছিস! কেলিয়ে বেগুনি বানিয়ে দেব। শালা, কাবাব মে হাড্ডি," টাপুদা ছুড়ে ফেলেছিল ওকে।

মাটিতে পড়ে গিয়েও হাড্ডি জিজ্ঞেস করেছিল, "আচ্ছা, বকুদা কি রোজ লিপস্টিক লাগায়?"

তাজু সামনে জমে থাকা জলের দিকে লক্ষ করে মুখ থেকে ছুড়ে ফেলল চুয়িংগামটা। তারপর বলল, "নাঃ, ওই দেখছিলাম বৃষ্টিটা কমল কি না।"

"অ্যাঁঃ, ঢপ মারছিস?" তাজুকে ঠেলে ওর পাশে বসে পড়ল হাড্ডি।

"ভাগ, ঢপ মারব কেন?"

এবার লাল বলল, "তাজু, ফালতু ওভাবে বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখিস না। ছানাদা দেখলে কিন্তু ঝামেলা হবে। জানিস তো, শালা খচরামোয় পিএইচ ডি করা আছে ওর!"

তাজু বিরক্ত মুখে তাকাল লালের দিকে। তারপর নাকটা টেনে বলল, "ফালতু কথা বলিস না তো। ছানাদা তোদের সঙ্গে ঝগড়া করে বলে কি আমার সঙ্গেও করবে নাকি? আর বলছি তো বারান্দা দেখছিলাম না।"

হাড্ডি তাজুর পকেট থেকে উঁকি মারা চুয়িংগামের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

বলল, "আচ্ছা তাজু, ডিজ়ায়ার অফ দ্য মথ ফর দ্য স্টার কেন? কাঁকনের দিকে অমন ছোঁচার মতো তাকিয়ে থাকিস কেন রে?"

শূন্য বারান্দার দিকে তাকিয়ে তাজু মাথা নিচু করল। কী বলবে ও? কী বলা যায় এর উত্তরে? কেন যে একজনের আর-একজনকে ভাল লাগে, এর উত্তর আজ পর্যন্ত তো কেউই ঠিকভাবে দিতে পারেনি, তাজু কীভাবে দেবে? তা ছাড়া কীভাবে বোঝাবে ওদের সেই ভীষণ ঝড়ের বিকেলটা? কীভাবে বোঝাবে ঝরে পড়া বকুল ফুলের রাশি? কীভাবে বলবে প্রচণ্ড বজ্রপাতের শব্দে ভীত-সন্ত্রস্ত দুটো চোখ? না, তাজু বোঝাতে যাবে না। কারণ, সব কিছু তো আর বোঝানো যায় না। বোঝানো যেমন যায় না, তেমন ভোলাও যায় না। আজও তারিখটা ভোলেনি তাজু।

৩১ মে। কলেজ থেকে বেরোবার সময় শুরু হয়েছিল ঝড়টা। পাক খাওয়া হাওয়ায় ধুলো উড়ছিল শহরময়। নরম গুলমোহর গাছের ডাল ভেঙে পড়ছিল রাস্তায়। তার ছিঁড়ে হারিয়ে যাওয়া ছেলের মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল ট্রাম। পাড়ায় ঢোকার সময় চারপাশের অবস্থা দেখে তাজুর মনে হয়েছিল, কলকাতার উপর দিয়ে যেন গডজ়িলা দাপিয়ে গিয়েছে। বালি কিচকিচ করছিল চুলের ফাঁকে। ধুলোর কুচি ছড়িয়ে গিয়েছিল মুখময়। হাওয়ার সঙ্গে বজ্রপাতও শুরু হয়েছিল ততক্ষণে। আর সেই লন্ডভন্ড শহরের মাঝখানেই তাজু প্রথম দেখেছিল তাকে। ঝড়ের দাপটে বকুল ফুল ঝরে পড়ছিল তার মাথায়, বজ্রপাতের আওয়াজে কেঁপে উঠছিল ভীরু চোখ দুটো। তাজু ভেবেছিল, কলকাতা মন্থন করে এ কে উঠে এল ওদের পাড়ায়!

এ কাঁকন। লালদের বাড়িওয়ালা ছানাদার খুড়তুতো বোন। বাবা ট্রান্সফার হয়ে হায়দরাবাদ চলে গিয়েছেন, তাই পার্ট টু পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ও এই পাড়াতেই থাকবে। মেয়েটা পড়াশোনায় ভাল। থ্রিলার পড়তে ভীষণ ভালবাসে। আর হ্যাঁ, খুব ভাল পিয়ানোও বাজায়।

এই ছোট্ট এক প্যারাগ্রাফ খবর পরের এক সপ্তাহের মধ্যে জোগাড় করে ফেলেছিল তাজু। অবশ্য জোগাড় করা কঠিন কিছু ছিল না। হাড্ডিই এনে দিয়েছিল খবরগুলো। তবে এসব না জানলেও কিছু এসে যেত না তাজুর। কারণ, শহর লন্ডভন্ড করে গডজ়িলা দখল নিয়েছিল ওর শরীরে। সেই

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

ঝড়ের বিকেলেই বধ হয়ে গিয়েছিল ও। আর কে না জানে, মৃত মানুষ সবচেয়ে নিরুপায়।

লাল আবার বলল, "যতই না, না করিস, তোর অবস্থা যে টাইট আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি। শোন, ছানাদাকে জানিস তো, কী জিনিস! যদি জানতে পারে না, তুই ওর বোনকে ক্যাচ ধরার জন্য বারান্দার নীচে ফিল্ডিং করছিস, তা হলে তোর এমন অবস্থা করবে যে, সারাজীবন ফিল্ডিং তো দূরের কথা, খেলা দেখার যোগ্যও থাকবি না।"

হাড্ডি চুয়িংগাম চিবোতে-চিবোতে বলল, "হ্যাঁ রে, লাল ঠিক বলেছে। দেখিস না, লালদের সঙ্গে যখন ঝগড়া লাগে, তখন ছানাদা কেমন বনবন করে হাত-পা ঘোরায়! ঠিক যেন হেলিকপ্টার। কোনদিন আকাশে ভেসে উঠবে। তা ছাড়া ইদানীং দেখছিস তো ছানাদার থলথলাইটিস কীরকম বাড়ছে! যদি ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে তোর উপর চেপে বসে না, একদম ম্যাস্টিক অ্যাসফল্টের সঙ্গে মিশে যাবি। পিয়াজি বেরিয়ে যাবে।"

তাজু বলল, "সে তো লালদের সঙ্গে ওদের কেস চলছে বলে। লালরা যদি বাড়ি ছেড়ে উঠে যেত, তা হলে তো ছানাদাকে এমন রাগ করতে হত না!"

"অ্যাঁঃ, ছানাদার ল্যাংবোট!" লাল খিঁচিয়ে উঠল, "আমরা ভাড়াটে বলে কি মানুষ নই? উঠে যাব কেন? আমার বাবা তো বলেইছে যে, নীচে যে ফ্লোরে আমরা থাকি, সেটা কিনে নেবে। কিন্তু ওই শালা ছানা, বেশি টাকা পাচ্ছে বলে মাড়োয়ারিকে বিক্রি করবে! দিচ্ছি বিক্রি করতে! এই বাড়ি আমরা ছাড়ব না। দেখি, ছানা আর ছানার বাপ কী করে!"

"তোদের তো একটা ফ্ল্যাট অলরেডি আছে। এটা কিনে কী করবি?" হাড্ডি জিজ্ঞেস করল।

লাল আরও রেগে গেল, "তা তোকে বলব কেন?"

আর-একবার মুখ তুলে দেখল তাজু। চারদিকে সন্ধের অন্ধকার নেমে এসেছে এখন। হলুদ আলো জ্বলে উঠেছে পাড়ায়। বৃষ্টিও পড়ছে না আর। বরং হালকা হাওয়া দিচ্ছে একটা। এমন আবহাওয়ায় তো ভাল লাগার কথা, তবু, এসব কিচ্ছু ভাল লাগছে না তাজুর। কারণ, বারান্দা এখনও শূন্য। সপ্তাহে চার দিন তো এই সময়টা কাঁকন বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। কিন্তু আজ কী হল? বারান্দা শূন্য কেন?

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

হাড্ডি আবার বলল, "তুই ফালতু ট্রাই মারছিস। সেই মে মাসের শেষ থেকে আজ ১২ অগস্ট, 'কী, কেমন আছ'-র চেয়ে দু' লাইন বেশি ডায়ালগ দিতে পেরেছিস? শোন, তার চেয়ে যে মেয়েটা তোর পিছনে পড়ে আছে, তার দিকে কম্পাসের কাঁটা ঘোরা, কাজ দেবে।"

"ঠিক বলেছিস," লাল বলল, "উপালি তোকে এত ভালবাসে, আর তুই ওকে মাইরি আমলই দিস না! এটা কিন্তু ঠিক নয়।"

"উপালি?" নাক কোঁচকাল তাজু, "ও তো বাচ্চা মেয়ে! জাস্ট টুয়েলভে পড়ে। তোরা কী যে বলিস না!"

"কেন টুয়েলভ কম হল? আর তুই কোন নব্বই বছরের বুড়ো? ফালতু মটকা গরম করাবি না। শালা, তুই প্রেম বুঝিস? বানান করতে পারিস? দম নেই, কাঁকনের পিছনে নোলা করছে! আমি প্রেম করেছি, আমি জানি। ইট হার্টস!"

"তুই প্রেম করেছিস? কোন শতাব্দীতে? এই জন্মে? না পূর্বজন্মে?"

লাল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"কেন, এত গোবর কেন তোর মাথায়? ক্লাস টেনের সেই রিমিদি, ভুলে গেলি? অবশ্য আমাদের পোয়েটদের মেমরি তো তোর মতো মানডেন ছেলেদের নেই।" হাড্ডি অবজ্ঞার সঙ্গে নাক টানল।

"খোকা আমার পোয়েট! আর ভাটাস না। আন্টুবান্টু লিখলেই বুঝি কবিতা হয়! আর রিমিদি? মনে নেই তোর কী হাল করেছিল জগামাস্টার!"

কথাটা মনে পড়ে গেল তাজুর। ওদের ক্লাস টেনে পড়ার সময়কার ঘটনা। তখন ওরা জগাস্যার, মানে জগবন্ধু ঘোষের কাছে জিয়োগ্রাফি পড়ত। এই অঞ্চলে জগাস্যার আর জিয়োগ্রাফি সিনোনিমাস। এই জগাস্যারেরই মেয়ে ছিল রিমিদি। তখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ত। ইউনিভার্সাল ঝারিবাজ। পাঁচ থেকে পঁচাত্তর, ঝারির বিরাম নেই। রিমিদি তার স্বভাববশত তাজুদের গ্রুপের প্রত্যেকের সঙ্গেই ঝারি করত। রিমিদিকে দেখতে মোটামুটি হলেও রিমিদির ফিগার ছিল ফাটাফাটি। যাকে বলে নিখুঁত জিয়োগ্রাফি। তাজুদের রিমিদিকৃত ঝারি খুব একটা খারাপ লাগত না। তবে পাত্তাও দিত না বিশেষ। কিন্তু একমাত্র হাড্ডি দিত। স্যার সপ্তাহে একদিন পড়ালেও হাড্ডি চার-পাঁচ দিন চলে যেত স্যারের বাড়ি। স্যার বকলেও গায়ে মাখত না। বলত, প্রেমের

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

পথে নানারকম বাধা আসবেই, তা বলে কি থমকে গেলে চলে? কিন্তু থমকাতেই হয়েছিল হাড্ডিকে। কারণ, বাধাটা তৈরি করেছিল ও নিজেই।

সেই ক্লাস নাইন-টেন থেকেই হাড্ডি কবিতা লেখার চেষ্টা করত। নানারকম মিল দেওয়া অদ্ভুত কবিতা রাফ খাতার পিছনে লিখে রাখত হাড্ডি। আর এই কবিতাই হয়েছিল ওর কাল।

একদিন জগাস্যারের হাতে এরকমই একটা খাতা পড়ে যায়। আর তাতে লেখা কবিতা পড়ে জগাস্যার হাড্ডির চুলের মুঠি ধরে আচ্ছা করে পিটিয়েছিলেন। তারপর প্রায় ছুড়ে হাড্ডিকে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলেন উনি। চিৎকার করে বলেছিলেন, "গজা? আমি গজা? আর যদি এ পাড়ায় দেখি, আমি তোমার ভূগোল চেঞ্জ করে দেব হারামজাদা।"

বিধ্বস্ত হাড্ডিকে সেদিন রাতে বাড়িতে গিয়ে ধরেছিল তাজু আর লাল। জিজ্ঞেস করেছিল, "কী রে, কী লিখেছিলি খাতায়? স্যার অমন করে ক্যালাল কেন?"

হাড্ডি প্রথমে গুম হয়ে থাকলেও পরে খাতাটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, "রবীন্দ্রনাথের দেশে জন্মে কবিতা লেখার জন্য মার খেলাম। তাও কিনা প্রেমের কবিতা!"

খুব আগ্রহের সঙ্গে কবিতাটা দেখেছিল তাজুরা। হাড্ডি লিখেছিল,

আমাদের ন্যাড়া লাইফ ছুঁকে রাখে ভূগোলের মেয়ে
পায়ের স্টেপিং দেখে পাড়া কাঁপে যখন-তখন
সিসমোগ্রাফের ঢপ এ জীবনে আর মানছি না
রিমিদি যেটুকু হাঁটে, সেটুকুই সিসমিক জোন

মাটি কাঁপে, মেঘ ভাঙে, গুঁড়ো গুঁড়ো আমাদের বুক
টাচ করে যদি যায় বেখেয়ালি কমলা আঁচল
জগাস্যার গজা হাতে, 'রাসকেল কোন দিকে মন?'
কী করে বোঝাব স্যার, রিমিদিই প্রকৃত ভূগোল।

এখনও কথাটা মনে পড়ায় সামান্য হাসি পেল তাজুরা ও শুনল হাড্ডি বলছে, "লাল, ফালতু কবিতা নিয়ে জ্ঞান দিবি না। আর তাজু, যেদিন সত্যি

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

প্রেম বুঝবি, সেদিন ওরকম করে উপালিকে ইগনোর করতে পারবি না। আর...”

হাড্ডিকে কথা শেষ করতে দিল না লাল, কনুইয়ের খোঁচায় থামিয়ে দিল। তাজু বুঝল, কেন। পাড়ার মোড় থেকে বাঁক নিয়ে ওদের দিকেই আসছে মিল্টন।

এই ছেলেটাকে অসহ্য লাগে তাজুর। বা, শুধু তাজুর নয়, সকলেরই। এর মতো চালিয়াত পাড়ায় একটাও নেই। তবে অপছন্দ হলেও একে মুখের ওপর কিছু বলতে কেউই সাহস পায় না। মিল্টন খুব মারকুটে ছেলে, তার উপর বডি বিল্ডিং করে। ডান হাতের বাইসেপে একটা গ্রেনেডের ট্যাটু আছে। আর হয়তো সেই বাইসেপরূপী বোমাটা দেখাতেই মিল্টন সব সময় হাতকাটা গেঞ্জি পরে।

আজও হাতকাটা গেঞ্জি পরে, কোমরে হাত দিয়ে এসে ওদের সামনে দাঁড়াল মিল্টন। ওর পিঠে ক্রস করে একটা ব্যাগ ঝুলছে।

মিল্টনই প্রথম কথা বলল, “কী রে, এখানে বসে কী করছিস?”

হাড্ডি বলল, “তাতে তোর কী?”

“আব্বে, ভাল কথা জিজ্ঞেস করছি, আর তুই টেম্পার নিচ্ছিস। মারব থোবরে পড়বি গোবরে, বুঝলি!”

হাড্ডি না দমে বলল, “অ্যাঁ, মিঠুন চক্কোত্তির ভাইপো! ভাগ এখান থেকে।”

মিল্টন হাড্ডির দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসল, “মুরগি শালা”, তারপর চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, “শোন তোরা, একটা কথা বলতে এলাম। ভেরি সিরিয়াস কথা। তোদের জেনে রাখা দরকার। এই যে ইটরঙা বাড়ির দোতলাটা দেখছিস, এর নতুন ঝংকার চিড়িয়াটা আমার। বুঝলি? কাঁকন আমার। দু’-তিন দিন আগে কথাবার্তা বলে সেমিফাইনাল পর্যন্ত ব্যাপারটা নিয়ে গিয়েছি। এবার স্রেফ ফাইনাল খেলার অপেক্ষা। আর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে কাঁকনও রাজি। শোন, তোরা কিন্তু ওই দিকে তাকাবি না। ও তোদের বউদি। সামনে পুজো আসছে। বিজয়ায় মিষ্টি নিয়ে প্রণাম করে আসবি। যদি শুনেছি কাঠি করেছিস, তোদের পেঁদিয়ে ফ্র্যাকচার করে দেব, বুঝেছিস?”

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

তাজু দাঁত চেপে অনেক কষ্টে সামলাল নিজেকে। দেখল, মিল্টন ডান হাতটা ভাঁজ করে বাইসেপের গ্রেনেডটাকে চোখের সামনে নাচাচ্ছে। তাজু বুঝল, হাড্ডি ওর হাত চেপে ধরেছে, অর্থাৎ শান্ত হতে বলছে। তাজু জানে শান্ত না হয়ে উপায় নেই। গ্রেনেডের সঙ্গে তো আর মারামারি চলে না।

মিল্টন হেসে বলল, "খবরদার, যা বললাম মনে থাকে যেন। বেগড়বাঁই দেখলেই শান্টিং দেব।"

কিন্তু শেষের কথাটা মিস করল তাজু। মনে হল কথাটা ওর কাছে পৌঁছোনোর আগেই কেমন যেন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। চারদিক আউট অফ ফোকাস হয়ে গেল যেন একটু। যেন অদ্ভুত এক সুগন্ধ পাক খেয়ে উঠল হাওয়ায়। মিল্টনের চেহারা ছাপিয়ে কী যেন একটা নড়ে উঠল ওই দোতলার বারান্দাটায়। তাজু দেখল, একটা বড় কাপ হাতে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে কাঁকন। এত দূর থেকেও তাজুর মনে হল, কাঁকনের চোখ দুটো একটু ফোলা। ঘুমোচ্ছিল কি?

মিল্টনও তাজুর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল বারান্দার দিকে। তারপর চাপা গলায় বলল, "এই, তোরা তাকাবি না। চোখ গেলে দেব," তারপর বারান্দার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে চিৎকার করল, "হাই কাঁকন, হোয়াটস আপ?" তাজু বোকা হয়ে দেখল, কাঁকনও মিল্টনের দিকে হাত নাড়ছে। মুখে হাসি!

মিল্টন বলল, "এই জিম থেকে ফিরলাম। তোমার সঙ্গে দরকার ছিল, কাল কথা হতে পারে?"

কাঁকন মাথা নেড়ে হাসল আবার, তারপর ঘরে ঢুকে গেল। কিন্তু হাসিটা ছিটকে এল স্প্লিন্টারের মতো, আর তাজু সেই হাসির আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজের ছিন্ন দেহের টুকরো জড়ো করতে-করতে বুঝল, ও একাই ভেবে পাগল হচ্ছে। হাসিটা তো মিল্টনের জন্য।

মিল্টন গ্রেনেড নাচিয়ে হাসল ওদের দিকে তাকিয়ে, যার অর্থ, দেখলি? তারপর আঙুল তুলে আবার সাবধানবাণী শুনিয়ে চলে গেল।

রাস্তার জল নেমে গিয়েছে এখন। পাড়াটা হঠাৎ খুব পরিত্যক্ত মনে হল তাজুর। ও দেখল, চাপ-চাপ ময়লা পড়ে আছে চারদিকে। হাওয়ায় কেমন

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

ভ্যাপসা ভাব। তাজু বুঝল, ওর চামড়ার তলায় কাঁকড়াবিছেরা ফিরে এসেছে আবার। একটা বিষাদ আর রাগ ধাক্কাধাক্কি করছে শরীরের মধ্যে। শেষে মিল্টন! এই স্ট্যান্ডার্ড! তাজু দেখল দূরে রাস্তা আর ফুটপাথের খাঁজে কাগজের দুটো ন্যাতানো নৌকো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

নরম পিচ

গলায় ঝোলানো মোবাইলটায় সময় দেখল উপালি। সওয়া ছ'টা বাজে। আজ ফিরতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছে। মা না আবার বকে। আসলে, এইচ এস-এর টেস্ট ক্রমশ এগিয়ে আসছে তো। ট্রামের জানলা দিয়ে মাথা নিচু করে একবার বাইরেটা দেখল ও। আকাশে বেশ মেঘ করে আছে। কেমন একটা গুমোট ভাব পাক খাচ্ছে কলকাতার মাথায়। গত দু'দিন বৃষ্টি হয়নি। কিন্তু আজ নাকি বৃষ্টি হতে পারে, স্যাঙাত হিসেবে বজ্রবিদ্যুৎও নাকি হানা দেবে। সকালে পেপারে পড়েছে উপালি। ভগাই জানে আদৌ বৃষ্টি হবে কি না। কিন্তু হলে তো ভালই হয়। গরম উপালি সহ্য করতে পারে না একদম।

ট্রাম একটা স্টপে দাঁড়িয়েছে। কিছু মানুষজন উঠছে। এই অফিস ছুটির সময় ট্রামের ভিতরে এমনিতেই ভিড়, সেটা আরও ফাটোফাটো হল। উপালি সংকুচিত হয়ে দাঁড়াল। পিছনে একজন মোটামতো ভদ্রলোক প্রায় ঘাড়ের উপর উঠে পড়ার তাল করছে। বিরক্ত লাগল উপালির, মানুষজন আজকাল বড় বেশি গায়ে-পড়া হয়ে উঠছে।

"এই উপালি, ওই দ্যাখ, ছেলেটা আবার তাকাচ্ছে," পাশে দাঁড়ানো মোমদি কানের কাছে ফিসফিস করে বলল।

"তুমি তাকিয়ো না তো, লাই পেয়ে যাবে," বিরক্ত হল উপালি।

মোমদি হাসল, "ছেলেটাকে কিন্তু বেশ দেখতে। ঝারিটা করলে পারতিস।"

উপালি উত্তর দিল না। মুখ ঘুরিয়ে নিল। ঝারি? ধুর, ওর ওসব ভাল লাগে না। তা ছাড়া অন্যের দিকে তাকাবে কেন ও? সেই ভুরু কোঁচকানো ছেলেটা তো রয়েছে। সে তো ওর।

মোমদি আবার বলল, "ছেলেটা কিন্তু এখনও তোর দিকে তাকাচ্ছে। একবার তুইও তাকা না। অমন নিষ্ঠুর কেন রে তুই?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

"ওফ," আর বিরক্তিটা চাপতে পারল না উপালি, "অতই যখন দরদ, তখন তুমি তাকাও না। আমার ওরকম হ্যাংলা ছেলে ভাল লাগে না। তোমার এই ঘটকগিরির স্বভাবটা আর গেল না।"

"ঘটকগিরি করি, বেশ করি। বাব্বা, এইটুকু পুঁচকি মেয়ে, এত ঝাল কেন রে তোর?"

উপালি বলল, "পুঁচকি? সামনের বছর এইচ এস দেব আমি।"

মোমদি বলল, "তো? অবশ্য, তোর তো আবার অন্য ব্যাপার আছে, না?"

উপালি চোয়াল শক্ত করল। গুমোট ভাবটা যেন আরও বাড়ছে। পিছনের মোটা লোকটা কি প্রতি মিনিটে আরও মোটা হয়ে যাচ্ছে?

মোমদি জিজ্ঞেস করল, "তাজুকে কি বলেছিস তোর ব্যাপারটা?"

"মানে?" ভুরু কুঁচকে তাকাল উপালি।

"মানেটা কি ভেঙে বলতে হবে নাকি?"

উপালি দেখল মোমদির কথায় আশপাশের দু'-তিনটে কৌতূহলী মুখ ওদের কথাবার্তার দিকে কান বাড়িয়ে দিয়েছে। ভালচার্স, মনে-মনে বলল ও। তারপর কথা ঘোরাতে বলল, "আজ গানটা পুরো তুলতে পারলে ভাল হত, না? তিন দিন হয়ে গেল, কিছুতেই ম্যানেজ হচ্ছে না ব্যাপারটা।"

মোমদি হাসল, "তাজু তোকে বিশেষ পাত্তা দিচ্ছে না, না?"

এই আবার শুরু হয়েছে মোমদির। এ ছাড়া যেন পৃথিবীতে কথা বলার আর কোনও টপিক নেই। আর-একটা জিনিস ও ভেবে পায় না, কেন যে মোমদি বারবার তাজুর কথা তোলে, কে জানে? উপালি মুখটা গম্ভীর করে রাখল।

মোমদি আবার খোঁচাল, "কী রে, আমি বলব তাজুকে?"

পিছনের লোকটার চাপ আর সহ্য করতে পারল না উপালি। এ পেয়েছে কী? এত মোটা হওয়ার মানে হয় কোনও? আর হয়েছেই যখন, তখন ওর পিছনে এসে দাঁড়ানো কেন? ও চট করে পিছনে ফিরল, তারপর চিৎকার করে বলল, "তখন থেকে ঠেলছেন কিন্তু! আপনি এত মোটা কেন?"

"অ্যাঁ?" লোকটা থতমত খেয়ে গেল। অন্যান্যরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল উপালির দিকে। ও বুঝল গন্ডগোল হয়েছে। চিৎকার করে কথা বলাটা ঠিক হয়নি একদম। বিশ্রী সিন ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে। ও ভিড় ঠেলে দরজার

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

দিকে এগিয়ে গেল। বুঝল, পিছনে মোমদিও আসছে। ভিড়ের মধ্যেও একবার মুখটা তুলল উপালি। দেখল, সেই ছেলেটার মুখেও থতমত ভাব। চোখে চোখ পড়ামাত্র ছেলেটা চোখ সরিয়ে নিল। কে জানে, হয়তো ভাবল পাগলি মেয়েটা এই নিয়েও না চিৎকার করে! ভাগ্য ভাল স্টপ এসে গিয়েছে। ট্রামটা থামতে-না-থামতেই লাফিয়ে নামল উপালি। ও পিছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারল, এক ট্রাম লোক ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। ইশ্, এরকম না করলেই হয়তো পারত। আপশোশ হল উপালির। আসলে এটা ওর দোষ। মাঝে-মাঝে এমন সব কাজকর্ম আচমকা করতে শুরু করে যে, নিজেই পরে লজ্জিত হয়। ভাবে, এসব না করলেই পারত। কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে যায়।

"তুই তাজুর কথায় রেগে গিয়েই অমন করলি, না রে?" পাড়ার দিকে হাঁটতে-হাঁটতে প্রশ্ন করল মোমদি।

উপালি চুপ করে রইল। আসলে কথাটা তো সত্যি। তাজুকে ওর সেই ক্লাস টেন থেকে পছন্দ। কিন্তু তাজু কেন যে ওর থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকে!

তাজুকে প্রথম দেখার দিনটা আজও স্পষ্ট মনে আছে উপালির। তখন সদ্য এই পাড়ায় বাড়ি কিনে এসেছে ওরা। পাড়ায় অন্যান্য ছেলেমেয়ের সঙ্গে আলাপ হতে শুরু করেছে, বন্ধুত্বও শুরু হয়েছে। টুকটাক এদিক-ওদিক গিয়ে ফুচকা খাওয়া, রোল খাওয়াও আরম্ভ হয়েছে। এরকমই একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে ফুচকাওয়ালার কাছ থেকে ফুচকা খাচ্ছিল উপালি, স্নেহা আর মউমা। ওরা ফুচকা খাচ্ছিল আর হাসাহাসি করছিল। হঠাৎ মউমা বলেছিল, "এই, একটা কাজ করব দেখবি? এই ফুচকাটা বিনা পয়সায় খাব!"

"মানে?" খুব অবাক হয়েছিল উপালি।

"তাজুদাকে মুরগি করব।"

"কাকে?" বুঝতে পারেনি উপালি।

"ওই যে, তাজুদাকে। ওই দ্যাখ, আসছে।"

মউমার আঙুল অনুসরণ করে উপালি সেই প্রথম দেখেছিল তাজুকে। গরমকালের বিকেল। রোদে ফাটছিল কলকাতা। আর তার মধ্য দিয়ে হেঁটে আসছিল তাজু। রোদের তাপে মুখ লাল। শরীরের আউটলাইন যেন ঝলসে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

যাচ্ছিল। চেক শার্ট আর নীল ডেনিমের প্যান্ট পরে হাতে 'মিনি ড্রাফটার' নিয়ে আসছিল তাজু। এক-একটা দৃশ্যের মধ্যে এমন কম্পন থাকে, যা দৃশ্য থেকে বেরিয়ে এসে দর্শককে কাঁপিয়ে দেয়। উপালির মনে হচ্ছিল বহুদূরে কোথাও যেন ড্রিল মেশিন চলছে, আর তার তরঙ্গে ওর পায়ের তলার মাটিতে ঢেউ উঠছে। কী ছিল সেই দৃশ্যের মধ্যে? তাজুর মধ্যে? এক পাড়ায় থাকে অথচ এই প্রথম চোখে পড়ল! কেন চোখে পড়েনি আগে? তাজু এগিয়ে আসছিল, আর ড্রিল মেশিন তার সর্বশক্তি দিয়ে খুঁড়ে চলছিল মাটি। ভয় লাগছিল উপালির, আশপাশের বাড়িগুলো পড়ে যাবে না তো? ও নিজে পড়ে যাবে না তো? ভাল করে দেখেছিল রোদে লাল হওয়া মুখটা গম্ভীর। ভুরু কোঁচকানো।

মউমা ডেকেছিল তাজুকে। বলেছিল, তাজু যদি ওদের টাকাটা দিয়ে দেয়, ওরা টাকা আনতে ভুলে গিয়েছে। উপালি দেখেছিল, তাজু বিনা বাক্যব্যয়ে মানিব্যাগ খুলছে। কিন্তু ভুরু দুটো এখনও জড়সড়ো। ও ভাবছিল, একবার কি ওর দিকে তাকাবে না? দেখবে না ওকে? কিন্তু কিছুতেই দেখছিল না তাজু। বাধ্য হয়ে উপালি বলেছিল, "না না, দেওয়ার দরকার নেই। মউমা ইয়ারকি মারছে। আমার কাছে টাকা আছে।"

এতক্ষণে মুখ তুলে তাকিয়েছিল তাজু। গম্ভীর মুখ, এলোমেলো চোখ, আর তার উপর ভাঁজ খাওয়া ভুরু। বলেছিল, "তাও আমি দিই।"

সামান্য তিনটে কথা, কিন্তু তাতেই কেউ যেন মাটি থেকে তুলে উপালির বুকের মধ্যে চালিয়ে দিয়েছিল ড্রিল মেশিন।

সেই যন্ত্র আজও তার কাজ থামায়নি। এখনও তাজুকে দেখলে তেমনই বুক কাঁপে উপালির। তেমনই মন খারাপ হয়। তেমনই ভাল লাগে। এই দু' বছরে উপালির সঙ্গে তাজুর আলাপ বেড়েছে। সরাসরি ভাল লাগার কথা না জানিয়ে অনুচ্চারে যতভাবে একটা মেয়ে পারে, তার চেয়ে হয়তো বেশি করে নিজের কথা তাজুকে বোঝাতে চেয়েছে ও। কিন্তু এখনও পারেনি। তাজু কেমন যেন স্লিপারি। ধরেও ধরা যায় না। নাগালের বাইরে অদ্ভুত এক দূরত্বে ভেসে থাকে।

"উত্তরটা দিলি না কিন্তু। তুই রেগে গিয়েছিলি, না?" মোমদি আবার খোঁচা দিল।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"এখনও রেগে আছি," সংক্ষেপে জবাব দিল উপালি।

হাসল মোমদি। উপালির মাথায় ছোট্ট চাঁটি মেরে বলল, "খুব গোঁসা, না? ঠিক আছে, সরি।"

উপালি হাসল এবার। মোমদিটা এত ভাল। ভাল আর নরম। একেবারে মউমা, মানে, মোমদির বোনের অপোজিট। ও বলল, "দুর, অত সিরিয়াস কিছু নয়।"

মোমদি বলল, "তাজুকে বলেছিস কোনওদিন?"

উপালি উত্তর দেওয়ার আগে একটু থমকাল। এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে ওর ভাল লাগে না একদম। বড় বেশি ব্যক্তিগত প্রশ্ন। তবে তাজুকে নিজের কথা বলতে যে ইচ্ছে করেনি, তা নয়, কিন্তু এখনও পারেনি। এক অদ্ভুত সংকোচ এসে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে ওকে। তাই বলি-বলি করেও বলা হয়ে ওঠেনি। মোমদির কথার উত্তরে ও বলল, "নাঃ।"

"না? সে কী রে, বলবি না কোনওদিন?"

"জানি না।" আবার বিরক্তিটা ফিরে আসছে উপালির। ও একবার আকাশের দিকে তাকাল, মেঘটা আরও ঘন হয়েছে। গুমোট ভাবটাও বেড়েছে। ও ভাবল, বাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি পড়তে বসতে হবে। ডিসেম্বরে টেস্ট আছে। এবার ভাবছে গানের ক্লাসে যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দেবে। পড়াশোনার সময় বাড়াতে হবে। পড়াশোনার ব্যাপারে উপালি খুব সিরিয়াস।

"এই উপালি! কী রে, কোত্থেকে ফিরছিস?" পাশের লম্বা গলিটা থেকে ডাক শুনে তাকাল উপালি। এই রে, হাড্ডি!

"ওফ, আবার এই ছেলেটা!" মোমদির গলায় বিরক্তির চেয়ে বেশি আতঙ্ক।

হাসি পেল উপালির। পাড়ার অনেকেই হাড্ডির কাজ-কারবারে ভীত। কয়েকদিন আগেই মোমদির বাবাকে নাকি হাড্ডি বলেছিল, "কাকু, কাকিমাকে সামলে রাখবেন, সেদিন দেখছিলাম খবর কাগজ দেয় যে ছেলেটা, তার সঙ্গে খুব হেসে-হেসে গল্প করছে।"

"মানে?" মোমদির বাবা ভীষণ রেগে গিয়েছিল।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

হাড্ডি একটুও না ঘাবড়ে বলেছিল, "দেখুন, আপনার বয়স হচ্ছে, কিন্তু কাকিমা এখনও ইয়ং। পাড়া তথা আপনার বাড়ির ওয়েলফেয়ার বলে কথা। আমাদের তো একটা দায়িত্ব আছে, কী বলেন?"

উপালিকে মোমদি বলেছে যে, বাবা নাকি বাড়িতে গিয়ে খুব রাগারাগি করেছিল। মা-ও কেঁদেছিল খুব। আজ তাই হয়তো হাড্ডিকে দেখে মোমদি ভয় পেয়ে গিয়েছে। কে জানে মোমদিকে কী বলবে!

হাড্ডিকে এগিয়ে আসতে দেখে মোমদি বলল, "তোরা কথা বল, আমি এগোচ্ছি।"

উপালি মাথা নাড়ল, তারপর নিজেই এগিয়ে গেল হাড্ডির দিকে।

"কী রে, কোত্থেকে ফিরছিস?"

"এই... গানের ক্লাস ছিল। আর তুমি?"

হাড্ডি মুখ বাঁকাল, "আরে বলিস না, তাজুর সঙ্গে ছিলাম, কিন্তু মালটার পুরো টাল কেস। কাঁকনের পিছনে ছুটেছে।"

"কাঁকনদি!" হাসি পেল উপালির। যে কোনও মেয়ের দিকে ভাল করে তাকায় না, সে কাঁকনের পিছনে ছুটেছে! একেবারে ছুটেছে! হাড্ডি পারে বটে। উপালি বলল, "সত্যিই হাড্ডিকদা, তুমি পারো। তোমার ওই হুঁকোমুখো বন্ধু ছুটেছে মেয়েদের পিছনে! কাঁকনদির ভাগ্য খারাপ।"

"তুই বিশ্বাস করছিস না?" হাড্ডি তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল ওর দিকে। তারপর বলল, "তুই কেন তা হলে হুঁকোমুখোটার পিছনে দৌড়োস?"

"আমি?" অপ্রস্তুত হল উপালি।

"ন্যাকামো কোরো না, এ বছর রবীন্দ্রজয়ন্তীতে কী করেছিলে?"

"আমি?" উপালি আবার না বোঝার ভান করল।

হাড্ডি বলল, "কেন, 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা' গানটা সামনে বসা দর্শকদের নয়, উইংসে দাঁড়ানো তাজুর দিকে তাকিয়েই তো পুরো গাইলি। আমরা সব অন্ধ, না?"

উপালি লজ্জা পেল একটু। কথাটা ঠিক। ও সত্যিই উইংসে দাঁড়ানো তাজুর দিকে তাকিয়ে ছিল অধিকাংশ সময়। না, ইচ্ছে করে তাকায়নি কিন্তু, আপনা থেকেই চোখটা ঘুরে যাচ্ছিল ওই দিকে। ও দেখছিল উইংসে দাঁড়ানো তাজু ভুরু কুঁচকে মাটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

উপালি কথা ঘোরাতে বলল, "তুমি নাকি মোমদির বাবাকে কী সব উলটো-পালটা বলেছ?"

"আমি?" এক মুহূর্ত চিন্তা করল হাড্ডি, তারপর বলল, "ওহো, সেই কেস। ইচ্ছে করে বলেছি। এ বছর রবীন্দ্রজয়ন্তীর ফাংশনের জন্য ওই লোকটার কাছে চাঁদা চাইতে গিয়েছি, মালটা বলে কিনা, 'নিজের দাদুর জয়ন্তী করো, যে রবীন্দ্রনাথের করতে গিয়েছ? ভাগো, চাঁদা দেব না।' ছিলাম তক্কে-তক্কে, সেদিন দিয়েছি শালা।"

উপালি হাসল। হাড্ডি সত্যি অদ্ভুত। ও বলল, "হার্দিকদা, যাঃ, এমন করাটা ঠিক হয়নি তোমার! মোমদির মা অত ভাল মানুষ। আর এতে তোমার ইমেজটা কী হল বলো তো?"

"ভাগ," ঠোঁট বাঁকাল হাড্ডি, "আমার আবার ইমেজ! যা করেছি বেশ করেছি।"

উপালি হাসল আবার, "তুমি একটা যা-তা!"

হাড্ডি বলল, "হাসিস না, তোর তাজু কিন্তু গন কেস। তাড়াতাড়ি বগলদাবা না করতে পারলে, পাখি পাকা পেঁপে খাবে। বুঝলি?"

উপালি আর কথা না বাড়িয়ে এগোল। আকাশে দু'টো-তিনটে করে বিদ্যুতের রেখা দেখা দিচ্ছে। বৃষ্টি নামলে বেশ হয়, যা গুমোট লাগছে! হাড্ডির কথা মনে পড়াতে হাসি পেল ওর। তাজু নাকি কাঁকনের পিছনে দৌড়োচ্ছে। আজ পর্যন্ত কোনও মেয়ের দিকে তাজুকে ও তাকাতে দ্যাখেনি, আর কাঁকন! হাড্ডিটা জানি কী একটা!

দ্রুত পায়ে পাড়ার মোড়ে এল উপালি। অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছে। মা এবার বকা দেবেই। কিন্তু উপালির পায়ের দ্রুততা আর দু' পা এগিয়েই আচমকা থমকে গেল। কী দেখছে ও! কারা ওর সামনে!

উপালির থেকে পঞ্চাশ হাত দূরে কাঁকন দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে কী সব বলছে, আর তাজু তাকিয়ে রয়েছে কাঁকনের দিকে। না, শুধু তাকিয়ে নেই, মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। এই দৃষ্টির ভাষা মেয়েরা বোঝে। সব মেয়ের দিকে ছেলেরা এই দৃষ্টিতে তাকায় না। বিশেষ কারও জন্য এই দৃষ্টি তোলা থাকে ছেলেদের। উপালির পায়ের তলার পিচ ক্রমশ নরম হয়ে এল। ও কি ভুল দেখছে? এ কি দৃষ্টিভ্রম? অফ অল পারসনস তাজু? এ কি সত্যি, না

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

দুঃস্বপ্ন? হাড্ডি তা হলে ঠিকই বলছিল! এমন সহজ ভুরু নিয়ে, এমন সহজ চোখ নিয়ে তাজু কারও দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে?

পারে, নিশ্চয়ই পারে, না হলে তাকিয়ে রয়েছে কী করে? দু'বছর ধরে তা হলে কাকে ভালবাসল উপালি? তা হলে কি সব বৃথা? তাজুর মনে এই ছিল? সন্ধের হলুদ সোডিয়াম ভেপার বিষণ্ণ আলো ফেলছে শহরে। নিজের লম্বাটে ছায়াকেই ভুতুড়ে মনে হচ্ছে উপালির। মনে হচ্ছে কোনও অজানা দেশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও তাকিয়ে রইল হলুদ আলোর নীচে দাঁড়িয়ে থাকা দু'জনের দিকে। বুঝতে পারল, দূরত্বটা মাত্র পঞ্চাশ হাতের নয়। আকাশের গায়ে ঝলসে ওঠা দু'টো-তিনটে আগুনের ফাটল চুপিসাড়ে নেমে এল উপালির বুকের ভিতর। তারপর তারা ঝলসে চলল, ঝলসেই চলল। নিঃশব্দে বজ্রপাত হতে লাগল। পোড়াতে লাগল যা কিছু সুন্দর। এই আগুন নেবাতে, না, কোনও বৃষ্টি নামল না কলকাতায়।

...কলিং

মোবাইলটা আর-একবার দেখল শৌর্য। না, কোনও মেসেজ আসেনি এখনও। কিন্তু আসা তো উচিত ছিল। কথা ছিল মেসেজ করে প্লেয়ারের নামটা জানিয়ে দেওয়া হবে ওকে। প্লেয়ারের নাম না জানতে পারলে কীভাবে এত অল্প সময়ের মধ্যে ও তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে? নভেম্বরের শুরুতে ইন্ডিয়া ক্রিকেট টিমের অস্ট্রেলিয়া টুর। এখন শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ওয়ান ডে চলছে। তার পরেই টিম সিলেকশন। তাই টিম সিলেকশন আর কন্ডিশনিং ক্যাম্পের আগে কথা না বলে রাখলে কোনও প্লেয়ার পাওয়া যাবে না।

অন্যান্য লোকে, 'কলেজ কিংবা অফিস স্পোর্টসের জন্য কোনও ক্রিকেটারকে চিফ গেস্ট করে দাও', এরকম অনুরোধ করলে শৌর্য কাটিয়ে দিত। কিন্তু এই অনুরোধ যার থেকে এসেছে তার প্রতি শৌর্যরও খুব ইন্টারেস্ট আছে। তাই অন্যান্যদের চেয়ে ব্যাপারটা আলাদা। আজ তো তাকে প্লেয়ারের নাম জানানোর কথা। দুপুর দেড়টা বাজে প্রায়, কিন্তু এখনও তো জানাল না কিছু!

ব্যাগের ভিতরে দরকারি কাগজপত্র ভরে টেবিল থেকে প্রেস কার্ডটা

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

নিয়ে বুক পকেটে ঢোকাল শৌর্য। অর্ধেক দিন এটা নিয়ে বেরোতে ভুলে যায় ও। তারপর মাঝপথ থেকে ফিরে আসতে হয়।

সাড়ে তিনটের মধ্যে অফিসে ঢুকলেই হয় ওর। তবে ও দেরি করে না। আর মেট্রোয় যায় বলে সুবিধেও আছে। অবশ্য রাতে ফিরতে-ফিরতে বেশ দেরি হয়ে যায়। ওর কাছে বাড়ির চাবি থাকে। কাকিমা ওর খাবার ঢাকা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। শৌর্য মাঝে-মাঝে ভাবে, যখন ও বহরমপুরে বাবা-মা'র সঙ্গে থাকত, মা কিন্তু ওর খাওয়া না হলে খেত না। এখন ও ছুটিছাটায় বহরমপুর গেলে, মা একইরকমভাবে ভাত নিয়ে বসে থাকে। আড্ডা মেরে রাতে বাড়ি ফিরে মাকে ওভাবে দেখে খারাপ লাগে শৌর্যর।

কলেজ থেকেই শৌর্য কলকাতায় কাকু-কাকিমার সঙ্গে থাকে। ইংলিশে এম এ পাস করে ও খবরের কাগজে চাকরি পেয়েছে, স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টে।

তাও বছর চারেক হয়ে গেল। নানা আর্টিকল ও ভারতের মধ্যে নানা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ কভার করার জন্যে শৌর্য নামটা এখন অনেকের কাছেই পরিচিত। ফলে খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বা অন্যান্য সুবিধে নেওয়ার জন্য প্রচুর লোকের বায়নাক্কা সামলাতে হয় ওকে। প্রথম-প্রথম কারও মুখের উপর 'না' বলতে পারত না শৌর্য, কিন্তু এখন সেটা পারে। আসলে জীবন 'হ্যাঁ', 'না' দুটোই শিখিয়ে দেয়। জিশান বলে, "শৌর্য, সকলের কাছে ভাল হওয়া যায় না, বুঝলি? 'না' বলতে শেখ। কেউ যদি বলে সচিনের গ্লাভস চাই, তুই দিতে পারবি? সানিয়া মির্জার টি-শার্ট চাইলে তুই দিতে পারবি? তা হলে 'না' বলিস না কেন? শোন, ঝুলিয়ে রেখে লাভ নেই কোনও। যা বলার স্ট্রেট বলবি।"

শৌর্য শুনে বোঝে, জিশান ঠিক বলছে। আসলে জিশান ঠিকই বলে।

চাকরিতে ঢোকার প্রথম দিন থেকেই জিশান ওর বন্ধু। অবশ্য শুধু বন্ধু নয়, গাইডও। দূর থেকে গ্ল্যামারাস দেখা এই সাংবাদিকতা পেশার খুঁটিনাটি দিকগুলো জিশানই ওকে বুঝিয়েছে। এখানকার কাজের রকমসকম, ল্যাং মারামারি, সোর্স—সবই প্রায় জিশানের অভিভাবকত্বেই শিখেছে শৌর্য। যদিও কলিগ হিসেবে শৌর্য জিশানের কম্পিটিটর, তবু জিশান কখনও সেই চোখে দ্যাখেনি শৌর্যকে। আর শৌর্য বিশ্বাস করে 'তার' কথা একমাত্র

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

জিশানকেই বলেছে। সব শুনে জিশান বলেছিল, "তোদের, মফস্‌সলের ছেলেদের এই সবচেয়ে বড় প্রবলেম। এত বেশি ইমোশনাল হোস তোরা! এত দুমদাম প্রেমে পড়ে যাস!"

শৌর্য প্রতিবাদ করেছিল, "ইমোশনাল হওয়া বুঝি খারাপ? আর মফস্‌সলের ছেলে হওয়াও বুঝি খারাপ?"

"আরে বাবা, তা-ই বললাম নাকি? আমি নিজে মফস্‌সলের ছেলে, তাই জানি ব্যাপারটা। আসলে প্রেম খুব গন্ডগোলের, আর জটিল জিনিস। তাই বলছিলাম।"

"কেন, জটিল কেন?" শৌর্য প্রশ্ন করেছিল।

"তুই মেয়েটাকে প্রপোজ় করেছিস?"

একটু থমকে গিয়েছিল শৌর্য। তারপর বলেছিল, "হ্যাঁ, মানে, বলেছি।"

জিশান ভুরু তুলে ঠোঁট উলটেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, "মেয়েটা কিছু বলেছে? মানে, 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছু রিপ্লাই দিয়েছে?"

"না, এখনও দেয়নি। আসলে..." আবার থমকেছিল শৌর্য।

"কী আসলে? একটা সিম্পল উত্তর দিতে পারছে না?" জিশান অবজ্ঞার সঙ্গে প্রশ্ন করেছিল।

"না রে, ব্যাপারটা অতটা সিম্পল নয়। সব সময় 'হ্যাঁ'-'না' ওভাবে বলা যায় না," শৌর্য গম্ভীর মুখে বলেছিল।

জিশান হেসে ফেলেছিল, "সেই জন্যই তো বললাম, প্রেম খুব গন্ডগোলের আর জটিল জিনিস। এসবে যে ঢুকেছে, তার রেহাই নেই। কেন যে ফালতু তোরা এই ঝামেলায় জড়াস, ভেবে পাই না। সব সময় বুকে পাথর বেঁধে ঘোরার মতো অবস্থা হয়!"

জিশান নিজে কখনও বুকে পাথর বেঁধে ঘুরেছে কি না, সেটা আর জিজ্ঞেস করা হয়নি। কিন্তু কথাটা ঠিক। সত্যিই বুকে পাথর বেঁধে ঘুরছে শৌর্য। সব কাজের মধ্যেও মাঝে-মাঝে আনমনা হয়ে যায় ও। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে ওই একটা মুখই হিন্দি সিরিয়ালের মতো ফ্ল্যাশ করে চোখের সামনে। মাঝে-মাঝে নিজেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ মনে হয়। আবার মাঝে-মাঝে মনে হয় ওর মতো বোকা কেউ নেই। শৌর্য বোঝে, এর থেকে নিস্তার দিতে পারে একমাত্র একটা 'হ্যাঁ' বা 'না'। কিন্তু প্রশ্ন হল, কবে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

আসবে সেই উত্তর? আদৌ আসবে কি? এই যেমন, এখনও প্লেয়ারের নাম জানিয়ে এসএমএস এল না। আর-একবার মোবাইলটা দেখল শৌর্য। ফাঁকা স্ক্রিনে স্টিভ ওয়-র ওয়ালপেপার জ্বলজ্বল করছে। না, কোনও খামের চিহ্ন নেই। চিঠি আসেনি।

"শৌর্যদা, ও শৌর্যদা!" গলাটা চেনা লাগল ওর। হাড্ডি। রাস্তার দিকের জানলাটার কাছ থেকে আওয়াজটা আসছে। এই খেয়েছে, এই সময় এসেছে কেন? আবার কবিতা নাকি? বিরক্ত লাগল শৌর্যর। এক সময় ও নিজেও কবিতা-টবিতা লিখত। ছাপাও হত। কিন্তু এখন আর সেসব লেখার সময় পায় না। ইচ্ছেও করে না। কিন্তু এই হাড্ডিটা এখনও ওকে কবিতার এক্সপার্ট হিসেবে দ্যাখে। মাঝে-মাঝেই দু'টো-তিনটে লুজ কাগজ নিয়ে হাজির হয়। আর ভুলভাল সব কবিতা পড়ে।

"শৌর্যদা, ও শৌর্যদা!" আবার ডাকল হাড্ডি।

ওঃ, আচ্ছা নাছোড়বান্দা ছেলে।

শৌর্য বলল, "দাঁড়া, দরজাটা খুলছি।"

শৌর্যর ঘর থেকে বড় রাস্তায় যাওয়ার একটা দরজা আছে। শৌর্য ঘরে থাকলে সেটাই ব্যবহার করে। দরজার কাছে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল শৌর্য। টেবিলের উপর ওর ডায়েরি পড়ে আছে। এটা ভীষণ ব্যক্তিগত জিনিস। রোজ রাতে নিজের মনের কথাটুকু এক পাতা-আধ পাতা হলেও ও লেখে। কারও সামনে এটা ও বের করে না। এই হাড্ডিটা যদি ডায়েরিটা দ্যাখে, তা হলে নির্ঘাত উলটে-পালটে দেখবে। ডায়েরিটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দরজাটা খুলে দিল শৌর্য। গম্ভীর মুখে ঘরে ঢুকল হাড্ডি। আর হ্যাঁ, যা ভেবেছে শৌর্য, হাতে একটা ভাঁজ করা কাগজ। কবিতা! মুখ বেঁকে গেল শৌর্যর। মনে হল কেউ যেন নিমপাতাবাটা খাইয়েছে ওকে। এখন কি আর ওর কবিতা দেখার সময় আছে, না শোনার সময় আছে? এই ছেলেটাকে নিয়ে আর পারা যায় না। কে যে এদের কবিতা লিখতে বলে? আর লিখলে লেখ না বাবা, লোক ধরে শোনানোর কী হয়েছে?

শৌর্য বলল, "হার্দিক, এখন কবিতা শোনার সময় নেই রে। অফিস আছে।"

হাড্ডি চেয়ার টেনে বসল। বলল, "ওসব বাদ দাও, এক পিস নামিয়েছি, তোমাকে না শোনালেই নয়। পাড়ার পুজোর সুভেনিরে দেব।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

"পুজো? সে তো অনেক দেরি আছে।" শৌর্য হাড্ডিকে দেখিয়ে আবার ঘড়ি দেখল।

"ওসব ঘড়িফড়ি দেখিয়ে আমায় ভড়কাতে পারবে না। চেপে বোসো দেখি। এটা তোমায় শুনতেই হবে।"

শৌর্য দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এ ব্যাটা ছাড়বে না। হাবিজাবি কবিতা শুনতেই হবে।

শৌর্য বলল, 'ক'টা শোনাবি?"

"এক পিস। সদ্য নামিয়েছি উনুন থেকে। কাগজটা ধরে দ্যাখো, এখনও গরম।"

শৌর্য হাসল, "ওফ, কী পড়বি তাড়াতাড়ি পড় না!"

হাড্ডি বিরক্ত হল, "ধ্যাত্তেরি, অত তাড়া দিলে কবিতা হয়? মির্জা গালিবকে কেউ এমন তাড়া দিত? তোমরা রিপোর্টাররা না খুব ত্যাঁদোড় হও। পেপারে নাম বেরোয় বলে খুব ঘ্যাম, না?"

শৌর্য হাসল। ঘ্যাম! পেপারে নাম শুনতে খুব ভাল, কিন্তু আসলে তা নয়। এ হল বাঁশের চাকরি, যে করে সে জানে। রিফ্লেক্টেড গ্লোরিতে বেঁচে থাকা। ও বলল, "আচ্ছা বাবা, আচ্ছা বল। আর বকিস না!"

হাড্ডি হাতের কাগজটা খুলে ধরে বলল, "গতকাল মেট্রো করে ইউনিভার্সিটি যাওয়ার সময় একটা ব্যাপক মেয়েকে দেখে লেখা। তুমি শুধু মুডটা লক্ষ করো।"

"ওরে বাবা, পড় না," শৌর্য ধমক দিল।

হাড্ডি ঠোঁট চাটল, তারপর গলা পরিষ্কার করে পড়ল,

"তোকে ই-মেল করার কলজে আমার নেই
তোর পুজোর মুখে প্রীতি জিন্টা চুল
দেখে বুকের নীচে একা সইফ নাচে
তোর চোখের থেকে উনিশ হাজার হুল
আমায় ফুটিয়ে মারে, সারা শরীর নীল
আমি কোনওক্রমে পালিয়ে আসি বাড়ি
পরে সারাটা রাত ওলটপালট খুঁজে
বুঝি ডিকশনারি একেই বলে ঝারি।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"অ্যাঁ, এটা কী?" শৌর্যর মুখ হাঁ হয়ে গেল।

"কেন? কবিতা। পোয়েট্রি। যা জন কিটস থেকে শুরু করে জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন।"

"তুই কাদের নাম করছিস? ঝারি? এটা কবিতা?"

হাড্ডি থতমত খেল একবার, "জন কিটস ঝারি করা নিয়ে কোনও কবিতা লেখেননি, না? জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন কি?"

"হার্দিক, এটা তুই পুজোর সুভেনিরে দিতেই পারিস, কিন্তু প্লিজ, এটাকে কবিতা বলিস না!"

হাড্ডি ছাড়ল না, বলল, "আচ্ছা, কিটস না হয় ঝারি নিয়ে কবিতা লেখেননি, কিন্তু কোনওদিন কি ঝারিও করেননি?"

শৌর্য উঠে দাঁড়াল। একে বোঝানো বৃথা। ও খাটের উপরে রাখা ব্যাগটা তুলল, "চল, বেরোই এবার।"

হাড্ডিও উঠল। মুখে দুশ্চিন্তা, "ঝারি থিমের কবিতা আমিই প্রথম লিখলাম তা হলে? এ তো গ্রাউন্ড-ব্রেকিং ব্যাপার। কবিতার ইতিহাসে প্রথম! আচ্ছা এটা 'স্বদেশ' পত্রিকায় পাঠিয়ে দেব?"

শৌর্য ওর মাথায় চাঁটি মেরে বলল, "বিদেশে পাঠা।"

মোবাইলটা আর-একবার দেখল শৌর্য। নাঃ, স্ক্রিনে সময় দেখাচ্ছে শুধু। কাকিমাকে বলে ও বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। হাড্ডিও ওর সঙ্গে লেগে আছে। এখন একটু একা থাকতে ইচ্ছে করছে শৌর্যর। অফিসে যাওয়ার সময়টুকু ও নিজের মতো থাকতে চায়। বাকি দিনটার প্ল্যানিং করে নেয় ও। কিন্তু হাড্ডিটা সত্যিই কাবাব মে হাড্ডি।

রাস্তায় বেরিয়ে হাড্ডি একবার উপর দিকে দেখল, বলল, "উপরের লোকজন চুপচাপ, কী কেস বলো তো? আজ ঝগড়া করছে না?"

শৌর্য বলল, "খালি বাজে কথা বলিস কেন বল তো?"

"আচ্ছা শৌর্যদা, তোমার কী মনে হয়, তোমরা মামলা জিতবে?"

শৌর্য উত্তর না দিয়ে বলল, "আজ ইউনিভার্সিটি যাসনি কেন? লাল তো গিয়েছে!"

হাড্ডি বলল, "ধুত, ভাটের পড়াশোনা ভাল লাগে না।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

শৌর্য দু'-চার পা এগিয়েই দেখল, টঙে তাজু বসে রয়েছে। আশ্চর্য, এই ভর দুপুরবেলা কী করছে ছেলেটা এখানে!

খানিকটা কৌতূহলবশতই টঙের দিকে এগিয়ে গেল শৌর্য। দেখল, গম্ভীর মুখে চুয়িংগাম চিবোচ্ছে তাজু। মুখটা গম্ভীর হলেও চোখ দুটো খুব চঞ্চল দেখাল তাজুর। শৌর্যকে দেখে দায়সারাভাবে হাসল। মনে হল যেন শৌর্য এগিয়ে আসাতে খুব একটা খুশি হয়নি।

শৌর্য জিজ্ঞেস করল, "কী রে, কলেজ নেই? এই ভরদুপুরে টঙে বসে আছিস কেন?"

তাজু বলল, "আজ যাইনি, শরীর ভাল নেই।"

"তাই দুপুরবেলা বসে আছিস এখানে! শুয়ে থাক বাড়ি গিয়ে।"

তাজু নাক টানল, তারপর উপর দিকে তাকাল একবার। বলল, "শৌর্যদা, তুমি ডবল উইকেটে খেলছ তো?"

"ডবল উইকেট? ওই সেকেন্ড অক্টোবর?" শৌর্য বুঝল, প্রতি বছর পাড়ার ডবল উইকেট টুর্নামেন্টের কথা বলছে তাজু।

"হ্যাঁ, খেলবে না তুমি?" এবার হাড্ডি প্রশ্ন করল।

"ধুত, আমার আর ভাল লাগে না," শৌর্য বলল।

"কেন?" হাড্ডি ভুরু কোঁচকাল, "আমি তো ভাবলাম তোমায় বলব ধোনিকে চিফ গেস্ট করে নিয়ে আসার জন্য।"

"ধোনিকে? মাথা খারাপ তোর?" শৌর্য অবাক হয়ে বলল।

"কেন মাথা খারাপের কী হয়েছে?"

"আমাদের পাড়ার টুর্নামেন্টে ধোনি আসবে কেন? আর ওদের অ্যাপিয়ারেন্স ফি জানিস?"

তাজু বলল, "এই হাড্ডি চুপ কর। শৌর্যদা, তুমি খেলবে না কেন?"

শৌর্য দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এক সময় প্রচুর ক্রিকেট খেলেছে ও। ইউনিভার্সিটির হয়ে বেশ কয়েকটা উইকেট আছে। কিন্তু পড়াশোনা ছাড়ার পর আর খ্যালেনি, খ্যালে না। সময় কই? ও বলল, "তোরা খ্যাল, আমি দর্শক।"

তাজ আবার উপর দিকে তাকাল। চোখটা এলোমেলো।

শৌর্য জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে তোর? মুখ-চোখ এমন? এরকম অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে কেন?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"অন্যমনস্ক দেখাবে না? ও যে একটা..." শৌর্য দেখল, কথাটা পুরো শেষ না করেই হাড্ডি গিলে নিল। তাজু কটমট করে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

"কী রে তাজু, এনি প্রবলেম? উপালির সঙ্গে কি কিছু হয়েছে?"

"উপালি? মানে?" আকাশ থেকে পড়ল তাজু, "এর মধ্যে উপালি এল কোত্থেকে?"

শৌর্য বুঝল, আর এগোনো ঠিক নয়। তাজুর মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, ও বিরক্ত।

হাড্ডি আবহাওয়া হালকা করতে বলল, "শৌর্যদা, আমার কবিতা শোনার বেলায় তোমার সময় নেই, আর এখন এখানে দাঁড়িয়ে তুমি গপাচ্ছ?"

শৌর্য বলল, "সত্যি রে, ঠিক বলেছিস। আমি আসি এবার।"

রোদটা গায়ে লাগছে বেশ। পথের দু'পাশের কৃষ্ণচূড়া তেমন ছায়া দিতে পারছে না। তবু তারই মধ্যে যথাসাধ্য ছায়া মাথায় নিয়ে মেট্রো স্টেশনের দিকে হাঁটতে লাগল শৌর্য। হঠাৎ দেখল একটু দূরে, একটা লোকের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে ছানাদা আসছে। মোটা লোকটা এই গরমে রীতিমতো হাঁপাচ্ছে। মনে হচ্ছে শার্ট-প্যান্ট পরে একটা জলহস্তী আসছে। লোকটার চেহারা দেখলে মাঝে-মাঝে কষ্ট হয় শৌর্যর। কিন্তু চিৎকার শুনলেই কষ্টটা গায়েব হয়ে যায়। ও দেখল, ছানাদা কথা বলতে-বলতে মুখ তুলে তাকাল। এই রে, ওকে দেখলে না আবার গালাগালি শুরু করে! ও ফুটপাথ পালটানোর জন্য চট করে রাস্তায় নেমে গেল। কিন্তু তবু ছানাদার চোখ এড়াতে পারল না। শৌর্য দ্রুত হাঁটতে-হাঁটতে শুনল, ছানাদা পাশের লোকটাকে গাঁকগাঁক করে বলছে, "এই সব ভাড়াটেকে পিছনে লাথি মেরে কলকাতা থেকে বের করে দিতে হয়। যত্তসব প্যারাসাইটের দল। যেদিন ধরব না, এমন বাঁশ দেব যে, সবান্ধবে বাপের নাম ভুলে যাবে। সব হাড়বজ্জাতের দল।"

শৌর্য শুনল, পাশের লোকটা অবাক গলায় বলছে, "মানে? বলছিলেন শেয়ারের কথা, তার মধ্যে ভাড়াটে এল কোত্থেকে?"

শৌর্যর মনটা খিঁচড়ে গেল। ফালতু ঝঞ্ঝাট। কী দরকার বাড়িওয়ালাদের সঙ্গে কাকুর ঝামেলা করার? কাকুর তো নিজস্ব ফ্ল্যাট আছে। তা না, ফ্ল্যাটে ভাড়াটে বসিয়ে নিজে অল্প ভাড়ায় এখানে আছে! বাড়িতে নিত্যদিন এই নিয়ে চুলোচুলি। ছানাদা যেমন, কাকু-কাকিমাও তেমন! মাঝখান দিয়ে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

ফালতু ওর ঝঞ্ঝাট! কবে যে এই অশান্তিটা মিটবে! হঠাৎ পকেটের ফোনটা খলবল করে বেজে উঠল। ফোন, কার? দ্রুত বুকপকেট থেকে ফোনটা বের করল শৌর্য। বুকের ভিতরটা টিপটিপ করছে, অজানা এক উত্তেজনা হচ্ছে আচমকা। তবে কি মেসেজ না পাঠিয়ে সে ফোন করল? হাতে ধরা মোবাইলটায় চোখ রাখল শৌর্য। যা ভেবেছে, ঠিক। অল্প কম্পমান হাতে ফোনটা ধরে দেখল, তাতে লেখা, 'মুমু কলিং'।

ফুড়ুত

"শৌর্যদার সম্পর্কে নতুন একটা ব্যাপার জানতে পেরেছি, বুঝলি," মটন রোলে কামড় দিয়ে জড়ানো গলায় বলল লাল।

"নতুন ব্যাপার! কীরকম? শৌর্যদার কি ল্যাজ আছে?" খোঁচা দিল হাড্ডি। ওর হাতেও মটন রোল।

লাল খিঁচিয়ে বলল, "সকলকে নিজের মতো ভাবিস কেন বল তো? আমি অন্য একটা কেস জানতে পেরেছি।"

"কী কেস? শৌর্যদা কি 'র'-এর গুপ্তচর?" হাড্ডি আবার চোখ গোলগোল করে বলল।

"ভাগ। এটা শৌর্যদার লাভ লাইফ নিয়ে।"

"লাভ লাইফ?" এতক্ষণ চুপ করে থাকা তাজু এবার কথা বলল।

"ইয়েস, হি ইজ ডিপলি ইন লাভ," রোল চিবোতে-চিবোতে কায়দা করে বলল লাল।

"হাউ ডিপ? কত ফ্যাদম?"

লাল একটু থমকাল। রোলের কাগজ ছিঁড়ে বলল, "আনফ্যাদমেবল।"

"চুপ কর তো তাজু। কত ফ্যাদম জিজ্ঞেস করছে! শালা, ক্যাপ্টেন হ্যাডকের বাচ্চা। এই লাল, কী নাম রে মেয়েটার? কোথায় থাকে?"

লাল বলল, "কোথায় থাকে জানি না। তবে নামটা লিখেছে মুমু।"

"মুমু?" নাক কোঁচকাল হাড্ডি, "মাইরি, আর নাম খুঁজে পায়নি? কেমন মোমো-মোমো গন্ধ না?"

"চুপ কর," তাজু ধমক দিল। তারপর বলল, "লিখেছে মানে? কোথায় লিখেছে?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

রোলটা শেষ করে দোকানের জগ নিয়ে হাত ধুতে-ধুতে লাল বলল, "ওই ডায়েরিতে লিখেছে। সেদিন লুকিয়ে দেখেছি। ওফ, কী সব প্রেমের কোটেশন মাইরি! তবে এক পাতা, আধ পাতা করে শৌর্যদার নিজের লেখাও আছে। কিন্তু কিছুই ক্লিয়ার করেনি। গোটাটাই সংক্ষেপে, কেমন যেন লিখেও না লেখার মতো। তবে পড়ে মনে হল, কেসটা ওয়ান সাইডেড।"

"ছি, ছি, এটা ঠিক করিসনি," তাজু গোমড়া মুখে বলল।

"অ্যাঁঃ চুপচাপ সব শুনে এখন ঠিক করিসনি!" হাড্ডি মুখ ভ্যাংচাল, তারপর বলল, "বেশ করেছিস লাল। সকলে কি আর আমরা তাজুর মতো হব নাকি? কখনও ঝেড়ে কাশে না!"

"মানে?" মুখটা আরও গম্ভীর হয়ে গেল তাজুর।

"মানে, লাল বেশ করেছে। সকলে তোর মতো ক্যালানে হবে নাকি? তুই পেরেছিস এখনও কাঁকনকে প্রপোজ করতে? শালা, আজকাল মাঝেমধ্যেই তোর মন রাখতে তোর সঙ্গে আমাদেরও ওর পিছু নিতে হয়। এরকম চললে শালা দু'দিন পরে ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলে ফেলব। নিজের দম নেই, আর অন্যে কিছু করলে, 'ঠিক করিসনি!' ন্যাকামো!"

তাজু খিঁচিয়ে বলল, "দু'টো এক হল?"

"হল, দু'টোতেই দম লাগে। আচ্ছা, এই যে তুই কাঁকনকে ফলো করে যাচ্ছিস, এতে কোন কাজটা হচ্ছে বল তো? আমার মনে হয় আজকেই তোর ওকে প্রপোজ করে দেওয়া উচিত।"

তাজু দম নিল। উচিত। কথাটা খুব সহজে বলা গেলেও কাজটা করা টাফ। কাঁকনকে দেখলেই ওর ব্রহ্মতালু পর্যন্ত শুকিয়ে যায়। পেটের মধ্যের খলবলে কথাগুলো গলা পর্যন্ত আসতে-আসতে নেতিয়ে পড়ে। ওর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়। দম বন্ধ হয়ে আসে। তাজু বোঝে না, এটা প্রেম না অন্য কোনও অসুখ। তবে যে অসুখই থাক, আজ আর কেঁচো হয়ে থাকলে চলবে না। মার্কেটে এসব মেয়ে বেশিদিন ফাঁকা পড়ে থাকে না। তাই আজ একটা এসপার-ওসপার করবে বলেই মনে-মনে ঠিক করে রেখেছে ও।

তাজু আকাশের দিকে তাকাল। সেপ্টেম্বরের সেকেন্ড উইক হয়ে গেল, তবু বৃষ্টির বিরাম নেই। আকাশটা একেবারে কালো হয়ে আছে। সামান্য হাওয়া দিচ্ছে। কাগজকুচির মতো কিছু চিল আর ঘুড়ি উড়ছে আকাশে।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

তাজু ঘড়ি দেখল। সাড়ে পাঁচটা। কাঁকনের কোচিং শেষ হতে এখনও তিরিশ মিনিটের মতো দেরি। তাজু এদিক-ওদিক তাকাল। রবিবার বলে অঞ্চলটা ফাঁকা। বন্ধুরা সঙ্গে না এলে ভূতের মতো একা দাঁড়িয়ে থাকতে হত। বন্ধুদের প্রতি মনে-মনে সত্যিই কৃতজ্ঞ তাজু। যখনই বলে, তখনই ওর সঙ্গে কাঁকনকে ফলো করতে চলে আসে।

তাজু জানে যে, এমনভাবে শুধু ফলো করে কোনও লাভ হবে না।

কারণ, ও এমন দূরত্বে থাকে যে, কাঁকন বুঝতে পারে না তাজুর উপস্থিতি। নাকি পারে? কে জানে। মেয়েদের তো শুনেছে ষষ্ঠ, সপ্তম কী সব ইন্দ্রিয় থাকে। সেসব রেডারে কি তাজুর গুপ্ত গতিবিধি ধরা পড়ে?

ইদানীং যেন কাঁকনের প্রতি অবসেশনটা ওর বাড়ছে। শরীরের ভিতরটায় কেমন একটা জ্বালা করে ওর। ওই পান্নার আংটি পরা হাতটা ধরতে ইচ্ছে করে খুব। মনে হয় চামড়ার তলায় হাজার-হাজার কাঁকড়াবিছে মিছিল করে চলেছে। কেবলই মনে হয়, অন্য কোনও ছেলে কি কাঁকনকে ছিনিয়ে নেবে ওর থেকে? মনে হয়, কাঁকন কি অন্য কারও প্রতি ঝুঁকে পড়ছে? ও কি হেরে যাবে? তাজুর মাঝে-মাঝে মনে হয় কাঁকনকে পাওয়াটা কি প্রেমের জন্য জরুরি না ওর ইগোর জন্য? আজকাল কাঁকন মাঝে-মাঝেই পাড়ায় দেখা হলে কথা বলে ওর সঙ্গে। আর কী সুন্দর কথা বলে। তাজুর মনে হয় পিয়ানো ফিট করা আছে ওর গলায়। পিয়ানো শিখতে-শিখতে কি গলাটাও পিয়ানোর মতো হয়ে গিয়েছে? অদ্ভুত এক টানে দিনকে দিন আটকে পড়ছে তাজু। ওর পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে, তবু নিজেকে সামলাতে পারছে না যেন। সামনেই ওর সেমেস্টার আছে। কিন্তু কিছুই পড়াশোনা হচ্ছে না। পড়তে বসলেই বই, খাতা, ড্রয়িংবোর্ড, মিনি ড্রাফটার জুড়ে শুধু কাঁকনের মুখ ভেসে থাকে। শরীরের ভিতরে কাঁকড়াবিছেরা ব্যাটেলিয়নের পর ব্যাটেলিয়ন সৈন্য বাড়িয়ে যায়।

হাড্ডি রোলটা শেষ করে বলল, "দারুণ বানিয়েছিল কিন্তু তাজু, খেলে পারতিস।"

তাজু ঠোঁট কামড়াল। ওর খেতে ইচ্ছে করছিল না যে তা নয়, তবে খায়নি। কারণ, পেঁয়াজ। আজ কাঁকনের সঙ্গে ব্যাপারটা ফাইনাল করে ফেলতে হবে, আজ কি আর মুখে পেঁয়াজের গন্ধ থাকলে হয়? বরং ও

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

পকেটে করে একটা মাউথফ্রেশনার নিয়ে এসেছে। কথা বলার আগে মুখে ছড়িয়ে নেবে। তাজু ইতস্তত করে বলল, "আসলে, আজ ভাবছি কাঁকনকে প্রপোজটা করেই ফেলব। তাই যদি মুখে পেঁয়াজের গন্ধ থাকে, তা হলে..."

"তা হলে কী হবে?" হাড্ডি ভুরু কুঁচকে বলল, "বেশি ন্যাকামো করিস না। ফালতু মাথায় তুলছিস কিন্তু। এই যে 'কাঁকন, কাঁকন' করে হেদিয়ে মরছিস, মেয়েটার ভাবগতিক দেখে কিন্তু মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না। মনে নেই মিল্টন কী বলেছিল? মেয়েটা তোকেও খেলাচ্ছে, ওকেও খেলাচ্ছে। ফালতু ফাঁসিস না। বাজে গন্ধ বলে পেঁয়াজ বন্ধ? ক্যালানের মতো লাফড়া নিচ্ছিস কিন্তু।"

তাজু কিছু বলল না। গোঁজ হয়ে রইল। আসলে, এই লাল বা হাড্ডি বুঝবে কী করে? এরা প্রেমে পড়েছে কোনওদিন? জানে প্রেমের বানান কী? যত্তসব বড়-বড় কথা। হাড্ডিকে বললে ও আবার রিমিদির কথা তুলবে, কিন্তু সেসব তো ফালতু তক্কো। এরা সব গোঁয়ার, গামবাট। নাঃ, এসব শুনতে হবে জানলে ওদের আনতই না সঙ্গে। একলা ভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকা অনেক ভাল ছিল এর চেয়ে। তাজু ঘড়ি দেখল। আর পনেরো মিনিট।

"এর চেয়ে কিন্তু উপালি অনেক ভাল মেয়ে," লাল বলল।

"ঠিক বলেছিস," হাড্ডি যেন উৎসাহ পেল খানিকটা। বলল, "তোর জন্য তাজু, উপালিই কিন্তু ঠিক ছিল। মেয়েটা খুব ভালবাসে তোকে।"

"চুপ কর। তোরা কি উপালির উকিল নাকি?" তাজু ঝাঁঝের সঙ্গে বলল।

"ভাল কথা বললে গায়ে জ্বালা করে, না? ভালবাসার গুরুত্ব বুঝিস না?"

কাঁকন কি বুঝবে ওর ভালবাসার গুরুত্ব? ঠোঁট কামড়াল তাজু। ওর আর কাঁকনের মাঝখানে ছোট্ট কাঁটার মতো জেগে রয়েছে এই উপালি মেয়েটা। প্রথম দিন থেকেই কেমন যেন অদ্ভুত চোখে ওর দিকে তাকায়। আর এখন তো সকলের সামনে এমন সব কাণ্ড করে মাঝে-মাঝে যে, কারও বুঝতে বাকি থাকে না উপালির উদ্দেশ্য। কিন্তু দ্যাখো, মাত্র ক্লাস টুয়েলভে পড়ে। বাচ্চা মেয়ে মনে হয় তাজুর। তাই বিশেষ কড়া কথা বলতেও পারে না। কিন্তু অস্বস্তি হয় ভীষণ। তাজুর তো ভয় করে যে, কাঁকন যদি বুঝতে পারে তা হলে কী হবে! উপালি আবার কোনওদিন ফস করে বলে দেবে না তো?

রোলের দাম মিটিয়ে ওরা হাঁটতে লাগল। এখান থেকে কোচিং সেন্টারটা

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

তিন-চার মিনিটের হাঁটাপথ। সময় ছিল বলে খেতে এসেছিল ওরা। কোচিং সেন্টার থেকে একটু দূরে বড় একটা ছাতিম গাছ, আর তার সামনে একটা-দু'টো ঝোপের মতো আছে। ফলে ওখানে দাঁড়ালে খানিকটা আত্মগোপন করা যায়। ওখানে এর আগেও কয়েকবার অপেক্ষা করেছে তাজু।

প্রাথমিকভাবে আত্মগোপন করাটা জরুরি। কাঁকনের সঙ্গে কোচিং থেকে আরও কয়েকটা মেয়ে বেরোয়। ওদের সামনে তো আর কথা বলা সম্ভব নয়। তাই এই গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে।

মেয়েগুলো চলে গেলে তাজু সামনে গিয়ে দেখা দেবে। কাছেই একটা বাসস্ট্যান্ড আছে, সেখান থেকেই কাঁকন একা বাস ধরে। অন্য কেউ থাকে না। ফলে কাঁকনকে খানিকটা সময় নিশ্চয়ই একা পাবে ও।

হাড্ডি আবার বলল, "কী হল রে? জবাব দিলি না যে? উপালি খারাপ? দ্যাখ তো, তোকে কত ভালবাসে? মনে নেই গত বছর পুজোয় মউমার সঙ্গে কেমন লড়ে গেল তোর জন্য? ভাল না বাসলে কেউ অমন করতে পারে?"

ধ্যাত, বিরক্ত লাগল তাজুর। এদের কি অন্য কোনও গল্প নেই? শুধু উপালি, উপালি করছে! কোথায় ওকে সাহস দেবে, না তার জায়গায় গর্ত খুঁড়ছে। তবে হ্যাঁ, হাড্ডি ঠিকই বলেছে, গত পুজোয় উপালি পাড়ার ফাংশনের দিন একটা কাণ্ড ঘটিয়েছিল বটে!

প্রতি বছরের মতো গতবারও লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন পাড়ায় ফাংশন ছিল। পাড়ার ছেলেমেয়েরাই নাটক করেছিল। আধুনিক নাটক। সেখানে তাজু আর মউমা স্বামী-স্ত্রী, আর উপালি মাথায় পাউডার আর চোখে রংচটা ফ্রেমের চশমা পরে সেজেছিল পিসিমা। নাটক ভালই চলছিল। কিন্তু ঝামেলা বাধে প্রায় শেষের দৃশ্যে এসে। সেখানে স্বামী-স্ত্রীকে ছেড়ে বিদেশে চলে যাওয়ার সময় আলিঙ্গন করবে, পিসিমার উপস্থিতিতে। কিন্তু পাড়ার স্টেজ বলে কথা ছিল আলিঙ্গনটা ছাড়া-ছাড়া ভাবে হবে। কারণ, অডিয়েন্সে গুরুজনরা থাকবেন তো। কিন্তু সেই আলিঙ্গনটুকুর ঠিক আগের মুহূর্তে মউমাকে কনুই দিয়ে গুঁতিয়ে উপালি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ধরেছিল তাজুকে। অপ্রস্তুত তাজু দেখেছিল যে, পাড়ার লোকদের চোখ গোল। সামনের সিট থেকে চ্যাংড়ার দল চেঁচাচ্ছে, সিটি দিচ্ছে! উইংস থেকে নাটকের ডাইরেক্টর

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

সমুদা লাফাচ্ছে। মউমা ব্যাপারটা ম্যানেজ করার জন্য উপালিকে সরানোর চেষ্টা করলে, উপালি তাজুর সঙ্গে জোঁকের মতো আটকে থেকে বলেছিল, "ছি, ছি বউমা, সকলের সামনে স্বামীকে এভাবে জড়িয়ে ধরতে নেই।" লজ্জায় লাল হয়ে তাজু দেখেছিল দর্শকদের গোল-গোল চোখের মধ্যে ওর বাবা-মা'র চোখও দেখা যাচ্ছে।

এই নিয়ে ফাংশনের অনেকদিন পর পর্যন্ত পাড়ায় খুব হাসাহাসি হয়েছিল। হাড্ডি বলেছিল যে, উপালি আসলে বউমা না বলে মউমাই বলতে চেয়েছিল। তাজু এই নিয়ে উপালিকে ধমকাতে গেলে উপালি বলেছিল, "তোমার ভাল লাগেনি, তাজুদা?"

কোচিংয়ের সামনে জটলাটা এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে। একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেল তাজু। ছ'টা বাজতে তো এখনও মিনিট দু'য়েক বাকি, এরই মধ্যে ছুটি হয়ে গেল? এই রে, কাঁকন আবার বেরিয়ে যায়নি তো? এবার খুব রাগ হল তাজুর। আজকাল টিউশনগুলোয় শুধু ফাঁকিবাজি। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পড়ানো শেষ? ঠকিয়ে পয়সা নিচ্ছে সব। ওর মনে হয় এই নিয়ে এখনই আড়াই হাজার কড়া চিঠি লেখে বিভিন্ন নিউজ পেপারের সম্পাদকীয়তে। কাঁপা বুকে আরও কয়েক পা এগিয়ে গেল তাজু। তাও ঠিক বুঝতে পারছে না। আকাশটা ভয়ানক কালো হয়ে গিয়েছে। তার উপর রাস্তার আলোও জ্বালানো নেই। কোচিং সেন্টার থেকে ছিটকে আসা আলোয় বেশ কিছু মেয়ের অস্পষ্ট জটলা। তাজু ভাবল আর কাছে যাওয়া ঠিক হবে কি না। আজকাল সব মেয়েরাই এমন গেঞ্জি আর জিন্‌স পরে যে, দূর থেকে আলাদা করে চেনা যায় না তাদের। সব যেন কোল্ড ড্রিংকের বোতল।

তাজু কিছু বলার আগেই লাল বলল, "এ কী রে, পাখি ফুড়ুত নাকি?"

হাড্ডি বলল, "তাজু, আজও তোর ঝাড় হল। মাঝখান থেকে মটন রোলটা মিস করলি। চল ফিরে যাই।"

তাজু ওদের পাত্তা না দিয়ে ভাল করে তাকাল। সামনে একটা চওড়া গলি এসে মিশেছে বড় রাস্তায়। সেই গলির ওপারে ফুটপাথে মেয়েগুলোর জটলা। তবে এবার দু'জন-চারজন করে ফেরার পথ ধরছে। ওই তো, লম্বামতো মেয়েটা বাঁ দিকে গেল। ঝাঁকড়া চুলের দু'টো মেয়ে সামনে পার্ক

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

করা গাড়িতে উঠে পড়ল। চারজন মেয়ে বড় রাস্তা পার হয়ে অন্য দিকে গেল, আর...আর, ওই যে।

বাসস্ট্যান্ডের দিকে একা-একা হেঁটে যাচ্ছে একজন। ব্যাগটা ক্রস করে নেওয়া, চুলগুলো পিঠের ওপর ছাড়া। দৃশ্যটা দেখামাত্র তাজুর হৃৎপিণ্ড থেমে গেল মুহূর্তের জন্য। ছায়াচ্ছন্ন কলকাতাও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ও সম্মোহিতের মতো বলল, "তোরা একটু দাঁড়া, আমি আসছি।" পকেট থেকে মাউথ ফ্রেশনার বের করে পা বাড়াল তাজু। কিন্তু সেই মুহূর্তেই হাড্ডি ওর হাত টেনে ধরে বলল, "তাজু, ওই দ্যাখ।"

"অ্যাঁ?" চমকে গিয়ে হাড্ডির দিকে তাকাল ও। দেখল হাড্ডি একজনের দিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে। মিল্টন! বাঁ দিকে চওড়া গলির মুখটায় মিল্টন দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর চোখ কাঁকনের দিকে!

ব্যাপারটা দেখামাত্র চোয়াল শক্ত হয়ে গেল তাজুর। আবার এই শয়তানটা এসেছে? কাঁকনের সঙ্গে ওর অত কীসের দরকার? রোজ-রোজ ওকে দেখিয়ে-দেখিয়ে কাঁকনের সঙ্গে গল্প করবে! করাচ্ছি দাঁড়াও। তাজু দেখল, মিল্টন দাঁড়িয়ে রয়েছে এখনও। অর্থাৎ, জোরে হাঁটলে ওর আগে কাঁকনের কাছে পৌঁছে যাবে ঠিক। আজ আর মিল্টনের ওই গ্রেনেড আঁকা মাস্‌ল দেখে ভয় পেলে চলবে না। আজ সব দিক থেকেই হয় এসপার, নয় ওসপার।

তাজু চোয়াল শক্ত করে বলল, "লাল, হাড্ডিকে নিয়ে তুই এখানে থাক। আমি আসছি।" লাল আর হাড্ডি ঝামেলার আভাস পেয়ে আটকাতে চাইলেও তা পাত্তা না দিয়ে জোরে-জোরে পা ফেলে হাঁটতে লাগল তাজু। মাউথ ফ্রেশনারটা মুখে স্প্রে করে পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। দেখল, মিল্টনও এবার হাঁটা শুরু করেছে। টুপটাপ করে দু'-একটা বৃষ্টির ফোঁটা এসে পড়ল আকাশ থেকে। আচমকাই রাস্তার আলোগুলো লাফালাফি করে জ্বলে উঠতে লাগল। দূরে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাঁকন। মিল্টনও হাঁটার গতি বাড়াল এবার। তাজু কি পারবে? পারতেই হবে। তাজু দৌড় শুরু করল। জলের ফোঁটার ডায়ামিটার বাড়ছে ক্রমশ। স্ট্রিট লাইটের দাপাদাপিতে রাস্তায় কুসুমরঙা আলো। মিল্টন জোরে হাঁটছে। দৌড়োচ্ছে তাজু। উইনিং পোস্ট দাঁড়িয়ে রয়েছে বাসস্ট্যান্ডে। তাজুর বুকের ভিতরের ঘোড়াটা বেরিয়ে এসেছে ওর পায়ে। আর-একটু, আর-একটু...

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"আরে তাজুদা! দৌড়ে কোথায় যাচ্ছ?" আচমকা কে যেন হাতা ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল তাজুকে। বিরক্তিতে প্রায় খারাপ কথা বেরিয়ে যাচ্ছিল ওর মুখ দিয়ে। কিন্তু অনেক কষ্টে সামলে নিল। দেখল, মউমার সঙ্গে ওর জামার হাতা টেনে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে উপালি!

"কী হল তাজুদা, দৌড়োচ্ছ কেন?" উপালি আবার প্রশ্ন করল।

তাজু উত্তর না দিয়ে চোয়াল শক্ত করে তাকিয়ে রইল বাসস্ট্যান্ডের দিকে। রাগে ওর হাত-পা কাঁপছে। ও দেখল, কাঁকনের দিকে এবার প্রায় দৌড়ে যাচ্ছে মিল্টন।

"কোনও তাড়া আছে?"

উপালির দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল তাজু। মনে হল রাগে ওর শরীরটা বোমার মতো ফেটে যাবে এবার। কী পেয়েছে কী মেয়েটা? ওকে কি শান্তিতে বাঁচতে দেবে না? ওকে মেরে ফেলতে চায়? ওর মনে হল মাথার চারদিকে চক্কর দিচ্ছে চিল। তাজু মুখ ঘুরিয়ে দেখল ঝিরঝিরে বৃষ্টির ভিতর বাসস্ট্যান্ডের সামনে কাঁকনকে ধরে ফেলেছে মিল্টন।

দু'-এক পা

আকাশের দিকে তাকাল উপালি। নীল আকাশের গায়ে নানা রঙের প্রচুর ঘুড়ি উড়ছে। ঠিক মোজাইকের ফ্লোর মনে হচ্ছে। বিশ্বকর্মা পুজোর এই একটা দারুণ ব্যাপার। উপালি নিজে ঘুড়ি ওড়াতে পারে না, কিন্তু ঘুড়ি ওড়ানো দেখতে ওর ভাল লাগে খুব। মাঝে-মাঝে ওর মনে হয় সত্যি যদি কেউ পাখির মতো অত উপরে উঠে যেতে পারত, তা হলে কী দারুণ ব্যাপারটাই না হত! অবশ্য এরকম অনেক কিছু হলেই তো জীবনে দারুণ ব্যাপার হত। কিন্তু সেসব তো হয় না।

উলটোপালটা হাওয়ায় মুখের উপর এসে পড়া চুলের গোছা সরিয়ে ছাদের পাঁচিলের উপর রাখা দুধের গ্লাসটা তুলে নিল উপালি। ভীষণ অখাদ্য এই জিনিসটা। তবু মা জোর করে খাওয়ার জন্য। কী, না শরীরে জোর আসবে। কী হবে শরীরে জোর এসে? ও কি অলিম্পিকে বক্সিং করতে যাবে, না ওয়েটলিফটিং করতে যাবে? হ্যাঁ, ক'দিনের জ্বরে একটু দুর্বল হয়েছে, কিন্তু সে তো আপনাআপনি ঠিক হয়ে যাবে। তার জন্য

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

গ্যালন-গ্যালন দুধ গেলার কী হয়েছে? তাও এমন ঘন দুধ? মা আর ঠাম্মার উপর মাথাটা গরম হয়ে গেল ওর। এরা পারলে জার্সি গাই এনে ছাদে বেঁধে রাখে। উপালির মনে হল এই ছাদ থেকে ছুড়ে দুধের গ্লাসটা মাটিতে ফেলে দেয়। রাগ, আজকাল সত্যিই খুব রাগ হয়েছে ওর। সব সময় মেজাজ খারাপ থাকে। মাথার ভিতর গনগন করে কয়লার আঁচ। মনে হয় সব তছনছ করে দেয়। জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শেষ করে দেয়। ওফ, কেন যে মরতে ওরকম একটা বিকেলে ও তাজুকে দেখেছিল! ওর জীবনে সেদিন থেকেই যত্ত ঝঞ্ঝাট। ওর মনে হল এই সমস্ত ঝঞ্ঝাট থেকে দূরে, অনেক দূরে যদি চলে যেতে পারত, তবে কী ভালই না হত। কিন্তু মানুষ আর ঘুড়ির জীবন তো এক নয়!

আজ ভোররাতে একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল উপালির। ও দেখেছিল যে, একটা বড় ভাঙাচোরা বাড়ি, আর তার সামনে তাজু দাঁড়িয়ে রয়েছে। সঙ্গে একটা মেয়ে। উপালি কত করে ডাকছিল তাজুর নাম, কিন্তু তাজু শুনছিলই না। বরং মেয়েটার হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল ও। কে মেয়েটা? উপালি চেষ্টা করছিল ওর মুখটা দেখার, কিন্তু পারছিল না। মুখটা অদ্ভুত এক মুখোশে ঢাকা। চেনার উপায় ছিল না কোনও। তাজুর নাম ধরে প্রাণপণ ডাকছিল উপালি। তাজু পাত্তা দিচ্ছিল না। হঠাৎ মেয়েটার হাতের দিকে নজর পড়ে ওর। আরে, বাঁ হাতের অনামিকায় ওই তো পান্নার আংটি। মেয়েটা তা হলে কাঁকন! হ্যাঁ, কাঁকনের হাতেই তো পান্নার আংটি আছে।

ধড়মড় করে ঘুম থেকে উঠে বসেছিল উপালি। ঘাম হচ্ছিল খুব। মনে হচ্ছিল চারদিকটা খুব বদ্ধ। বিছানা থেকে নেমে পায়ের কাছের জানলাটা খুলে দিয়েছিল ও। একরাশ ঠান্ডা হাওয়ায় খানিকটা অস্বস্তি কমেছিল ওর। তবু মনটা খারাপ ছিল। যদিও গোটাটাই স্বপ্ন, তা হলেও ওর অবচেতন মন যেন বুঝতে পারছিল যে, স্বপ্নের ভিতরেও একটা সত্যির বীজ আছে। বুঝতে পারছিল, বাস্তবেও ওর প্রাণপণ ডাক তাজু শোনে না। কিন্তু সেই যে মন খারাপ হল, তা এই বিকেল পর্যন্ত খারাপ হয়েই আছে।

ভোররাতের স্বপ্ন কি সত্যি হয়? শুনেছে তো হয়। কে জানে! তাজুর সঙ্গে কেন দেখল ও কাঁকনকে? ওটা কি কাঁকনই ছিল? কিন্তু আর কাউকে তো উপালি চেনে না, যে ওরকম পান্নার আংটি পরে! তা হলে? তাজু কি তা হলে কাঁকনেরই হবে?

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

এখনও সেই বিকেলের কথা মনে পড়লে গায়ে জ্বালা করে উপালির। সেই বিকেলের মতো এখনও ওর মনে মেঘ ঘনিয়ে আসে। তাজুর বিরক্ত মুখটা ভেসে ওঠে সামনে।

সেদিন তাজুকে রাস্তায় ওরকম উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৌড়োতে দেখে, হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়েছিল উপালি। দু'-একটা কথা বলার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু অবাক হয়ে দেখেছিল, ওর কথায় মন নেই তাজুর। শুধু এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। উপালি জিজ্ঞেস করেছিল, "কী হয়েছে তাজুদা? অমন করে কী খুঁজছ?"

"তুমি এখানে কী করছ?" তাজুর গলার ঝাঁঝে অবাক হয়েছিল উপালি।

"না, মানে..." উপালি কথা খুঁজে পাচ্ছিল না।

"সব সময় তোমার ভুলভাল না করলেই নয়, না? কেন ডাকলে আমায়? কী বলতে চাও? কী এত কথা তোমার?"

"না, ভাবলাম... এখানে... তুমি..."

"আমি যেখানেই থাকি না কেন, তাতে তোমার কী? এবার তোমার নামও কি হাড্ডি দেব?"

"তুমি এমন করে বলছ কেন তাজুদা?" মউমার সামনে অপমানে প্রায় চোখে জল চলে এসেছিল উপালির।

"শোনো উপালি, ডোন্ট বি আ ন্যাগ। আমার অনেক দরকারি কাজ থাকে, যখন-তখন এভাবে আমায় ইন্টারাপ্ট করবে না।"

"তাজুদা, আই ডিডন্ট মিন এনি হার্ম। আমি ভাবলাম..."

"প্লিজ ডোন্ট থিঙ্ক। ডোন্ট এভার থিঙ্ক। ডোন্ট বদার টু থিঙ্ক," তাজু হাত-পা নেড়ে চিৎকার করছিল খুব। আশপাশের লোকজন তাকাচ্ছিল ওদের দিকে। অপমানে, দুঃখে মাটিতে মিশে যাচ্ছিল উপালি। কিন্তু কিছু করার ছিল না ওর।

উপালিকে দাঁড় করিয়ে রেখে হনহন করে চলে গিয়েছিল তাজু। উপালি দেখেছিল একটু দূরে হাড্ডি আর লাল তাজুর জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেন অমন রিঅ্যাক্ট করেছিল তাজু? কী খুঁজছিল ও? উপালির সঙ্গে অমন ব্যবহার করে কেন সব সময়? তাজু বোঝে না উপালি কত ভালবাসে ওকে? কি আছে কাঁকনের মধ্যে? ওরকম স্নব, ছেলে-নাচানো মেয়ে কী দিতে পারে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

তাজুকে, যা ও নিজে দিতে পারে না? ও তো কখনও অন্য ছেলেদের দিকে তাকায় না। কখনও তো কাঁকনের মতো ওরকম ছেলে চরায় না। ও তো ভীষণ লয়াল। একমুখী। তা হলে কী আর লয়ালটির দাম নেই কোনও? মউমার অবাক চোখের সামনে সারা কলকাতা শহরকে দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করছিল উপালির। মনে-মনে ঠিক করেছিল আর ইশারা বা সংকেতে নয়, এবার তাজুকে সব সরাসরি বলে ফেলার সময় হয়েছে। আর পড়াশুনোর ক্ষতি হতে দেওয়া যায় না।

মনে-মনে ঠিক করে ফেলেছিল যে, দু'-তিন দিনের মধ্যেই তাজুকে এবার ঠিক প্রপোজ় করে ফেলবে ও। কিন্তু সব ভেস্তে গিয়েছে জ্বরের জন্য। কয়েকদিন আগে গানের ক্লাস থেকে ফেরার পথে তুমুল ভিজেছিল উপালি। তারপর ঠিকমতো জল না শুকিয়েই বাবার ঘরে এসি চালিয়ে পড়তে বসেছিল। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে পল্টনসমেত শরীরের দখল নিতে হাজির হয়েছিল জ্বরবাবাজি। ফলে আর বলা হয়নি। কিন্তু হবে। গতকাল থেকে জ্বর আর নেই। শরীরটাও আজ ভাল লাগছে। কিছুক্ষণ পর একবার বেরোবে ও। আজ একটা হেস্তনেস্ত করবেই। ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়ে ওঠার আগে ওকে বাস্তব সামলাতে হবে।

"উপালি, এই উপালি, এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস?" পিছন থেকে আসা ডাকে মুখ ফেরাল ও। মউমা দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজায়।

উপালি খালি গ্লাসটা হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগোতে-এগোতে বলল, "কী রে, হঠাৎ?"

মউমা থমকাল, "কেন, আসতে পারি না?"

"ধ্যাত, তা-ই বললাম? কী ব্যাপার বল।"

মউমা হাসল, "আর বলিস না, দিদিটার আজকাল যে কী হয়েছে, ভগবান জানে।"

"কেন মোমদির আবার কী হল?"

"গীতবিতানটা হারিয়ে ফেলেছে গতকাল। তোরটা বরো করতেই এসেছি।"

"অ্যাঁ, কীভাবে?" আশ্চর্য হল উপালি।

"গতকাল গানের ক্লাসের শেষে কাঁকনদির সঙ্গে মিট করে ওরা 'ঝুম

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

বরাবর ঝুম' দেখতে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরেও খেয়াল ছিল না। হঠাৎ এখন মনে হয়েছে যে, অমিতাভ বচ্চনের পাল্লায় পড়ে রবীন্দ্রনাথকে ভুলে ফেলে এসেছে।"

"ও," উপালি হাসল। আসলে এই খবরটা তো ও জানত না। জ্বরের জন্য গানের ক্লাস মিস হচ্ছে এখন। ও বলল, "তা তো হতেই পারে। তুই দাঁড়া, আমারটা তোকে দিচ্ছি।"

"না রে, আগে দিদির এমন হত না। ইদানীং হচ্ছে। সেদিন দেখি লুকিয়ে-লুকিয়ে একটা চিঠি পড়ছে, আমাকে দেখেই লুকিয়ে নিল। পরে এত খুঁজলাম, কিন্তু কোথায় গেল কে জানে? আমি শিয়োর, ও প্রেমে পড়েছে। না হলে আমার দিদি অতটা ট্যালা নয় যে, বই হারিয়ে ফেলবে। আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না ছেলেটা কে, তবে ঠিক বের করে ফেলব। দিদি ভেবেছে আমাকে ফাঁকি দেবে। হুঃ, অত সহজ নয়, বুঝলি?"

"প্রেমে? মোমদি?" উপালির ভুরু দুটো লিফটে চড়ে কপালে উঠে পড়ল।

"তা-ই তো মনে হচ্ছে। একমাত্র প্রেমে পড়লেই মানুষ এরকম ভুলভাল হয়ে যায়।" উপালি একটু থমকে গেল। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছে না ও। প্রথমে ও বুঝতে পারেনি, কিন্তু এখন যেন দু'য়ে-দু'য়ে চার করতে পারছে ব্যাপারটা। ও নিজেও তো মোমদিকে দেখেছে কয়েকবার, একজনের সঙ্গে বড়রাস্তার কাছে দাঁড়িয়ে গল্প করতে। এমনকী, চিঠির মতো কিছু একটা হাতবদল হতেও দেখেছে ও। ও, সেই জন্যই উপালি কাছে এগিয়ে গেলে মোমদি আর 'সেইজন' ওকে দেখে প্রায় ছিটকে গিয়েছিল। তবে কি মোমদি...

"ছেলেটা কে হতে পারে বল তো?" মউমা আবার প্রশ্ন করল।

"কে হতে পারে? কী জানি," উপালি না জানার ভান করল।

"তুই জানিস না? সত্যিই জানিস না?" মউমার চোখে সন্দেহ।

"আশ্চর্য," উপালি বিরক্ত হওয়ার ভান করল, "তুই বোন হয়ে জানিস না তো, আমি জানব কেমন করে?"

"না, আমি ভাবলাম তোরা একসঙ্গে গানের ক্লাসে যাস তো!"

উপালি ঘরে গিয়ে বইয়ের তাক থেকে গীতবিতান পেড়ে মউমার হাতে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

দিল। বলল, "এই নে, ভিতরে একটা শুকনো গন্ধরাজ আছে, সেটা সামলে রাখিস প্লিজ।"

"ঠিক আছে," হাসল মউমা। বলল, "আমি তো ডাইরেক্ট জিজ্ঞেস করব না, পারলে কায়দা করে জেনে নিস তো, ছেলেটা কে? ওর সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার বের করছি।"

মউমা চলে যাওয়ার পর মুখটা ক্লেনজিং করল উপালি। ওঃ, অনেকদিন এসব করা হয়নি। ওর অয়েলি স্কিন, তবে যত্ন নেয় বলে পিম্পল্‌স খুব একটা হয় না। তবু সাবধানে থাকতে হয়। ক্লেনজিং শেষ করে ও মুখে হালকা পাউডার বুলিয়ে টিপ পরল। চুলটাও ঠিক করল। গত কয়েকদিনের জ্বর মুখে একটা রুগ্‌ণ ভাব এনে দিয়েছে। ফরসা গালে হালকা নীল শিরা জেগে উঠেছে। তবু এই ভাঙাচোরা অস্ত্র নিয়েই আজ চেষ্টা করবে উপালি। ভোরবেলার স্বপ্নটা ওর বুকের ভিতর আঁচড় কাটছে খুব। ওই পান্নার আংটি পরা মেয়েটাকে কিছুতেই তাজুর কাছে যেতে দেওয়া যায় না। এখন একটা মুহূর্ত দেরি মানে, অনেকখানি পিছিয়ে পড়া। তাজু যতই রাগ করুক, উপালিকে চেষ্টা করতেই হবে।

বেরোনোর মুখে মা আর ঠাম্মা একটু ঘ্যানঘ্যান করল, জ্বর নিয়ে নাকি বেরোনো ঠিক নয়। কিন্তু পাত্তা দিল না উপালি। আজ ও বেরোবেই। রাস্তায় আজ ভিড় কম। আসলে ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য ছাদে-ছাদে মেলা বসেছে। বাড়ির সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একবার আকাশের দিকে তাকাল উপালি। কলকাতার রাস্তা থেকে আকাশকে ঠিক বাচ্চাদের এলোমেলো করে ছিঁড়ে নেওয়া পৃষ্ঠার মতো লাগে। তবে সেই ছিঁড়ে নেওয়া পৃষ্ঠাটুকুর মধ্যেও বেশ কিছু ঘুড়ির জটলা দেখল উপালি। মাঝে-মাঝে ভো কাট্টা চিৎকারও শোনা যাচ্ছে। আজ কি ওরও ভো কাট্টা হওয়ার দিন?

এখান থেকে তাজুদের বাড়ি হেঁটে মিনিটখানেক। এর আগে বেশ কয়েকবার গিয়েছে উপালি। জেঠিমা, মানে তাজুর মা'র কাছে মাঝে-মাঝে গল্পের বই নিতে যায় ও। তাজুদের বাড়িটা একটা মাঝারি মানের লাইব্রেরি বলা যায়। জেঠিমা উপালির বই পড়ার আগ্রহ দেখে খুব খুশি হয়। উপালিও ওর আসল উদ্দেশ্য লুকিয়ে পাঠিকার ভূমিকায় নিখুঁত অভিনয় করে যায়।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

রাস্তার বাঁকের মুখে হঠাৎ হাড্ডির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল উপালির। ও দাঁড়াল। পাড়ায় এই ছেলেটাকে সকলে একটু পাগলাটে ভাবলেও ওর কিন্তু খুব ভাল লাগে। হয়তো একটু অন্যরকম ছেলেটা, কিন্তু মনটা খুব ভাল। গত বছর থেকে তো উপালি ওকে ভাইফোঁটাও দিয়ে আসছে।

প্রথমে ভাইফোঁটার কথা বলায় হাড্ডি বলেছিল, "আচ্ছা, সব মেয়েরা প্রথমেই আমায় ফোঁটা দিয়ে ফুটিয়ে দিতে চায় কেন বল তো? আজ পর্যন্ত কেউ তো মালা দিতে চাইল না।"

শুনে উপালি ভেবেছিল হাড্ডি বোধহয় ফোঁটা নিতে আসবে না। কিন্তু না, হাড্ডি এসেছিল। বলেছিল, "নে, কোন কাঁটা ফোটাবি ফোটা।"

"কী রে উপালি, এত টেনস দেখাচ্ছে কেন তোকে? জ্বর গায়ে বেরিয়েছিস কেন?"

উপালি অবাক হল, টেনস! তা হলে কি ওর মনের অবস্থাটা মুখে ফুটে বেরোচ্ছে? ও হাতের রুমালটা দিয়ে চেপে-চেপে ঠোঁটের উপরের ঘাম মুছল। বলল, "জ্বর আর নেই হার্দিকদা। তাই ভাবলাম জেঠিমার কাছ থেকে একটা বই নিয়ে আসি।"

"বই? সামনে তোর টেস্ট না? এইচ এস-এ গাড্ডু খাওয়ার ব্লু প্রিন্ট তৈরি করছিস নাকি?"

"না, মানে পড়ার মাঝখানে একটু রিফ্রেশমেন্টের জন্য আর কী।"

হাড্ডি ঠোঁট টিপে ওর দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, "দেওয়ালে মাথা ঠুকলে কিন্তু মাথাটাই ফাটবে। শোন, জাস্ট বইটা নিয়ে চলে আসবি। তাজুর দিকে ঘেঁষিস না। আজ পুরো ফার্নেস হয়ে আছে মালটা। ঘুড়ি ওড়াতে এত ভালবাসে, কিন্তু ব্যাটা ছাদে পর্যন্ত যায়নি।"

তাজুর মেজাজ খারাপ! কেন? উপালি বলল, "না, না, আমি তাজুদার দিকে ঘেঁষব কেন? বইটা নিয়েই..."

উপালিকে কথা শেষ করতে না দিয়েই হাড্ডি বলল, "কেন ঘেঁষবি, সেটা আর ব্যাখ্যা করতে বলিস না। আমরা তো আর গাধাগ্রুপ নই। উপালি, বি অন ইয়োর গার্ড। তাজু কিন্তু অন্য ফ্রিকোয়েন্সিতে রেডিয়ো টিউন করার চেষ্টা করছে। তোর চেষ্টা মাঠে মারা যাবে।"

ভিতরে-ভিতরে আচমকা একটা রাগ পাকিয়ে উঠল উপালির। মাঠে মারা

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

যাবে? অত সহজ? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা। মনের ভিতরে সেই মুখোশঢাকা মেয়েটা ভেসে উঠল আবার, কাঁকন! হাতের সবুজ আংটিটা ছ্যাঁকা দিল মনে।

উপালি চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতে গিয়ে শুনল হাড্ডি বলছে, "তোর যদি কোনও ব্যাপারে হেল্প লাগে, তা হলে বলিস। শুধু-শুধু তো আর ফোঁটা নিচ্ছি না। কেমন?"

তাজুদের বাড়িটা আজ খুব ছমছমে লাগল। জেঠিমা কোথায়? বাড়ির কাজের মাসিকে জিজ্ঞেস করে উপালি জানল যে, জেঠিমা এইমাত্র একটু বেরিয়েছে। তা হলে তো বাড়ি প্রায় ফাঁকা! তাজু একা আছে। এই কি সুযোগ? উপালি পায়ে-পায়ে উপরে উঠে গেল।

তাজুর ঘরে আলো জ্বলছে। দরজার দিকে পিঠ করে বসে কিছু লিখছে তাজু। হলুদ গেঞ্জির পিঠে লেখা, 'ক্রেজি অ্যাবাউট মি?' উপালি মনে-মনে বলল, টোটালি। কিন্তু যাবে কি? বুকের ভিতরে প্রচুর পায়রা উড়ছে একসঙ্গে। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, গলার মধ্যে কে জানি ভারী-ভারী পাথর ভরে দিয়েছে। কথা বুজে আসছে ওর। তবু লোহার চেয়ে ভারী পা টেনে-টেনে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল উপালি। এমন সুযোগ ওর কাছে আর আসবে না। আজ না বলতে পারলে আর কোনওদিন বলতে পারবে না উপালি। তবু বলতে পারছে কই? এবার জিব শুকিয়ে আসছে ওর। মনে হচ্ছে জ্বর আবার তার পল্টনসমেত দখল নিতে আসছে শরীরের। কিন্তু ফোকাস হারালে চলবে না। হলুদ গেঞ্জি একটা প্রশ্ন রেখেছে সামনে। তার একটা মীমাংসা আজ দরকার।

উপালি ধীর পায়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল, তারপর কাঁপা, নরম গলায় ডাকল, "তাজুদা!"

মুহূর্তকাল শব্দটা ঘরের মধ্যে পাক খেল, তারপর বিলীন হল তাজুর শরীরে। লেখা থেমে গেল। তাজু ঘুরে তাকাল উপালির দিকে। ঠোঁটে সামান্য হাসি কি? কে জানে। ও শুধু দেখল একজোড়া চোখে শান্ত দিঘির মতো দৃষ্টি। তার ওপারে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাজু। এই দূরত্বটুকু পেরোনো ভীষণ জরুরি। বড় করে শ্বাস নিল উপালি, তারপর পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল তাজুর দিকে।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

গ্যাস বেলুন

ভোরের ট্রামে চড়ার মজাই আলাদা। ফাঁকা রাস্তা, নীল আকাশ, চায়ের কাপ থেকে ধোঁয়া ওঠার মতো রোদ আর হাওয়া। তার অনেক নীচ দিয়ে একমনে এগিয়ে চলে ট্রাম। পায়ে গতি, টিকিতে বিদ্যুৎ। কলকাতার হাওয়া যে কত সুন্দর, তা ভোরের ট্রামে না চড়লে বুঝতেই পারবে না কেউ। আগে অবশ্য এই ট্রামভ্রমণ আরও সুন্দর ছিল। দু'টি রাস্তার মাঝখানের আইল্যান্ড দিয়ে পালতোলা নৌকার মতো ভেসে যেত ট্রাম। এখন অধিকাংশ দ্বীপ গায়েব। বদলে কংক্রিটের পথ। তবু ভোরের হাওয়াটা একই আছে। নরম, ঠান্ডা। ট্রামের জানলার পাশে বসলে ঘুমে চোখ বুজে আসে। মনে হয় ঘড়ির কাঁটা উলটো দিকে চালিয়ে কেউ আবার পুরনো দিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

"দাদা, টিকিট।" কন্ডাক্টরের ডাকে হুঁশ হল শৌর্যর। এতক্ষণ জানলার পাশে বসে চোখ প্রায় বুজে আসছিল ওর। মনে পড়ে যাচ্ছিল ছেলেবেলায় কলকাতায় ঘুরতে আসার দিনগুলোর কথা। গরমের ছুটিতে বাবা-মা'র সঙ্গে যখন আসত, তখন মাঝে-মাঝে ভোরবেলা ট্রামে করে ভিক্টোরিয়ায় যেত। ঠিক এভাবেই ট্রামের জানলার পাশে বসে ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটায় ঘুম আসত ওর।

"কই দাদা, টিকিটটা!" কন্ডাক্টরের গলায় এবার লংকাগুঁড়োর ঝাঁঝ। কলকাতার এই প্রজাতির ধৈর্য যে দারুণ, সেরকম কোনও দুর্নাম নেই। শৌর্য অপ্রস্তুতভাবে হেসে টাকা বের করে টিকিট কাটল। আসলে মাথাটা ঘোলাটে হয়ে আছে। গতকাল সারারাত জেগেছে ও।

সাংবাদিকদের রাত জাগতেই হয়, সেটা নতুন কিছু নয়। তবে ভোরের দিকে অন্তত বাড়ি ফিরে একটু ঘুমোতে পারে। কিন্তু গতকাল রাতে চঞ্চলদা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে অফিসে। শৌর্যরা তিন-চারজন নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়েছিল চঞ্চলদাকে। চেকআপের পর জানা গেল সেরিব্রাল অ্যাটাক। ক্রিটিকাল অবস্থা। শৌর্যর সঙ্গে জিশানও সারারাত নার্সিংহোমে ছিল। এই ভোরে শৌর্য বেরোতে পেরেছে। তবে ও জানে এখন গিয়ে বিশ্রাম করার উপায় নেই কোনও। ওকে সকাল এগারোটা নাগাদ সিএবি যেতে হবে। অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট দলের সিলেকশন আছে। একে মনোজ তিওয়ারি চান্স পাবে কি না, তা নিয়ে টানটান উত্তেজনা, তার উপর

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

আবার কলকাতায় এরকম গুরুত্বপূর্ণ সিলেকশন মিটিং, শৌর্যদের মতো সাংবাদিকদের দম ফেলার ফুরসত নেই। আজ যে করেই হোক এগারোটার মধ্যে মাঠে পৌঁছোতে হবে। শরীর ভাল লাগছে না শৌর্যর, তবু কিছু করার নেই। কাজ ইজ় কাজ। লক্ষ-লক্ষ মানুষ বসে রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার সিলেকশনের খবর পাওয়ার জন্য। রাত থেকেই পকেটের মোবাইলটা প্যাঁ পুঁ করে চলেছে ক্রমাগত। ভারতের নানা প্রদেশ থেকে ফোন আসছে। প্রাক্তন কয়েকজন খেলোয়াড়ও ফোন করেছেন। অস্ট্রেলিয়া টুর মানেই অগ্নিপরীক্ষা। তাই মাতামাতিও বেশি।

গতকাল এমনই একটা ফোন রিসিভ করে পকেটে ঢুকিয়ে রাখার পর জিশান বলেছিল, "এদের খেয়েদেয়ে কাজ নেই রে কোনও! আমাদের না হয় এটা ডিউটি, কিন্তু সাধারণ পাবলিকের এত কৌতূহল কীসের?" শৌর্য কোনও কথা না বলে হেসেছিল।

তাই দেখে জিশান রেগে গিয়ে বলেছিল, "তা হাসবি না, তুইও তো ক্যালানে পাবলিকের গ্রুপেই পড়িস। তা, তোর সেই কেসটার কিছু করতে পারলি?"

শৌর্য শক্ত হয়ে গিয়েছিল। জিশানের পাশে বসা লোকটা কান খাড়া করে শুনছিল ওদের কথা। জিশান তা বুঝে উঠে গিয়েছিল বেঞ্চ থেকে। নার্সিংহোমের বড় লবির মাথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ওরা। জিশান বলেছিল, "ওরকম স্টিফ হয়ে যাস কেন সব সময়? লোকে শুনলে শুনবে, জানলে জানবে। অত ভয় পাস কেন? আর এ লোকটা তো অচেনা একেবারে!"

শৌর্য বলেছিল, "আসলে খুব পার্সোনাল তো, তাই..."

"ওফ, পার্সোনাল! তাই মুমু বলে ডাকিস? আসল নাম জানলে কী হয়েছে?"

"তুই জানিস না," শৌর্যর অসহায় লাগছিল, "সকলকে জানাব কেমন করে? ও তো এখনও 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই বলেনি। আর স্কুল লাইফে একবার এরকম হয়েছিল। একটা মেয়েকে প্রপোজ় করেছিলাম। তারপর এমন কেলো হয়েছিল যে, কী বলব!"

"মানে? কেলো হয়েছিল কেন?" জিশান অবাক হয়েছিল খুব।

"আরে আমি তো সকলকে বলে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম মেয়েটা

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

রাজি। কিন্তু জানিস, পুরো পালটি খেয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। সে কী কেস! যা ঝাড় খেয়েছিলাম না বাবা-মা'র কাছে! আমাদের বাড়ি খুব কনজারভেটিভ। আমার কাকু-কাকিমাও তা-ই। আমার সেই স্মৃতি এখনও দগদগে হয়ে আছে। সব শিয়োর না হয়ে আর আমি কাউকে কিছু বলছি না।"

জিশান বলেছিল, "মেয়েটা যদি বলে দেয় কাউকে? তখন তো আরও কেস খাবি।"

শৌর্য বলেছিল, "না, ও বলবে না। কী জানিস, ওর বাড়িও খুব অর্থোডক্স!"

জিশান কাঁধ নাচিয়ে বলেছিল, "তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে হুতোমের সময়কার কলকাতায় ফিরে গেলাম। আচ্ছা আমায় অন্তত বল নামটা। আমাকে বলতে কী ভয় তোর?"

শৌর্য চুপ করে ছিল। বলবে? জিশান তো মাঝে-মাঝে ওদের বাড়িতে যায়, খুব গল্পও করে সকলের সঙ্গে। সেখানে যদি মুখ ফসকে কিছু বলে দেয়?

জিশান ওর কাঁধে হাত রেখে বলেছিল, "নামটা বলতে এত আপত্তি কেন রে? কোনও অসভ্য নাম নয় তো?"

"ভাগ," শৌর্য হেসেছিল। তারপর আরও কিছুটা সময় নিয়ে, সংকোচ কাটিয়ে ধীরে-ধীরে বলেছিল ছোট্ট নামটা।

জিশান শুনে হেসেছিল। বলেছিল, "ভয় পাস না, কেউ জানবে না।" কিন্তু ইদানীং একটু অস্বস্তি হচ্ছে শৌর্যর। ওর মনে হচ্ছে কেউ যেন ওর ডায়েরিতে হাত দিচ্ছে। পড়ছে। লাল কি? না কাকিমা? কাকিমার কৌতূহল ভীষণ। তবে যেহেতু ধরতে পারছে না ঠিক, তাই কাউকে কিছু বলতেও পারছে না শৌর্য। তবে ও নিজে সাবধান হয়ে গিয়েছে। ডায়েরিটা ইদানীং লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ওর ঘরে তেমন লুকোনোর জায়গা নেই।

এবার উঠে দাঁড়াল শৌর্য। ওর নামার স্টপ আসছে। বাড়িতে ফিরে কী দেখবে কে জানে! গতকাল যখন অফিসে বেরোচ্ছিল, তখন উপর আর নীচে শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই চলছিল। কাকু ভার্সেস ছানাদা। ছানাদার বউ

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

নাকি উপর থেকে ডিমের খোসা ফেলেছিল কাকিমার মাথায়, আর সেই নিয়েই তুলকালাম হচ্ছিল। কোনওমতে বাড়ি থেকে পালিয়ে বেঁচেছিল শৌর্য। ছানাদা আর কাকু, দু'জনেরই পাস করা গলা। মাইক ছাড়াই সারা পাড়া শুনছিল সেই ধারাবিবরণী। এখন বাড়ি ফেরার পথে আবার মনে পড়ে গেল সেই ঝামেলার কথা, অস্বস্তিও লাগল। কারণ, একবার এরকম ঝামেলা বাঁধলে তিন-চার দিন তার রেশ থাকে।

ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট আর ভাল লাগে না শৌর্যের। এমনিতেই ওর মনমেজাজ আজকাল খারাপ হয়ে থাকে। মুমু যে কেন এরকম করছে কে জানে! মেয়েটাকে বোঝা এত শক্ত! মনে হয় যেন মতিস্থির নেই। এই তো সেদিন বলল একজন প্লেয়ারকে ফাংশনের জন্য এনে দিতে হবে, আবার পরে ফোন করে বলল, "আমাদের আর কোনও প্লেয়ার দরকার নেই।"

"অ্যাঁ?" খুব অবাক হয়েছিল শৌর্য। ভিতরে-ভিতরে দমে গিয়েছিল খুব। ইশ্, ইমপ্রেস করার সুযোগটা চলে গেল! ভেবেছিল মুমু খুশি হবে কাজটা করে দিলে।

মুমু ছোট্ট করে হেসে বলেছিল, "প্লিজ ডোন্ট বি বদারড।"

"কিন্তু আমি পারতাম।" খড়কুটো ধরার মতো শেষ চেষ্টা করেছিল শৌর্য।

"জানি," মিষ্টি করে বলেছিল মুমু, "কিন্তু আর দরকার নেই। থ্যাঙ্ক ইউ। থ্যাঙ্ক ইউ ফর দ্য এফর্ট।"

কুট করে কেটে গিয়েছিল ফোনটা। আর কিছু বলার সুযোগই দেয়নি। কিন্তু অনেক কথা বলার ছিল তো ওর। থতমত খেয়ে একমাথা রোদ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল শৌর্য। মেয়েটা কেমন অদ্ভুত, ধরেও যেন ধরা যায় না! সব সময় দেখাও করে না। দেখা করলেও কেমন যেন পালাই-পালাই ভাব। এত কষ্ট হয় শৌর্যর। মেয়েরা কি এরকমই নিষ্ঠুর হয়? যতবার ও নিজের ভালবাসার কথা বলে, মুমু কেমন হয়ে যায় যেন। শৌর্য জিজ্ঞেস করে, "তুমি কি এখনও তোমার উত্তর জানাবে না আমায়? আর কতদিন এড়িয়ে যাবে তুমি?"

উত্তর আসে, "আর-একটু সময়, আমার আর-একটু সময় লাগবে।"

"কত সময়? আর কত সময় লাগবে তোমার?"

মুমু চুপ করে থাকে। উত্তর দেয় না। আর ওর ওই চুপ করে থাকা, ওর

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

নামানো চোখের পাতা, টোলপড়া থুতনি আর ছোট্ট করে কামড়ে ধরা ঠোঁট, ঠোঁটের উপ র আলতো কাটা দাগ দেখে ভিতরে-ভিতরে মরে যেতে থাকে শৌর্য। মুমুর শরীর থেকে ভেসে আসা ল্যাভেন্ডারের গন্ধ ওকে অবশ করে দেয়। ও বোঝে, এ মেয়েকে ছাড়া বেঁচে থাকার অর্থই হয় না।

ট্রাম থেকে নেমে বড় রাস্তার উপর বউদির চায়ের দোকান থেকে এক গ্লাস চা খেল শৌর্য। ঘুমটা এসে মাথার ভিতরটা ফাঁকা করে দিচ্ছে। মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছে শূন্যে ভেসে উঠবে ও। মনে হচ্ছে ভাসতে-ভাসতে পাশের এই কৃষ্ণচূড়া গাছটা ছাড়িয়ে, বারোতলা ওই ফ্ল্যাটটা ছাড়িয়ে, ওর মাথা আকাশে গিয়ে ঠেকবে। কিন্তু শৌর্য জানে আপাতত এসব হতে দিলে চলবে না। মাটির উপর দাঁড়িয়েই ওকে সিএবি-র মিটিংটা পুরো কভার করতে হবে। মুমু বলে একজনের জন্য কি আর পাঠককুলকে ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিমের খবর থেকে বঞ্চিত করা যাবে?

রোদটা এবার চড়চড় করছে। সেপ্টেম্বরের শেষ হয়ে গেল, তবু গরম একচুলও কমেনি। অবশ্য শুধু গরমই নয়, হঠাৎ-হঠাৎ বৃষ্টিও হচ্ছে বেশ। একটা হাইকে মাঝপথে থামিয়ে, পাড়ার মোড়ের দিকে হাঁটা দিল শৌর্য। বাড়ি ফিরে ভাল করে স্নান করতে হবে।

"এই যে শৌর্যদা, এখন ফিরছ?" শৌর্য ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল পিছন থেকে হাড্ডি ডাকছে। এই রে, এই সাতসকালে আবার কবিতা শোনাতে বসবে নাকি? তা হলেই হয়েছে। ও তাড়াতাড়ি বলল, "এই অফিস থেকে ফিরছি রে। পরে কথা বলব।"

"না, না, পরে আর হবে না। এখনই বলতে হবে। খুব দরকারি কথা।"

"দরকারি?" ব্যাজার মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল শৌর্য।

"হ্যাঁ, সেকেন্ড অক্টোবর পাড়ায় ডবল উইকেট টুর্নামেন্ট। তুমি খেলবে তো?"

"একই কথা পঞ্চাশবার জিজ্ঞেস করিস কেন বল তো? আমি খেলব না। বলেছি তো," শৌর্য বিরক্ত হল।

"প্লিজ দাদা, খ্যালোই না। আরে, তাজুটা খেলবে না বলেছে। আমার পার্টনার নেই। তুমিই শেষ ভরসা। প্লিজ।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

"দ্যাখ হার্দিক, সেকেন্ড অক্টোবর আমার ছুটি। সারাবছর ক'টা ছুটি পাই বল তো? একটা ছুটির দিন, ও আমি নষ্ট করতে পারব না। তা ছাড়া ওই রাস্তায় ক্রিকেট খেলা আমার পোষাবে না। ছোট থেকে মাঠে ক্রিকেট খেলে আমার অভ্যেস।"

"দ্যাখো শৌর্যদা, রাস্তায় ক্রিকেট খেলতে স্কিল অনেক বেশি লাগে। বাড়ির কাচ না ভেঙে, গাড়ির গায়ে ডেন্ট না ফেলে, রাস্তার লোকদের বল দিয়ে না মেরে খেলতে হয়। সচিন রাস্তায় ক্রিকেট না খেললে কি আর ওর স্ট্রেট ড্রাইভ ওরকম ভাল হত?" হাড্ডি বিজ্ঞের মতো বলল।

"দ্যাখ, আমি সচিন নই। হতেও চাই না। সচিনের ইন্টারভিউ পেলেই আমি খুশি। তুই যা এখন।"

হাড্ডির মুখটা করুণ হয়ে গেল। ও অনুরোধের গলায় বলল, "প্লিজ় শৌর্যদা, জাস্ট ফর ওয়ান্স। এবারটা পার করে দাও।"

আচ্ছা জ্বালা হয়েছে তো। শৌর্যর চোখ দু'টো বেশ জ্বলছে। শরীরের ভিতরটা খালি-খালি লাগছে। আবার গ্যাস বেলুনের মতো লাগছে নিজেকে! শৌর্য বলল, "দ্যাখ, আমার খেলার ইচ্ছে নেই। কেন ফালতু জোর করছিস?"

হাড্ডি কিছু বলার জন্য মুখ খুললেও, বলতে পারল না। পিছন থেকে একটা ভারী হাত এসে ধপ করে পড়ল ওর পিঠে। শৌর্য দেখল, হাড্ডি পিছন ফিরে মিল্টনকে দেখে থতমত খেয়ে গিয়েছে।

এই ছেলেটাকে দেখলেই একটা অস্বস্তি হয় শৌর্যর, বিরক্তও লাগে। মনে হয় কে যেন ছেলেটার সারা শরীরে নানা মাপের পাথর ঢুকিয়ে দিয়েছে। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে সেসব পাথর যেখানে-সেখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এরকম ব্যায়ামবীরের মতো চেহারা বানিয়ে কী আনন্দ এরা পায় কে জানে!

মিল্টন বলল, "কী রে হাড্ডি, এই তোর ক্রিকেটের সাথি? শোন, সাংবাদিকরা ওয়র্থলেস প্লেয়ার হয়। প্লেয়ারদের পিছনে দৌড়োনো, আর ক্রিকেট এক জিনিস নাকি?"

শৌর্য চোয়াল শক্ত করল। মিল্টন ছেলেটা এত হামবাগ যে, অসহ্য লাগে ওর। হাড্ডি বলল, "না, শৌর্যদা দারুণ বল করে। ব্যাটটাও ভাল।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"অলরাউন্ডার?" ক্রস করে নেওয়া ব্যাগটাকে ঠিক করতে-করতে বাঁকাভাবে বলল মিল্টন।

হাড্ডি বলল, "আমি দেখেছি বলেই বলছি।"

"দেখেছিস? হুঁঃ! ভাটের কথা বাদ দে। এ হল ডরপোক আদমি। দেখছিস না, ভয় পাচ্ছে?"

"ভয় পাচ্ছি না, ইচ্ছে করছে না," শৌর্য আর না বলে থাকতে পারল না।

মিল্টন হাসল। তার দোলায় সারা শরীরের পাথরগুলো ডুবল, ভাসল কয়েকবার। ও বলল, "শোন, খেলেও লাভ নেই। আমরাই জিতব। আমি আর ঋক।"

ঋক যে মিল্টনের ভাই সেটা জানে শৌর্য। ও কোনও কথা বলল না।

মিল্টন আবার বলল, "বাদ দে, তোকে আসল খবরটাই তো দেওয়া হয়নি।"

"আসল খবর? মানে?" শৌর্যর আগে হাড্ডিই জিজ্ঞেস করল।

"তুই ফোট এখন," হাড্ডির দিকে তাকিয়ে কড়া চোখে বলল মিল্টন।

শৌর্য অবাক হয়ে দেখল হাড্ডি মাথা নিচু করে চলে গেল।

মিল্টন খুশির গলায় বলল, "জানিস শৌর্য, পাড়ার বেস্ট মেয়েটাকে আমি তুলে ফেলেছি।"

"বেস্ট মেয়ে? মানে? তুলে ফেলেছিস? কোন গাছ থেকে?"

"মানে ছানাদার কাজিন। চিনিস তো, নাকি?"

শৌর্য ভুরু তুলল।

মিল্টন তৃপ্তির গলায় বলল, "কাঁকন রে। দারুণ মেয়ে। কিছুদিন আগে বাসস্টপে দিয়েছি একেবারে।"

"দিয়েছিস?" শৌর্য অনিচ্ছুক গলায় জিজ্ঞেস করল।

"আরে, অন্য কিছু নয়। প্রপোজ করে দিয়েছি। অবশ্য এখনও 'হ্যাঁ', 'না' কিছুই বলেনি, কিন্তু মেয়েদের চোখ দেখলেই বুঝতে পারি আমি। ওই জিনিস একমাত্র আমার। তা ছাড়া অ্যাডভান্টেজও আছে আমার। তুই তো জানিস যে, ছানাদা পছন্দ করে আমাকে।"

শৌর্য ঘড়ি দেখল। আর একটুও দাঁড়ালে চলবে না। এই ছেলেটাকে ওর একেবারে ভাল লাগে না, তা ছাড়া এসব কথা শুনতেও ইচ্ছে করছে না। ও বলল, "আমি আসি রে। আমার কাজ আছে।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

মিল্টন বলল, "তা, তোদের উপরেই তো থাকে। মেয়েটা ভাল, না?"

শৌর্য উত্তর না দিয়ে বলল, "পরে কথা হবে।"

শৌর্য যেতে-যেতে বুঝল যে, মিল্টন পিছনে দাঁড়িয়ে হাসছে। ও শুনল মিল্টন ওকে উদ্দেশ্য করে বলল, "শালা, ভিতুর ডিম। তুই কাঁকনকে দেখবি কী করে? ছানাদার ভয়ে তো গুষ্টিসুদ্ধ লেজ গুটিয়ে থাকিস।"

শৌর্য চোয়াল শক্ত করল আবার, কারণ ছাড়াই মিল্টন পিছনে লাগছে। দেবে নাকি একটা উত্তর? না, থাক। শৌর্য অনেক কষ্টে শান্ত রাখল মাথাটা। তারপর এগিয়ে গেল। অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে ঢুকে নিশ্চিন্ত হল শৌর্য। যাক, বাড়িটা শান্ত আছে। তার মানে উপরের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি। মানুষ ঝগড়া করে যে কী আনন্দ পায়! এখনও ঘণ্টাখানেক সময় আছে শৌর্যর হাতে। মুখটুখ ধুয়ে ও খবরের কাগজ নিয়ে বসল। পেশার খাতিরেই অনেক খবরের কাগজ ওকে পড়তে হয়। তবে দশ মিনিটের বেশি পড়তে পারল না। হইহই করে ঘরে এসে ঢুকল লাল।

"দাদা, এই দাদা, তোর সঙ্গে একটা দরকারি কথা আছে আমার।"

"আমার সঙ্গে?" আশ্চর্য হল শৌর্য।

"হ্যাঁ, তোর সঙ্গে। তুই একটা ব্যবস্থা কর তো। তোর তো অনেক জানাশোনা, একটা বিহিত করতেই হবে এর।"

"বিহিত? ব্যবস্থা? কীসের?" গালে হাত বোলাতে-বোলাতে জিজ্ঞেস করল শৌর্য। গালটা খরখর করছে।

"ওই উপরের ছানার বাচ্চা। কাল কী সব অসভ্য-অসভ্য কথা বলে গালাগাল করেছে জানিস? বলেছে, আমাদের নাকি লাথি মেরে বাড়ি থেকে বের করে দেবে।"

"ও তো বলেই। গতবারের যুদ্ধে কাকু তো বলেছিল যে ছানাদাদের ঘাড় ধরে ছুড়ে ফেলবে ড্রেনে। শোন, এ তো হয়ই। কেসও তো চলছে। আর আমি কী করব বল?"

"তুই রিপোর্টার না? কত লোকের সঙ্গে তোর দহরম-মহরম। পুলিশের কত ঘ্যামা লোকদের তুই চিনিস। তাদের দিয়ে বাঁশ দিতে পারবি না ওদের?"

"মাথা ঠান্ডা কর লাল। তেমন হলে আমি কথা বলব। শোন, কেস যখন

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

চলছে, তখন তো আর আমাদের বাড়ি থেকে বের করতে পারবে না। তুই রাগ করিস না।"

লাল তার নাম সার্থক করতেই মুখ-চোখ লাল করে বলল, "নাঃ, রাগ করবে না। এই একটা ফ্যামিলি পাড়াটাকে পুরো বিষ করে দিল!"

"মানে? এর মধ্যে পাড়া এল কোত্থেকে?"

"কেন, ওই কাঁকন। ওই বাড়িরই তো স্যাম্পল। তাজুর একেবারে মাথা খেয়ে ছেড়েছে। শালা, ঝারি করে পুরো লাট করে দিয়েছে তাজুকে। তাজুটা ভাল ছেলে, সেও চেত্তা খাচ্ছে। দাদা, প্লিজ় এর একটা বন্দোবস্ত কর।"

হঠাৎ খুব বিরক্ত লাগল শৌর্যর "আমি কী করব? কী ব্যবস্থা করব? ফালতু বকিস না।"

"দাদা, তুই জানিস্ না, কাঁকন কী ভয়ংকর ধড়িবাজ। এক হাতে মিল্টন, আর অন্য হাতে তাজু, পুরো জাগ্‌ল্ করছে ওদের নিয়ে। ছানাদার চেয়েও এ জিনিস বিষাক্ত।"

এসব শুনতে শৌর্যর ভাল লাগছে না একেবারে। সব যেন স্পষ্ট রেজিস্টারও করছে না মাথায়। আবার শরীরটা ফাঁকা লাগছে ওর। প্রতারিত ঘুম এসে বেলচা-গাঁইতি নিয়ে নেমে পড়েছে শরীরে। সামনের লম্বা দিনটার দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত লাগছে ওর। এর মধ্যে লালের কথা একেবারে ভাল লাগছে না। কী সব বলছে লাল! মিল্টন, এক! তাজু, দুই! তা হলে তিন কে? আয়নায় নিজের মুখটা দেখল শৌর্য। গালে দাড়ি খরখর করছে। কামাতে হবে। লাল এখনও বকে চলেছে। কিন্তু কোনও কথাই যেন আর কানে ঢুকছে না শৌর্যর। সব কেমন ভোঁ-ভোঁ করছে। মাটি থেকে কি ভেসে উঠল ও? মাটিতে নামার প্রাণপণ চেষ্টা করতে-করতে শৌর্য ভাবল, সেকেন্ড অক্টোবরের ম্যাচটা খেলেই দেবে।

হাতির গল্প

আজ সারা পাড়া অন্ধকারে ডুবে আছে। কাছের একটা ট্রান্সফরমার বিগড়েছে বিকেল থেকে। কখন আলো আসবে, কে জানে। এর মধ্যে আবার বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপ করে। পকেট থেকে একটা চুয়িংগাম বের করে গুছিয়ে বসল তাজু। মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে দেখল সাতটা বাজে প্রায়।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

হাড্ডিটার কী হল কে জানে! কখন আসবে? গিয়েছে তো একটা গ্রিটিং কার্ড কিনতে। ছাপিয়ে আনছে নাকি? বিরক্ত লাগছে ওর। টেনশনও হচ্ছে। মনে হচ্ছে টংটা যেন অন্ধকার কোনও কুঠুরি।

আজকাল সব সময়ই বিরক্ত লাগে তাজুর। মনে হয় যা করতে চাইছে, তা পারছে না। কলেজেও মনমরা হয়ে থাকে। মাঝে-মাঝে ভাবে, একটা মেয়ের জন্য কি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছে ও? কিন্তু কী করবে, কাঁকন ছাড়া তো আর কিছু ভাল লাগে না ওর। এই সেদিনই তো উপালি বিকেল নাগাদ এসেছিল তাজুর কাছে। তাজু তো প্রাথমিকভাবে ভেবেছিল কাঁকন এসেছে।

কেন ভেবেছিল তাজু যে, কাঁকন এসেছে? সব মেয়েকেই কি কাঁকনের মতো লাগে নাকি? তবে ভেবে, সামান্য সময়ের জন্য হলেও হেসেছিল তাজু। আর তাতেই ঝামেলাটা বেধেছিল। পায়ে-পায়ে উপালি এসে দাঁড়িয়েছিল তাজুর সামনে। তাজু দ্রুত সামলে নিয়েছিল নিজেকে। তারপর যথাসম্ভব গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, "কী ব্যাপার, হঠাৎ!"

উপালি মাটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল চুপ করে।

"কী হল, বলো?" ঈষৎ রুক্ষভাবে জানতে চেয়েছিল তাজু। আর তখনই লক্ষ করেছিল ব্যাপারটা। চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে উপালির। কাঁদছে!

কেন? খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল তাজু। মহা মুশকিল। একটা মেয়ে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে এভাবে কাঁদছে, কেউ যদি দ্যাখে, তা হলে তো কেলেংকারির একশেষ হবে। তাজু নার্ভাসনেস ঢাকতে চেয়ার থেকে উঠে এসে যথাসম্ভব ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, "কী হয়েছে? আরে, এভাবে কাঁদছ কেন? কী মুশকিল... আরে... হলটা কী?"

উপালি বড়-বড় চোখ তুলে তাকিয়েছিল তাজুর দিকে। চোখের পলকে দু'টো-চারটে জলের দানা টলমল করছিল। তাজু এসব সময়ে খুব অসহায় বোধ করে। তখনও করেছিল। ও আরও নরম হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "কেউ কিছু বলেছে? তুমি... তুমি কাঁদছ কেন?"

উত্তর না দিয়ে উপালি আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাজুর উপর। উপালির ধাক্কায় আকস্মিকতায় টাল সামলাতে না পেরে তাজু বসে পড়েছিল

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

টেবিলে। উপালি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছিল তাজুকে। বুকে, গালে মুখ ঘষছিল পাগলের মতো। হালকা পাউডারের গন্ধ পাচ্ছিল তাজু। উপালির চোখের জল ঠান্ডা স্পর্শ দিচ্ছিল গালে। কিছুক্ষণের জন্য বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল ও। কী হচ্ছে বুঝতে যেন কষ্ট হচ্ছিল তাজুর। উপালি এমন করছে কেন? কী হয়েছে ওর? অবস্থা সামলাতে তাজু উপালিকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছিল শরীর থেকে। কিন্তু উপালিকে কে যেন হাজার-হাজার পেরেক দিয়ে পুঁতে দিয়েছিল ওর শরীরের সঙ্গে। উপালি পাগলের মতো ঠোঁট খুঁজছিল তাজুর। মুখ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল তাজু, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে উপালির পাগলামি বাড়ছিল। ওর হাতের আঙুলগুলো গেঁথে বসছিল তাজুর পিঠে, গরম নিশ্বাস লাগছিল তাজুর গায়ে। ধীরে-ধীরে প্রতিরোধ ভাঙছিল তাজুর। শরীর হালকা হয়ে আসছিল। মনে হয়েছিল, তবে কি ভেসে যাবে স্রোতে? একটা অদ্ভুত ভাললাগা গ্রাস করছিল ওকে। টলমল পায়ে খাদের দিকে এগোচ্ছিল তাজু।

কিন্তু না, ভেজা ঠোঁট, পাউডারের গন্ধ আর গেঁথে বসা নখ থেকে অচেতনতায় তলিয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে, নিজেকে উপড়ে নিয়েছিল তাজু। শিথিল শরীর ঋজু হয়ে উঠেছিল। মনে ফিরে এসেছিল স্বচ্ছতা। খাদের ধার থেকে নিজেকে উদ্ধার করে এনেছিল ও। কাঁকন, এই একটা নাম সম্বল করে নিজেকে সামলে নিয়েছিল ও। প্রাণপণ ধাক্কায় উপালিকে সরিয়ে দিয়েছিল শরীর থেকে। নিজের শ্বাসের দ্রুততাকে সামলাতে-সামলাতে রুক্ষ গলায় তাজু বলেছিল, "কেন এরকম করছ তুমি? কী চাও তুমি? কী চাও?"

থতমত উপালি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল তাজুর দিকে। তারপর কোনওমতে বলেছিল, "আমি... আমি... তোমায় ভালবাসি তাজুদা, খুব ভালবাসি..."

"ভালবাসো? কেন ভালবাসো? কে বলেছে ভালবাসতে? তুমি চলে যাও উপালি, আর কখনও আসবে না তুমি। আমার পক্ষে অন্য কাউকে ভালবাসা সম্ভব নয়।"

"কেন নয়? কেন? আমি খারাপ? কোন দিক থেকে খারাপ? কাঁকনদির চেয়ে অনেক বেশি তোমাকে ভালবাসব আমি। ভালবাসিও।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

তাজু বলেছিল, "উপালি, একমুহূর্ত তুমি দাঁড়াবে না আর। চলে যাও তুমি, চলে যাও।"

"তাজুদা, আমি..."

উপালিকে কথা শেষ করতে দেয়নি তাজু। কঠিন মুখে দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে চিৎকার করে বলেছিল, "চলে যাও। জাস্ট লিভ।"

আজ এই বৃষ্টি আর অন্ধকারমাখা সন্ধেবেলা তাজুর হঠাৎ খারাপ লাগল খুব। সেদিন হয়তো অতটা কড়াভাবে না বললেও হত। ওর খারাপ লাগল আর-একটা কারণেও, সেদিন ও নিজেও কি মুহূর্তের জন্য স্রোতে ভেসে গিয়েছিল? উপালির ডাকে, একমুহূর্তের জন্য হলেও কি ও সাড়া দিয়েছিল? কেন দিয়েছিল সাড়া? আচ্ছা, উপালি কেমন আছে?

তাজু বোঝে একটা মেয়ে কোথায় পৌঁছোলে এরকম কাণ্ড করতে পারে। যত ছোট ও ভাবত উপালিকে, আসলে ততটা ছোট হয়তো ও নয়। মেয়েটার সঙ্গে কি সেদিন একটু বেশি খারাপ ব্যবহার করেছিল ও? উপালি কি খুব কষ্ট পেয়েছে? ধ্যাত, আর ভাল লাগছে না। জীবন পুরো মশলামুড়ি হয়ে গিয়েছে। মুড়ির সঙ্গে চানাচুর, পেঁয়াজের সঙ্গে শশা, মশলার সঙ্গে তেল, সব ঘেঁটে একাকার। কিছুতেই গুছিয়ে তুলতে পারছে না জীবনটা।

তাজু ঘড়ি দেখল, হাড্ডিটা আচ্ছা ছেলে তো, এখনও আসার নাম নেই। ওকে কার্ড কিনে আনতে বলাটাই ভুল হয়েছে দেখছি। তাজুর মুখের চুয়িংগামটা বিস্বাদ লাগল। ও চুয়িংগামটা ফেলে দিয়ে জামার হাতায় কপাল মুছল। বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমছে। ভিতরে টেনশন হচ্ছে খুব। কার্ডটা নিয়ে আজ ও কাঁকনের কাছে যাবে। না, মুখে কিছু বলবে না, জাস্ট কার্ডটা ওর হাতে দিয়ে চলে আসবে। আর অপেক্ষা করার অর্থই নেই কোনও। মিল্টন সাংঘাতিক কিছু করার আগে কাঁকনকে নিজের কথাটা বলে রাখা দরকার। প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখল তাজু। আছে, লাল পেনটা আছে। এটা দিয়েই কার্ডে লিখবে।

"এই নে, তোর বিশল্যকরণী," সামনের অন্ধকার ফুঁড়ে হঠাৎ হাড্ডি এসে দাঁড়াল ওর সামনে।

অমন রোগা চেহারাটা আচমকা দেখে একটু চমকে গেল তাজু। ও বিরক্ত হয়ে বলল, "এত দেরি করলি কেন রে? কার্ড বানাচ্ছিলি?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"অ্যাঃ, ফালতু টেম্পার নিবি না। জানিস না আজ গাঁধী বার্থডে। সব দোকানপাট বন্ধ। কত খুঁজে এনেছি জানিস? এমনিতেই তো লাফড়া করতে যাচ্ছিস! ছি, ছি, উপালির মতো মেয়েকে ছেড়ে ওই কাঁকন না কাঁকর, তার পিছনে দৌড়োচ্ছিস! নেহাত বন্ধু, তাই ভাইফোঁটা অগ্রাহ্য করে হেল্প করলাম। অন্য কেউ হলে না, দিতাম কানের গোড়ায়।" কথা শেষ করে হাঁপাতে লাগল হাড্ডি।

তাজু শুনল পুরোটা। ও জানে, এর প্রতিবাদে কিছু বলতে গেলে হাড্ডি আরও উলটোপালটা বকবে। ও বলল, "নে, টর্চটা বের কর।"

মুখ দিয়ে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে পকেট থেকে ছোট্ট পেন্সিল টর্চ বের করে কার্ডের উপর আলো ফেলল হাড্ডি। বলল, "দে, আমি লিখে দিই।"

তাজু মুখ তুলল, "তুই? লিখবি? পাগল নাকি?"

"কেন, আমি কবি না?" তাজু অন্ধকারেও বুঝল যে হাড্ডি ভুরু কুঁচকে আছে।

তাজু বলল, "অ্যাঁ, কবি? গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। ক'টা লেখা ছাপা হয়েছে রে তোর, যে কবি-কবি বলে চেল্লাস সব সময়?"

"ছাপা হওয়াটাই সব? জীবিত অবস্থায় কাফকার ক'টা লেখা ছাপা হয়েছিল? যা বুঝিস না, তা নিয়ে ভ্যানতাড়া করবি না।"

"কাফকা?" তাজু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল হাড্ডির দিকে, "কার সঙ্গে নিজের তুলনা করছিস? মাথা খারাপ নাকি তোর?"

"শুধু কাফকা কেন? ভ্যান গখ? তাঁর জীবিত অবস্থায় ক'টা ছবি বিক্রি হয়েছে বল তো? সব সময় ওভাবে শিল্পীদের মাপতে নেই, বুঝলি?"

তাজু দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "শালা, তোর ব্রেন ড্যামেজ হয়ে গিয়েছে। চুপ কর তুই। আমিই লিখব। তুই ভাল করে ধর আলোটা।"

হাড্ডি গজগজ করতে-করতে বলল, "এমন কবিতা লিখে দিতাম না..."

"তুই ধরবি আলো?" এবার ধমক দিল তাজু।

অনিচ্ছার সঙ্গে স্থিরভাবে কার্ডের উপর আলো ফেলল হাড্ডি। হলুদ, গোল আলোর নীচে যত্ন করে ধরে-ধরে নিজের ভালবাসার কথা লিখল তাজু। হাত কাঁপছিল, হাতের লেখা বেঁকে যাচ্ছিল, কিন্তু তবু লিখে ফেলল পুরোটা।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

হাড্ডি আবার বলল, "অন্ধকারে এমনভাবে লিখছিস, যেন অ্যাটম বোমার ফর্মুলা পাচার করছিস। আলো থাকতে-থাকতে এসব করতে পারিস না? বাড়ি থেকে লিখে আনতে পারিস না? মাইরি, তুই-ই এক প্রেম করলি! আর এসব 'আমি তোমাকে ভালবাসি'-টাসি, যত্তসব সিপাহি বিদ্রোহের সময়ের ডায়ালগ দিচ্ছিস কেন? আমাকে দিলে ফাটাফাটি একটা কবিতা লিখে দিতাম। দেখতিস, কাঁকন কেন, ওর মা-ও তোর পিছনে ইট হাতে ঘুরত।"

"মাথায় মারবে বলে?" খোঁচা দিতে জিজ্ঞেস করল তাজু।

"না রে শালা, লাইন দিতে।"

"বারবার কবিতা-কবিতা করছিস কেন? মনে নেই, ক্লাস টেন-এ জিয়োগ্রাফিস্যারের মেয়েকে নিয়ে কবিতা লিখে প্যাঁদানি খেয়েছিলি?"

হাড্ডি গম্ভীর হয়ে গেল। পুরনো সেই কথা মনে পড়ল বলেই বোধহয়।

ও বলল, "ছাড় তো। পুরনো পিৎজা চিবোচ্ছিস কেন? ওটা গামবাট স্যার ছিল। আমার কবিতা তো দূরের কথা, ব্যাটা রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত ন্যাকা কবি বলত। ওটা ভূগোলের নয়, পাগলের মাস্টার। রবিঠাকুরের মতো কবি হয়? রবিঠাকুর রকস। উনি থাকলেই একমাত্র আমার ট্যালেন্ট বুঝতে পারতেন।"

"আমরা বুঝেই অন্ধকার, আর রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হবে না!" কার্ডটা খামে ভরে বলল তাজু।

হাড্ডি টর্চটা নিবিয়ে তাজুর পাশে বসল। বলল, "ফালতু কথা বাদ দে। আজ কি তোর কাঁকনের কাছে না গেলেই নয়?"

তাজু হাড্ডির আবছা মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন, আজ সমস্যা কোথায়?"

হাড্ডি বলল, "দেখছিস তো কেমন বিশ্রী ওয়েদার, তার উপর লোডশেডিং। তা ছাড়া দুপুরে ক্রিকেট টুর্নামেন্টে গন্ডগোল হয়ে সব ভেস্তে গেল, দেখলি তো? আজ দিনটা ভাল নয়।"

তাজু কিছু না বলে ঠোঁট কামড়াল। সত্যিই আজ পাড়ার সেই খেলায় বিশ্রী গন্ডগোল হয়েছে।

পাড়ার সকলকে অবাক করে শৌর্যদা হাড্ডির পার্টনার হয়ে খেলছিল আজ। আর সত্যি বলতে কী, ভালই খেলছিল। হাড্ডির ভুলভাল খেলা সামলে, চার ওভারের ম্যাচগুলো জিতে-জিতে উঠে পড়েছিল

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

সেমিফাইনালে। তাজুর খেলা দেখতে-দেখতে মনে হয়েছিল ও যদি হাড্ডির সঙ্গে খেলত, তা হলে অনেক আগেই হেরে যেত।

দুপুর দু'টোয় লাঞ্চ ব্রেক ছিল। তখন সকলের সামনে শৌর্যদা হাড্ডিকে জিজ্ঞেস করেছিল, "কী রে, সব ফুলটস বল দিচ্ছিস কেন এভাবে? আর ব্যাট করার সময় ওরকম কোলা ব্যাঙের মতো লাফাচ্ছিসই বা কেন?"

উত্তরে হাড্ডি গম্ভীরভাবে বলেছিল, "আর বোলো না শৌর্যদা, কোমরে টেনিস এলবো হয়েছে তো, তাই।"

তাজুরা এই নিয়ে হাসাহাসি করেছিল খুব। তখন কিন্তু ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি সামনে কী গন্ডগোল অপেক্ষা করছে।

সেমিফাইনালে ঋক আর মিল্টনের সঙ্গে খেলা ছিল হাড্ডিদের। আর সেখানেই গন্ডগোল লাগে। মিল্টন প্রথম থেকেই উলটোপালটা কথা বলছিল। আশপাশের বাড়ির জানলা আর বারান্দা থেকে উঁকি মারতে থাকা লোকজনদের দিকে ব্যাট তুলে খুব ব্যালা নিচ্ছিল। আর হাড্ডির প্রতিটা বলই মারার চেষ্টা করছিল কাঁকনদের বাড়ির বারান্দাটার দিকে। খুব রাগ হচ্ছিল তাজুর। মনে হচ্ছিল নিজেই নেমে যায় বল হাতে। আপশোশ হচ্ছিল, কেন খেলল না। ও দেখেছিল, কাঁকন দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্যালকনিতে।

খেলার দ্বিতীয় ওভারে শৌর্যদার প্রথম বলটা মিল্টন ঠিক মেরে দিয়েছিল কাঁকনদের ব্যালকনিটার দিকে। বলটা শাঁ করে কাঁকনের পাশ দিয়ে গিয়ে ধাক্কা মেরেছিল দেওয়ালে। ছয়। তারপর ব্যাটটা তুলে দেখিয়েছিল। হাততালি পড়ছিল বৃষ্টির মতো। তাজুর মনে হয়েছিল, কাঁকনও কি হাসছে?

কিন্তু পরের চারটে বলে, সকলকে অবাক করে, শৌর্যদা তিনবার ক্লিন বোল্ড করে দিয়েছিল মিল্টনকে। আর নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটা আউটে পাঁচ রান করে মোট পনেরো রান কাটা গিয়েছিল মিল্টনদের। ওভারের শেষ বলটায় মিল্টন এগিয়ে গিয়ে কিছু বলেছিল শৌর্যদাকে। তারপর ব্যাট হাতে দাঁড়িয়েছিল। শেষ বলটা সোজা এসে লেগেছিল মিল্টনের নাকে। ব্যাট নিয়ে উইকেটের উপর ঘুরে পড়ে গিয়েছিল মিল্টন। হিট উইকেট। আর তার পরেই হঠাৎ কাঠের স্ট্যান্ড থেকে উইকেট খুলে নিয়ে মিল্টন চড়াও হয়েছিল শৌর্যদার উপর। অন্যান্যরা ব্যাপারটা ঠিকমতো বুঝতে-বুঝতেই দমাদ্দম শৌর্যদার উপর কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়েছিল মিল্টন। সকলে মিলে ব্যাপারটা

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

থামানোর আগেই ওর হাতে, আর ঘাড়ে কালশিটে পড়ে গিয়েছিল। শৌর্যদাকে বাঁচাতে লালও ঝাঁপিয়ে পড়ে এক হাত লড়ে গিয়েছিল মিল্টনের সঙ্গে। তবে বিশেষ সুবিধে হয়নি। গন্ডগোল ভালই হয়েছিল। তখনই তাজু বুঝেছিল যে, টুর্নামেন্ট ভেস্তে গেল। ও অবাক হয়ে দেখেছিল দূরের ব্যালকনিতে কাঁকনের পাশে দাঁড়িয়ে ছানাদা হাততালি দিচ্ছে!

তাজু উঠল। হাড্ডির সঙ্গে বসে থাকার আর মানে হয় না। শুনল, হাড্ডি বলছে, "শোন না, আজ বাদ দে। কাল যাস। আজ দিনটা ঠিক ভাল নয়।"

এসব নেগেটিভ কথাবার্তা একেবারে সহ্য করতে পারে না তাজু। সব কাজে হাড্ডির বরাবর বাগড়া দেওয়া স্বভাব। তাজু কোনওদিনই এসব পাত্তা দেয় না। আজও দিল না। টঙের ছাউনি থেকে বেরিয়ে কাঁকনদের বাড়ির দিকে হাঁটল ও। টিপটিপ করে বৃষ্টি হয়েই চলেছে। তবে তাজু ছাতা নেয়নি। কার্ডটা জামার ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়েছে শুধু। অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ গোটা পাড়াটাকেই সুড়ঙ্গের মতো মনে হচ্ছে তাজুর। মনে হচ্ছে অন্ধকার একটা পাইপ। এর শেষে কি আলো থাকবে? কাঁকন কি রাজি হবে?

"হ্যাঁ, শৌর্য। না, না, ওভাবে বোলো না। ঠিক আছে। এটা পাগলামো হচ্ছে কিন্তু।" পাশ দিয়ে ছাতা মাথায় একটা মেয়ে চলে গেল। মোবাইলে কথা বলছে। শৌর্যদার সঙ্গে! কে মেয়েটা? অন্ধকারে মুখটা দেখতে পেল না বটে, কিন্তু গলা শুনে তো মনে হল মোম। মোম? শৌর্যদার সঙ্গে কথা বলছে? কিন্তু পাড়ায় তো কখনও তেমন কথা বলে না! তা হলে? হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ে গেল তাজুর। মুমু? আদরের নাম? ভাল নামটা কি তা হলে মোম?

কাঁকনদের বাড়িতে এর আগেও কয়েকবার এসেছে তাজু। তবে এটা নিতে, ওটা নিতে টাইপের ভিজিট ছিল সেসব। আর ছানাদা পছন্দই করে তাজুকে। চেনা থাকার ফলে এই অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে অসুবিধে হল না তাজুর। উপরে উঠে দরজার কড়া নাড়তেই কাজের ছেলেটা দরজা খুলে দিল। তাজু জিজ্ঞেস করে জানল, কাঁকন নিজের ঘরে রয়েছে।

কাঁকনের ঘরের দিকে এগিয়ে যাওয়া প্রতিটা পদক্ষেপের সঙ্গে বুকের

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

ভিতর ক্যানেস্তারা বাজছে তাজুর। মনে হচ্ছে দামাল কয়েকটা হাতি ছুটে যাচ্ছে লোকালয়ের দিকে। লোডশেডিংয়ের অন্ধকারে হলুদ মোমের আলো পুরো ব্যাপারটার গায়ে একটা ছমছম আবহাওয়া নামিয়ে এনেছে যেন। দেওয়ালের উপর নিজের কাঁপা-কাঁপা ছায়া দেখে তাজুর নিজেরই বুক কাঁপছে। হাড্ডি কি ঠিক বলেছিল? আজ দিনটা কি সত্যি গন্ডগোলের? সব কিছু গুবলেট হয়ে যাবে না তো?

কাঁকনের ঘরে হালকা মিউজ়িক বাজছে। ইনস্ট্রুমেন্টাল। তাজু বুঝল ব্যাটারিতে চলছে। পারেও বটে মেয়েটা! এই কারেন্ট অফে মিউজ়িক শুনছে! তাজু দম নিল খানিক, ঠোঁট চাটল চারবার, তারপর মিউজ়িকের উপর গলা তুলে কাঁপা স্বরে ডাকল কাঁকনকে। কাঁকন জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল। তাজুর ডাকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। অল্প আলোয় মুখটা দেখা যাচ্ছে না স্পষ্ট। তবে মনে হল কাঁকনের মুখটা গম্ভীর।

হাতির পাল প্রায় ঢুকে পড়েছে শহরে। তাজু বুকের ভিতর স্পষ্ট টের পাচ্ছে তাদের। তবু, এক বলে ছ'রান করতে হবে, এরকম প্লেয়ারের মতো করে ক্রিজ় ছেড়ে এগিয়ে গেল তাজু। কার্ডটা বের করে বলল, "এটা তোমার জন্য। আমার এটুকুই বলার ছিল। না বলে এর মধ্যে লিখলাম। আমি... না, আমি আসি।"

কাঁকন হাত বাড়িয়ে কার্ডটা নিল। কিন্তু খুলে দেখল না। বরং ওর দিকে তাকিয়ে রইল স্থির দৃষ্টিতে। হলুদ মোমের আলোর ভিতর নিজেকে ভুতুড়ে কাহিনির চরিত্র মনে হল তাজুর। গা ছমছম করতে লাগল। তাজুর ইচ্ছে হল পালিয়ে যায়। কিন্তু তবু একচুলও নড়তে পারল না। দৃষ্টি বন্ধনে পড়ে গিয়েছে। আর সেই অবস্থাতেই তাজু অবাক হয়ে দেখল কাঁকন এগিয়ে আসছে ওর দিকে। হাতির পাল এবার বুক ফাটিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে বাইরে। তাজুর মনে হল এবার নিশ্চয়ই কোনও গন্ডগোল হবে। কাঁকন কি রেগে গিয়েছে? চেঁচামেচি করবে না তো? থাপ্পড়টাপ্পড় মারবে না তো?

তেমন কিছুই করল না কাঁকন। বরং এগিয়ে এসে আলতো করে হাতটা ধরল ওর। আর অনেক-অনেক হাতি তাজুর পাঁজর ভেঙে একসঙ্গে ঢুকে পড়ল নাগরিক জীবনে।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

হলুদ রাক্ষস

অর্ধেক খোলা প্যান্ডেলটাকে ভুতুড়ে বাড়ির মতো লাগছে। মনেই হচ্ছে না যে, এখানে ক'দিন আগেও আলো, ঢাকের শব্দ আর মানুষের ভিড় উপচে পড়ছিল। উপালির এই পুজোর শেষটায় খুব মন খারাপ লাগে। মনে হয় ওর শরীর থেকে কী যেন একটা জিনিস কেউ ছিঁড়ে নিয়ে গেল। মনে হয় গোটা শহরটাই যেন একসঙ্গে বোবা হয়ে গিয়েছে। মনে হয় সব মানুষকে একসঙ্গে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। পুজোর পরে-পরেই কলকাতায় হাওয়ার শব্দ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফুল ফোটার শব্দ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কার্তিক মাসের আকাশ থেকে নেমে আসা শিশিরের শব্দও বড় বেশি কানে লাগে। নৈঃশব্দ্য বাঙ্ময়। পুজোর কোলাহলের পর এই নৈঃশব্দ্য খুব কষ্টের। উপালি দেখল নাটকের স্টেজের লাইট খোলা হচ্ছে। পুজোটা রাস্তায় হলেও স্টেজটা পাড়ার মাঠেই হয়। একটু দূরে পাড়ার ছেলেরা জটলা করছে, আর স্টেজের পিছনের ত্রিপল ঢাকা জায়গার সামনে মোমদি দাঁড়িয়ে রয়েছে। উপালি জানে ওটা মেয়েদের গ্রিনরুম। নাটকের শেষে এখন তিন-চারজন মেয়ে মেকআপ তুলছে ওখানে। আর যাতে কেউ ঢুকে না পড়ে, তাই মোমদি সিকিউরিটির দায়িত্বে।

ঘড়ি দেখল ও। সওয়া দশটা। তা, আজ রাত হবেই। পাড়ার সকলেই জানে, এই বিজয়া সম্মেলনের ফাংশনের রাতে বাড়ির ছেলেমেয়েদের ফিরতে দেরি হয়। আসলে, পাশের লাইব্রেরির নীচের তলায় আজ সকলে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করে।

পাড়ার অন্যান্য মেয়েদের থেকে একটু দূরে মউমার সঙ্গে এতক্ষণ বসে ছিল উপালি। কিন্তু কী একটা কাজে মউমা এইমাত্র বাড়ি গেল। অবশ্য দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসবে বলেছে। তা, একা বসে থাকতে খারাপ লাগছে না উপালির। চারদিকের ভাঙা হাটের ছবিটা যেন ওর নিজের মনের অবস্থাকেই রিফ্লেক্ট করছে। দূরে ছেলেদের জটলার ভিতরে বসে থাকা তাজুর দিকে বারে বারে চোখ চলে যাচ্ছে ওর। আর প্রতিটা দৃষ্টিতেই মনের হাট আরও ভাঙছে একটু-একটু করে। তাজু ওভাবে ফিরিয়ে দিল ওকে? কেন তাজু ওকে ভালবাসে না? কেন সব সময় কাঁকনের দিকে ওর মন? কী নেই ওর মধ্যে? এর চেয়ে বেশি একটা মেয়ে আর কী করতে পারে? সেদিন

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

চুমু খাওয়ার সময় তাজুর নিশ্বাস থেকে চুয়িংগামের সুন্দর গন্ধ পেয়েছিল উপালি। তারপর থেকেই মাঝে-মাঝে এই গন্ধটা ওর কাছে ফিরে আসে। এই এখন যেমন এল। ওই দূরের কাঁঠালচাঁপা গাছ ছুঁয়ে যে হাওয়াটা এসে স্পর্শ করল উপালিকে, তার ভিতর অবিকল সেই মিষ্টি গন্ধটা পেল ও। মনটা খারাপ লাগছে। সেদিন তো কত বাধা কাটিয়ে তাজুর কাছে গিয়েছিল ও, তবু তাজু ফিরিয়ে দিল! তাজুর ঠোঁটের ওম, সেই শেষ বিকেলের আলো, নির্জন ঘর, সব নিমেষের জন্য ভেসে উঠল উপালির সামনে। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ওর। আচ্ছা, কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও কি তাজু চুম্বন ফিরিয়ে দিয়েছিল ওকে? ডিড হি কিস হার ব্যাক?

সামনের মঞ্চের প্রায় সব আলো খুলে নেওয়া হয়েছে। এবারের বিজয়া সম্মেলন ভালই হয়েছে। গতবার ওর আর তাজুর ব্যাপারটা নিয়ে যেরকম গন্ডগোল হয়েছিল, এবার আর তেমন কিছু হয়নি। কারণ, তাজু আর উপালি এবার আর নাটকই করেনি।

"কী রে, এখানে একা একা বসে কী করছিস?" পিছন থেকে আসা প্রশ্নে মুখ ঘোরাল উপালি। হাড্ডি আর লাল দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ও বলল, "ওই মউমার জন্য ওয়েট করছি।"

"তা, তোর মুখের এরকম পাংচার কেস কেন? এত ভাল নাটক হল, তোর ভাল লাগেনি?" এবার লাল জানতে চাইল।

কিন্তু উপালি কিছু বলার আগেই ফোঁস করে উঠল হাড্ডি, "ভাল নাটক মানে? দুষ্মন্ত-শকুন্তলা ভাল নাটক? সেই চন্দ্রগুপ্তের আমলের জিনিস! শালা, কবে এক্সপায়ারি ডেট পেরিয়ে গিয়েছে, সেটা নাকি ভাল নাটক! কে লিখেছিল রে এটা? মার্লো না আর্থার মিলার?"

"চুপ কর, তোর খালি বড়-বড় কথা। উপালি, তোর ভাল লাগেনি নাটকটা?"

উপালি দেখল দূর থেকে তাজু ওদের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। চোখে চোখ পড়ামাত্র দৃষ্টি সরিয়ে নিল। ও বুঝল সেদিনের ঘটনাটা তাজুও ভুলতে পারেনি।

হাড্ডি বলল, "ওই তো ঘোড়ার ডিমের নাটক। বললাম, আমায় দুষ্মন্ত কর, কিন্তু না। কে দুষ্মন্ত? মিল্টন! হুঁ, যার সারা গায়ে ড্যালা-ড্যালা গুলি,

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

সে নাকি রাজা সাজবে! দেখলেই মনে হয় টিকিটের ব্ল্যাকার। আমি বললাম, আমায় নে। না। ওই ছানাদা লোকটা মাইরি এমন লবিবাজ না! ঢপের ডাইরেক্টর হয়েছে!"

হাড্ডির কথায় হাসি পেল উপালির। অবশ্য হাড্ডি কথাটা খারাপ বলেনি। নাটকটা মোটেই খুব কিছু ভাল হয়নি।

লাল বলল, "তুই দুষ্মন্ত? এরকম ঝাঁটার কাঠির মতো ফিগারের দুষ্মন্ত? তোকে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' সিনেমার রোগা ভূতের ক্যারেক্টারে ভাল মানাবে।"

হাড্ডি বলল, "ঠিক আছে, দুষ্মন্ত বাদ দে, আমাকে অন্তত শকুন্তলার পাশের হরিণটা তো করতে পারত। কাছ থেকে কাঁকনকে দেখতাম। দেখতাম, কী এমন আছে ওর যে, তাজুটা ওর কথা চিন্তা করে সারাদিন ষাঁড়ের মতো ফোঁসফোঁস করে নিশ্বাস ফ্যালে!"

"হরিণ, তুই?" লাল হাসল, "শকুন্তলার পাশে কোনও গোরু থাকলে, তার রোলে তোকে ভাল মানাত, বুঝলি?"

হাড্ডি তেড়েমেরে একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু উপালি হাত তুলে বাধা দিল। বলল, "ওঃ, তোমরা থামবে? তখন থেকে ঝগড়া করছ। তা, কখন খাবারদাবার দেবে? খেয়াল আছে ক'টা বাজে? খিদে পায় না তোমাদের?"

"আরে, এখানেও ছানাদা! ওর বন্ধুর কেটারার নাকি খাবার দেবে! শালা, দাঁড়া দেখছি।"

উপালি শুনল যেতে-যেতে লাল বলছে, "আমি কিন্তু খাব না। ওই ছানার বাচ্চার মাতব্বরি সহ্য হয় না আমার।"

হাড্ডি বলল, "ফালতু ঝাড় করিস না। এটা কি ছানাদার বাপের বিয়ে নাকি যে, এখানে ওর মাতব্বরি চলবে? পাড়ার অনুষ্ঠান। তোকে খেতেই হবে।"

লাল চলে গেলেও উপালি দেখল, মাঝপথ থেকে হাড্ডি ফিরে এল ওর কাছে। এবার চোখে-মুখে ইয়ারকির ছাপ নেই। কাছে এসেই ও উপালিকে জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে, তাজুর সঙ্গে তোর কিছু হয়েছে?"

"মানে?" প্রশ্নের গতিপথ চিন্তা করে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল উপালির।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"তাজু তোর সঙ্গে অভদ্রতা করেছে কিছু?"

উপালি ঠোঁট কামড়াল। হাড্ডি কি কিছু জানে? কেউ বলেছে, না গেস করছে? পাড়ার আর কে-কে জানে এসব? ভয়ে, লজ্জায় নিমেষে ঘেমে গেল ও। ইশ্, কী কেলেংকারি!

"শোন, আমাকে গাধা মনে হয় তোর? ক'দিন যাবৎ দেখছি তুই কেমন হয়ে আছিস। মন খারাপ তোর? আজকেও বিকেল থেকে অপরাধী চোখে তাকাচ্ছিস তাজুর দিকে। কী কেস?"

উপালি মাথা নিচু করল। কী বলবে ও? কী বলতে পারে? সব কি আর বলা যায়? উপালি অন্তত বলতে পারে না। তবু ও বলল, "না, সামনে পরীক্ষা তো, তাই... মানে..."

"আমাকে ঢপ দিয়ো না। যাক গে, না বললে না বলবি। শোন, যদি আমায় দরকার পড়ে, বলবি। লজ্জা পাবি না, কেমন? দাঁড়া, খাবার আর ছানা ব্যাটার খবর নিয়ে আসি। তা ছাড়া ছোট্ট একটা কাজও রয়েছে।"

উপালি মাথা নাড়ল। হাড্ডি হেসে ওর মাথায় একটা ছোট্ট চাঁটি মেরে চলে গেল সামনের দিকে।

গ্রিনরুম থেকে তিন-চারজন মেয়ে একসঙ্গে বেরিয়ে এল। অর্থাৎ গ্রিনরুমে কাঁকন একা রয়েছে। উপালি দেখল, মোমদি গ্রিনরুমের সামনে থেকে মোবাইলে কথা বলতে-বলতে চলে গেল অন্য দিকে। ও শুনল, গ্রিনরুম থেকে বেরোনো মেয়েগুলো ওর সামনে দিয়ে যেতে-যেতে হাসছে। ওদের কথা শুনে বুঝল, মোমদির কোনও গোপন ফোন এসেছে, তা-ই নিয়েই ওরা হাসাহাসি করছে। কার ফোন? শৌর্যদার? আজ তো এই গ্যাদারিংয়ে শৌর্যদা নেই।

মউমা এখনও ফিরল না। কী করছে কে জানে! চেয়ার থেকে উঠল উপালি। স্টেজের পিছনে গ্রিনরুমের পাশে একটা বড় ছাতিম গাছ আছে। ওখানে কেউ নেই। জায়গাটা অন্ধকার, নির্জন। উপালি হাঁটতে-হাঁটতে গাছের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অক্টোবরের আজ ২১ তারিখ। ঠান্ডা পড়তে এখনও দেরি। তবে মাঝে-মাঝে হাওয়ার ভিতরে লুকিয়েচুরিয়ে কিছু শীত এসে আচমকা হামলা চালাচ্ছে। চুড়িদারের ওড়নাটাকে গায়ে জড়িয়ে নিল ও। আজকাল একা থাকতেই ভাল লাগে ওর। ভাল লাগে, আবার কষ্টও

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

হয়। মনে হয় কী যেন নেই। কে যেন নেই। কে নেই? উত্তরটা মনে করতে সব সময় ইচ্ছে করে না।

উপালি আকাশের দিকে তাকাল। আকাশে ক্রিসপি কুকির মতো চাঁদ উঠেছে। কাল কোজাগর। লক্ষ্মীপুজো। আপনা থেকেই দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল উপালির। চতুর্দিকে উৎসব, শুধু ওর মনে কোনও রোশনাই নেই, বাদ্যি নেই। সেখানে প্যান্ডেল খুলছে কিছু মানুষ, শূন্য মঞ্চ থেকে নামিয়ে আনছে আলো।

একবার গ্রিনরুমের দিকে তাকাল উপালি। কাঁকন এখনও বেরোয়নি। পারেও বটে ন্যাকামো করতে। মেয়ে পুরো চোস্ত। ছেলেদের নাচাতে ওস্তাদ। কিন্তু মুখে সব সময় এরকম ভাব যেন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন চালায়। কখনও মিল্টনকে নাচাচ্ছে, কখনও তাজুকে খেলাচ্ছে। যে কলেজে পড়ে, সেখানে আর ক'জন কিটস, শেলি, বায়রন আছে, ভগাই জানে। বিরক্তিতে মুখ ঘুরিয়ে নিল উপালি, যদিও কাঁকন উপালির সঙ্গেও খুব ভাল ব্যবহার করে। তবু ইদানীং কাঁকনকে সহ্য করতে পারে না ও। এই যেমন আজ বিকেলে, নাটকের আগে কাঁকন তো নিজেই এসেছিল কথা বলতে। ন্যাকামো করে জিজ্ঞেসও করেছিল, "এই উপালি, আজকাল কী হয়েছে রে তোর, আমার সঙ্গে কথা বলিস না কেন?"

"কই? আসলে পাড়ায় আড্ডা মারার সময় পাই না। সামনে টেস্ট তো," দায়সারা উত্তর দিয়েছিল উপালি।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে কাঁকন আবার বলেছিল, "তোর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে। এখন কথা বলা যাবে?"

"এখন?" মনে-মনে বাহানা তৈরি করছিল উপালি। বলেছিল, "এখন না, পরে অন্য কোনও সময়।"

"কিন্তু, কথাটা জরুরি।"

'প্লিজ, পরে। আমার সময় নেই।" শেষের তিনটে শব্দ একটু রূঢ়ভাবেই বলেছিল উপালি।

কাঁকন হেসে বলেছিল, "তবু, আমার কিছু কথা আছে... আসলে... একটা ডিসিশন...।"

আর শোনেনি উপালি। ন্যাকামো দেখে হাতে-পায়ে জ্বালা করছিল। প্রায়

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

পৌনে এগারোটা বাজে। এরা কি খাবারদাবারের ব্যবস্থা করবে না? আর তো বাইরে থাকা যায় না। বাবা এবার খুব বকবে। উপালি এই নির্জন গাছতলা থেকে পিছনে ঘুরল। আর ঠিক তখনই চিৎকারের সঙ্গে ধুপধাপ পায়ের শব্দ শুনল। নিমেষে স্থির হয়ে গেল উপালি। গন্ডগোল লাগল নাকি? কোথায়? কাছেই গোপাল ব্যানার্জি লেন। ওই জায়গাটা খুব একটা সুবিধের নয়। তবে কি বাড়ি চলে যাবে? কিন্তু কিছু ডিসিশন নেওয়ার আগেই গন্ডগোলটা এগিয়ে এল। পায়ের শব্দ আর চিৎকার মানুষের মূর্তি হয়ে সামনে চলে এল। এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে উপালি দেখল, হাড্ডিকে তাড়া করে আসছে মিল্টন। হাড্ডির রোগা শরীরটা প্রায় উড়তে-উড়তে চলে এসেছে গ্রিনরুমের সামনে, আর পিছনে মিল্টন অশ্রাব্য গালাগাল দিতে-দিতে আসছে। দু'জনেরই কোনওদিকে খেয়াল নেই। উপালি দেখল, হাড্ডি নিজেকে বাঁচাতে সটান ঢুকে গেল গ্রিনরুমে। আর খ্যাপা কুকুরের মতো মিল্টনও ফলো করল ওকে। চল্লিশ সেকেন্ডের মাথায় চিৎকারটা শুনল উপালি, দেখল, চিৎকারের পিছন-পিছন বেরিয়ে এল হাড্ডি। সেও চেঁচাচ্ছে। বলছে, "এই জানোয়ারটা অসভ্যতা করছে কাঁকনের সঙ্গে। ছি, ছি! তোরা আয়। দ্যাখ, মিল্টনটা কত বড় জানোয়ার।"

স্টেজের উপর থেকে ডেকরেটর্স-এর লোকরা, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পাড়ার ছেলেরা, মেয়েরা সকলে এসে জড়ো হল গ্রিনরুমে ত্রিপলের সামনে। ইতিমধ্যে মিল্টন আর কাঁকনও এসে দাঁড়িয়েছে বাইরে। কাঁকনের চিৎকার আর কান্না মিশে যাচ্ছে একে অপরের সঙ্গে। মিল্টন হাত-পা নেড়ে বোঝাতে চাইছে যে, ও নির্দোষ। কিন্তু পাবলিক দেখছে, কাঁকন কাঁদছে। উপালি পায়ে-পায়ে এসে দাঁড়াল ভিড়ের শেষে। আশপাশের বাড়ি থেকেও লোকজন বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। উপালি দেখল, বাবাও আসছে।

কাঁকন কেঁদে চলেছে এখনও। পাড়ার লোকজন ক্রমশ ঘন হচ্ছে মিল্টনের চারদিকে। ছানাদাও হাজির। আর শুধু হাজিরই নয়, সে মিল্টনের কলার ধরে ফেলেছে। উপালি দেখল, হাতে একটা উইকেট নিয়ে তাজু নাচাচ্ছে মিল্টনের সামনে। ওই ছানাদা একটা থাপ্পড় মারল। বীরেশজেঠু রদ্দার মতো চালাল মিল্টনের ঘাড়ে। পেশিবহুল মিল্টন এসব হজম করতে-করতে এখনও নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। হাড্ডিও তার পাশে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

বর্ণনা করছে, ও কী দেখেছে সেই দৃশ্য। মিল্টন নাকি কাঁকনের জামা ধরে টানছিল। চুমু খাওয়ার চেষ্টা করছিল নাকি কাঁকনকে।

হাড্ডির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় লোকজন আরও খেপে উঠল। চড়-রদ্দার পরিমাণ ক্রমশই বাড়তে লাগল। দু'-একজন চিৎকার করে বলতে লাগল, "শ্লীলতাহানির জন্য পুলিশ ডাকো।" আর ভিড়ের শেষে দাঁড়িয়ে, মানুষজনের ফাঁক দিয়ে উপালি অবাক হয়ে দেখল, তাজুর চড় আছড়ে পড়ল মিল্টনের গালে।

"আরও মার ব্যাটাকে। বদ ছেলে একটা।" উপালি চমকে উঠে দেখল, ওর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে হাড্ডি। কখন যে ভিড় ছেড়ে বেরিয়ে উপালির পাশে এসে ও দাঁড়িয়েছে, উপালি লক্ষই করেনি। ও বলল, "কী হয়েছে বলো তো?"

হাড্ডি বলল, "আর বলিস না, আমি দেখি কী জানিস? মিল্টন কাঁকনের সঙ্গে অসভ্যতা করছে। মেয়েটাকে একা পেয়ে জানোয়ারটা... ছি ছি!"

"একা পেয়ে? কী বলছ তুমি? আমি তো দেখলাম তুমি আগে ঢুকলে গ্রিনরুমে, তারপর মিল্টনদা। তা হলে একা পেল কী করে?"

"অ্যাঁ?" হাড্ডির মুখের রং পালটে গেল নিমেষে।

"হ্যাঁ, আমি ওই ছাতিমতলায় দাঁড়িয়ে যে দেখলাম।"

"দেখলি?" হাড্ডির মুখ এখনও অন্যরকম।

"মিল্টনদা সত্যি-সত্যিই ওরকম করেছে?" উপালির গলায় সন্দেহ।

"হ্যাঁ... মানে... হ্যাঁ করেছে," হাড্ডি নিজেকে সামলাল।

"কিন্তু আমি যে দেখলাম..."

"ভুল দেখেছিস।"

"মানে?" উপালি ভুরু কোঁচকাল।

"মানে, চুপ। চেপে যা।"

"চেপে যাব? কেন? নির্দোষ একজনকে..."

"চুপ উপালি। একেবারে চুপ। তুই কিছু দেখিসনি।"

"আশ্চর্য! দেখিনি মানে? মিল্টনদা তো কিছু করেনি। তুমি তো এর আগে ছিলে।"

"তাজুকে চাস তুই?" চাপা গলায় প্রশ্ন করল হাড্ডি।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"এর সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?"

"আঃ, চুপ কর তুই। তাজুর জন্য। প্লিজ়, চুপ।"

থ হয়ে গেল উপালি। অবিশ্বাসভরা চোখে হাড্ডির দিকে তাকাল ও। আচ্ছা, এভাবেই কি তাজু আর কাঁকনের মধ্য থেকে কাটিয়ে দেওয়া হল মিল্টনকে? হাড্ডি সব জেনেও এমনটা পারল? উপালি নিজের দাদার মতো দেখত না ওকে? তা হলে? চোখ ফেটে জল আসছে উপালির। তাজু তা হলে সত্যিই ওর হবে না? তা হলে কি চুম্বন ফিরিয়ে দেওয়ার সেই দু'-এক মুহূর্ত অলীক? ভুল? ও চোখের জল সামলাতে উপর দিকে তাকাল। দেখল, ছাতিম গাছের ফাঁকফোকর দিয়ে আকাশ থেকে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে ফ্যাকাশে হলুদ মুখের এক রাক্ষস!

টিক, টিক...

ঝড় থামার পর বাড়িটা এখন থমথম করছে। মনে হচ্ছে আকাশ থেকে একপাহাড় মেঘ এসে ঢুকে পড়েছে ওদের বাড়ির মধ্যে। পুজোর দিনে এমন গুমোট থমথমে আবহাওয়া ভাল লাগে কারও? শৌর্য জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। চারদিকে মেঘ করে আছে বেশ। আজ সকাল থেকেই ব্যাপারটা হয়েছে। কিন্তু কাল রাতেও তো ফটফটে জ্যোৎস্না ছিল। মেঘের দিকে চোখ রেখে বুকের ভিতরের টেনশনটা আবার বুঝতে পারল শৌর্য।

অফিস শেষ করে বাড়ি ফিরতে-ফিরতে অনেক রাত হয়েছিল গতকাল। কিন্তু আজ লক্ষ্মীপুজোর ছুটি আছে বলে ভেবেছিল অনেক বেলা করে ঘুমোবে। তবে ভাবনা সফল হয়নি। আচমকা চিৎকার-চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল শৌর্যর। কষ্ট করে চোখ খুলে দেখেছিল সকাল আটটা। শুনেছিল, কাকিমা ভার্সাস ছানাদা ও ছানাদার বউয়ের মহাসংগ্রাম শুরু হয়েছে। ওফ, আবার! কানের উপর বালিশ চাপা দিয়ে পাশ ফিরে শোয়ার চেষ্টা করেছিল শৌর্য। পারেনি। তবে ঝগড়ার মধ্যে 'কাঁকন' নামটা ঘুরেফিরে আসছিল, 'গতকাল রাত' শব্দটাও ঘুরেফিরে আসছিল। বিরক্ত লাগছিল শৌর্যর। এদের ঝগড়া করার একটা ছুতো চাই।

তবে ঝগড়াটা একটানা হচ্ছিল না। থামছিল, হচ্ছিল, আবার থামছিল।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

ঠিক যেন শরৎকালের বৃষ্টি। অস্বস্তির সঙ্গে লজ্জাও লাগছিল শৌর্যর। আজ বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো বলে কাকিমার বাপের বাড়ির বেশ অনেকেই এসেছে। তাদের সামনে কাকু-কাকিমা যে কী করে না! অবশ্য কাকিমার হয়তো লজ্জা নেই, কিন্তু শৌর্যর আছে।

এর মধ্যে আর-একটা ঝঞ্ঝাটও রয়েছে। কাকিমার দাদার দুই মেয়ে এসেছে বাড়িতে। সতেরো থেকে কুড়ির মধ্যে বয়স। দু'জনেই ঘুম থেকে ওঠা ইস্তক এই সকাল সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত ছিনে জোঁকের মতো লেগে রয়েছে শৌর্যর পিছনে। বিরক্ত লাগছে শৌর্যর। কিন্তু কী করবে? কাকিমার দাদার মেয়ে বলে কথা।

মেয়ে দু'টোর অদ্ভুত আবদার। রাহুল দ্রাবিড়ের সই করা গেঞ্জি চাই। সচিনের গ্লাভস চাই। সৌরভের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে হবে। ধোনির সঙ্গে ফোটো তোলার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আরে বাবা, এসব হয় নাকি? ওদের অনেক করে বোঝানোর চেষ্টা করেছে শৌর্য। কিন্তু কিছুতেই বুঝছে না ওরা। ওদের হিসেবটা স্পষ্ট, স্পোর্টস জার্নালিস্টরা নাকি ইচ্ছে করলেই এসব করতে পারে। হ্যাঁ, সৌরভ-সচিনের সঙ্গে ভালই আলাপ আছে শৌর্যর, তা বলে এসব ছবি, টি-শার্ট, আলাপ, হয় নাকি? বিনীতভাবে এসবের কোনওটাই সম্ভব নয় বলার পর ওরা বলেছিল, "তোমাদের খুব ঘ্যাম না? সব দারুণ-দারুণ প্লেয়ারদের সঙ্গে ওঠাবসা করো তো, তাই আমাদের পাত্তা দাও না।"

কোনও উত্তর না দিয়ে হেসেছিল শৌর্য। ওদের কীভাবে বোঝাবে, সাংবাদিকতার মতো চাপের প্রফেশন খুব কম হয়?

সাধারণ পাঠক তো শুধু বিখ্যাতদের সঙ্গে মেলামেশাটাই দ্যাখে, কিন্তু সাংবাদিকদের লেখা, তাদের অ্যানালিসিস, তাদের সিনসিয়ারিটি ক'জন লক্ষ করে? সকলে বড়-বড় নামের ছটা দ্যাখে। কিন্তু এদের কীভাবে বোঝাবে, যেটাকে আলো বলে মনে হয়, তা আসলে প্রতিফলিত, রিফ্লেক্টেড গ্লোরির জীবন। ক'জন সাংবাদিক তাদের চাকরি শেষ হওয়ার পরও মানুষের মনে থেকে যায়?

জানলা থেকে মুখ সরিয়ে চুলটা আবার আঁচড়াল শৌর্য। স্নান শেষ করে দুটো টোস্ট খেয়েছে সবে। ও একবার নিজের হাতটা দেখল। হাত আর

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

ঘাড়ের কালশিটে ভাবটা অনেকটা কমে গিয়েছে এখন। প্রায় বোঝাই যায় না যে, এখানে উইকেট দিয়ে মিল্টন মেরেছিল। ছেলেটা অত্যন্ত বাজে। বাজে আর নোংরা। এখনও খেলার সময় মিল্টনের কথাটা মনে পড়লে, রাগে শরীর রি-রি করে শৌর্যর। খেলা তো হচ্ছিল খেলার স্পিরিটে, তার মধ্যে ওরকম নোংরামো কেন? ওভারের শেষ বলটার আগে যখন এগিয়ে এসেছিল মিল্টন, শৌর্য বুঝতে পারেনি ওরকম খারাপ কথা বলবে ও। পরপর তিনবার মিল্টনকে আউট করে বেশ খুশিই ছিল শৌর্য। কিন্তু হঠাৎ মিল্টন কাছে এসে চাপা গলায় বলেছিল, "আমার ডার্লিংয়ের সামনে আমাকে তুই মুরগি করেছিস, এই লাস্ট বলে তোকে এমন ক্যালাব যে, তুই তোর গুষ্টিসুদ্ধু পালাবি। ছানাদা যা করতে পারেনি, ওর বাড়ির ভাবী জামাই হিসেবে তা আমিই করব। পেঁদিয়ে তোদের পাড়া ছাড়া করে দেব। শালা, নে বল কর এবার।"

তা বল করেছিল শৌর্য। সর্বশক্তি দিয়ে গুড লেংথ স্পটে রাখতে চেয়েছিল বলটাকে। কিন্তু অতিরিক্ত জোর প্রয়োগ করাতেই বোধহয় বলটা শর্ট পড়েছিল। পিচের রাস্তার ছোট্ট ভাঙা গর্তে পড়ে বলটা আচমকা লাফিয়ে উঠেছিল। বলের গতি বুঝতে না পেরে লাইন মিস করেছিল মিল্টন। আর বলটা সটান গিয়ে লেগেছিল ওর নাকে। ক্যাম্বিস বল হলেও মারটা সামলাতে পারেনি ও। ঘুরে পড়ে গিয়েছিল উইকেটের উপর। তারপরই আচমকা শৌর্যর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মিল্টন। শৌর্য বোঝে, খেলা ভেস্তে গেলেও জিত কিন্তু ওরই হয়েছিল। হার মেনে নিতে না পেরেই মিল্টন সেদিন ওরকম করেছিল।

যাক গে, যা হওয়ার হয়েছে, এবার বেরোতে হবে। হ্যাঁ, অফিস ছুটি হলেও একটা কাজ আছে। পরশু অস্ট্রেলিয়া চলে যাচ্ছে ও। ইন্ডিয়ার টুর কভার করবে ও। এটাই ওর জীবনের প্রথম বড় অ্যাসাইনমেন্ট। অফিসের মিত্তিরদার দাদা নাকি অস্ট্রেলিয়ায় থাকে, সিডনিতে। মিত্তিরদার স্ত্রী তাদের জন্য কিছু পাঠাবে শৌর্যর হাত দিয়ে। শৌর্যর আজ দুপুরে মিত্তিরদার বাড়িতে নেমন্তন্ন প্লাস জিনিস নিয়ে আসার ডিউটি।

সিডনি! বুকটা ঢিপঢিপ করছে শৌর্যর। স্টিভ ওয়র মাঠ। এখানেই টেস্ট জীবন শেষ করেছেন ওয়। স্টিভ ওয়কে ইন্টারভিউ করার কথাও রয়েছে।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

এই সব মানুষের সামনে দাঁড়ালে নিজেকে খুব ছোট মনে হয় ওর। ধন্য মনে হয়। তা ছাড়া জীবনের প্রথম বিদেশ সফর বলেও একটা টেনশন আছে। তবে এ সমস্ত ছাপিয়ে আজকের গ্র্যান্ড টেনশনটা অন্যরকম। একটা ছোট্ট 'হ্যাঁ' বা 'না' জীবনের অনেক কিছু পালটে দিতে পারে।

গতকাল অফিস থেকে মুমুকে ফোন করেছিল শৌর্য। জিজ্ঞেস করেছিল, "আর কতদিন ওয়েট করব আমি?"

মুমু বলেছিল, "অস্থির হলে হবে?"

"হ্যাঁ হবে," একটু রাগই হয়েছিল শৌর্যর, "তুমি আমাকে ভালবাসো কি না, বলতে পারছ না? দু'দিন পর আমি প্রায় মাস দেড়েকের জন্য বাইরে যাচ্ছি। কঠিন কাজ। অনিশ্চয়তা নিয়ে ভাল করে কাজ করতে পারব ভেবেছ? প্লিজ 'হ্যাঁ', 'না' কিছু একটা বলে দাও।"

"ঠিক আছে," ছোট্ট করে উত্তর এসেছিল।

"কী ঠিক আছে? ভালবাসো, না বাসো না? কোনটা?" ভীষণ অধৈর্য হচ্ছিল শৌর্য।

"তুমি কাল একটা জায়গায় আসতে পারবে?"

"কাল? ঠিক আছে, কখন, কোথায় বলো?" শৌর্য অস্থিরভাবে জানতে চেয়েছিল।

পরের মিনিট দু'য়েক সময় আর স্থানের নির্দেশ মনে-মনে টুকে নিয়েছিল শৌর্য।

ফোনটা বন্ধ করে পকেটে ঢোকাতেই জিশান এসে টোকা দিয়েছিল পিঠে। শৌর্য পিছনে ফিরে দেখেছিল যে, জিশান হাসছে। শৌর্য ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করেছিল, "কী রে, তুই হাসছিস কেন?"

জিশান বলেছিল, "এই তোকে দেখে হাসছি। কাল বাদে পরশু তুই জীবনের প্রথম বড় অ্যাসাইনমেন্ট কমপ্লিট করতে যাচ্ছিস, সেদিকে খেয়াল নেই, ফালতু প্রেম নিয়ে পড়েছিস!"

"ফালতু মানে? জানিস, কাল আমি..."

শৌর্যকে শেষ না করতে দিয়ে জিশান বলেছিল, "কাল তুই কী? একটা মেয়ে তোকে নিজের ডিসিশন জানাবে, এতেই তুই লটরপটর করছিস? এই বুকের জোর নিয়ে স্টিভ ওয়র সামনে দাঁড়াবি কীভাবে?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

শৌর্য বিরক্ত হয়েছিল, "থাম তো, সব সময় তোর এই বিবেকগিরি ভাল লাগে না। সকলে তোর মতো ওরকম স্টোন হার্টেড নাকি রে? যত্ত সব!"

"স্টোন হার্টেড!" আবার হেসেছিল জিশান, "না রে, শৌর্য। ব্যাপারটা তা নয়। আসলে তোকে সাবধান করছি আমি। প্রেম সাংঘাতিক জিনিস। যে পেল, পেল। আর যে পেল না, তার যে কী ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া হয়..."

"কেন তোর হয়েছে নাকি?" খুঁচিয়েছিল শৌর্য।

ঠোঁট কামড়ে জিশান তাকিয়েছিল ওর দিকে। তারপর আলতো গলায় বলেছিল, "স্টিভ ওয়কে সেই ১৯৯৯-এর ওয়ার্ল্ড কাপের সাউথ আফ্রিকা ম্যাচের একশোটার কথা জিজ্ঞেস করিস, ওর টেস্ট টিম থেকে বাদ পড়ার কথা জিজ্ঞেস করিস। ওরকম টেকনিক নিয়েও বত্রিশটা সেঞ্চুরির কথা জিজ্ঞেস করিস।"

শৌর্য আবার জিজ্ঞেস করেছিল, "বল না জিশান, তোর কোনও কেস হয়েছিল?"

জিশানের মুখের হাসি আবার ফিরে এসেছিল। ও বলেছিল, "একদিন আমাকেও একটা মেয়ে বলেছিল এক জায়গায় আসতে। মেয়েটা আমাকে একটা উত্তর দেবে বলেছিল। বলেছিল, উত্তরটা জরুরি। কিন্তু বাড়ির একটা ঝামেলায় আমি পৌঁছোতে পারিনি, জানিস! আসলে তারপর থেকে আমি কোথাও পৌঁছোতে পারিনি। মেয়েটার এখন একটা ছেলে আছে। বছর দুয়েক বয়স, ভারী সুন্দর দেখতে। রিকশা করে যখন বাপের বাড়ি আসে, আমি দেখি। আমি হাজার কাজ করলেও ওই বাচ্চার সুন্দর মুখটা ভিতরে-ভিতরে আমাকে পোড়ায়। আমার সব জ্বালানি শেষ করে দেয়। না, কোনও কাজই আর ভালবেসে করতে পারি না আমি। আমি জানি, আমার উন্নতি হবে না। আর জানিস, সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার কোনটা? কোনও কিছু হবে না জেনেও আমার খারাপ লাগা নেই, আমার ঘুরে দাঁড়ানোর জেদ নেই। আনরিকোয়াইটেড লাভ এটাই করে। মানুষকে ইনডিফারেন্ট করে দেয়। আমি চাই না তোর এমন হোক। মেয়েটা তোকে যেখানে যেতে বলছে, যা। যা বলবে, শোন। কিন্তু বেশি মনে নিবি না। তোকে সামনে আরও অনেক অ্যাসাইনমেন্ট হ্যান্ডেল করতে হবে।"

শৌর্য দেখেছিল লম্বা করিডোর দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে জিশান। চলে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

যেতে-যেতেও জিশান থমকে দাঁড়িয়েছিল। তারপর ওর দিকে ঘুরে বলেছিল, "শোন, যা বললাম এতক্ষণ সব কিন্তু বানানো, ঢপ। ঠিক সময়ে, ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাস কিন্তু।"

শৌর্য জানে না জিশানের কোনটা সত্যি, আর কোনটা মিথ্যে। তবে ও নিজে এই সাক্ষাৎ মিস করবে না। সময় আর স্থানের নির্দেশ আবার মনে-মনে আউড়ে নিয়েছিল শৌর্য।

আজ সেই সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে যেতে হবে শৌর্যকে। 'হ্যাঁ' বা 'না', কোনটা বলবে মুমু? আসলে মেয়েটাকে ঠিক বুঝতে পারে না ও। খুব একটা দেখাসাক্ষাৎ করতে চায় না মেয়েটা। মূলত ফোনেই কথা হয়। সেখানে, এক-একদিন খুব ভাল করে কথা বলে, আবার এক-একদিন তেমন গা লাগায় না। এই যেমন, কয়েক মাস আগে নিজেই ফোন করে বলেছিল, প্লেয়ার আনতে হবে কলেজে। পরে নিজেই ফোন করে তা ক্যানসেল করেছে। কেন, কে জানে। মেয়েটা কি খুব মুডি? ওকে পছন্দ করে ঠিক ডিসিশন নিয়েছে তো শৌর্য? হ্যাঁ, ঠিকই করেছে ও। অমন নরম চোখের মেয়েকে না ভালবেসে পারা যায়? তাই তো মেয়েটাকে নিজের মনের মধ্যে আগলে রেখেছে ও। একেবারে নিজের মতো করে আদরের নাম দিয়েছে মুমু, যদিও তা ওকে জানায়নি।

"কী রে তুই বেরোচ্ছিস?" ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল লাল।

"হ্যাঁ, ওই মিত্তিরদার বাড়িতে লাঞ্চের নেমন্তন্ন আছে।"

"ও। পুজো কিন্তু সাড়ে পাঁচটায় শুরু হবে, তার আগে ফিরবি তো?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, পুজো মিস করব নাকি?"

লাল বলল, "ওসব না বলে, ঠিক সময়ে ফিরে আসিস। বাবার কিন্তু সকাল থেকে মটকা গরম। না ফিরলে কিন্তু তুইও ঝাড় খাবি। তখন কোনও অস্ট্রেলিয়ান বা ইন্ডিয়ান ক্রিকেট বোর্ড থেকে বাঁচাতে আসবে না, বুঝলি?"

শৌর্য হাসল, "এত মাথা গরম কেন?"

লাল দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, "আরে, বলিস না। আজ ঝগড়াটা শুরু করেছে মা। গতকাল রাতে উপরের কাঁকনকে নিয়ে হেভি ক্যাচাল হয়েছে পাড়ায়। মিল্টন নাকি অসভ্যতা করতে গিয়েছিল ওর সঙ্গে। মালটা

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

ক্যালানিও খেয়েছে। তাই নিয়ে মা সাত-সকালবেলা উঠোনে দাঁড়িয়ে কাঁকনকে খোঁচা দিয়ে কথা বলছিল। ব্যাস, ছানাদার বউও রিপ্লাই দিয়েছে। তারপরই ধুন্ধুমার। মাইরি, এই বড়রা না একেবারে ঝাড় জিনিস। তুই দেখবি, পৃথিবীর সমস্ত গন্ডগোলের মূলে কিন্তু এই বড়দের তথাকথিত ম্যাচিওর্ড মাথা।"

"আঃ, মিল্টনের কী হল বল না? তোরা ওকে পুলিশে দিসনি? আমায় গত রাতে ফোন করলি না কেন? হাম্পু দিয়ে ছেড়ে দিতাম। পাড়াটা কি ওর দাদাগিরির জায়গা? আমায় মারল, একটা মেয়ের গায়ে হাত ছিল, আর তোরা ছেড়ে দিলি? সি এ বি-তে এখন যিনি আছেন, তাঁকে বললে না মিল্টনের দাদাগিরি বেরিয়ে যেত।"

"আরে," লাল হেসে হাত তুলল, "তোকে সেদিন মেরেছিল বলে এখনও এত রেগে আছিস ওর উপর? শোন, মিল্টনকে ওর বাড়ি থেকেই আজ জব্বলপুরে ওদের কোনও এক রিলেটিভের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে পাড়া আপাতত শান্ত। আর ফালতু পুলিশ হাঙ্গামা করলে মেয়েটার বদনাম হত।"

"মানে?" শৌর্য ভুরু কোঁচকাল, "যে অসভ্যতা করল তার লজ্জা নেই, ভিকটিমের লজ্জা! শালা, এ দেশের কুড়ি হাজার বছরেও কিছু হবে না।"

"শৌর্যদা, ও শৌর্যদা।" হাড্ডির গলা।

শৌর্য সচকিত হল। এই রে, ওকে তো এখনই বেরোতে হবে। এর মধ্যে আবার হাড্ডিটা এল? আচ্ছা, কোথাও বেরোবার আগেই কেন হাড্ডি আসে? ও কি 'শৌর্য বেরোচ্ছে', গন্ধ পায়? কিন্তু আজ আর ওর ভুলভাল কবিতা শুনলে চলবে না। মিত্তিরদার বাড়িতে আধ ঘণ্টার ভিতর পৌঁছোতেই হবে।

লাল জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, "দরজা খোলা আছে, চলে আয়।"

শৌর্য প্রমাদ গুনল। চাপা গলায় বলল, "লাল, হাড্ডিকে কাটিয়ে দিলে পারতিস কিন্তু।"

লাল বলল, "ও কিছু হবে না। তুই তোর মতো বেরিয়ে যাস।"

হাড্ডি ঘরে এসে ধপ করে চেয়ারে বসল। তারপর লালের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই, বাইরে দুটো ঝিকু টাইপের মেয়ে দেখলাম। কে রে?"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

লাল গম্ভীর মুখে বলল, "আমার বোন হয়, ফালতু কথা বলিস না।"

"ও," সামলে নিল হাড্ডি, বলল, "আসলে বুঝতে পারিনি। কোনওদিন দেখিনি তো।"

"দেখেছিস। তখন ছোট ছিল, এখন বড় হয়েছে।"

হাড্ডি ফিক করে হাসল, "শুধু বড় নয়, ভালও হয়েছে।"

লাল দাঁত খিঁচিয়ে বলল, "হাড্ডি, মারব এবার। কী জন্য এসেছিস বল?"

হাড্ডি উঠে দাঁড়াল, তারপর শৌর্যদার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার সঙ্গে দরকার আছে একটু।"

এই সেরেছে। হাড্ডির দরকারটা খুব ভালই জানে শৌর্য। আবার হাবিজাবি লেখা শুনতে হবে। ও বলল, "আমি তো এখনই বেরিয়ে যাব রে।"

"বেরোবে? তোমার অফিস তো সেই বিকেলে।"

"না রে, আজ লক্ষ্মীপুজো না? তাই ছুটি। আমার অন্য একটা জরুরি কাজ আছে।"

লম্বা শ্বাস ফেলল হাড্ডি। মুখ ব্যাজার করে বলল, "ও। ঠিক আছে, তবু আমার কথাটা প্লিজ় শুনে যাও।"

শৌর্য 'না' করার আগেই উঠে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত দিল হাড্ডি। তারপর বের করে আনল, না, কবিতা নয়, একটা পাঁচশো টাকার নোট। বলল, "এটাকে একটু খুচরো করে দাও না শৌর্যদা। কেউ দিতে পারছে না।"

"অ্যাঁ, পাঁচশো টাকা? কার কাছ থেকে গ্যাঁড়ালি রে?" লাল জিজ্ঞেস করল।

হাড্ডি পাত্তা না দিয়ে বলল, "বাবার কাছে ভাঙানি চাইলাম, বাবা খ্যাঁক-খ্যাঁক করে উঠল। বলে কিনা ভাঙানি করলেই আমি খরচ করে ফেলব।"

শৌর্য পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে টাকাটা ভাঙিয়ে দিল। মনে-মনে নিশ্চিন্ত হল। যাক, আর কাব্যি শুনতে হবে না।

লাল জিজ্ঞেস করল, "এত টাকা খুচরো করছিস কেন রে? কোনও কেস আছে নাকি?"

"না রে, আমার কপালে কেসটেস হয় না। আমি উপালিকে নিয়ে বিকেলে বেরোব একটু। ওর কী সব দরকার আছে।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"উপালি?" অবাক হল লাল, "ওর আবার কী কাজ আছে? আর তুই যাচ্ছিস কেন?"

"আরে, ওর জ্বর এসেছে আজ সকাল থেকে। তবু জেদ ধরেছে বিকেলে বেরোবে। খুব দরকারি কাজ আছে নাকি ওর। ফলে ওর মা বলল, আমি যেন ওকে নিয়ে যাই। আচ্ছা জিদ্দি মেয়ে।"

লাল মুখ বাঁকাল, "কাল ওই সব ঝুট-ঝামেলার পর তো উপালি খায়নি। দেখলাম, কাঁকনের সঙ্গে কী সব কথা বলে বাড়ি চলে গেল। ভালই করেছে তাজু ওকে পাত্তা না দিয়ে। এতদিন ভাবতাম মেয়েটা ভাল। কিন্তু এখন দেখছি ছিটগ্রস্ত আর একগুঁয়ে।"

হাড্ডি বলল, "না, না, তুই জানিস না, মেয়েটা ভাল। যাক গে, ভাল-খারাপ বাদ দে ওসব। আমি এখন আসি। বাই।" হাড্ডি যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমন হঠাৎ করেই চলে গেল।

মেঘটা আরও ঘন হয়েছে। হাওয়া দিচ্ছে বেশ। বৃষ্টি হবে নাকি? ছাতা নেবে? শৌর্য ভাবল যাক, একবার বেরিয়েই এসেছে যখন, তখন আর দরকার নেই।

"আরে শৌর্যদা, তুমি শুনলাম অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছ পরশু, সত্যি?" পাড়ার মোড়ে দেখা হওয়ামাত্র তাজু প্রশ্ন করল।

শৌর্য একটু অবাক হল। এই মেঘলা দিনে তাজুর মুখে রোদ্দুর। পাড়ার সবচেয়ে গম্ভীর ছেলেটা আজ হাসছে। বিরল কেস, ও জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাচ্ছিস?"

তাজু হাতের একটা বড় চকোলেটের প্যাকেট দেখিয়ে বলল, "তোমাদের উপরে যাচ্ছি।"

"ছানাদার কাছে?"

"না, কাঁকন ডেকেছে।" তাজুর মুখের হাসি উপচে পড়ছে রাস্তায়।

শৌর্য ঘড়ি দেখল। মুমুকে বড্ড ভালবাসে, আর বিশ্বাস করে ও। কিন্তু ও যা চায় তা হবে কি? সময় কাটছে। ওর বুকের ভিতর ঘড়িটাও বেঁজায় টিকটিক করছে। হ্যাঁ-না, হ্যাঁ-না। কী হবে আজ বিকেলে?

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

ভাঙা প্যাটন ট্যাঙ্ক

স্পেশ্যাল আফটার শেভ লোশন, গন্ধ তো নয় খবরের কাগজ, গালে লাগাতে না-লাগাতেই পাড়ায়-পাড়ায় খবর পৌঁছে যায়। একটা গন্ধের বুদ্‌বুদ তৈরি হয় চারপাশে, আর তার মধ্যে দাঁড়িয়ে সব কিছুই সুন্দর লাগে তাজুর। তবে এই আফটার শেভ লোশনটা রোজ-রোজ মাখে না তাজু। এটা ওর অকেশনাল ফ্র্যাগরেন্স। স্পেশ্যাল দিনে এটা ব্যবহার করে ও। এই যেমন আজ।

অন্যান্য লক্ষ্মীপুজোর দিনগুলো তাজু সারাদিন বাড়িতে থাকলেও আজ থাকতে পারবে না। বেরোবে, তবে সন্ধের আগে ফিরে আসবে ঠিক। অবশ্য সব যদি ঠিক থাকে। কথাটা মনে হতেই হাসি পেল তাজুর। ঠিক না থাকার কী হয়েছে? আর ঠিক না থাকলে কি কাঁকন ওকে আজ এভাবে ওর সঙ্গে যেতে বলত?

সেই ছায়াময় সন্ধের কথা মনে পড়লে এখনও গায়ে কাঁটা দেয় তাজুর। আধো অন্ধকার ঘরের মধ্যে কাঁকন এসে হাত ধরেছিল ওর। আনন্দে, উত্তেজনায় গলা বুজে এসেছিল তাজুর। কাঁকনের নরম স্পর্শ, ওর চুলের থেকে ভেসে আসা শ্যাম্পুর গন্ধ, সেই ঘোলাটে হলুদ মোমের আলো, তাজুর মনে হচ্ছিল এই জন্মে এমন মুহূর্ত আর আসবে না। ও ধরা গলায় বলেছিল, "কাঁকন, আমি তোমায়, মানে, তোমায়...।"

"প্লিজ", ক্লান্ত গলায় কাঁকন থামিয়ে দিয়েছিল ওকে।

"কেন কাঁকন?" কাঁকনের হাত ধরে জিজ্ঞেস করেছিল তাজু।

"আমাকে এভাবে বোলো না, আমার মন ভাল নেই। নানা সমস্যায় আমার কিচ্ছু ভাল লাগে না। কেউ ভালবাসা দিলেও তা নেওয়ার মতো অবস্থা আমার নেই।"

"কিন্তু আমি তো খুব ভালবাসি তোমাকে। তুমি এভাবে 'না' বলে দিয়ো না আমাকে," তাজু জেদের গলায় বলেছিল।

"তুমি বুঝবে না আমার প্রবলেম?" কাঁকন জানতে চেয়েছিল, "আমাকে সময় দেবে না একটুও?"

"কিন্তু আমার যে আজকাল সব সময় মন খারাপ থাকে, কষ্ট হয়। তুমি আমাকে..."

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

ওকে থামিয়ে দিয়েছিল কাঁকন। বলেছিল, "ঠিক আছে। তোমার কথা শুনলাম, সময়মতো জানিয়ে দেব। এখন কিছু বোলো না প্লিজ।"

আজ কি সেই সময়? তাই কি কাঁকন আজ ওর সঙ্গে তাজুকে বেরোবার প্রস্তাব দিয়েছে? কী বলবে কাঁকন? পজিটিভ না নেগেটিভ, কী হবে উত্তর? যা-ই হোক, তাজু জানে আজ নিজেকে বেস্ট ওয়েতে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে। নিজেকে কাঁকনের কাছে তুলে ধরতে হবে অনন্য করে। গতকাল নাটক শুরুর আগে হঠাৎ কাঁকন এসে আজ বিকেলে বেরোবার কথা বলেছিল তাজুকে। তাজু প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, "কাল বিকেলে? কিন্তু কাল তো লক্ষ্মীপুজো? মানে... বলছিলাম..."

কাঁকন বলেছিল, "সমস্যা আছে? তা হলে থাক। আসলে তুমি গেলে ভাল হত।"

বুকের ভিতরে মার্বেল গড়াচ্ছিল তাজুর। ও জিজ্ঞেস করেছিল, "কোথায় যাব?"

"কোথায়?" ঠোঁট টিপে ওর দিকে তাকিয়েছিল কাঁকন। চোখ সরিয়ে নিয়েছিল তাজু, না হলে নির্ঘাত মারা পড়ত। এরকম চোখ দিয়ে ভগবান কেন পাঠায় এদের!

কাঁকন বলেছিল, "কাল গেলে তোমার প্রশ্নের উত্তরটা পেয়ে যেতে।"

"উত্তর?" থতমত চোখে কাঁকনের দিকে তাকিয়েছিল তাজু। ভাবছিল পুজোর বিকেলে বেরোবে বললে মা খুব বকবে। বাড়িতে ঝামেলা হবে। তবে ওর এতদিনের সাধ্য-সাধনার উত্তর বলে কথা, ছেড়ে দেবে সুযোগ? এ যেন সারাজীবন জয়েন্টের জন্য খেটে রেজাল্ট না দেখতে যাওয়া। তবু শেষ চেষ্টা করেছিল তাজু, "এখন বললে হয় না?"

"এখানে বলব? মানাবে না। কাল গেলে ভাল হত," কেটে-কেটে বলেছিল কাঁকন।

এর পর আর কথা হয়নি কোনও, মোম এসে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল কাঁকনকে।

তা ভালই যখন হয়, তখন তো আদেশ মানতেই হবে। ফলে মা, পুজো এবং ঝামেলা ড্রিবল করে আজ তার বিশেষ আফটার শেভ লোশনটা মাখার স্টেজ পর্যন্ত অনেক কষ্টে পৌঁছেছে তাজু। মনে মনে একটা উৎসাহ পাচ্ছে।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

আজ সকালেও তো ওদের বাড়িতে গিয়েছিল তাজু। কাঁকন ডেকেছিল। কারণ, ও নাকি আবার কথা বলে কনফার্ম হতে চায়, যাওয়ার ব্যাপারে। তা, কনফার্মেশন দিয়েছিল তাজু। একেবারে চকোলেট সমেত কনফার্মেশন।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় অবশ্য ছানাদা ধরেছিল। খবর নিচ্ছিল মিল্টনের। তাজু বলে দিয়েছে যে, মিল্টন পগারপার। ও আর সিনে নেই। কাল যা উইকেটের কোঁৎকা দিয়েছে! শুনে হাঁফ ছেড়েছিল ছানাদা। বলেছিল, "যাক, আজ বিকেলে তা হলে নিশ্চিন্তে বেরোতে পারবে মেয়েটা।"

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে-নামতে হঠাৎ চিৎকার শুনেছিল তাজু। ছানাদার গলা। তাজু বুঝেছিল, আবার লালদের সঙ্গে লেগেছে। এরা কেন যে রোজ ঝগড়া করে!

মাকে বলে রাস্তায় বেরোল তাজু। আজ দুপুরের দিকে বৃষ্টি হয়েছে বেশ। রাস্তায় জল জমে গিয়েছে। আকাশ দেখে মনে হচ্ছে আরও বৃষ্টি হবে। তবে হাওয়া দিচ্ছে। কিন্তু মেঘগুলো এমন ছ্যাটা, কিছুতেই বিদায় হচ্ছে না। তাজু দেখল, আজও হাড্ডিদের বাড়িতে কাঁচা দুটো কাগজের নৌকো বানিয়ে জমে থাকা জলে ছাড়ছে। হাওয়ার সমর্থন পেয়ে নৌকোগুলোও তরতর করে এগোচ্ছে। আজ সত্যিই এগিয়ে যাওয়ার দিন।

"এই তেজেন্দ্র কোথায় যাচ্ছিস?" ডাক শুনে মুখ ফেরাল তাজু। হাড্ডি। এই রে, এখন যদি হ্যাজাতে শুরু করে, তা হলে কাঁকনের কাছে পৌঁছোতে-পৌঁছোতে কাঁকনের পরের এডিশন বাজারে নেমে যাবে। এটাকে কাটাতে হবে।

তাজু বলল, "খুব আর্জেন্ট কাজ আছে, এখন কথা বলতে পারছি না।"

"এঃ, এসব কী মেখেছিস? এরকম পাড়া ছাড়া করানো গন্ধ মেখেছিস কেন রে? ইশ্, মেয়েদের মতো মনে হচ্ছে। একটু আগে মোমকে দেখলাম কোথায় জানি বেরোচ্ছে। মোমও এরকম সেন্ট মাখেনি।"

"ভাগ শালা, হাড়ের গোডাউন। বুঝিস এসব? এটা স্পেশ্যাল আফটার শেভ লোশন। গিফট দিয়েছে ছোটকাকিমা। দাম জানিস? বুঝিস না, যখন-তখন কেন ফালতু বকবক করিস? আর তুই এমন ড্রেস দিয়ে কোথায় বেরোচ্ছিস?"

হাড্ডি হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে গেল, বলল, "সে দরকার আছে একটা। যাক গে, আমি যাই রে। কাজ আছে।"

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"কিন্তু কোথায় যাচ্ছিস?"

তাজুর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে হাড্ডি চলে গেল। একটু অবাক হল তাজু। হাড্ডি এমন অদ্ভুত ব্যবহার করছে কেন? যাক গে, ভাবল তাজু, এসব ভাবার সময় আর নেই।

বড় রাস্তার কাছে অপেক্ষা করবে কাঁকন। ঘড়ি দেখল তাজু। এতক্ষণে নিশ্চয়ই কাঁকন চলে এসেছে। আসলে, আজ সকালে কাঁকনই দিয়েছে প্ল্যানটা। বলেছে, পাড়ার বাইরে দেখা করবে ওরা। কারণ, ও চায় না পাড়ার কেউ ব্যাপারটা জানুক।

অক্টোবরের শেষ হলেও এই বিকেলের সময়টায় গরম বিশেষ কমেনি। বৃষ্টির পর হাওয়া দিলেও একটা বিজবিজ ঘাম হচ্ছে। হয়তো মেঘ করে আছে বলেই। বড় রাস্তা পর্যন্ত আসতে গিয়েই ঘেমে গেল তাজু। এই রে, গন্ধটা ঘামের সঙ্গে নষ্ট হয়ে যায়নি তো। দূর থেকে কাঁকনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল তাজু। আরেব্বাস, একটা মেয়ের জন্যই ওদের এই বড় রাস্তা পুরো টাইমস স্কোয়্যার হয়ে উঠেছে। জিন্‌স আর বেবি পিঙ্ক রঙের টি-শার্টে কাঁকন পুরো আয়েশা টাকিয়া। টেনশন হচ্ছে তাজুর। আবার মার্বেল গড়াতে শুরু করেছে বুকের মধ্যে। কী বলবে কাঁকন? এখনই কি বলবে? ও পকেট থেকে মাউথ ফ্রেশনার বের করে মুখে স্প্রে করে নিল একটু।

"ওঃ, ইউ আর হিয়ার", তাজুকে দেখে কাঁকন হাসল।

"হ্যাঁ," আমতা-আমতা করল তাজু। তারপর দ্বিধার সঙ্গে বলল, "কাঁকন, মানে, ইয়ে, ওই কী বলবে বলেছিলে, সেটা যদি..."

কাঁকন ঘড়ি দেখল। তারপর বলল, "এখানে না। চলো অন্য জায়গায় যাই।"

"অন্য জায়গায়? কোথায়?" তাজু অবাক হল একটু।

"ময়দান। এমন হাওয়া আর মেঘলা দিনে ময়দান দারুণ। অবশ্য কাদা হবে কিছু জায়গায়। তবে আমরা যেখানে দাঁড়াব, সেখানটা শুকনো। নুড়ি ফেলা। যাবে?"

ময়দানের নির্জনতায় ও আর কাঁকন। এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব আর কী হয়! আর সত্যি বলতে কী, কাঁকন যদি নরকেও যেতে বলে এখন, তাজু যাবে। ও রাজি হয়ে গেল।

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

সামনে থেকে ট্যাক্সি ধরল ওরা। তাজু ভেবেছিল একটু ঘেঁষাঘেঁষি করে বসবে, কিন্তু তা আর হল না। কাঁকন জানলার পাশে সেঁটে বসল। তাজুর ভিতর সব যেন কেমন লন্ডভন্ড হয়ে যাচ্ছে। মেয়েটা এত কাছে বসে রয়েছে, কিন্তু কিছুতেই মনের কথাটা বলছে না। কেন? কেন বলছে না? মেয়েটার উদ্দেশ্য কী? ফালতু-ফালতু ময়দান পর্যন্ত টানছে কেন ওকে? তাজু দেখল, কাঁকন ওর বাঁ হাতটা আলগোছে সিটের উপর রেখেছে। কুমোরটুলি থেকে অর্ডার দিয়ে বানানো ফরসা আঙুল। নখে সাদা বাউন্ডারি দিয়ে নেলপ্লস লাগানো। অনামিকায় পান্নার আংটি। দম বন্ধ হয়ে আসছে তাজুর। ধরবে হাতটা?

সারাটা রাস্তা কাঁকন প্রায় কোনও কথাই বলল না। তাজু দু'-একবার চেষ্টা করেছিল কথা বলার। কিন্তু মেয়েটা কেমন যেন চুপ মেরে গিয়েছে। এমন করে জানলা দিয়ে কলকাতা দেখছে যেন, এই প্রথম শহরে এল! আচ্ছা কাঁকনেরও কি ওর মতো টেনশন হচ্ছে? তাই কি ও এরকম খোলসে ঢুকে আছে?

ময়দান আজ বেশ ফাঁকা। দূরে-দূরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গাছগুলোকে আজ বড় বেশি নির্জন মনে হচ্ছে। তাজুরা যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানেও বেশ কয়েকটা গাছ রয়েছে। ফাঁকফোকর দিয়ে দূরের প্যাটন ট্যাঙ্কটা দেখা যাচ্ছে। কেমন লজ্‌ঝড়ে অবস্থা। আশপাশে গাছ থেকে পাতা খসে পড়ছে একটা-দু'টো করে। বেশ কিছু হলুদ-খয়েরি প্রজাপতি উড়ছে। ঘাসে-ঘাসে ফড়িং লাফাচ্ছে। ওফ, এই ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক চ্যানেলের মতো পরিবেশে কেন ওকে টানতে-টানতে আনল কাঁকন? প্রায় মিনিট দশেক হল ওরা এসেছে এখানে, কিন্তু মেয়েটা তেমন কোনও কথাই বলছে না এখনও। শুধু ঘড়ি দেখছে। কেন? আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারছে না তাজু। আচ্ছা বিটকেল মেয়ে তো! শালা, ভাও নিচ্ছে তো খুব! মনটা তেতো লাগছে তাজুর। পুরনো গোমড়া ছেলেটা আড়মোড়া ভাঙছে শরীরের ভিতরে। ভুরু দুটো আবার জড়ো হতে চাইছে কপালের মাঝখানে। মনের ভিতরে উলটে পড়ছে কাগজের নৌকো।

তাজু জিজ্ঞেস করল, "কী হল কাঁকন? কী বলবে, এবার বলো। দেরি করছ কেন?"

কাঁকন অন্যমনস্কভাবে বলল, "আইসক্রিম, যদি..."

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

"ও, আইসক্রিম খাবে? আমি এখনই আনছি," তাজু ঘুরে বড় রাস্তার দিকে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। কে ওটা? কে আসছে এদিকে? হাড্ডি! অ্যাঁ! হাড্ডি কী করছে এখানে?

তাজুকে অবাক করে হাড্ডি এসে দাঁড়াল ওদের সামনে। বলল, "ওঃ, লেট হয়ে গেল কাঁকন, সরি। ট্যাক্সি পাচ্ছিলাম না।"

"তু-তুই? এখানে? তখন দেখা হল বললি না তো! এসব কী? এর মানে কী?" তাজু একবার কাঁকন আর-একবার হাড্ডিকে দেখল।

হাড্ডি বলল, "অনেক কিছুই বলিনি তোদের। সকলের ভালর জন্য একটু লুকোচুরি খারাপ নয়।"

হাড্ডি আরও কিছু বলার আগেই কাঁকন বলল, "এসো শৌর্য। তুমি আজও লেট। কেন দেরি হল?"

তাজু পিছন ফিরে দেখল শৌর্যদা! ও-ও এখানে? এ কী রে, পুরো পাড়া ময়দানে চলে এসেছে নাকি? এবার কি তাজুর বাবা-মাও এখানে আসবে? তাজু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কাঁকনের দিকে। সব গুলিয়ে যাচ্ছে ওর। ঘাম হচ্ছে খুব।

কাঁকন বলল, "পেলে উত্তর?"

"অ্যাঁ? উত্তর!" তাজু এখনও ফ্যালফ্যাল।

"এই আমার আসল লোক," তাজু অবাক হয়ে কাঁকনের আঙুল লক্ষ করল।

হাড্ডি হাসল। বলল, "সরি ভাই!"

তাজুর অবাক চোখের সামনে দিয়ে কাঁকন এগিয়ে গিয়ে হাড্ডির হাত ধরল, তারপর নরম গলায় বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

তাজু দেখল বিগলিত হাড্ডির হাত ছাড়িয়ে কাঁকন গিয়ে দাঁড়াল শৌর্যর পাশে। তা হলে মুমু? কাঁকন আর শৌর্যকে পাশাপাশি দাঁড়াতে দেখে প্রথমে এটাই মনে এল তাজুর। লাল যে বলেছিল, মুমু বলে কোনও মেয়ের সঙ্গে নাকি ভাব রয়েছে শৌর্যর!

তাজু দেখল, শৌর্যর মুখ উজ্জ্বল। প্রাথমিক অনিশ্চয়তার ভাবটা কেটে এখন সূর্য উঁকি দিচ্ছে মুখে। ও শুনল, কাঁকন শৌর্যকে বলছে, "এখন আর অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে মন খারাপ করবে না তো? আর শোনো, ওদের গ্যালারি

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

থেকে দূরে থাকবে। মেয়েগুলো যা সব ড্রেসট্রেস পরে খেলা দেখতে আসে!"

তাজু আহত, বিস্মিত মুখে শৌর্যকে জিজ্ঞেস করল, "শৌর্যদা, মুমু তা হলে কে? মোম নয়?"

"মোম!" হাসল শৌর্য, "ও তো আমাদের মধ্যেকার মেঘদূত। প্রচুর হেল্প করেছে মেয়েটা। আমার চিঠি কাঁকনকে পৌঁছে দিয়েছে। সবটাই স্বার্থহীনভাবে করেছে মোম। আর লাল তোকে মুমুর ব্যাপারটা বলেছে, না? ব্যাটা সত্যি লুকিয়ে আমার ডায়েরি পড়ে তা হলে। জানিস তো আমাদের দু'বাড়ির কী অবস্থা। এসব জানাজানি হলে তো কেলেংকারি হত। তাই গোটা ব্যাপারটাই গোপনে ছিল। অবশ্য মুমু, মানে কাঁকন আমাকেও ঝুলিয়ে রেখেছিল। ডিসিশন নিতে পারছিল না।"

শৌর্যর কথার সূত্র ধরে কাঁকন বলল, "তারপর ডিসিশন নিলাম। মিল্টন যখন ওকে মারল, আমার এত কষ্ট হল। এত মন খারাপ হল যে, বুঝলাম আমি আর আগের মতো নেই। শৌর্যর জন্য কষ্ট হতে লাগল। মনে আছে, সেদিন সন্ধেবেলা যখন তুমি আমার কাছে এসেছিলে, আমি বলেছিলাম যে, আমার মন ভাল নেই। আসলে ওইভাবে মিল্টনের হাতে শৌর্যর মার খাওয়াটা কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। আর এও বুঝেছিলাম যে, আমি আর আমার নই। তাই তো হার্দিকের সঙ্গে গটআপ করে মিল্টনকে টাইট দিলাম। ব্যাপারটা রিস্কি ছিল কিন্তু সফল হল। তা ছাড়া আমি মন তৈরি করেই ফেলেছি। বাড়ির ব্যাপারে আর ভয় নেই আমার। ছানাদা কী বলল বা শৌর্যর কাকা-কাকিমা কী বলল, তা নিয়ে আমি আর কেয়ার করি না।"

হাড্ডি বলল, "কাঁকন মিল্টনকে বাঁশ দেওয়ার প্ল্যানটা বলাতে, আমি মাইরি কোনও কারণ বুঝতেই পারিনি। তবু, জানোয়ারটাকে টাইট দেওয়ার জন্য আমি রাজি হলাম। মিল্টনকে খেপিয়ে ওকে নিয়ে মেয়েদের গ্রিনরুমে ঢোকাটা কোনও ব্যাপার ছিল না। তবে উপালি পাগলিটা সব গুবলেট করে দিচ্ছিল আর-একটু হলে। ওঃ, কী করে যে ওকে সামলেছি। তবে, তোরা যা-ই বলিস, গোটা পাড়ার সামনে ফাটিয়ে অ্যাকটিং করেছি। সকলে ভাবল সত্যি বোধহয় মিল্টন কাঁকনের সঙ্গে অসভ্যতা করেছে।"

"কিন্তু মুমু আর কাঁকন?" গল্পের শেষে দাঁড়িয়েও রহস্য বুঝতে না পারা

Downloaded From : www.MonerSathe.com

www.MonerSathe.Com

জটায়ুর মতো নিজেকে লাগছে তাজুর। কষ্টের চেয়েও হতভম্ব ভাবটাই যেন বেশি গ্রাস করছে ওকে।

"ওটা আমার দেওয়া এমনই নাম। স্পেশ্যালও হল আবার গোপনও থাকল না?" শৌর্য হাসছে।

হঠাৎ রাগ হল তাজুর। এসব নাটক দেখাতে এতদূর টেনে আনল ওকে? কাঁকন যদি না-ই বলত, তা হলে এভাবে হ্যারাস করার মানে কী?

তাজুর মনে ছানাকাটা ভাব। কাঁকনকে দু' মিনিট আগে যতটা ভাল লাগছিল, এখন তো তেমন লাগছে না আর! কেন?

কাঁকন বলল, "প্লিজ় ডোন্ট গেট অ্যাংরি তাজু। আসলে তোমায় এমনই 'না' বললে তুমি মানতে চাইতে না। তাই এটার দরকার ছিল। তুমি তো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ো, জানো তো থিয়োরির চেয়ে প্র্যাকটিক্যাল অনেক বেশি কার্যকর! নয়? তা ছাড়া আই লাইক থ্রিল। শুধু গল্পের বই-এর পাতাতেই এতদিন পড়তাম, এবার দ্যাখো, রিয়েল লাইফেও খানিকটা নিয়ে এলাম!"

তাজুর দুটো পা দুর্বল লাগছে। বুকের ভিতরে শূন্যতা, এ কী হল! জীবন এমন অদ্ভুত হয়? এমন রং বদলায় নিমেষের মধ্যে? ও দেখল কাঁকন আর শৌর্য দু'জন দু'জনের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে রয়েছে। এ দৃশ্যে অন্য কারও প্রবেশ নিষেধ। তাজু বুঝল, ওর সুগন্ধর বুদ্‌বুদের চেয়েও অনেক সুন্দর গন্ধ ও বর্ণ লুকিয়ে রয়েছে ওই দৃষ্টির ভিতরে। তাজু বুঝল, ওর গালের আফটার শেভ লোশন কোনওদিন এই গন্ধের বিকল্প হতে পারবে না।

কাঁকনদের রেখে তাজু হাঁটতে লাগল। ওদের জীবন থেকে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে যেতে হবে ওকে। ও পিছনে তাকাবে না আর।

"আরে, যাচ্ছিস কোথায়?" পিছন থেকে এসে কাঁধে চাপড় দিল হাড্ডি।

তাজু হাসল, "চল, আমাদের টং অপেক্ষা করছে।"

"আরে, দাঁড়া। শুধু টং নয়, আরও একজন রয়েছে।"

"মানে?" তাজু অবাক হয়ে তাকাল হাড্ডির দিকে।

"ওই দ্যাখ, দূরে।"

তাজু, হাড্ডির আঙুল লক্ষ করে তাকাল। দূরে, বেশ কিছুটা দূরে গাছদের জটলা আর প্যাটন ট্যাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে উপালি! হাড্ডি তাজুর কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, "এও কাঁকনের কাজ। গতকাল উপালিকে

Downloaded From : www.MonerSathe.com

For Latest Updates : Please Visit www.MonerSathe.Com regularly.

এখানে আসার কথা ও-ই বলেছে। উপালি একা আসতে সাহস পাচ্ছিল না, তাই আমায় এনেছে। আর দ্যাখ না, এখনও ভয় পাচ্ছে। তুই নাকি ওকে দেখলে বকবি, তাই দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাগলি। ভালবাসা বোঝ তাজু, ভালবাসা বোঝ। এভাবে নষ্ট করিস না।"

তাজু দেখল হাড্ডি আকাশের দিকে তাকাল। বলল, "ওই দ্যাখ, মেঘ কাটছে। রোদ উঁকি মারছে। মেঘের কোলে রোদ উঠেছে। 'কোলে'-র ইউসেজটা দেখলি? এমনি-এমনি বলি, রবিঠাকুর রকস্। যা, তুইও রোদকে কোলে তুলে নে। আর আমি এই গল্পের থেকে, এই দৃশ্যের থেকে, এই হেমন্তর থেকে বিদায় নিই। হাড্ডি নামটা এবার মুছে ফেলার সময় এসেছে। আসি। অ্যাদিওস আমিগো।"

তাজু সেই মেঘভাঙা রোদ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ময়দানে। কাঁকন আর শৌর্য চলে গিয়েছে। হাড্ডিও ক্রমশ ছোট হচ্ছে দূরে। শুধু উপালি দাঁড়িয়ে রয়েছে এখনও। গাছদের জটলা আর ট্যাঙ্কের মাঝখানে উপালি দাঁড়িয়ে রয়েছে, একা। অনেক প্রজাপতি উড়ছে উপালিকে ঘিরে। হলুদ-খয়েরি পাতারা ঝরে পড়ছে। আর এই রঙের মধ্যে দাঁড়িয়ে উপালি তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে।

দূর, দূরত্ব। যে তাজুর হতে পারে, সে দাঁড়িয়ে রয়েছে দূরত্বের ওই পাড়ে। কিন্তু এই দূরত্বের মাঝখানে তো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গাছ, বিস্তৃত শহর আর তাজু নিজে দাঁড়িয়ে। কতদিনে এসব পার করবে ও? কত সময় লাগবে এই দূরত্ব পেরিয়ে উপালির কাছে পৌঁছোতে? মানুষের দূরত্ব পার করতে কতদিন লাগে? তবু, যে এভাবে সর্বস্ব দিয়ে অপেক্ষা করে থাকে, তার কাছে কি না পৌঁছতে পারে মানুষ?

হাওয়া দিচ্ছে, খুব হাওয়া দিচ্ছে। হেলে-পড়া নৌকো প্রাণপণ চেষ্টা করছে সোজা হওয়ার। গাছের হলুদ-খয়েরি পাতারা টুপটাপ খসে পড়ছে চারপাশে। পুরনোর চলে যাওয়ার সময় হল। হেমন্ত-বল্কল খসানোর সময়। পিছুটান কাটানোর ঋতু। কিন্তু এখনই নয়, আর একটু সময়, নতুনের আগমনের জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে পৃথিবীকে। উপালিকে। তাজুকেও।

তবু, এই মধ্যবর্তী সময়টুকু তো বন্ধুত্বের হতেই পারে। বন্ধুত্ব, যা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেম। তাজু ঝরে-পড়া পাতা মাথায় নিয়ে এগোতে লাগল ভাঙা প্যাটন ট্যাঙ্কের দিকে।

মনের সাথে.com
Downloaded From : www.MonerSathe.com